# রামানুজচরিত।

কলিকাতাস্থ রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও
বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাঙ্গালা-রচনার পরীক্ষক ও বঙ্গীয়
সাহিত্যপরিষদের বিশেষ সভ্য

## শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

প্রণীত।

কলিকাতা
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।



মূল্য ১॥

কলিকাতা,

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট্, নব্যভারত-প্রেসে

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬।

# সূচীপত্র।

## অবতরণিকা।



## প্রথম পরিচ্ছেদ।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।



## পরিশিষ্ট।

# বিজ্ঞাপন।

[illegible]

র্ম্মাবলম্বীর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াই উহার প্রধান কারণ। কলেই জানেন ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রাণিহিংসার অত্যন্ত বিরোধী। তাঁহারা রামানুজাচার্য্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও পূর্ব্বাবলম্বিত ধর্ম্মের নৈতিক ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি, তাঁহাদের সময়ে বৈষ্ণব-প্রচারকেরা দেরে নীতিসঙ্গত আচার পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া রের কথা, ন্যায় ও যুক্তির অনুরোধে নিজেরাই ঐ সকল আচার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে রামানুজাচার্য্য হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তবে তিনি ঐ ধর্ম্মকে বিশ্ব-ব্যাপী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতমতের উৎকর্ষের জন্যই ভারতবর্ষে বৈষ্ণবমতের এত আদর। উক্ত মতে ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস নাই, অদ্বৈতবাদীদের ন্যায় ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা হয় নাই, শ্রুতি স্মৃতির সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই, অথচ ভক্তি ও প্রেম-মন্দাকিনীর সুধাধারায় ইহা স্নিগ্ধ ও পবিত্র। শ্রীবৈষ্ণবগণ ভক্তিকেই মুক্তির প্রধান সহায় মনে করেন এবং তাঁহারা অস্পৃশ্য নীচ ও ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে, এমন কি তাহার চরণতলে মস্তক লুটাইতেও কুণ্ঠিত নহেন। এই উদার নীতি-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম ঠিক কত দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের গুরুপরম্পরার যেরূপ নাম নির্দ্দেশ করেন, নিম্নে তাহা লিখিত হইল। আদিম বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীরঙ্গমে পুরাকাল হইতে রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল যতি যথাক্রমে বৈষ্ণব-মত ও বৈষ্ণব-আচার রক্ষা করিয়া

আসিতেছিলেন। ১। স্বামী মহদ্‌যোগী। ২। ভূতযোগী ৩। ষড়্‌যোগী। ৪। ভক্তিসার। ৫। মধুরকবি। ৬। কুলশেখর। ৭। যোগবাহন। ৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু। ৯। রামমিশ্র। ১০। পুণ্ডরীকাক্ষ। ১১। নাথমুনি। ১২। মুনিত্রয়। ১৩। বকুলাভরণ। ১৪। যামুনাচার্য্য। এই চৌদ্দ জন যতির প্রত্যেকের বয়ঃক্রম যদি পঞ্চাশৎ বৎসর করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও রামানুজাচার্য্যের জন্ম গ্রহণের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়। রামানুজাচার্য্যের প্রভাবেই এই পুরাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তজ্জন্য উক্ত মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করাই "রামানুজচরিত" প্রকাশের উদ্দেশ্য। পুরাকালে ভারতবর্ষে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রচারকগণই প্রথমে উহার পথ প্রদর্শন করেন। তজ্জন্যই পরবর্ত্তী কালে আমরা কোন কোন রাজার ও ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাই। যে সকল মনীষীর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই গ্রন্থে বর্ণিত রামানুজাচার্য্যের জীবনচরিত অন্যতম। ভক্ত শ্রীবৈষ্ণব কবিগণ বহু যত্নে তাঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের জীবনের ঘটনাবলী সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কল্পনার জাল ও কবিত্বের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া লইতে পারিলে ঐ সকল গ্রন্থের সাহায্যে আচার্য্যের জীবনের প্রায় অধিকাংশ ঘটনাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থে রামানুজাচার্য্যের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে 'প্রপন্নামৃত' ও 'দিব্যসূরিচরিত'ই প্রধান। 'স্মৃতিকালতরঙ্গ', 'ভার্গবপুরাণ' ও স্কন্দপুরাণের

অন্তর্গত 'ভূতপুরীমাহাত্ম্য' হইতেও আচার্য্যের জীবনের অনেক ঘটনা অবগত হওয়া যায়। আজ পর্য্যন্তও যখন স্কন্দপুরাণে প্রক্ষেপ-ক্রিয়া সমভাবেই চলিতেছে, সুতরাং বেদব্যাসের রচিত স্কন্দপুরাণে যে রামানুজের কথা থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তবে ভূতপুরী-মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত হইলেও উহা নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-সমূহই আমার পুস্তকের উপজীব্য। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রপন্নামৃত নামক গ্রন্থই বৈষ্ণব-সমাজে সমধিক পূজিত ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় রামানুজাচার্য্যের জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রামানুজাচার্য্যের একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য আমার মনে বাসনা জন্মে। প্রথমে দক্ষিণাপথের ও অযোধ্যার কোন কোন মঠ হইতে সামান্য কিছু উপকরণ সংগ্রহ করি। তাহার পর, ১৮২৮ শকাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের সময় পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রায় দুই মাস কাল সেখানে ছিলাম। শুনা যায়, পুরুষোত্তমে সাত শত মঠ আছে, তন্মধ্যে প্রায় ছয়শত পঞ্চাশটি মঠই রামানুজাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের অধিকৃত। আমি প্রত্যহই প্রায় ঐ সকল মঠে যাইতাম। মঠের অধিকারিগণের মধ্যে পণ্ডিতের সংখ্যা বড়ই অল্প। অধিকাংশ মঠাধিকারীই মঠের বিষয় সম্পত্তি রক্ষণ ও বাহ্য আচার অনুষ্ঠান লইয়াই সময় অতিবাহিত করেন। উত্তরপার্শ্ব মঠের মহাত্মা দিব্যপরমহংস রামানুজ-সিদ্ধান্তের মর্ম্মজ্ঞ বটেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া বড় দুর্ঘট। তিনি প্রায় ধ্যান ধারণায়ই নিমগ্ন থাকেন। ইঁহার

মঠের শ্রীমৎ রঘুনন্দনরামানুজদাস স্বামী ও পণ্ডিত কিন্তু তিনি একে বর্ষীয়ান্, তাহাতে আবার রোগ-ক্লিষ্ট। এক দিবস তাঁহার সহিত কিছু ক্ষণ সংস্কৃত-ভাষায় আলাপ হইল, স্বামীজী তাঁহার প্রধান শিষ্য ও মঠের ভাবী উত্তরাধিকারী শ্রীমৎ গদাধর রামানুজদাসকে দেখাইয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। গদাধররামানুজদাস বৈষ্ণব-গ্রন্থ সকল দেখাই দেখাই করিয়া কয়েক দিন কাটাইলেন, সুতরাং তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমি যাঁহার নিকট এত দিন উপদেশ গ্রহণ করিতে-ছিলাম, তাঁহাকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিলাম। এই মহাত্মার নাম শ্রীমৎ বাসুদেবরামানুজদাস স্বামী। ইঁহার জন্মভূমি অযোধ্যা-প্রদেশ। স্বামীজী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, উপনয়ন বা বেদারম্ভের পর ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়ই সংসার ত্যাগ করিয়া ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক বেদান্ত ও রামানুজ-সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি সঞ্চয়-হীন পুরুষোত্তমের প্রসাদ-কণিকায় জীবন ধারণ করিয়া শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ প্রাঙ্গণস্থ হনুমান্-বাড়ীতে অবস্থান করেন। ভগবৎ-কথা ব্যতীত ইঁহার মুখে অন্য কথা নাই। অন্য কথা শুনিতেও ইচ্ছা করেন না। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে আমি যখন পুরুষোত্তমে গমন করি, সেই সময়ে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। দ্বিতীয় বার আমাকে দেখিয়া স্বামীজী অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করেন। তাঁহার অনুপম ভগবদ্ভক্তি ও আদর্শ জীবনের পবিত্র কার্য্যাবলী সন্দর্শন করিয়া আমি শ্রদ্ধাভরে শিষ্যের ন্যায় আনত হইলেও তিনি আমার সহিত ঠিক বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। স্বামীজীর মুখে আমি রামানুজ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এত

তত্ত্ব শুনিয়াছি যে, সে সমুদয় লিখিলে দুই তিন খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে বলিয়া কেবল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মাত্র রামানুজ-চরিতে সন্নিবেশিত করিলাম। স্বামীজী শুধু উপদেশ দিয়াই বিরত হন নাই, সমাধি-মঠ হইতে 'প্রপন্নামৃত' 'নারদপঞ্চরাত্র' প্রভৃতি বহু উপাদেয় দুর্লভ গ্রন্থ প্রদান করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ঐরূপ সাহায্য না পাইলে আমি কোন প্রকারেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম না। সমাধি মঠের পুস্তক ব্যতীত আমি বম্বে ও মান্দ্রাজ হইতে কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহ করি, রামানুজচরিতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় ঐ সকল পুস্তক হইতেও যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। রামানুজসম্প্রদায় সম্বন্ধে অন্যসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মত কিরূপ? উহা জানিবার জন্য আমি পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ীভুক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীমোহন বিদ্যাভূষণ (প্রসিদ্ধ মোহনদাস বাবাজী) মহাশয়ের নিকট গমন করি। বাবাজী ব্রহ্মচারি-অবস্থা হইতে সন্ন্যাসী এবং পরমভাগবত। বৈষ্ণব-দর্শনেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার। তিনি আমাকে বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত বাবাজীর আশ্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথমৈত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তিনিও আমাকে এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদান করেন। আর দক্ষিণভারত পর্য্যটনকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতেও কয়েকটি বৈষ্ণবক্ষেত্রের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজেন্দ্র বাবু যখন দার্জিলিঙে কার্য্য

করিতেন, সেই সময়ে আমার প্রণীত শঙ্করাচার্য্যচরিতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি উহা পাঠ করিয়া শঙ্করের জন্মভূমি সন্দর্শন মানসে অবকাশ লইয়া দক্ষিণভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। গমনকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। ভ্রমণকালে রাজেন্দ্র বাবু অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি রামানুজাচার্য্যের জন্মভূমি শ্রীপেরম্বুধুরম্-গ্রামস্থ আচার্য্যের বাটী ও আদিকেশবের মন্দিরের আলোকচিত্র আনিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন গৃহে আবদ্ধ থাকায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অন্য উপায়ে আমাকে ঐ স্থানের আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতে হইল। এই গ্রন্থে যে সকল চিত্র সন্নিবেশিত হইল, উহা শ্রীরঙ্গম্, মহীশূর, বাঙ্গালোর, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন ও কলিকাতার ফটোগ্রাফারদিগের দ্বারা বহু যত্নে সংগৃহীত।

রামানুজচরিতের পাণ্ডুলিপি প্রায় তিন বৎসর গত হইল মুদ্রাযন্ত্রে অর্পণ করি, অর্থাভাবে ধীরে ধীরে কাজ চলিতেছিল। তাহার পর, স্বদেশের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অগ্রনায়ক সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান্-মিরর পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর আমার অর্থাভাবের কথা বিদিত হইয়া বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল মাতৃভূমির সুসন্তান শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন এম-এ, বি-এল, মহাশয়কে, উহা বিজ্ঞাপন করেন। সেন মহাশয় রামানুজচরিতের মুদ্রাঙ্কনের সহায়তার জন্য স্বয়ং ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে মুর্শিদাবাদ নগরের নশীপুর আশ্রমস্থ শ্রীমৎ রামাচারী স্বামী ৬৲ টাকা এবং কাশীমবাজারের বদান্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল সাহায্য দ্বারা গ্রন্থের

মুদ্রণ কার্য্য সম্পূর্ণ না হউক, অনেকাংশ সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আমি পূর্ব্বোক্ত দাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহারে নিবেদন, যাঁহাদের পরামর্শে, উপদেশে এবং অর্থসাহায্যে রামানুজচরিত প্রকাশিত হইল, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের ধন্যবাদ করিয়া ভূমিকা শেষ করিলাম।

বাসন্তীকুটীর।
২৭।৩ রামকান্তমিস্ত্রীর লেন্,
কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ়, ১৮৩১ শকাব্দ।

শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা।

# রামানুজ চরিত।

## ( অবতরণিকা )

বৈদিক ধর্মের উৎপত্তি।

ভাষার বিকাশের ন্যায় ভারতবর্ষে ধর্মের বিকাশও যথেষ্ট হইয়াছিল। এক বৈদিক ভাষা হইতে যেমন সংস্কৃত, প্রাকৃত, মাগধী, পালি, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, আবন্তী, ত্রৈলঙ্গী, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি নানা উপভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ এক প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম হইতে স্মৃতি-প্রোক্ত-ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, পৌরাণিক-ধর্ম্ম, অদ্বৈতমত, বিশিষ্টাদ্বৈতমত, দ্বৈতাদ্বৈতমত, শুদ্ধাদ্বৈতমত, তান্ত্রিক-সাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

অতি পুরাকালে আর্য্যজাতির ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান-প্রণালী কিরূপ ছিল, উহা জানিবার কোন উপায় নাই। জগতের আদিম জ্ঞানভাণ্ডার বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়, আর্য্যগণ প্রথমাবস্থায় স্বীয় আশ্রয়ভূমি পৃথিবীকে মাতা ও মস্তকোপরি চিরবিরাজমান নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহাদের নিকটে প্রয়োজনীয় নানাবিধ বস্তু প্রার্থনা করিতেন। (১) তাহার পর, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জল প্রভৃতি পার্থিব-পদার্থ-নিচয়ের অসীম প্রভাব সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাতেই শ্রেণী

---

(১) মাতা পৃথিবী মহীয়ং [ ঋগ্বেদসংহিতা ম০ ১-অ০-২২-সূ ৬৮ ]
দ্যৌর্মে পিতা জনিতা; [ ঐ ]

শক্তির আরোপপূর্ব্বক স্তব করিতেন,(১) এবং অভীষ্ট কামনায় ঘৃত সমিধ্ সোমরস এবং ছাগ মাংসাদি দ্বারা ঐ সকল দেবতার প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। (২) উহার অব্যবহিত পরেই সেই প্রতিভাবান্ ঋষিগণের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিভাত হইল। তাঁহারা সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে ভাবনা করিতে আরম্ভ করিলেন। (৩)

অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে দেখা যায়, ঐ সময় হইতেই ঋষিদের মধ্যে দুইটি বিভাগ সৃষ্ট হয়। এক বিভাগের ঋষিগণ সর্ব্বদা ধন, পুত্র, সংগ্রামজয়, স্বর্গসুখ প্রভৃতি বাঞ্ছিত বস্তুর জন্য অগ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করিতেন। আর এক সম্প্রদায় অকৃতদার হইয়া আধ্যাত্মিক চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়, বাসনাক্ষয়ের উপায় ও মোক্ষপথের অনুসন্ধানে রত থাকিতেন। শেষোক্ত জ্ঞানিগণ অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করিতেন বলিয়া, তাঁহাদের ও তাঁহাদের গভীর চিন্তা-প্রসূত গ্রন্থের আরণ্যক নাম হয়। আরণ্যক উপনিষদেরই নামান্তর। প্রথম-শ্রেণী যেরূপ ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারিবেদ ও শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ প্রভৃতি (৪) অপরা বিদ্যার আবি-

---

(১) অগ্নিমীলে পুরোহিতং। [ঋ০ম১-অ০১-সূ ১]

(২) ইন্দ্রমর্ত্তে হবামহে। [ঐ ম০১০অ০২০সূ ৭]

অস্যাবি সোম ইন্দ্র তে। [ঐ ম০১-অ০১৩ সূ-৮৪]

এষ ছাগো পুরো অশ্বেন। [ঋ-ম০১ অ০ ২২ সূ ১৬২]

(৩) সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১১।

(৪) ১। শিক্ষা স্বর বর্ণ মাত্রা প্রভৃতির উচ্চারণ নিয়ামক শাস্ত্র যথা,—পাণিনীয় শিক্ষা প্রভৃতি। ২। কল্প—যাহাদ্বারা যজ্ঞের প্রয়োগ বা অনুষ্ঠান প্রণালী শিক্ষা করা যায়। যেমন আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র প্রভৃতি। ৩। ব্যাকরণ—

ক্ষার ও অনুশীলন দ্বারা মানব-সমাজের পার্থিব জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানিগণও তদ্রূপ উপনিষদ্ এবং দার্শনিক মতের সৃষ্টির দ্বারা পরা বিদ্যার (১) উৎকর্ষ সাধনে নিরত রহিলেন। উভয় সম্প্রদায় দ্বারাই দিন দিন পৃথিবীতে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা। এই সময় ঋষিগণ হিমালয়ের দক্ষিণাংশে ক্রমশঃ বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যজ্ঞের পবিত্র ধূমে আকাশমণ্ডল পরিপূত ও মধুর বেদধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। যাগযজ্ঞে দীক্ষিত জ্ঞানানুশীলন-তৎপর ঐ সকল ঋষি বেদের আলোচনায় রত থাকায় ব্রহ্মন্ ও ব্রাহ্মণ নামে আহূত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মন্ অর্থ বেদ, তাহা জানেন বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' আখ্যা হইল। আর্য্যদের আগমন লক্ষ্য করিয়া নবাধিকৃত স্থানের আদিম অধিবাসিগণ বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের দমনের নিমিত্ত ও বিপন্নগণের উদ্ধারের জন্য এক শ্রেণীর যোদ্ধার সৃষ্টি করিতে হইল, তাঁহারাই কালক্রমে 'ক্ষত্র' নামে অভি-

---

যাহা পাঠ করিলে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির জ্ঞান দ্বারা পদের স্বরূপ ও অর্থের নিশ্চয় হয়। যেমন পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি। ৪। নিরুক্ত—ইহা যাস্ক ঋষিকৃত একরূপ বেদের ব্যাখ্যা। উহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম নিঘণ্টু (অভিধান) দ্বিতীয় নৈগম (বিধিবাক্য) তৃতীয় দৈবত (দেবতা-বিচার)। ৫। ছন্দঃ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি ছন্দোনিয়ামক শাস্ত্র। ৬। জ্যোতিষ—যজ্ঞের কালাদি নিয়ামক শাস্ত্র।

(১) দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৫।

হিত হইলেন। যাঁহারা বলিষ্ঠ সাহসী, তাঁহারাই প্রায় ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন। ক্ষৎ শব্দের অর্থ বিপদ্, তাহা হইতে ত্রাণ করে বলিয়া (ক্ষত্র) নাম হইল। ঐরূপ কৃষিকার্য্য, দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় ও বস্ত্র-বয়ন অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ 'বিশ্' আখ্যায় অভিহিত হইলেন। বিশ্ শব্দে জনসাধারণকেও বুঝাইত। বেদ উপনিষদে ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশের অনেক বর্ণনা আছে (১) কিন্তু সে সময়ে ঐ সকল সম্প্রদায়গত আখ্যা প্রায়ই কর্ম্মগত ছিল, বংশগত ছিল না। অনেক বেদবিদের বংশধর ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া ক্ষত্র নামে পরিচিত হইতেন এবং অনেক ক্ষত্র বৈশ্য-বংশের লোক বেদবিদ্যার অনুশীলন করিয়া ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) আখ্যায় আখ্যাত হইতেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা চির-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। বেদবিৎ, যোদ্ধা ও পণ্যজীবীদের বংশধরগণ বংশানুক্রমে স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায়ে নিরত থাকায় এক একটি পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের অনু-শীলন, ক্ষত্রেরা রাজ্যশাসন ও বৈশ্যেরা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য লইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। এই ব্যবসায় ভেদে আচারও পৃথক্ হইয়া পড়িল। কাজেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। সমাজের শিক্ষক নিয়ত-তপস্যা-পরায়ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা ভোগবাসনা-নিস্পৃহ ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজনীয় হই-লেন। তাহার নিম্নে ক্ষত্র ও তন্নিম্নে বৈশ্যগণ স্থান লাভ করি-লেন। আর্য্যগণ যে যে স্থানে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের অধিকাংশ, নাগ নামে পরিচিত

(১) ক্ষত্রং বা এষ প্রপদ্যতে যো রাষ্ট্রং প্রপদ্যতে। (শতপথ ব্রাঃ ৯।৪।১।৭)

ছিল। নাগদের বহুপ্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট ভবন, হস্তী অশ্ব রথ ছিল এবং তাহারা স্বর্ণ-রৌপ্যের আভরণাদি ব্যবহার করিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের মতে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নাগেরা প্রাচীন শক-জাতির একটি শাখা। নাগদের অনেকে বাহুবল প্রদর্শন করিয়া ক্ষত্র সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অবশিষ্ট অধিকাংশ আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শূদ্র নামে পরিচিত হইল। পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণ, (ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যেরা) শেষোক্তবর্ণের ( শূদ্রের ) কোন কোন বিষয়ে অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া রাখিলেন কিন্তু এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ক্রমে বিবাহে কোন বাধা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা স্বজাতীয় ও ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্রের কন্যার, ক্ষত্রেরা স্বজাতীয় ও বৈশ্য শূদ্রের কন্যার ও বৈশ্যেরা স্বজাতীয় ও শূদ্রকন্যার এবং শূদ্রেরা কেবল স্বজাতীয় শূদ্রকন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে পারিতেন। অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা মাতৃ-জাতির আচারপ্রাপ্ত হইলেও পৈতৃক ধনাধিকারে বঞ্চিত হইত না। প্রতিলোম-ক্রমে পত্নীগ্রহণও একেবারে বিরল ছিল না। কিন্তু উহা সমাজের অনুমোদিত নহে বলিয়া ঐরূপ সংস্রবে উৎ-পন্ন সন্তানগণ লোকের শ্রদ্ধার্হ হইত না।

যাহা হউক, এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও সমাজ তখন ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যবালকগণ যথাক্রমে অষ্টম একাদশ ও দ্বাদশবর্ষে গুরুকুলে গমন করিয়া বেদারম্ভ করিতেন। ক্ষত্র বৈশ্যসন্তানগণ সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেন কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকগণ ছত্রিশ বৎসর কিম্বা তাহার অর্দ্ধেক কিম্বা চতুর্থাংশ কাল গুরুকুলে অব স্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন। সকল বর্ণের বালকেরই

গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রত্যহ যথা-বিধি পঞ্চ মহাযজ্ঞের(১) অনুষ্ঠান ও গৃহস্থোচিত অন্যান্য বিধি পালন করিতে হইত। পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে সকলেই পুত্রের হস্তে পত্নীর পালন ভার অর্পণ করিয়া অথবা সংসার-বিরতা ধর্ম্মচারিণী পত্নীকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে গমন করিতেন। (২) সেখানে অব-স্থান করিয়া আরণ্যকগণের সংসর্গে বাস, ধর্ম্মকথাশ্রবণ, ধ্যান ধারণা ইত্যাদির দ্বারা সংসার-বাসনা ক্ষয় করিয়া শেষে নিঃসঙ্গ অব-স্থায় মোক্ষ লাভের নিমিত্ত সংন্যাস অবলম্বন করিতেন। ঐ সময় হইতেই আরণ্যকদিগের আশ্রমগুলি পবিত্র স্থান বলিয়া গণনীয় হইতে লাগিল। এদিকে কুরু, পঞ্চাল, মদ্র, হৈহয, গান্ধার শক, হূণ, ত্রিগর্ত্ত, আরট্ট, দরদ, খশ, অম্বষ্ঠ, কবণ, পারদ, পহ্লব, কম্বোজ, তক্ষ, মালব, পাণ্ড্য, সৌবীর, বিদেহ, চেদি প্রভৃতি অসংখ্য যোদ্ধৃ-জাতি বৈদিক ধর্ম্মের নৈতিক ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। আর্য্য ঋষিগণ সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, উহাদের আবাসভূমিও তাঁহা-দেরই বাসভূমির চতুর্দ্দিকে, সুতরাং কেন ঐ প্রতিবেশিগণ তাঁহাদের চিন্তালব্ধ ফল লাভ করিতে পারিবে না? ঐ সকল সমরকুশল সাহসী সম্প্রদায় ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত ও ক্ষত্রিয়াচার পরিগ্রহ করিয়া আর্য্যসমাজের বল বৃদ্ধি করিল এবং

(১) পঞ্চ মহাযজ্ঞ যথা :—ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্র বা নিত্য হোম) পিতৃ যজ্ঞ (পিতৃতর্পণ) নরযজ্ঞ (অতিথিসেবা) ভূতযজ্ঞ (ইতর প্রাণীর উদ্দেশে খাদ্য প্রদান)।

(২) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ, মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যান পাঠ করুন।

ঋষিগণের পরামর্শে হিমালয়ের সমুন্নত ভূভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদে আপনি আপন অধিকার বিস্তার করিল। অবশ্য ঐরূপ রাজ্যবিস্তারে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। যে যে স্থানে বৈদিক আচার-সম্পন্ন ক্ষত্র জাতির রাজধানী স্থাপিত হইল, সেই সেই স্থানেই বেদবিৎ ঋষিগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কোন কোন দেশ ঐ সকল ক্ষত্র জাতির নামে, কোন কোন দেশ রাজার স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ হইল। উত্তরকুরু, পঞ্চাল, গান্ধার, ত্রিগর্ত্ত, মালব, প্রভৃতি দেশ,জাতির নামে প্রসিদ্ধ। আর, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ইত্যাদি জনপদ রাজার নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। রাজা দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও ব্যবস্থা-শাস্ত্র প্রণয়নের ভার ঋষিদের উপরে রহিল। শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করা রাজারও ক্ষমতায়ত্ত নহে, সুতরাং প্রকারান্তরে ঋষিগণই দেশের শাসনযন্ত্রের পরিচালক হইলেন; তাঁহাদের আদেশ ও কার্য্যই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

ইহার ফলে, ঋষিগণের অনেকের তপস্যা, সত্যপরায়ণতা, নিস্পৃহভাব অনেকটা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা ধন-লোভে ঐশ্বর্য্য-শালী ক্ষত্রগণের দ্বারা প্রায়ই অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হইলেন, সমাজ বহুবিস্তৃত হইল। অনেক লোকের হৃদয়ে অনেক প্রকার স্বাধীন চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। (বেদ অপৌরুষেয়, ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত এবং নিত্য। বেদোপদিষ্ট পথে চলিলেই স্বর্গ ও মুক্তি, অন্যথা নরকে গমন করিতে হইবে)—এই বিশ্বাস আবহমান কাল চলিয়া আসিতে-ছিল, সহসা তাহাতে একটু বাধা পড়িল। বৃহস্পতি নামা এক

ঋষির আবির্ভাব হইল, তিনি বেদের বিরুদ্ধে এক মত প্রচার করিলেন। (১) ঐ মত লোকায়তিকমত বা নাস্তিকমত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা কোনরূপ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া বেদোক্ত পন্থার কোন ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইল না। উহার অব্যবহিত পরে অথবা ঠিক ঐ সময়ে যথাক্রমে কপিলের সাংখ্যমত, পতঞ্জলির যোগমত, কণাদের বৈশেষিক মত, গোতমের ন্যায়মত জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও বাদরায়ণের বেদান্তমত প্রচারিত হইল। শেষোক্ত দার্শনিকগণের কেহই বেদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। মহর্ষি কপিল পুরুষ ও প্রকৃতি বাদ প্রচার করিলেন কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিলেন না। মহর্ষি পতঞ্জলি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ঈশ্বর স্বীকার করিলেন। মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর অস্বীকার করেন নাই। গোতম জগতের কারণ স্বীকার করিলেন। মহর্ষি জৈমিনি ঈশ্বর স্বীকার করিলেন না বটে কিন্তু কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া বিলক্ষণ চাতুরী প্রদর্শন করিলেন। উহার ফলে তিনি আস্তিকগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইলেন।

এদিকে যেমন মানবের চিন্তা-শক্তির প্রসার হইতে লাগিল, তেমনি দেশ-জয়েচ্ছা ও বাণিজ্য-বৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষত্রগণ দিন দিন কত অজ্ঞাত নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত ও করায়ত্ত করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ গোযান জলযান ও

---

(১) কেহ কেহ বলেন ;—"মহর্ষি কপিল আদি জ্ঞানী, তিনিই প্রথমে শ্রুতি ও যুক্তির আশ্রয়ে সাংখ্য মত প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, বৃহস্পতির লোকায়তিক মতই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে উভয়েরই নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অর্ণবযানে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া নানাদেশে এমন কি সমুদ্রের পরপারপর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে নানা বৈদেশিক ভিন্নধর্ম্মী লোকের সহিত পরিচয় হইল। তাহারাও ভারতবাসীর মুখে ভারতের প্রশংসা-গীতি শুনিয়া স্ব স্ব ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ সকল নবাগত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এ দেশে রহিয়া গেল, তাহারাও বৈদিক ধর্ম্মের করুণা লাভে বঞ্চিত হইল না। ঐ সময় ব্রাহ্মণেরা কেবল তপস্যা-নিরত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বহু পূর্ব্ব হইতে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ রাজমন্ত্রী ও কুসীদ-জীবী ছিলেন। ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে হইলেই সেই সেই দেশের ভাষা শিখিতে হয়। অনেক বণিক্ বৈদেশিক ভাষা শিখিয়াছিল। ধন সঞ্চয়ের আশায় কোন কোন ব্রাহ্মণও বোধ হয়, বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার উদ্‌যোগ করিয়া শাস্ত্রবিধি-দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। (১)

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রগণের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। উহার ফলে উত্তরকালে উভয় জাতিরই নৈতিক ভাব অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ ক্ষত্র জাতির অতিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রদের ও ব্রাহ্মণের প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা রহিল না। এই মনোমালিন্যের পরিণামে দুইটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে। প্রথম বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিবাদ। এই বিবাদে পূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্মে অপ্রবিষ্ট অসংখ্য আভীর পহ্লব, যবন, কিরাত, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ভারতের বহিঃস্থিত বীরজাতি মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া

(১) তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ইতি শ্রুতিঃ।

ভারতের ক্ষত্র-বল পর্য্যুদস্ত করে এবং বৈদিক ধর্ম্মের উদার অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়। (১) দ্বিতীয় মহর্ষি জমদগ্নির প্রতি সূর্য্য-বংশীয় কার্ত্তবীর্য্য-তনয়গণের অরুন্তুদ ব্যবহারে পরশুরাম কর্ত্তৃক ভারতের ক্ষত্রকুল বিধ্বস্ত হয়। (২) ঐ দুই ঘটনার পর আর্য্যজাতির মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলবতী হয়। ক্ষত্রগণের মধ্যে মিথিলায় রাজর্ষি জনক রাজ্যাধিপতি হইয়াও যতির ন্যায় বেদবিদ্যার উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত হন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রগণের আদর্শ ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ জনকের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত সমাগত হইতেন। (৩) ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও জ্ঞানী মহর্ষি জৈগীষব্য অতিথিপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি মুদ্গল, ক্ষমাশীল মহর্ষি সমীকপ্রভৃতি অসংখ্য আদর্শচরিত্র ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (৪)

ভারতবর্ষের উত্তর ভাগেই আর্য্য-বসতি ও বৈদিক ধর্ম্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করে, দক্ষিণাপথে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় দক্ষিণাবর্ত্ত ঘোর অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যভাগে নাগজাতি ও উহার দক্ষিণে দ্রবিড় ভিল প্রভৃতি অনার্য্যগণ বাস করিত এবং পরাক্রান্ত লঙ্কাদ্বীপবাসীরা আসিয়াও সমুদ্রতীরস্থ বনভূমি আশ্রয় করিয়াছিল। মহাকবি বাল্মীকি ঐ সকল

---

(১) বাল্মীকি-রামায়ণ আদিকাণ্ড ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ সর্গ পাঠ করুন।

(২) মহাভারত—বনপর্ব্ব ১১৫ ১১৬ ১১৭ অধ্যায় পাঠ করুন।

(৩) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৭৫ অধ্যায় পাঠ করুন।

(৪) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষধর্ম্ম—২২৯ অধ্যায় বনপর্ব্ব ২৫৮ ২৫৯ অধ্যায় এবং আদিপর্ব্ব ৪০ ৪১ অধ্যায় পাঠ করুন।

অনার্য্যজাতীকে বানর ভল্লুক ও লঙ্কাদ্বীপবাসীদিগকে রাক্ষস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি অগস্ত্যই বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া প্রথম দক্ষিণাপথে পদার্পণ করেন। ইনি রাক্ষসদের কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত ও নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া অনেক অন্তেবাসী ও অন্তেবাসিনী ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিত। ঐ সময়ে মহর্ষি অত্রি, অগ্নিহোত্রী, শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ, শাতকর্ণি প্রভৃতি ঋষিগণ দক্ষিণাপথের অধিবাসী হইয়াছিলেন (১)।

মহর্ষি মনুর অনুশাসন।

উহার কিছুকাল পরেই মহর্ষি মনু প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ঋষি ঐ সময়ে আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি সমাজের প্রত্যেক অংশে নিপতিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন—বেদোক্ত বর্ণাশ্রমসমাজ সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল। ঋষিদের মধ্যে অনেকে নাস্তিকমত প্রচার করিতেছেন। ব্রাহ্মণদের অনেকে বেদপাঠে উপেক্ষা করিয়া জ্যোতিষ পুরাণ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনে ব্রতী। অনেকে সন্ধ্যোপাসনা বেদপাঠ পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট। কেহ কেহ ইচ্ছানুসারে বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সন্তানের যথাসময়ে বেদারম্ভ না হওয়ায় উহারা ক্রমশঃ ব্রাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। বৈদিকধর্ম্মে অনাস্থাশীল বৈদেশিক যবন ম্লেচ্ছদের সহিত ভারতীয় বহু ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্রের কতকটা মিশ্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে। লোকে যদৃচ্ছাক্রমে ধনোপার্জ্জনের জন্য নানা দেশে যাইতেছে, যবন ও ম্লেচ্ছের আহার্য্য গ্রহণ করিতেছে, প্রত্যাগত হইয়া তত্তদ্দেশের মদ্য, বিবিধ পক্ষি-

(১) বাল্মীকি রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড—১১, ১২, সর্গ দেখুন

মাংস, লশুন প্রভৃতির আহারপ্রথা সমাজে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অভিনব বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে বদ্ধ পরিকর হইলেন। স্মৃতি অর্থ স্মরণ। বেদার্থ (বেদপ্রোক্ত বিধি নিষেধ) স্মরণ করিয়া যাহা রচিত হইল, উহাই স্মৃতিশাস্ত্র নামে আখ্যা লাভ করিল। মনুর পর অত্রি প্রভৃতি আরও ঊনিশ জন ঋষি (১) স্মৃতি-সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সকল স্মৃতি-সংহিতার মধ্যে মনু-সংহিতারই প্রাধান্য অধিক। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলেই বেদার্থ স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন বটে কিন্তু পরস্পরের মত অত্যন্ত বিভিন্ন। এতদ্ভিন্ন বেদে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা স্মৃতিতে নাই, আবার স্মৃতিতে এমন অনেক বিষয় আছে, বেদে যাহার নাম গন্ধও দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত বৈদিক বিধি-শাস্ত্রে (আশ্বলায়ন আপস্তম্ব প্রমুখ ঋষি-প্রণীত কর্ম্ম বিধায়ক গ্রন্থে) যাগ যজ্ঞের বিধিই অধিক দৃষ্ট হয় কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতি-সংহিতায় শ্রাদ্ধাদির বিধিই সমধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা এখন যে মনু-সংহিতার আলোচনা করি, উহা ভৃগু প্রোক্ত মনু-সংহিতা; প্রকৃত মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহর্ষি ভৃগু, মনুর নাম দিয়া কতকগুলি মত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এ গ্রন্থেও অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রচলিত মনু-সংহিতার বিধি অত্যন্ত কঠোর। উহা দ্বারা উপকার অপকার উভয়ই হইয়াছে। বোধ হয়, উপকার অপেক্ষা অপকারও

১ অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

নিতান্ত অল্প হয় নাই। তিনি সন্ধ্যা উপাসনা, বেদপাঠ যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কারের অভাব, বেদের নিন্দা (১) এবং কোন কোন নিষিদ্ধ ভক্ষ্যের গ্রহণ ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হইবে, ঐরূপ কঠোর বিধির প্রবর্ত্তন করিয়া যেমন সমাজে পবিত্রতা আনয়ন করিয়াছিলেন, তেমনি ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ, পুরাণ, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। শূদ্রদের প্রতি মনুর বিধির কোন কোন অংশ অত্যন্ত অরুন্তুদ (২)। ঐরূপ প্রত্যেক বিধি পালন করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মনুর তিরোভাবের পরই বোধ হয়, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বাল্মীকির বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, তাঁহারা মনুর প্রবর্ত্তিত বিধির অদ্বিতীয় উদাহরণ ছিলেন। স্বপ্নেও ঐ নৃপতিগণ মনুর অনুশাসনের এক বর্ণও অতিক্রম করিতেন না। অযোধ্যাধিপগণ মহা-আড়ম্বরে রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাজন্য-সমাজে উজ্জ্বল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ঐকান্তিক পক্ষপাতিতা নিবন্ধন সূর্য্যকুলাবতংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি করুণাবতার পতিতপাবন রাম ও শূদ্র-তপস্বী শম্বুকের শিরশ্ছেদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। (৩)

(১) যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥
(মনু ২য় অধ্যায়।)

(২) মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় পাঠ করুন।

(৩) বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৮৯ সর্গ পাঠ করুন।

সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ বিশেষতঃ মহারাজ রাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রতিপালকের আদর্শ হইলেও তাঁহার অধিকারকালে উক্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ স্বাধীন চিন্তার এক কালে অসদ্ভাব ছিল না। ব্রহ্মর্ষি জাবালি, রামকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, উহা মহর্ষি বৃহস্পতির প্রচারিত নাস্তিকমতের অবিকল প্রতিধ্বনি মাত্র। (১) ইহাতেই মনে হয়, কালের পরিবর্ত্তনে কত কত রাজ্য ও রাজপদের ধ্বংস হয়, অসংখ্য গ্রাম নগর পর্ব্বত নদী ও সাগর গর্ভে অন্তর্ধান করে, কিন্তু মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বাধীন মতের বিনাশ হয় না, উহা দীপ-বর্ত্তির অগ্নির ন্যায় দীপ হইতে দীপান্তরে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে যুগ-যুগান্তর বিচরণ করিয়া থাকে।

চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের সাম্রাজ্যকালই আর্য্য-সভ্যতার চরম উন্নতির সময়। ধর্ম্মই বা কি বিদ্যাই বা কি বিক্রমই বা কি সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ ঐ সময় পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিল। হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ চন্দ্রবংশীয় কুরু এবং পাণ্ডবগণের রাজধানীর জন্য বিখ্যাত। শেষোক্ত রাজধানীতে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বোধ হয় তদপেক্ষা আড়ম্বর-পূর্ণ যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কখন হয় নাই। এই যজ্ঞের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জ্ঞাত অজ্ঞাত অসংখ্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। (২) ঐ সকল দেশ ও জাতির বিবরণ পাঠে মনে হয়, তখন আর্য্যেতর জাতিরা অন্য প্রণালীতে সভ্যতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে রাজত্ব করিতেছিল। তাহাদের ধর্ম্মগত ও সংসার-যাত্রা

(১) বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড—১০৮ সর্গ পাঠ করুন।

(২) মহাভারত সভাপর্ব্ব ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১।৩২ অধ্যায় পাঠ করুন।

নির্ব্বাহের প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। ঐ সময় আর্য্যদের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং অন্য জাতিরা তাহাদের প্রতিবেশীদের ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় আর তত উৎসুক হইত না। অধিকন্তু মনে করিত, ঐরূপ সুসমর-কুশল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্ষত্র বলিয়া পরিচিত হওয়া বহুবিলম্বসাধ্য। আপাতত শূদ্ররূপে প্রবেশ করিলে একমাত্র শূদ্রদেরই কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং সভ্যতা-বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহাতে বলবীর্য্য হানির সম্ভাবনা। এ অবস্থায় পার্শ্ববর্ত্তী আর কোন জাতিই আর্য্য-ধর্ম্মে প্রবেশ করিত না, কাজেই আর্য্য-ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য কিছুকালের জন্য স্থগিত হইয়া যায়। তাহার পর, কুরুপাণ্ডবদের পরস্পর জ্ঞাতি-বিরোধে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশের ক্ষত্রকুল প্রায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের এই সার্ব্বজনিক শোকের সময়ে ধর্ম্মকার্য্যই একমাত্র সান্ত্বনার উপায় হইয়াছিল, সুতরাং যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ও ভূরি ভূরি মহাদানের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কার্য্যের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা ও বিশেষ ফলের কথা শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইল। তাহার পর হইতে অবশিষ্ট ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে সংগ্রামবিমুখতা ও পার্থিব সম্পদের আকাঙ্ক্ষা-হ্রাস ও আধ্যাত্মিক-উন্নতি বা ধর্ম্ম-সঙ্গত পবিত্র জীবন লাভের অভিলাষ বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে ভারতবর্ষের লোকের কোন কোন উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতির সহিত পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। (১) ভারতীয় জ্ঞানের ঐরূপ চরম

(১) কেহ কেহ বলেন "ঐ সময় গ্রীক্ ও রোমক জাতির সহিত ভারতীয় জাতির পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। মহাভারতের কতিপয় স্থানে উহার

অভ্যুন্নতির সময়েই মহাভারত বিরচিত হয়। মহাভারত সকল জ্ঞানের আধার; উহার অধিকাংশ রামায়ণ রচনার বহু পূর্ব্বে, এমন কি, বৈদিক সময়ের কিছু পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-বর্ণনার সঙ্গে প্রসঙ্গ ক্রমে ঐ সকল উচ্চ শিক্ষাপূর্ণ বিষয় যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহারও মতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্গীতা কোন জ্ঞানীকর্ত্তৃক রচিত হইয়া মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতের বনপর্ব্ব শান্তিপর্ব্ব প্রভৃতির সমুন্নত উপদেশ সকল পাঠ করিয়া মনে হয়—ভগবদ্গীতা ও ঐ সময়েরই রচনা। ভগবদ্গীতার উপদেশের ন্যায় উদার ধর্ম্মোপদেশ বোধ হয়, জগতের কোন ভাষায় বিদ্যমান নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। মহাভারত রচনার কিয়ৎকাল পরেই ভগবান্ বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তিনি বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে (১) (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৭

---

নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার বারণাবত নগরে প্রেরণ কালে বিদুর, যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, উহাতে গ্রীক্ ভাষার শব্দবিদ্যমান আছে। তজ্জন্য সকলে উহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই"] মহাভারত—আদিপর্ব্ব—১৪৭ অধ্যায়ের নীলকণ্ঠ কৃত টীকা পাঠ করুন।

(১) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ শাক্যসিংহ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শাক্যসিংহের অব্যাহিত পূর্ব্বে ক্রকুচ্ছন্দ, কণকমুনি, কশ্যপ নামে আর তিনজন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে আর ১২০ জন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। এই সকল তথাগতের পূর্ব্বে আরও অশীতিকোটি বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম অনন্তকাল হইতে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সকল অসম্ভব কথা ঐতিহাসিকেরা গ্রাহ্য করেন না।

অব্দে) কপিল বস্তু নগরীতে (১) শাক্য ক্ষত্রিয় কুলে (২) ইক্ষাকু-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন ও মাতার নাম মায়াদেবী। বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইবার সাত দিন পরে মায়া দেবী মৃত্যুমুখে পতিত হন, সুতরাং মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী ও ধাত্রীগণই এই অচিরজাত বালকের প্রতিপালন করেন। পিতা শৈশবে এই শিশুর শাক্যসিংহ নামকরণ করেন। শাক্যসিংহ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ৬৪ প্রকার বর্ণমালা ও ব্যাকরণ, বেদ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, হেতু-বিদ্যা, বার্হস্পত্য-নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করেন। দণ্ডপাণি-শাক্যের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তাঁহার একটি পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল। শাক্যসিংহ পাঠাবস্থা হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন, কোন রূপ আমোদ প্রমোদে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইত না। তিনি কোন সময়ে উদ্যান ভূমিতে গমনকালে প্রথম দিন জরাগ্রস্ত, দ্বিতীয় দিন ব্যাধিগ্রস্ত, তৃতীয় দিন মৃত মনুষ্য দেখিতে পাইয়া সংসারে বীতরাগ হন। তাহার পর, চতুর্থ দিনে একটি দ্বেষ-হিংসা-বর্জ্জিত, বিমলচিত্ত সন্ন্যাসি-যুবার প্রশান্ত ভাব অব-লোকনে তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হয় এবং তিনি সন্ন্যাস অবলম্বনের

(১) কপিলবস্তু নগরী অযোধ্যার উত্তর পূর্ব্ব কোণে হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতেও চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্ ঐ নগরী সন্দর্শন করেন। তখন উহা সমৃদ্ধিহীন ও এক প্রকার ভগ্নদশাপন্ন হইয়াছিল। এখন ঐ স্থান জনশূন্য এবং দুর্গম অরণ্যানী-ব্যাপ্ত।

(২) 'শাক্য-ক্ষত্রিয় অর্থে অনেকে শক সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রকুল অনুমান করেন। কারণ অতি পুরাকাল হইতে শক প্রভৃতি যোদ্ধৃ-জাতি-

নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হন। পিতা তাঁহাকে সংসারে রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। সংসার-সন্তপ্ত জীবের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি বিশাল রাজ্য, অসংখ্য ধনরত্ন ও পরমলাবণ্যবতী প্রেমময়ী পত্নীর মায়া, বন্ধনচ্ছেদন-পূর্ব্বক উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন।

শাক্যসিংহ প্রথমে বৈশালী নগরীর এক অধ্যাপকের নিকট মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত গমন করেন। উক্ত অধ্যাপকের উপদেশে তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া রাজগৃহে উপনীত হন। সেখানে রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঐ স্থানে রুদ্রক নামক এক অধ্যাপকের নিকট কিছু কাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। সেখান হইতে গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উরুবিল্বা গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিদ্রুম-মূলে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ছয় বৎসর ব্যাপিনী তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয়। তাহার পর হইতেই তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে খ্যাত হন। বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে বারানসী ধামে গমন করিয়া

---

রাই বৈদিক আর্য্য-সমাজে ক্ষত্রিয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। ইঁহারাই বল-বীর্য্যের পরিচায়ক অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক আর্য্য সমাজে প্রবর্ত্তিত করে। শাক্যসিংহের পিতা রাজা শুদ্ধোদন শাক্যাধিপতি সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়ার পাণিগ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ স্বয়ং শাক্য-রাজকুমার এবং বিবাহও করেন দণ্ডপাণি শাক্যের দুহিতা গোপাকে। সুতরাং সকলেই যখন শাক্য, অতএব তিনি যে শাক্যজাতীয় ক্ষত্রিয়কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম পাঁচটি ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; তাহার পর, তাঁহার অনেক শিষ্য হয়। তিনি কপিলবস্তু নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী। পত্নী গোপা ও পুত্র রাহুলকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ঐ সময় রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার ও অন্যান্য অসংখ্য লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বোধসত্ত্ব, বারাণসী, কপিলবস্তু, রাজ-গৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, গৃধ্রকূটপর্ব্বত, কুশীনগর প্রভৃতি স্থানে যখন তাঁহার ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন অসংখ্য লোক তাঁহার উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত সমাগত হইত। তিনি আশী বৎসর বয়সে (খ্রীঃ পূর্ব্ব ৪৭৭ অব্দে) কুশীনগরে দেহ ত্যাগ করেন। (১)

বোধিসত্ত্বের তিরোভাবের পর শিষ্যগণ নিয়ত প্রচার কার্য্যের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মমত জীবিত রাখেন। তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভের ২১৮ বৎসর পরে অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বুদ্ধের জীবৎকালে 'পাটলি-পুত্র' 'পাটলি' নামক ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। বুদ্ধ এই গ্রাম দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা এক সময় মহানগরী ও ভারতবর্ষের রাজধানীতে পরিণত হইবে।" তাঁহার ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছিল। মহারাজ অশোক সার্ব্বভৌম-পদে অভিষিক্ত হইয়াই বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং বুদ্ধের উদারমত জগতে প্রচার করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। তাঁহার অধ্যবসায়-গুণে এক সময় পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অসংখ্য প্রচারক মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্ম, চিন,

(১) 'ললিতবিস্তর' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করুন।

তিব্বত, তাতার ও বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়া জ্ঞানধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিল। এমন কি গ্রীস্, রোম মিশরও বৌদ্ধ-প্রচারকগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম্ম নীতিপ্রধান। বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রধান কথা—ইন্দ্রিয়-সংযম, ভোগ-বাসনা-পরিহার, পরার্থে আত্মত্যাগ, সংসারের অনিত্যতা স্মরণ ও দেহান্তে নির্ব্বাণ-লাভের উপায় চিন্তা। বুদ্ধ, স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন। যদিও তাঁহার জীবৎকালেই অন্যতম শিষ্য আনন্দের অনুরোধে স্ত্রীজাতি দ্বারা ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল পবিত্র-স্বভাবা মহিলাদের দ্বারা স্ত্রী জাতির মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল, তথাপি তিনি রমণীদের সহিত ব্যবহারে বৌদ্ধ-শ্রমণদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধ কর্ম্মফল স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন "জীব সৎ বা অসৎ যেরূপ কর্ম্ম করিবে, পরিণামে তাহার তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল লাভ হইবে।" মহর্ষি কপিলের সাংখ্যমত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব পরিগৃহীত হইয়াছিল, তজ্জন্য কপিলের ন্যায় বুদ্ধ ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধ স্বয়ং উপদেশ প্রদানের সময় বর্ণভেদ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই; কিন্তু ব্যবহার কালে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত প্রত্যেক বর্ণের অন্নগ্রহণ ও প্রত্যেক বর্ণের প্রতি ধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। সাধারণে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিতেন না, সর্ব্বজন-বোধ্য পালি-ভাষায় শ্রোতৃগণ-সমীপে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। বুদ্ধ স্বয়ং যে সকল মনোহর উপদেশ দ্বারা

তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতেন, উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, উহার নাম 'সূত্র'। যে সকল গ্রন্থে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের আচার ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা আছে, উহার নাম 'বিনয়'। আর যে সকল গ্রন্থে বৌদ্ধদের দার্শনিক মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উহার নাম 'অভিধর্ম্ম'। এই ত্রিবিধ বৌদ্ধ পুস্তকের নাম 'ত্রিপিটক'। বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রতিভাশালী-ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষের লাভ কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ, তবে ইহাদ্বারা বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচারের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এমন সময়ও হইয়াছিল, যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এক দিকে যেমন ক্ষতি হইয়াছে, তেমন অপরদিকে লাভও হইয়াছে। যাহারা জ্ঞান-ধর্ম্মে চির-বঞ্চিত ছিল, তাহারা শিক্ষা ও ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া উচ্চবর্ণের লোকের ন্যায় অনেক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছে। অনেক নিম্নবর্ণের লোকও ধর্ম্ম-প্রচার, পান্থশালা-স্থাপন, জলাশয়-খনন, রাজপথ-নির্ম্মাণ, রাজ-পথের পার্শ্বে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য দ্বারা প্রাণিগণের বহু উপকার সাধন করিয়াছে। আর যে ন্যায় ও বেদান্ত-দর্শন মানব-চিন্তার চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহাও বৌদ্ধ-দার্শনিক মতের সহিত হিন্দু-দার্শনিক মতের সংঘর্ষের ফল। দার্শনিক মূল সূত্র ব্যতীত অধিকাংশ দার্শনিক গ্রন্থই বৌদ্ধ-মত খণ্ডনার্থ বিরচিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন "বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে হিন্দু দর্শনের এত উন্নতি হইত না। বৌদ্ধদের সূক্ষ্ম যুক্তি

[illegible]রতে গিয়াই হিন্দু-দার্শনিকগণের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও তীক্ষ্ণ হইয়াছিল।" ঐ সকল কথা অযৌক্তিক নহে, তদ্ভিন্ন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ে যে কত উদারতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। অনুসন্ধান করিলে উহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান্ বোধি-সত্ত্ব, প্রাণপাত করিয়া জন-সাধারণের দুঃখ মোচন ও জ্ঞান-ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য লোকে কি করিয়াছে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই; এমন কি, যাহা অপেক্ষা উচ্চতর কথা ভাষায় সম্ভবে না, হিন্দুগণ সেই সর্ব্বোচ্চ নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছিল। তিনি পৌরাণিকগণ কর্ত্তৃক ভগবানের দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দার্শনিকগণ ব্যতীত সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস, তিনি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন।

জৈন সম্প্রদায়।

পুরাতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জৈন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে (খ্রীঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে) চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ক্ষত্রিয়কুণ্ড নামক স্থানে ইক্ষাকু-বংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামী জন্মগ্রহণ করেন (১)। এমতে বোধিসত্ত্ব অপেক্ষা মহাবীর বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু

---

(১) জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের ধর্ম্ম মতের আবির্ভাব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন "অনন্তকাল হইতে জৈনধর্ম্ম পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে এবং এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামীও

কোন কোন পুরাবিদের মতে তিনি বুদ্ধের জন্মগ্রহণের কিছু কাল পরে আবির্ভূত হন এবং বুদ্ধের ধর্ম্মমতকে আদর্শ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত গঠন করেন। মহাবীরের পিতার নাম রাজা সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশলা। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে বনবাসী হন। ক্ষত্রিয়কুণ্ডই তাঁহার দীক্ষা-নগরী। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথিতে মহাবীর ঋজুকূলা নদীর তীরে জৃম্ভিকা গ্রামের সন্নিহিত শালতরুমূলে তপস্যা আরম্ভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ তপস্যার পর ঐ স্থানেই ঘাতি-কর্ম্ম সংহার করিয়া কেবল জ্ঞান লাভ করেন। তাহার পর, ব্রাহ্মণ-গৃহে পারণ শেষ করিয়া সর্ব্ব প্রথম রাজগৃহ নগরে আগমন পূর্ব্বক শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। কুমারী চন্দনবালা বহু সাধু সহ আগমন করিয়া মহাবীরের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। মহাবীর আবশ্যক ছয়টি সৎক্রিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভদ্রবংশজাত একশত ব্যক্তি জিনোক্ত ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। উহা ব্যতীত এক সহস্র রমণী শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐ সময়ে আর্য্যিকা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা গৌতম স্বয়ং জিনপুরীতে আগমন করিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিলেন। অচিরকাল মধ্যে রাজগৃহে বৃহৎ বৃহৎ জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ সময়ে ইন্দ্রভূতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার গণধর হন এবং ভারতবর্ষের

---

ঋষভদেবই এই ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক। তিনি ৮৪ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন। জৈনেরা যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের পূজা করেন, তন্মধ্যে ঋষভদেব প্রথম। তাঁহার পর ২২ জন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়া গেলে অবশেষে ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণেরও কাহারও কাহার আয়ুষ্কাল অতিদীর্ঘ।

অসংখ্য লোক এই ধর্ম্মমত পরিগ্রহ করে। অপাপপুরীতে পদ্মাসনস্থ হইয়া ৭২ বর্ষ বয়সে মহাবীর মোক্ষ লাভ করেন।

"কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না" (১) এই মহাসত্য প্রচার করাই জৈনধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনশাস্ত্র বহু বিস্তৃত। প্রথম উহা মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত হয়। পরে সংস্কৃত ভাষায়ও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। জৈনদের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ৪৫ খানি। তন্মধ্যে একাদশ অঙ্গ, (২) দ্বাদশ উপাঙ্গ, (৩) দশ পয়ন্ন (প্রশ্ন) (৪) ছয় ছেদসূত্র (৫) দুইখানি সূত্র, (৬) চারিখানি মূলসূত্র (৭) এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের কতকগুলিতে জীবনযাত্রার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল নিয়মের প্রত্যেকটির অনুসরণ করিলে মানুষ

---

(১) মা হিংস্যাঃ সর্ব্বাভূতানি ইতি শ্রুতিঃ।

(২) অঙ্গ যথা;—আচার, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরৌপপাতিক-দশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ।

(৩) উপাঙ্গ যথা;—উপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি, সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্পচুলিকা, বৃষ্টিদশা।

(৪) দশপয়ন্ন যথা;—চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর, প্রত্যাখ্যান, ভক্ত-পরিজ্ঞা, তণ্ডুলবৈতালী, চন্দাবীজ, দেবেন্দ্রস্তব, গণিবীজ, মহাপ্রত্যাখ্যান, বীরস্তব।

(৫) ছেদ সূত্র যথা;—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প, পঞ্চকল্প।

(৬) সূত্র যথা;—নন্দী, অনুযোগদ্বার।

(৭) মূলসূত্র যথা;—উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক, পিণ্ড-নির্যুক্তি।

সম্পূর্ণ পবিত্রদেহ এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া সংসারে অবস্থিতি করিতে পারে। জৈনেরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রথম শ্বেতাম্বর ও দ্বিতীয় দিগম্বর। এই দুই সম্প্রদায়ের আচারগত অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রকৃত মনুষ্যজাতি এক কিন্তু কেবল বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে (১)। জৈনেরা জন্ম বা মৃত্যু হইলে বর্ণাশ্রমী হিন্দুর ন্যায় অশৌচ পালন করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পাঁচ দিন, ব্রাহ্মণের দশ দিন, বৈশ্যের বারো দিন এবং শূদ্রের পনর দিন। তীর্থঙ্করেরা সকলেই ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, ক্ষত্রিয়ের অশৌচ-কালটা অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, জৈনেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না কিন্তু জিনপ্রতিমার অর্চনা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরাই কেবল জিনপূজায় অধিকারী, শূদ্রেরা স্বয়ং ঐ প্রতিমা পূজা করিতে পারে না। জিনদেব বা তীর্থঙ্করগণের পূজা কালে ইঁহারা গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্য ও ধূপ দীপ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দুদের ন্যায় জৈনদেরও অসংখ্য ব্রত পালনের ব্যবস্থা আছে। ইঁহারা বলেন "দুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখাই ধর্ম্ম। জ্ঞানাদি তিন রত্ন অভ্যাস করিয়া কর্ম্মাংশ দূর করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়।" জৈনদের মধ্যে বহু পণ্ডিত বহু মত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অযোধ্যা, শ্রাবস্তী,

(১) মনুষ্যজাতিরেকৈব জাতি নামোদয়োদ্ভবা।
বৃত্তিভেদা হি তদ্ভেদা চাতুর্ব্বিধ্যমিতি শ্রিতাঃ॥
(জিন-সংহিতা)

রাজগৃহ, কৌশাম্বী, বারাণসী, উজ্জয়িনী, অর্ব্বুদপর্ব্বত, স্তম্ভতীর্থ (কাম্বে) বলভী, সৌরাষ্ট্র, তক্ষশিলা, চম্পা, মথুরা প্রভৃতি জৈনদের অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র আছে।

বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত জৈন-ধর্ম্মের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্ম্মেরই প্রধান লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি ও জীবে দয়াপ্রকাশ। বৌদ্ধ, জৈন, উভয় মতেরই প্রবর্ত্তক ইক্ষাকুবংশ-সম্ভূত ক্ষত্রিয় রাজকুমার। উভয় ধর্ম্মেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। অতএব এই উভয়ের একটি যে, অপরটির অনুকরণজাত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যজ্ঞাদিতে অজস্র পশুবধ ও জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি হওয়ায় সমাজে পূর্ণমাত্রায় অশান্তি উপস্থিত হয়। উহা দূর করিবারই জন্যই এই উভয় ধর্ম্ম-মতের প্রতিষ্ঠা। প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ কাল উভয় ধর্ম্মই জগতে অসীম প্রভাব প্রদর্শন করে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অত্যুদার বলিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহলদ্বীপ, যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্ম, চিন, কোরিয়া, তিব্বত, কাশ্মীর, মিশর, গ্রীস, রোম পর্য্যন্ত আপন শক্তি বিস্তার করে কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ের সংমিশ্রণজাত জৈনধর্ম্ম ভারতের বাহিরে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। সকল বস্তুই দীর্ঘকালের পর জরা দ্বারা আক্রান্ত হয় সুতরাং ধর্ম্মমত ও উক্ত নিয়মের বহির্ভূত নহে। যে প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিকগণের প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাঁহাদের তিরোভাবের পর, আর ঐরূপ পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইল না, অধিকন্তু নানা আকারে কীট প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত উভয় ধর্ম্মবৃক্ষেরই মূলক্ষয় করিতে লাগিল। নীতিপ্রধান বৌদ্ধ-ধর্ম্মে অনীতি প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই উহাকে

বিনাশোন্মুখ করিয়া তুলে কিন্তু জৈন-সম্প্রদায়ে মধ্যে মধ্যে দুই একজন পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া উহার সংস্কার সাধন পূর্ব্বক কিছুকাল জীবিত রাখেন। এই সময় মৃতকল্প বৈদিক ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম-সমাজ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করে। কতকগুলি জ্ঞানী মহাপুরুষ বৌদ্ধধর্ম্মের কুক্ষিগত বর্ণাশ্রম-সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে এক নূতন পথ আবিষ্কার করেন। বেদ, উপনিষদ্ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রের উচ্চ উপদেশ সকল উপন্যাসাকারে সহজ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। জন-সাধারণকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার নিমিত্ত বেদ-প্রোক্ত দেব দেবী ব্যতীত ঐ সকল গ্রন্থে অনেক নূতন অপরূপ দেব দেবীর মূর্ত্তি ও পূজা-বিধি পরিকল্পিত হয়। ঐ সকল দেবতার অসীম শক্তি ও অনন্ত মহিমার উপাখ্যান এরূপ ভাবে কীর্ত্তিত হয় যে, নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের কল্যাণ-প্রার্থী কোন ব্যক্তিই ঐ সকল দেবতার উপেক্ষা করিতে না পারে। তদ্ভিন্ন নব কল্পিত দেবতার অর্চ্চনায় নৃত্য গীত আমোদ উৎসবেরও যথেষ্ট বিধান করা হয়। ঐ সকল অভিনব উপন্যাসাকার গ্রন্থের নাম পুরাণ। পুরাণ সৃষ্টির দ্বারা যে উপাসনা বিধির প্রচার করা হয়, উহার নাম পৌরাণিক উপাসনা।

**পৌরাণিক উপাসনার সৃষ্টি।** বুদ্ধের তিরোভাবের কয়েক শতাব্দীর পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মূর্ত্তি-পূজার সৃষ্টি হয়। বেদে যদিও দেব দেবীর উপাসনার উল্লেখ আছে কিন্তু ঐ উপাসনার সহিত পৌরাণিক উপাসনার সৌসাদৃশ্য নিতান্তই অল্প। বেদে ৩৩টি দেবতার উল্লেখ আছে(১) কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রকার

(১) যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্।

রূপের বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। এমন কি, কোন কোন ঋষি আবার ঐ সকল দেবতার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়াছেন। (১) তবে অধিকাংশ ঋষিই মনে করিতেন যে, দেবতা আছেন কিন্তু তাঁহাদের কোন আকৃতি নাই। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনির মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক অর্থাৎ মন্ত্রেতেই দৈবশক্তি নিহিত আছে, তদ্ভিন্ন দেবতার অন্য কোন আকার নাই। বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞকালে আজ্য-সমিধ্ ও ছাগাদির মাংসের দ্বারা ঐ সকল দেবতার উপাসনা করিতেন। বৈদিক কাল হইতে মহাভারত রচনার সময় পর্য্যন্ত উল্লিখিত বেদোক্ত তেত্রিশটি দেবতা ও মধ্যবর্ত্তী কালে কল্পিত অপর কয়েকটি দেবতা প্রায় বৈদিক রীতিতেই পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। তাহার পর, পৌরাণিকদিগের অধ্যবসায়-প্রভাবে তাঁহাদের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাণও (২) অধিকাংশ উপপুরাণ (৩) বেদব্যাসের নামে চলিলেও ঐ সকল গ্রন্থ বুদ্ধের তিরোভাবের পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়। পুরাণোক্ত দেবতাদিগের সংখ্যাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনা করিলে কি হয় বলা যায় না, কিন্তু পদ্ম

যে ত্রিংশের পর তিন সংখ্যাযুক্ত (৩৩টী) দেবতা বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিকে জ্ঞাত হউন এবং দুই প্রকার ধন দান করুন।

ঋ০ ম০ ৮ অ০ ২৮ সূ০ ১।

(১) প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম॥

হে অন্নাভিলাষিগণ! ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত স্তোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে দেখিয়াছে, আমরা কাহার স্তুতি করিব?

ঋ০ ম০ ৮ অ০ ১০০ সূ০ ১০০।

(২) পুরাণ ১৮ খানি। (৩) উপপুরাণও ১৮ খানি।

পুরাণে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১)। কালের পরিবর্ত্তনে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়েব রুচি এবং আচার অনুসারে ঐ সকল দেবতার কত প্রকার আখ্যায়িকা ও পূজাবিধিই যে কল্পিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরাণকারেরা বেদোক্ত সকল দেবতা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কতকগুলি বৈদিক দেবতাব সহিত স্ব স্ব কল্পিত দেব দেবী লইয়া পৌরাণিক উপাস্য দেবমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে কল্পিত দেবতারা পুরাণের বয়সের অনুপাতে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন এই পৌরাণিক উপাসনা হইতেই পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয়, এক ব্যক্তির দ্বারা সমানুরাগে সকল দেবতার উপাসনা অসম্ভব বলিয়াই স্ব স্ব প্রকৃতি বা রুচি অনুসারে একনিষ্ঠ উপাসনার উৎপত্তি হয়, তাহারই বিস্তৃতিব ফলে পঞ্চো-পাসক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে প্রথমে ঈশ্বরানুরক্ত করিবার ইহা একটী সহজ পন্থা। (২) পুরাণকারেরা এই অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিয়া সবিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সৌর সম্প্রদায় বোধ হয়, সর্ব্ব প্রথম সৌর বা সূর্য্যো-পাসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব এই চারি বেদেই সূর্য্যোপাসনার উল্লেখ আছে। প্রথমে আমরা

---

(১) সদারা বিবুধাঃ সর্ব্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃসহ।
ত্রৈলোক্যে তে এয়স্ত্রিংশৎকোটি সংখ্যতয়াভবন্॥
(পদ্মপুরাণ)

(২) "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা যে সেই নিখিল বিশ্বে বিভ্রাজমান মহনীয় জ্যোতিকে ধ্যান করি, তিনি সূর্য্যরূপে বিরাজমান সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। তাহার পর, বেদের নানা স্থানে সূর্য্যের স্তুতি দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫ম অধ্যায়ের ৫৭ সূক্তে প্রজাপতি ঋষি কর্তৃক সবিতা এইরূপে স্তুত হইয়াছেন। "হে সবিতঃ, হে আদিত্য! তুমি দ্যুলোক হইতে সমাগত হইয়া প্রতিদিন তিনবার আমাদের জন্য ধন প্রেরণ কর। হে উপাস্য রক্ষক! তুমি আমাদিগকে তিন প্রকার ধন (পশু সুবর্ণ বস্ত্র) এবং ক্ষীরপ্রদ ধন (গোধন) আমাদিগকে দান কর। আমরা যেন ঐ ধন লাভের নিমিত্ত সমর্থ হই (১)।" বাহুল্যভয়ে একটির অধিক মন্ত্র উদ্ধৃত হইল না। ঐ সূক্তটি সমস্তই সূর্য্যের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ব্যাধি হইতে আরোগ্য কামনায় ও অন্যান্য কারণে অথর্ব্ব বেদেও সূর্য্যের অনেক স্তুতি গীত হইয়াছে। বৈদিককালের শেষে শাকদ্বীপেই সর্ব্ব প্রথম বিশেষ ভাবে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত হয়। উহার বহু শতাব্দী পরে, দ্বারকাধিপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র কুমার শাম্ব পঞ্চনদ প্রদেশের চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে সেখানে স্থাপন করেন। তাহার পর, বারাণসী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কোণার্ক প্রভৃতি বহু পুণ্যক্ষেত্রে সূর্য্যমন্দির, সূর্য্যোপাসক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হন। সূর্য্য সগুণোপাসক সকল সম্প্রদায়েরই আরাধ্য। যে কোন দেবতার পূজা বা যে কোন যজ্ঞের প্রারম্ভে সূর্য্যার্ঘ্য

(১) ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্য্যাণি দিবে দিব আসুব ত্রিণো অহ্নঃ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি ভগ ত্রাত র্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ॥
(ঋ০ স০ ৩মং০ ৫ সূ০ ৫৭)

প্রদান করিতে হয়। যদিও প্রত্যেক পুরাণেই সূর্য্যোপাসনার বর্ণনা আছে, তথাপি সাম্বপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে উক্ত উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। সৌরদের বিশ্বাস সূর্য্যই পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিলেই স্বর্গ ও মুক্তি লাভ হয়।

গাণপত্য সম্প্রদায়। পঞ্চোপাসকের অন্যতম গাণপত্য-সম্প্রদায়ের উপাসনার মূলও বেদে লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ১ম মন্ত্রে গণপতির স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে ঐ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিলাম। "হে ব্রহ্মণস্পতে গণপতে! তুমি সমস্ত দেবগণের পতি, তুমি কবিদিগের কবি, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নপ্রদ, তুমি সকল মন্ত্রের স্বামী, তোমার উদ্দেশে আমরা আহুতি প্রদান করিতেছি। তুমি আমাদের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের পালনের নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে অধিষ্ঠান কর"।(১) এই ঋক্‌টি ব্যতীত বাজসনেয়সংহিতায়ও গণপতির স্তুতি দৃষ্ট হয়। গণেশাথর্ব্বশীর্ষ উপনিষদে গণপতি গুণত্রয়ের অবস্থাত্রয়ের, কালত্রয়ের অতীত মূলাধার ও ত্রিবিধশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২) গণপতির পৌরাণিক ধ্যান সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। উক্ত দেবতার পৃথক্ বীজ মন্ত্র ও পূজাবিধি আছে। সগুণোপাসকেরা পূজা ও যজ্ঞের প্রারম্ভে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানের পরই প্রথমে গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পুরাণেই গণপতির পূজার প্রণালী বর্ণিত

---

(১) গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমং।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আনঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদসাদনং।

(২) ত্বং গুণত্রয়াতীতঃ। ত্বমবস্থাত্রয়াতীতঃ। ত্বং কালত্রয়াতীতঃ। ত্বং মূলাধারস্থিতোঽসি। ত্বং শক্তিত্রয়াত্মকঃ। ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যম্।
(গণেশাথর্ব্বশীর্ষ ৬ অধ্যায়)

আছে। গাণপত্য-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস গণেশ হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, গণেশেই অবস্থিত আছে এবং গণেশেই লীন হইবে। মৃত্যুকালে গণেশকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেই মুক্তি হয়।

শৈবসম্প্রদায়। শিবনামক দেবতার উপাসনার কথা বেদে না থাকিলেও রুদ্র দেবতার স্তুতি আছে। বৈদিক কালের পরবর্ত্তী পুরাণাদিতে যখন রুদ্র শিবেরই মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সুতরাং বৈদিক রুদ্রই যে শিব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেদে রুদ্র দেবতার উল্লেখ বহুবার থাকিলেও একটি ঋকে স্পষ্ট শিবেরই আভাস পাওয়া যায়। ঐ ঋক্‌টি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কবে আমরা প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত অভীষ্টপ্রদ অতিবৃদ্ধ হৃদয়ে চির-বিরাজমান রুদ্রদেবতার উদ্দেশে অতি সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব।" (১) এই ঋক্‌টিতে জ্ঞানী অভীষ্টপ্রদ (আশুতোষ) এবং অতিবৃদ্ধ এই তিনটি বিশেষণ শিবের প্রতি প্রয়োগ করিলে যেরূপ সুসঙ্গত হয়, অন্যদেবতার প্রতি প্রয়োগ করিলে সেরূপ হয় না। অতএব বৈদিক রুদ্রই শৈব সম্প্রদায়ের মূল দেবতা। শিবের নেত্র তিনটি, তন্মধ্যে ললাটস্থ তৃতীয় নেত্রটি সাক্ষাৎ অগ্নি। সকলেই জানেন উহা হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াই কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। (২) মহাদেবের এই তৃতীয় অগ্নিময় নেত্র হওয়ার কারণ চিন্তা করিলে ঋষিদের একটি অপূর্ব্ব কল্পনা-চাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া মোহিত হইতে হয়।

(১) কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়্হুষ্টমায় তব্যসে।
বোচেম শংতমংহৃদে॥ ঋ০ ম০ ১ অ০ ৮ সূ০ ৪৩

(২) স্কন্দপুরাণও শিবপুরাণ পাঠ করুন।

ঋগ্বেদে একস্থলে রুদ্র ক্রূর অগ্নি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (১)উহা দৃষ্টে হয় পৌরাণিক ঋষি কৌশলে মহাদেবের ললাটে অগ্নিময় নেত্র প্রদান করিয়া তাঁহার রুদ্রত্ব অগ্নিত্ব উভয় দিকই রক্ষা করিয়াছেন। পুরাকালে মহাদেব লিঙ্গ মূর্ত্তিতেই পূজিত হইতেন, পরে তিনি পঞ্চমুখ ও চতুর্ভুজ হন। এখন এক মুখ এবং দ্বিভুজ মূর্ত্তিতেও অনেক সময় প্রকটিত হইতে দেখা যায়। মহাভারত-কার শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি ও পঞ্চবক্ত্র হইবার কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২)। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ উক্ত উপাখ্যান সমূহে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন "পুরাকালে(আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে) ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, অনার্য্যদের সেই লিঙ্গপূজা আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়া শিবপূজায় পরিণত হইয়াছে। শিবের পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্পমালা, পর্ব্বতে বাস, বৃষভবাহন, ভূত প্রেতের সহিত শ্মশানে বিচরণ ও ধুস্তূর সেবনই অনার্য্য ভাবের পরিচয় প্রদান করে"। আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক উপনীত যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সগুণোপাসক ব্রাহ্মণকেই যথা প্রত্যহ বৈদিক সন্ধ্যা, শিবপূজা ও নারায়ণপূজা শেষ করিয়া স্বীয় উপাস্য দেবের উপাসনা করিতে হয়, সুতরাং শিবকে একেবারে অনার্য্য দেবতা বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিব? তবে এ রূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, যখন আর্য্যদের

(১) জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং ১০
ঋ০ ম০ ১০ অ০ ৬ সূঃ ২৭।

(২) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৮৯ অধ্যায় ও অনুশাসনপর্ব্ব ১৪১ অধ্যায় পাঠ করুন।

সহিত অনার্য্যদের সম্মিলন হয়, সেই সময় পৌরাণিকগণ অনার্য্যদের সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত তাহাদের সেই চিরানুষ্ঠিত সর্ব্বত্রব্যাপি লিঙ্গপূজা, বৈদিক রুদ্রপূজার অঙ্গ করিয়া শিবপূজায় পরিণত করিয়া থাকিবেন। তজ্জন্যই শিব, উচ্চ নিম্ন উভয় শ্রেণীরই আরাধ্য। প্রত্যেক পুরাণেই শিবপূজার বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে মহাভারত, লিঙ্গপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতিতে বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। শৈবদের বিশ্বাস অনন্যমনে শিবের উপাসনা করিলে দেহান্তে শিবলোকে (কৈলাসে) গমন করা যায় অথবা মুক্তি হয়। শৈবদের কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন আছে। শৈবসম্প্রদায় নানা ভাগে বিভক্ত। পাশুপত কাপালিক অঘোরপন্থী প্রভৃতিও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়। বিষ্ণুর উপাসনা বেদসিদ্ধ ইহা বোধ হয় কাহারও বলিতে হইবে না। সমস্ত বৈধ কার্য্যের প্রারম্ভে যে ঋক্‌টি উচ্চারণ করিয়া আচমন করিতে হয়, উহাও বিষ্ণুরই মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। নিম্নে আমরা ঐ ঋক্‌টির অর্থ লিপিবদ্ধ করিলাম।

"আকাশে বিস্তৃত চক্ষু যেমন বিশদভাবে সমস্ত বস্তু সন্দর্শন করে, সেই রূপ জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর সেই পরম পদ (স্বর্গস্থান) (শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা) সর্ব্বদা অবলোকন করেন" (১)।

ঋগ্বেদের আর একটি স্থানে আছে ;—"হে মানব! (ঋত্বিকেরা) পূর্ব্বতন নানাবিধ জগতের কর্ত্তা এবং নিত্যনবরূপ ও স্বয়ং উৎপন্ন

(১) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবী চক্ষুরাততম্॥ ২॥
(ঋ• মু• ১ অধ্যায় ৫ সূক্ত ২০)

বিষ্ণুকে (সর্ব্বব্যাপীকে) হবি দান করিয়া থাকেন এবং যে সেই মহান্ (বিভুর) মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, সেও কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া (একমাত্র) গন্তব্য সেই বিষ্ণুর চরণ সমীপে গমন করে।” (২)

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫ম অধ্যায়ের ২৩ সূক্ত ২য় অধ্যায়ের ১৫৬ সূক্ত ও অন্যান্য বহুস্থানে বিষ্ণুর উপাসনার উল্লেখ আছে। বিষ্ণু যে ত্রিবিক্রমাবতার হইয়া বলিকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত আভাস ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল হইতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন শতপথব্রাহ্মণ, শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি কয়েকখানি বৈদিক গ্রন্থে বিষ্ণুব বিবরণ উক্ত হইয়াছে। এই বিষ্ণু নারায়ণ (১) রাম (২) কৃষ্ণ (৩) ইত্যাদি বহু নামে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সকল শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ানুযায়ি ব্যাখ্যা করিলে ব্রহ্ম অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে কিন্তু সাম্প্রদায়িকেরা ঐরূপ অর্থ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাহারা রামায়ণে বর্ণিত

---

(২) যঃ পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।
যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ॥ ২॥
(ঋ০ স০ ১অ০ ২১ সূক্ত .৫৬)

(১) নারায়ণ শব্দের বহু প্রকার অর্থ হয়। তন্মধ্যে একটি অর্থ এই;— নর শব্দে পরমাত্মা (ব্রহ্ম) বুঝায়, এই নর হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া নারা অর্থ জল, এই নারা অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, তাঁহার নাম নারায়ণ।

(২) রম্ ধাতুর একটি অর্থ লীন হওয়া, প্রলয় কালে সমুদয় জগৎ রত(লীন) হয় যাঁহাতে তাঁহার নাম রাম। রম্ ধাতু অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্।

(৩) কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা, যিনি জীবকে সংসার হইতে আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করেন তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ ধাতু উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে নক্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ।

অযোধ্যাপতি দশরথতনয় রাম ও মহাভারতোক্ত বৃষ্ণিবংশোদ্ভব কৃষ্ণকেও পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠতত্ত্ববিদেরা কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনার সমালোচনা করিতে গিয়া রাম ও কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে সম্মত হননা। প্রকৃত পক্ষেও অভিনিবেশ সহকারে বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, উক্ত গ্রন্থ রচনা কালে রাম সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়াই খ্যাত ছিলেন কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এমন কোন কথা উক্ত মহা কাব্যে দেখা যায় না। কেহ কেহ অহল্যার শাপ-মোচনের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে চাহেন কিন্তু ঐ স্থলেও এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাম প্রথম অহল্যার চরণ বন্দনা করেন, শেষে অহল্যাও রামের চরণ বন্দনা করিয়া ছিলেন। এইমাত্র বিশেষত্ব (১)। রাজকুমার রামের পক্ষে মুনিপত্নীর চরণ বন্দনা শিষ্টাচার-সম্মত এবং ঐরূপ শাপমুক্তা মুনিপত্নীর পক্ষে ও যজ্ঞরক্ষক রাজকুমারের প্রত্যভিবাদন একান্ত অসঙ্গত ব্যাপার নহে। আর ঐ অংশপ্রক্ষিপ্ত কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে? মহর্ষি বাল্মীকিকর্ত্তৃক রাম নিখিলগুণসম্পন্ন নায়ক রূপে বর্ণিত হইলেও অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী পুরাণসমূহে তিনি পরব্রহ্ম বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন ও আধুনিক রামোপাসক সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস—স্বয়ং পর ব্রহ্মাই দশরথ তনয়রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (১)

৪ বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৮ সর্গ পাঠ করুন।

(১) মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ও মহাকবি ভর্ত্তৃ ভট্টিকাব্যে রামের ঈশ্বরত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

রামের ন্যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিষয়েও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ঘোর সন্দেহ। তাঁহারা বলেন "বেদে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ থাকিলেও তিনি এ কৃষ্ণ নহেন।(১) মহাভারতেই কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে একজন মহাবীর ও সর্ব্ব-প্রধান রাজনীতিবিদ্ ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ঈশ্বরত্ব-ব্যঞ্জক যে দুই চারিটি বিশেষণ আছে, উহা প্রক্ষিপ্ত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" আমরা অভিনিবেশ সহকারে মহাভারত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলাম। সভাপর্ব্ব উদ্যোগ-পর্ব্ব অশ্বমেধপর্ব্ব (২) ও মৌষলপর্ব্বে (৩) তিনি রাজা ও রাজনীতি বিদের ন্যায়ই বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু বনপর্ব্ব (৪) স্ত্রীপর্ব্ব (৫) ও অশ্বমেধপর্ব্বে তাঁহার ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শান্তি-পর্ব্বের একটী স্থলে আছে, দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির দর্শনের নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। (৬) এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই যদি শ্রীহরি হন, তবে নারদ অত ক্লেশ স্বীকার করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন কেন? গৃহে বসিয়া যদি মধু পাওয়া যায়, তবে কে পর্ব্বতে গমন করে? (৭) এই সকল আলোচনা করিয়া মনে হয়, মহাভারত-রচনা কালে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-বাদি-সম্মত-রূপে ঈশ্বর বলিয়া পরিগৃহীত হন নাই।

(১) ( ঋ০ ম০ ৮ অ০ ৯ সূ০ ৮৫।৮৬।৮৭ )

(২) অশ্বমেধপর্ব্ব ৫৩ অধ্যায় দেখুন।

(৩) মৌষলপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায় দেখুন।

(৪) বনপর্ব্ব ১০২, ১০৩ অধ্যায় পাঠ করুন।

(৫) স্ত্রীপর্ব্ব ২৫ অধ্যায় পাঠ করুন।

(৬) শান্তিপর্ব্ব ৩৪৩ অধ্যায় পাঠ করুন।

(৭) (গৃহে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি রচনা-কালে তাঁহাতে সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বর-বুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ ঐ সকল পুরাণে তিনি পরব্রহ্ম রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। (১) তদ্ভিন্ন মহা-কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। (২)

শাক্ত সম্প্রদায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন "ভারতবর্ষের আদিম অনার্য্যসমাজ হইতে শক্তি-পূজা আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের ঐরূপ অনুমানের হেতু এই যে, "বেদের কোথাও দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্তি দেবতার উল্লেখ নাই, এবং অনেক সময় মদ্যমাংসাদি দ্বারা ঐ সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে, অতএব বলিতে হইবে ঐ সকল উপাসনা অনার্য্যোচিত।" দেখা যাউক, শক্তিপূজা কত দিন হইতে আর্য্যসমাজে প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ পূজা আর্য্যগণের প্রবর্ত্তিত কি অনার্য্যগণ হইতে পরিগৃহীত? আমরা বহু অনুসন্ধানে ঋগ্বেদমধ্যেই দুর্গার উল্লেখ পাইয়াছি। যে ঋক্‌টিতে দুর্গার কথা আছে, উহার সংস্কৃতপদ-বিন্যাস অনুসারে সহজ অর্থ করিলে ঠিক দুর্গা কর্ত্তৃক অসুর নাশ অর্থই প্রকাশিত হয়। অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি দুর্গানাম্নী কোন দেবতা বৈদিক কালে পূজিত হইতেন। কিন্তু বেদের টীকাকার সায়ণাচার্য্য ঐ অর্থের বিরোধী। তিনি ঐ ঋকের অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের অর্থ যথা;—

---

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করুন।

(২) মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে ও মহাকবি মাঘ শিশুপালবধ কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

"হে নৃপতিগণ! দুর্গা এই সকল যজমানের সাক্ষাতে শত্রুনগর ধ্বংস করিতেছেন এবং পাপ সকল দূর করিতেছেন। (১)

সায়ণের অর্থ যথা ;—

"রাজা বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, এই সকল যজমানের অগ্রভাগে দুর্গম শত্রুনগর ধ্বংস করিতেছেন এবং শত্রুনাশ করিতেছেন ও যজমানদিগেব পাপ দূর করিতেছেন।"

আমাদের কৃত ব্যাখ্যা সর্ব্বসম্মত না হইলেও অপর বৈদিক গ্রন্থে (শুক্লযজুর্ব্বেদোক্ত বাজসনেয়সংহিতায়) দুর্গার পরিবর্ত্তে অম্বিকার নাম পাওয়া যায়। ঐ স্থলে অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। নিম্নে ঐ স্থানটি উদ্ধৃত হইল।

"হে রুদ্র! তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আমাদের প্রদত্ত এই পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) গ্রহণ কর। (২)

তদ্ভিন্ন কেনোপনিষদেও উমা এবং হৈমবতী নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সেখানে কোন মূর্ত্তিমতী দেবতা রূপে বর্ণিত হন নাই, ব্রহ্ম-বিদ্যারূপে উক্ত হইয়াছেন। (৩) তাহার পর, তৈত্তিরীয়

---

(১) বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজান এষাং নয়ন্তি দুরিতো তিরঃ। (ঋ০ ম০ ১ অ০ ৮ সূ০ ৪১)

(২) এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৬।১০)

(৩) স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি। সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। (কেনোপনিষৎ)

আরণ্যকে সর্ব্ব প্রথম দুর্গা শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। (১) কৈবল্যোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক প্রস্তাবে উমার সহিত ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ ও উল্লিখিত হইয়াছেন। (২) নারায়ণোপনিষদে দুর্গাগায়ত্রী লিখিত হইয়াছে।(৩) দেব্যুপনিষদ্ ও বহ্বৃচোপনিষদে মহাবিদ্যা (৪) এবং দেবীর (৫) পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত উনিষদ্গুলি কত কালের তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। অতএব নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে ও ব্রহ্মবিদ্যা, উমা, হৈমবতী, রুদ্রের ভগিনী অম্বিকা প্রভৃতি দেবতা দেবগণের আরাধ্যা মহাশক্তি-রূপে প্রথিত ছিলেন। অতএব নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, শক্তিপূজা আর্য্যগণেরই উদ্ভাবিত। অঙ্কুর হইতেই মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। বোধ হয়, বৈদিক সংহিতোক্ত অম্বিকাই পৌরাণিক ঋষিদের

(১) কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৯ অনুবাক)

[২] উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং।
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং॥
[কৈবল্যোপনিষৎ]

(৩) কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যা কুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।

(৪) সর্ব্বে বৈ দেবীং উপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি ? সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যং চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে ইত্যাহাথর্ব্বশ্রুতিঃ। এষাত্মশক্তিরেষা বিশ্ববিমোহিনী পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধারিণী শ্রীমহাবিদ্যা য এবং বেদ স শোকং তরতি। (দেব্যুপনিষৎ)

(৫) দেবীহ্যেকাগ্র আসীৎ সৈব জগদণ্ডমসৃজত। (বহ্বৃচোপনিষৎ)

কল্পনা-রাজ্যে আসিয়া শিবের গৃহিণী ও কার্ত্তিকগণেশের জননী-রূপে পরিণত হইয়াছেন। কালিকাপুরাণে দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে অতিকৌতূহল-পূর্ণ উপাখ্যান আছে। উক্ত পুরাণ মতে দেবী মহিষমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরকে বধ করেন এবং কার্ত্তিক-গণেশ তাঁহা হইতে প্রসূত হন। দেবীভাগবত পুরাণের মতে দেবী দেবগণের দেহ-নিঃসৃত তেজোরাশি হইতে সমুদ্ভূতা ভুবন-মোহিনী এবং মহিষাসুরঘাতিনী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মতে ইনি সর্ব্বদেবের তেজ হইতে উৎপন্না এবং মহিষাসুরমর্দ্দিনী। কাশী-খণ্ডের মতে দেবী বিন্ধ্যপর্ব্বতে দুর্গনামক এক মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া দুর্গা নামে অভিহিত হন। কোন পুরাণে দেবী দশভুজা, কোন পুরাণে ষোড়শভুজা, কোন পুরাণে অষ্টাদশ-ভুজা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দেবী কখনও পীতবর্ণা ছিলেন, কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন, কখনও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন পীতবর্ণা হইয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, কখনও দুর্গা হইতে কালী, কখনও কালী হইতে দুর্গার সৃষ্টি হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ-মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে (দ্বিতীয় মন্বন্তরে) সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য,প্রথম দেবী পূজা করেন। দেবীভাগবত-পুরাণ মতে সুযজ্ঞ রাজাই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে দেবীপূজা প্রচার করেন। বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই,কিন্তু দেবীভাগবত,মহাভাগবত, কালিকা-পুরাণ বৃহন্নন্দীকেশ্বরপুরাণও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) বোধন ও পূজার বর্ণনা আছে। এই সকল আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, শক্তি আরাধনও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বুদ্ধের তিরোভাবের পর হইতে সহস্রাধিক বর্ষ কাল ভারতবর্ষে বহু দেব দেবীর পূজাবিধি সৃষ্ট হয়। ত—

এত ধর্ম্মমতের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; উহার পরই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতমত প্রচার করেন।

অদ্বৈতবাদ প্রচার।

বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১১১৯ বৎসর পূর্ব্বে (৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে) দক্ষিণাপথের কেরল প্রদেশস্থ কালাডি গ্রামে নম্বুরি-ব্রাহ্মণকুলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম ভদ্রা। (১) অতিশৈশবে শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি বেদারম্ভ বা উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইলেই গুরুগৃহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। শঙ্কর, বেদ বেদাঙ্গ পূর্ব্বমীমাংসা আন্বিক্ষিকী বিদ্যা ও বেদান্তে অসাধারণ অধিকার লাভ করেন। তিনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি উত্তম বক্তা ছিলেন। তাহার আর একটি অসাধারন গুণ ছিল, তিনি প্রতিপক্ষের সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্কের সময় ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। অধ্যয়ন শেষে শঙ্কর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জননীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। এই সময় বহু বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট ফণিভাষ্যের সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণ ও পূর্ব্বমীমাংসা বেদান্তপ্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

পাঠাবস্থা হইতেই শঙ্করের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ছিল, ঐ সময়ে তাঁহার সেই ঔদাসীন্য আরও প্রবল হইয়া উঠে। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। প্রথম জননীর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ জানাইলে তিনি নিতান্ত শোকার্ত্ত হন এবং কোন মতেই অনুমতি প্রদান করেন না। শেষে কৌশলে তাহার আজ্ঞা

(১) বিদ্যারণ্য-কৃত শঙ্করবিজয়ের মতে শঙ্করের মাতার নাম 'সুভদ্রা' কিন্তু আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয়ে তিনি "বিশিষ্টা"নামে উক্ত হইয়াছেন।

গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। শঙ্কর, ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্ব-প্রথমে নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তি কোন কাননস্থিত গোবিন্দনাথের আশ্রমে উপনীত হন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া সন্ন্যাসী গোবিন্দনাথ শিষ্যদিগকে আরণ্যক-শাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতেন। তজ্জন্য সাধারণের মধ্যে তিনি গুরুগোবিন্দনাথ নামে খ্যাত ছিলেন। বেদান্তশাস্ত্রে দৃঢ় আস্থার জন্য পূর্ব্ব হইতেই শঙ্করের হৃদয়ে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তথাপি তিনি আচারানুরোধে গোবিন্দনাথের নিকট যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর, তিনি গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অসংখ্য যজ্ঞস্তম্ভে—পরিশোভিত বারাণসী ক্ষেত্রে গমন করেন। কিছু কাল ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া বেদান্তব্যাখ্যা ও অদ্বৈতব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সনন্দন প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য ঐ সময়ে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও লৌকিক বর্ণভেদ বিষয়ে চিরাচরিত সংস্কার বিদ্যমান ছিল। একদিন শিষ্যগণের সহিত জাহ্নবীস্নানে গমনকালে কোন একটি বিশেষ ঘটনায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সংস্কার অন্তর্হিত হয়। তিনি বুঝিতে পারেন, কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিরাজমান। অম্বরমণি সূর্য্য জাহ্নবী-জলে অথবা মদিরাপাত্রে যেখানেই প্রতিবিম্বিত হউন না কেন, তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন। অতএব এ ব্রাহ্মণ এ শূদ্র এরূপ কল্পনা কুসংস্কারমাত্র।

তাহার পর, শঙ্কর শিষ্যগণ সহ তীর্থযাত্রীদের সহিত পুণ্যভূমি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন এবং এই পবিত্রক্ষেত্রে অবস্থান কালেই

তিনি ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত-সূত্রের) অদ্বৈতভাষ্য (শারীরকভাষ্য) প্রণয়ন করেন। । বদরিকাশ্রম হইতে পুনরায় বারাণসীর পথে প্রয়াগে গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভট্টপাদ (কুমারিলভট্ট) বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রচারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া বৌদ্ধদর্শনের গূঢ় রহস্য সকল না জানায়, বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের শরণাগত হইয়া বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়ন করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে গভীর আস্থা অবগত হইয়া বৌদ্ধ অধ্যাপকেরা বৌদ্ধ-মঠ হইতে তাঁহাকে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। এই বার কুমারিল প্রাণপাত স্বীকার করিয়া বৈদিকধর্ম্মের প্রচারে ব্রতী হন। কতিপয় রাজা তাঁহার সহায় হন। তিনি বহু বৌদ্ধপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত ও নিহত করেন। গুরুপদ-বাচ্য বৌদ্ধ-পণ্ডিত-গণের বিনাশে পাপ হইয়াছে মনে করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তিনি যখন গঙ্গা-যমুনার পবিত্র-সঙ্গমে তুষানলে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময় শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হন। শঙ্করের সহিত কুমারিলভট্টের অনেক কথা হয়। কুমারিল, তাঁহার প্রধান শিষ্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডপ্রচারক দিগ্‌বিজয়ী মীমাংসক মণ্ডন-মিশ্রের নিকট তাঁহাকে গমন করিতে অনুরোধ করেন। শঙ্কর প্রয়াগ হইতে মাহিষ্মতী নগরীতে গমন পূর্ব্বক শিষ্যগণ-সহ কয়েক-দিন মণ্ডনের গৃহে অবস্থান করেন। মণ্ডন কর্ম্ম-মার্গ-প্রচারক যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। আর শঙ্কর জ্ঞান-মার্গ-প্রচারক ধ্যান ধারণার পক্ষপাতী অদ্বৈত-ব্রহ্ম-বাদী। উভয়ে দীর্ঘকাল শাস্ত্রীয় বিতর্ক হয়। ঐ শাস্ত্রীয় বাদ সন্দর্শনের নিমিত্ত নানাদিগ্‌দেশীয় পণ্ডিত সমাগত হন। ঐ বিচারের মধ্যস্থতা করেন

মণ্ডন-মিশ্রের পত্নী পরমা বিদুষী উভয়ভারতী। (১), পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে জেতার ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। মণ্ডনের পরাজয় হইল, তিনি বিজেতা শঙ্করের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলেন। মণ্ডন শঙ্করের নিকট যথাবিধি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার নাম হইল সুরেশ্বরাচার্য্য। তাহার পর শঙ্কর, সুরেশ্বর ও অন্যান্য শিষ্যসহ শ্রীপর্ব্বত গোকর্ণতীর্থ প্রভৃতি পবিত্রস্থান সন্দর্শন করিয়া শ্রীবলি নামক অগ্রহারে উপনীত হন এবং সেখান হইতে হস্তামলককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন করেন এবং শিষ্যগণকে মঠে অবস্থিতি করিতে বলিয়া তিনি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে জননীর অন্তিমকালে স্বীয় জন্মভূমি কালাডিতে উপস্থিত হন। মাতার দেহাত্যয় হইলে শঙ্কর, জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণের নিমিত্ত জ্ঞাতিগণকে অনুরোধ করেন। শ্রুত হওয়া যায়, পুরাকাল হইতে প্রত্যেক ধর্ম্ম-সংস্কারককেই নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে, সুতরাং শঙ্করের বেলায়ই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করা দূরে থাকুক, তাহার সম্বন্ধে নানা কুবাক্য ও শঙ্করকে বেদমার্গ-বিরোধী ভণ্ড-সন্ন্যাসী বলিয়া অবমানিত করিতে প্রবৃত্ত হন। শঙ্কর মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুতরাং ক্ষণকালের জন্য সন্ন্যাসের নিয়ম-ভঙ্গ করিয়া গৃহের একপার্শ্বে মাতার সৎকার সম্পন্ন করেন। আর জ্ঞাতিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনটি অভিসম্পাত প্রদান

(১) আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয়ের মতে মণ্ডনমিশ্রের পত্নীর নাম "সরসবাণী"।

করেন। প্রথম, তাঁহার জ্ঞাতিগণ বেদ-বহিষ্কৃত হইবে। দ্বিতীয় তাহাদের গৃহে কোন যতি-ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। তৃতীয়, তাহাদের গৃহপার্শ্বে শ্মশান বিরাজ করিবে অর্থাৎ শঙ্কর যেমন ভবনের একাংশে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে বাধ্য হইলেন, এইরূপ তাহাদিগকেও করিতে হইবে। এখনও কালাড়ি গ্রামে শঙ্করের জ্ঞাতিগণ এই নিয়ম পালন করিয়া থাকেন।

এই ঘটনার পর, শঙ্কর শৃঙ্গগিরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিষ্যগণ সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। রাজা সুধন্বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সসৈন্যে অনুগমন করেন। তিনি কর্ণাট, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব, মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মিথিলা, বঙ্গ, কাশি, কোশল, পঞ্চনদ প্রভৃতি জয় করিয়া অবশেষে কাশ্মীরে উপস্থিত হন। তত্রত্য শারদাপীঠের সমস্ত দার্শনিক ও নানামতবাদী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া সেখানে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাহার পর, চারি শিষ্যের প্রতি চারি মঠের ভার অর্পণ পূর্ব্বক রাজা সুধন্বাকে সসৈন্যে গৃহ গমনের অনুমতি করেন। তাঁহারা কাশ্মীর পরিত্যাগ করিলে শঙ্কর যতিগণের সহ পুনরায় বদরিকাশ্রমে গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত ব্রহ্ম-চিন্তায় নিরত হন। এক দিবস কতিপয় যতি আসিয়া তাঁহাকে কৈলাস পর্ব্বতে লইয়া যান এবং সেখানেই তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়।

শঙ্করের ইচ্ছা ছিল, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে এক অদ্বৈতবাদরূপ মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করিবেন কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভারতভূমির চারি প্রান্তস্থিত চারিটি মঠের উদাসীনগণের

হস্তে অদ্বৈতমত প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। ঐ সকল ত্যাগী পরিব্রাজকদের দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের পুনরায় উন্নতি হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া ভারতবর্ষ শূন্য-বাদের গভীর খাতে হিন্দুকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছিল, এই বার তাহারা অপহৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্ত হইল, শঙ্কর-ব্যাখ্যাত নির্গুণ ব্রহ্মে আস্থা স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিসুধা বিতরিত করিল। যে যায়, সে আপন পরিণতি লইয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে ক্রমে অদৃশ্য হইল বটে, কিন্তু—তাহার নৈতিক পদ-চিহ্ন রাখিয়া গেল, উহার ফলে পুনঃ নব বৈদিক ধর্ম্মে ও বৈদিক আচারে যাগ যজ্ঞ ও পশুবধের আধিক্য একপ্রকার তিরোহিত হইল; অধিকাংশ জ্ঞানি-ব্যক্তি শঙ্করাদি বৌদ্ধদের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মবাদ পরিগ্রহ করিলেন। যাহারা বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বুঝিতে অক্ষম, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার করিয়া শিবপূজায় মনোনিবেশ করিল। এই সময় শৈব মতের অত্যন্ত প্রচার হইল। বৌদ্ধমঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে ভোগাসক্ত শিষ্যদের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ তন্ত্রতান্ত্রিক মতের সৃষ্টি করিলেন। মৎস্য মাংস মদিরা রমণী প্রভৃতি উপভোগ্য বস্তু উপাসনার অঙ্গ করিয়া ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ হিন্দু-সমাজেও ঐ সময়েই তান্ত্রিক উপাসনা প্রচলিত হয়। হিন্দু তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের অপেক্ষাও চাতুর্য্য প্রকাশ করেন। তাঁহারা তন্ত্রমধ্যে অন্যান্য উপাসনা প্রণালীর সহিত পঞ্চমকার (১) যুক্ত

(১) পঞ্চমকার যথা—মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন।

উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। ঐ সময়ে অনেক বৌদ্ধ মতাবলম্বী হিন্দুতান্ত্রিক-প্রথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করে। তখন বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় দুর্ব্বল হইলেও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। অসংখ্য বৌদ্ধ জৈন মতেই রহিয়া যায়, কিন্তু উহার পর হইতে উক্ত দুই সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ নূতন শিষ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হন বরং দিন দিন উঁহাদের শিষ্য-সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইতে থা এই সময় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক ভগবান্ রামানুজ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

# রামানুজচরিত।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্মভূমির পুরাতত্ত্ব।

ভগবান্ রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদি প্রচারক। তিনি যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, উহা একটি তীর্থ-ক্ষেত্র। স্কন্দপুরাণে ঐ স্থান সত্যব্রতক্ষেত্র, ১ নগরী ভূতপুরী এবং জলাশয় অনন্ত-সরোবর নামে বর্ণিত হইয়াছে। একদা মহর্ষি অগস্ত্য ভগবান্ স্কন্দকে সত্যব্রতক্ষেত্র ও অনন্ত-সরোবরের ইতিহাস [illegible] রিতে অনুরোধ করেন। উহার উত্তরে ভগবান্ স্কন্দ যে বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়—"স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা জম্বুদ্বীপান্তর্গত পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে বেঙ্কটাদ্রির দক্ষিণভাগস্থ পাপনাশক ক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের [illegible]ন করেন, তদবধি উহা তীর্থরূপে পরিণত হয়। কোন সময় [illegible]বান্ রুদ্র দিগম্বর-মূর্ত্তিতে জটা বিধূনিত করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য [illegible]রেন; তাহা দেখিয়া তদীয় অনুচর ভূতগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারে [illegible]াই। উহাতে শম্ভু আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া এই বলিয়া [illegible]ভিসম্পাত করেন—"যে হেতু তোমরা আমার প্রতি অবজ্ঞা [illegible]নি [illegible]য়াছ, অতএব আমার নিকট অবস্থান করিতে পারিবে [illegible], মহৎ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিলেই স্থানচ্যুত হইতে [illegible] ভগবান [illegible] অভিসম্পাত-বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া ব্রহ্মার [illegible], তিনি উহাদিগকে সত্যব্রতক্ষেত্রে গিয়া তপস্যা

১ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঐ প্রদেশ "তোণ্ডীর-মণ্ডল" নামে খ্যাত ছিল।

করিতে আদেশ করেন। তাহারা হৃদয়-মধ্যে ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করিয়া সহস্রবর্ষ তপশ্চরণ করে। একদিন সহসা আকাশে দেবদুন্দুভি-ধ্বনি হইল, দেখিতে দেখিতে ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতগণের নয়নগোচর হইলেন। তপস্যানিরত ভূতগণ ভক্তিভরে ভগবান্‌কে স্তব করিল। তিনি তাহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা তাহাদের দুঃখের কথা ভগবানের নিকট নিবেদন করিল। ভগবান্ নারায়ণ শঙ্করকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র শঙ্কর বৃষে আরোহণ করিয়া নারায়ণের সমীপে আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

ভগবান্ নারায়ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে শঙ্করকে বলিলেন,— "দেবদেব! তুমি ভূতগণের দর্প-শান্তির জন্য যে দণ্ড বিধান করিয়াছ, উহা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু এখন তুমি উহাদের প্রতি প্রসন্ন হও। উহারা দীর্ঘকাল সত্যব্রত-ক্ষেত্রে তপোঽনুষ্ঠান করিয়াছে, অতএব উহাদিগকে নিজ-সন্নিধানে বিচরণ করিতে অনুমতি কর। কারণ, ব্যতিক্রম কাহার না হয়? সকলেরই কোন না কোন সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।" উহা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর ভূতগণকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইলেন। তাহার পর, নারায়ণ অনন্তকে আদেশ করিলেন—"নাগরাজ! তুমি এখানে একটি মনোহর সরোবর নির্ম্মাণ কর।" অনন্ত আজ্ঞা-প্রাপ্তি-মাত্র ঐ পুণ্য-ক্ষেত্রে একটি মনোহর সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ সরোবরের জল দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় স্বচ্ছ হইল এবং উহাতে পদ্ম কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্পসকল বিকসিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। নারায়ণ ভূতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"ওহে ভূতগণ! তোমরা ভক্তিযুক্ত হইয়া এই সরোবরে স্নান কর, তোমাদের নিমিত্তই আমার আজ্ঞায় নাগরাজ অনন্ত এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" ভূতগণ নারায়ণের আদেশে সেই সরোবরের বিমল সলিলে অবগাহন করিয়া পবিত্রদেহ হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রদক্ষিণ ও পরিক্রমণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের চরণে প্রণত হইল। শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর, তাহারা ভগবান্ নারায়ণকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল "হে দেবেশ! আপনি সকলের অভীষ্ট প্রদানের নিমিত্ত অদ্য হইতে এই ক্ষেত্রে অবস্থান করুন।"

উহা শুনিয়া নারায়ণ, শঙ্করের দিকে একবার দৃক্‌পাত করিলেন। তখন শঙ্কর তাঁহার ইঙ্গিত অবগত হইয়া বলিলেন "দেব! যতদিন স্বারোচিষ মনুর অধিকার থাকিবে, আপনি আমার প্রীতির নিমিত্ত তাবৎ কাল এই ক্ষেত্রে বাস করিবেন।" ভগবান্ নারায়ণ মহাদেবের প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ভূতগণ ভগবান্ নারায়ণের উৎসবের নিমিত্ত ঐ স্থানে একটি মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিল। ঐ পুরীর পরিসর তিন যোজন-ব্যাপী এবং ঐ স্থানে উৎসব দর্শনের নিমিত্ত সমাগত দেবগণের বাসের নিমিত্ত নানাবিধ কারু-কার্য্য-শোভিত এবং চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত মনোহর হর্ম্ম্য ও অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর ভূতগণ মহাদেবের সহিত বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ভগবান্ নারায়ণের উৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। উৎসব দর্শনার্থ সমাগত দেব ও ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর, সেই নগরে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইল। অনন্তর

ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন "শঙ্কর তুমি অধুনা ভূতগণের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া সুখে বাস কর কিন্তু প্রতিবর্ষে বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে আমার উৎসব ক্রিয়ায় অনুচরগণ সহ আগমন করিতে যেন বিস্মৃত হইও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—দেব মনুষ্য যক্ষ রক্ষ কিন্নর প্রভৃতি যে কেহ বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া অনন্ত-সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক আমাকে অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাকে সমস্ত অভীষ্ট, এমন কি অতিদুর্লভ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিব।" এই রূপ বর প্রদান করিয়া ভগবান্ নারায়ণ শঙ্করকে ভূতগণের সহিত কৈলাসে প্রেরণ করিলেন। ভূতগণের দ্বারা এই পবিত্র পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ভূতপুরী নামে জগতে বিখ্যাত হইল। ইহাও কথিত আছে যে—এই পুণ্য-ক্ষেত্রস্থ অনন্ত-সরোবরে স্নান ও আদিকেশবকে অর্চ্চনা করিয়া বহু রাজর্ষি অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন। (১)

জন্মভূমির আধুনিক অবস্থা। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার মর্ম্ম যিনি যে ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, উহা হইতে এই মাত্র জানা যায়;— ভগবান্ রামানুজাচার্য্য যে ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হন, ঐ গ্রাম অতি প্রাচীন এবং ঐ স্থলে অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এক সময় উহা শৈবক্ষেত্র ছিল, পরে, বৈষ্ণবক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং কাল-পরম্পরায় ঐস্থান তীর্থ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখন ঐ প্রসিদ্ধ ভূতপুরী "শ্রীপেরম্বধুরম্" নামে বিখ্যাত। ঐ স্থানটি মান্দ্রাজ-প্রদেশের চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত এবং বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরী হইতে ত্রয়োদশ ক্রোশ (26

(১) স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভূতপুরী-মাহাত্ম্য পাঠ করুন।

miles) দূরে অবস্থিত। মান্দ্রাজ রেলপথের "ত্রিভেলোর" (১) রেল্‌ষ্টেষন হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পাঁচ ক্রোশ (10 miles) দূরে শ্রীপেরম্বদূরম্ গ্রাম বিদ্যমান। ঐ স্থানে কোন রূপ নাগরিক শোভা বিদ্যমান নাই; চতুর্দ্দিকে নয়নপ্রীতিকর শস্য-শ্যামল প্রান্তর, মধ্যভাগে নারিকেল তাল খর্জ্জুর গুবাক বট অশ্বত্থ পুন্নাগ নাগকেশর প্রভৃতি নানা বিচিত্র তরুরাজি-পরিশোভিত ক্ষুদ্র গ্রাম। দূর হইতে উহা সন্দর্শন করিলে মন যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। রেল-ষ্টেষন হইতে আগত রাজপথটি গ্রামের প্রান্ত হইতে বক্রভাবে গ্রাম-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ রাজপথ অবলম্বন করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই আচার্য্যের জন্মক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমেই আচার্য্য যে স্থলে ভূমিষ্ঠ হন, সেই ক্ষেত্র (ভিঁটা), তাহার পর, নাটমন্দির ও আচার্য্যের কৌলিক উপাস্য দেব আদিকেশরের মন্দির। উহার পার্শ্বেই ভ্রাতুষ্পুত্র কুরেশের বাসগৃহ। (২) সম্মুখে অতি সুন্দর প্রশস্ত জলাশয়। উহাই সেই অনন্ত-সরোবর। সমুন্নত মন্দিরের সম্মুখভাগে ঐ সরোবর বিদ্যমান থাকায় স্থানটির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামে ঐ দেবমন্দির ব্যতীত কয়েকটি অট্টালিকা ও বহুসংখ্যক তৃণনির্ম্মিত গৃহ আছে। উহাতে অনেক লোক বাস করে। এখানকার ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

---

(১) মান্দ্রাজ হইতে ত্রিভেলোর ষ্টেসনের তৃতীয় শ্রেণীর মেল্‌ট্রেনের ভাড়া পাঁচ আনা এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া সাড়ে চারি আনা মাত্র। ষ্টেসন হইতে একায় কিংবা পদব্রজে শ্রীপেরম্বদূরে গমন করা যায়।

(২) জন্মভূমির আলোকচিত্র (ফটো) দেখুন।

অধিকাংশ রামানুজসম্প্রদায়স্থ শুদ্ধাচার শ্রীবৈষ্ণব। শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের ও একান্ত অভাব নাই, তবে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আদিম বৈষ্ণবক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব অপেক্ষা অদ্বৈতবাদী স্মার্ত্তের সংখ্যা যে ন্যূন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? স্কন্দপুরাণে শঙ্করানুচর ভূতগণ কর্ত্তৃক নারায়ণের যে উৎসব ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, এখনও প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে আচার্য্যের জন্মভূমিতে ঐ মহোৎসবের বিপুল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। উহার নাম "ব্রহ্মোৎসবম্।" এই ব্রহ্মোৎসবে অসংখ্য-যাত্রি-সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রতি অমাবস্যায় একটি ক্ষুদ্র উৎসব হয়, উহাতে ও তীর্থযাত্রীর সমাগম নিতান্ত অল্প হয় না। বর্ত্তমান সময়ে তত্রত্য মঠের তত্ত্বাবধায়ক (trustee) শ্রীত্রিবেঙ্কট রামানুজাচারী। আচার্য্যের জন্মভূমিস্থিত মঠের অবস্থা মন্দ নহে, এখানে নিয়মিত দেবার্চ্চনা ও অতিথিসেবা হইয়া থাকে। মঠের অনতিদূরে একটি সংস্কৃতছাত্রনিলয় বিদ্যমান। উহার প্রধান অধ্যাপক শ্রীবেঙ্কটনৃসিংহাচারী। এখানে আর একটি পদার্থ আছে, যাহা বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর চক্ষে নিতান্ত অভিনব। ঐ পদার্থটি "অন্নসত্র" অথবা ভোজনালয়। তীর্থযাত্রীরা ঐ স্থান হইতে ব্রাহ্মণজাতীয় পাচকের পক্ক অন্নব্যঞ্জন মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া আহার করে। বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় এই অন্নসত্রের প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সত্রে আহারের প্রথাটি আধুনিক নহে, শুনা যায় বহু পুরাতন কাল হইতে ঐ স্থানে ঐরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। (১)

(১) এক পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ব্যতীত ঐ প্রথা অন্য কোথায়ও দেখা যায় না।

বংশ-পরিচয়।

"প্রপন্নামৃত"-নামক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভগবান্ রামানুজাচার্য্য হারীত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু বৈদিক শ্রৌত-সূত্রে ব্রাহ্মণের যে আটত্রিশটি গোত্র (১) নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ধনঞ্জয়-কৃত ধর্ম্ম-প্রদীপে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার মধ্যে হারীত গোত্র নাই। অথচ তিনি যে ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, উহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভূতপুরী-মাহাত্ম্য পাঠে এ বিষয়ের একটি রহস্য অবগত হইয়াছি, ক্রমে উহার আলোচনা করা যাইতেছে। বস্তুতঃ হারীত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ভগবানের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। আমরা এখানে ঐ আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করিতেছি। পুরাকালে ভারতবর্ষে যুবনাশ্ব নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতা। মান্ধাতা

---

(১) আটত্রিশটি গোত্র যথা,—জমদগ্নি, ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, সৌকালীন, মৌদ্গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, আত্রেয়, কাণ্, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃকাক্ষ, অব্য, জৈমিনি, বৃষ্ণি, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, আলম্যান, বৈয়াঘ্রপদ্য, ঘৃতকৌশিক, শক্তি, কাণ্বায়ন, বাসুকি, গৌতম, মৌপায়ন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গোত্র আছে। সে সকল গোত্র ক্ষত্রিয় বর্ণের। ক্ষত্রিয় বর্ণের গোত্র ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হইলে জানিতে হইবে ঐ সকল ব্রাহ্মণ-বংশ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অতিরিক্ত কতকগুলি গোত্র দেখা যায়, সে গুলি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রদের গোত্র সংখ্যার বাহিরে। অথচ ঐ সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছে। ঐ গুলি পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ-গোত্র।

সম্বন্ধে ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই শ্লোকটি গীত হইত ;—"যেখান হইতে সূর্য্য উদিত হইয়া যেখানে গিয়া অস্তগত হন, সে সমস্তই রাজা মান্ধাতার ক্ষেত্র।" মান্ধাতার পুত্র যুবনাশ্ব। রাজা যুবনাশ্ব পরিণত বয়সেও পুত্রের মুখ দেখিতে না পাইয়া সন্তান-কামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু অধ্বর্য্যু (১) অনবধানতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মতেজোবর্দ্ধক মন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হন। রাজা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করেন "দ্বিজবর! এ কি করিতেছেন, আপনি যে ক্ষত্রিয়ের সন্তান-কামনায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন?" তখন ঋষির চৈতন্য হইল, তিনি বলিলেন "দেবতার ইচ্ছায়ই ঐরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহা হউক, ব্রাহ্মণোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন সত্ত্বগুণপ্রধান পুত্রই জন্মগ্রহণ করুক।" ধার্ম্মিক রাজা আর কোন কথা বলিলেন না, পুত্রের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কালক্রমে রাজা যুবনাশ্বের মহিষী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ ঐ পুত্রের নাম রাখিলেন "হরীত"। রাজকুমার হরীত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইলেন। তাঁহার পরিণয় হইল কাশিরাজের কন্যার সহিত। কিছুকাল পরে রাজা যুবনাশ্ব বান-প্রস্থ-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত পুত্র হরীতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহিষীসহ হিমবৎ-প্রদেশে গমন করিলেন। রাজা হরীতের শাসন-গুণে প্রকৃতিপুঞ্জ অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

একদা হরীত মৃগয়ায় গিয়া পর্ব্বত-কন্দরে কাতর-ধ্বনি শ্রুত হইলেন। তাঁহার মনে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি সহসা নিকটে গিয়া দেখিলেন ;—ভীষণ ব্যাঘ্র একটি ধেনুকে আক্রমণ

(১) অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্।

করিয়াছে। রাজা বিপন্না গাভীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অতিক্রান্ত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ব্যাঘ্র বাণাঘাতে কুপিত হইয়া ধেনুর কণ্ঠদেশে দংশন করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ধেনু ও ব্যাঘ্রের এক সময়ই প্রাণবিয়োগ ঘটিল। এই ঘটনায় রাজার মনে সাতিশয় বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"হায় আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম, ব্যাঘ্রকে নিহত করিতে গিয়া গোবধ করিলাম; কি উপায়ে আমার এই পাপের নিষ্কৃতি হইবে? গোহত্যাকারী বলিয়া লোকে আমাকে কত নিন্দা করিবে। অতএব আমার জীবনে ধিক্।" রাজা যখন এইরূপ আত্ম নিন্দা করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা দৈববাণী হইল "রাজন্ তুমি শোক করিও না, শীঘ্র সত্যব্রত-ক্ষেত্রে গমন কর। তত্রত্য ভূতপুরীতে যে অনন্ত-সরোবর বিদ্যমান আছে। তাহাতে অবগাহন করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে"। উহা শুনিয়া রাজা হরীত অবিলম্বে রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"মহর্ষে! সত্যব্রতক্ষেত্র, ভূতপুরী ও অনন্ত-সরোবর কোথায় এবং সেখানে গিয়া কোন্ মন্ত্র জপ করিতে হইবে?" মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ পুণ্য-ক্ষেত্রের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "রাজন্ আপনি সেখানে গিয়া "বাসুদেব" (১) এই মন্ত্র জপ করিবেন, তাহা হইলেই সিদ্ধি লাভ হইবে"।

রাজা আর বিলম্ব করিলেন না, মন্ত্রিগণের হস্তে রাজ্য-ভার

---

(১) বাসুদেব—বাসু অর্থ হৃদয়, আর দিব্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি, অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে সদা দীপ্যমান (প্রকাশমান) তিনিই বাসুদেব বা পরমাত্মা।

ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণাপথ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি বেঙ্কটাচল, সত্যব্রতক্ষেত্র, কাঞ্চীপুরী, অরুণারণ্য ও অনন্ত-সরোবর সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। রাজা দেখিলেন, ভূতপুরী তখন ভগ্নদশা-প্রাপ্ত, চতুর্দ্দিকে বহু-বিস্তৃত নিবিড় অরণ্য, নানাবিধ বিহঙ্গ ও সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ-প্রভৃতি শ্বাপদগণ তৃষ্ণাকুল হইয়া অনন্ত সরোবরে জলপান করিতেছে। তিনি জীর্ণ নগরীর প্রাসাদ, দেবমন্দির ও উদ্যানের চিহ্ন সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক অনন্ত-সরোবরে স্নান করিয়া আনন্দিত হইলেন। তাহার পর, বিশেষ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অতিশয় সংযত-চিত্তে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রথম দশ বৎসর ফল মূল, দ্বিতীয় বিংশতি বর্ষ পত্র পুষ্প, তৃতীয় চত্বারিংশৎ বর্ষ শুষ্ক পত্র, চতুর্থ ষষ্টিবর্ষ জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণে অতিবাহিত হইল। অনন্তর সেই রাজা নিরাহার হইয়া গুরূপদিষ্ট মন্ত্র জপে প্রবৃত্ত রহিলেন। সহসা একদিন দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল ও সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অন্তরীক্ষে দেবদুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল। তাহার পর, অপূর্ব্ববিমানে ভগবান্ নারায়ণ সেই রাজর্ষি হরীতের আশ্রমে অবতীর্ণ হইলেন। তখন রাজা ধ্যানস্তিমিতলোচনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সমস্তই নিরস্ত হইয়াছে। এমন সময় মধুময় বাণী উচ্চারিত হইল, "রাজন্ একবার চক্ষু উন্মীলিত কর, দেখ, তোমার তপস্যার ফল সম্মুখে উপস্থিত, ভগবান্ নারায়ণ তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন"। রাজার চৈতন্য হইল, বিপুল আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গেল। যাহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় জগতে আর নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ গোচর, ইহা অপেক্ষা কৃতার্থতার কথা আর কি হইতে পারে? রাজা বিমানমধ্যে

সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্যমান ভগবান্ নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিভরে ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ স্তবের পর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "রাজন্ তোমার কঠোর তপস্যায় ও স্তবে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এখন বর প্রার্থনা কর।"

রাজা বলিলেন "দেব! আমি মৃগয়ায় গিয়া অনবধানতা-প্রযুক্ত গোবধজনিত-পাপে লিপ্ত হইয়াছি, অতএব যাহাতে সেই ভীষণ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, কৃপা করিয়া তাহাব উপায় বিধান করুন।" ভগবান্ নারায়ণ রাজাকে বলিলেন "রাজন্ তুমি বিপন্না ধেনুকে রক্ষা করিতে গিয়া শর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহাতেই ক্রোধান্ধ ব্যাঘ্র ধেনুকে নিহত করিয়াছে। তজ্জন্য তুমি হৃদয়ে কিছুমাত্র শোক করিও না, আমার দর্শনমাত্রে তোমার সে পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছ, তজ্জন্য প্রসন্ন হইয়া তোমাকে "ব্রাহ্মণ্য" প্রদান করিলাম। তুমি এই দেহেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলে, তোমার হৃদয়ে ব্রাহ্মণোচিত মন্ত্র সকল দীপ্তিলাভ করুক। আমার অংশসম্ভূত কোন মহাপুরুষ জগতের উপকারের নিমিত্ত তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা ভক্তিমান্ ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ হইবেন। বেদ বেদান্তের তত্ত্ব-সকল তাঁহা-দের রসনায় সর্ব্বদা বিরাজ করিবে। তোমার বংশীয়গণের প্রতি অনুগ্রহের জন্য আমি বৈবস্বতমনুর অধিকারকালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিব। রাজন্ স্বারোচিষ-মন্বন্তরে শঙ্করের অনুচর ভূতগণ এই পুণ্যময়ী পুরী নির্ম্মাণ করে। এখন ইহার জীর্ণদশা, অতএব তুমি এই নগরীর জীর্ণ-সংস্কার করিয়া পুনরায়

পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন কর। এই অনন্ত সরোবরের পূর্ব্বতীরে আমার জন্য রত্নখচিত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হও। অদ্য চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথি; অতএব বর্ত্তমান দিবস হইতেই উৎসব কার্য্য আরম্ভ কর, পূর্ণিমা তিথিতে যজ্ঞান্ত-স্নান শেষ করিয়া উৎসব সমাপ্ত করিবে। তুমি আমার উদ্দেশে যে স্তব পাঠ করিলে, যে ব্যক্তি প্রত্যূষে ও সায়ংকালে শুদ্ধচিত্তে ঐ স্তব পাঠ করিবে, আমার প্রসাদে তাহার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অদ্য হইতে তুমি আমার আরাধনায় তৎপর হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই নগরে বাস কর। তোমার বংশীয়গণ আমার পরম ভক্ত হইবে এবং অতি সুখে এই স্থানে বাস করিবে।” রাজা হরীত ভগবান্ নারায়ণের অনুকম্পায় পরম প্রীত হইয়া ঐ স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্ত-সরোবরের তীরে নির্ম্মিত মনোহর দেবায়তন মণি মাণিক্যের প্রভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিল। রাজা যথাবিধানে ঐ মন্দির-মধ্যে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান্ নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন (১) এবং সেই দিন হইতে উৎসব ক্রিয়া আরম্ভ হইল। এই রূপ প্রতি বৎসর ভগবান্ নারায়ণের উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাজা হরীত দেহান্তে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ভূত-পুরীতে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন (২)।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা-সমূহের অধিকাংশই অতিরঞ্জিত; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ইতিবৃত্ত যে আংশিক কল্পনা-দুষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে উপরি উক্ত উপাখ্যানে কল্পনার মধ্যেও

(১) ঐ মূর্ত্তির নাম আদিকেশব।

(২) স্কন্দপুরাণ স্কন্দাগস্ত্যসংবাদ তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করুন।

যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। পৌরাণিকেরা, যে কোন্ ক্ষত্রিয়-বংশের বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার ঊর্দ্ধতন পুরুষদের সহিত সূর্য্যবংশ কি চন্দ্রবংশের একটা সম্বন্ধ দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং স্কন্দপুরাণ-প্রণেতা সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার অধস্তন পুরুষ হইতে যে ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের আদি পুরুষ ক্ষত্রিয় রাজা হরীতের জন্ম বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অসঙ্গত হয় নাই। ভট্টেরাও যখন আধুনিক রাজপুত নৃপতিদের ঊর্দ্ধতন পুরুষকে সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ বলিয়া বর্ণনা করেন। অতএব স্কন্দ-পুরাণ-প্রণেতার বর্ণনায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই দেখা যায় না। প্রকৃত পক্ষে রামায়ণ ও মহাভারত-বর্ণিত মান্ধাতা অতি পুরাকালের নৃপতি হইলেও রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবকালে তাঁহার অধস্তন বংশসমূহ ধারাবাহিক রূপে গণনা করা অসম্ভব নহে। সত্যই হউক, আর কল্পিতই হউক, ঐ সকল বংশ পুরাণে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পর, ভগবান্ নারায়ণের সহিত রাজা হরীতের সাক্ষাৎকারের কথা। উহা অলৌকিক হইলেও পুরাণ-কারদের নিত্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য। যেখানেই কোন মহাপ্রভাব-সম্পন্ন ঋষি কিংবা রাজার উপাখ্যান আছে, সেখানেই দেবগণের আগমন এবং ঈশ্বর হইতে বরলাভের কথা প্রায়ই দেখা যায়। বোধ হয় পৌরাণিকদের বিশ্বাস ছিল, ঐরূপ উপাখ্যান লিপিবদ্ধ না করিলে বর্ণনীয় মহাপুরুষগণের প্রকৃত-চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করা হয় না। অতএব ভগবানের আদেশে রাজা হরীতের ব্রাহ্মণ্য-লাভ ও ভূতপুরীতে বসতি স্থাপন প্রভৃতি বর্ণনায় কোনরূপ বিস্ময়ের কথা নাই। তাহার পর, "ভূতপুরী-মাহাত্ম্য" কত দিনের, উহাও আমাদের একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বিশেষ

অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্ট অনুভূত হয়, ঐ গ্রন্থ ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবের পরে, এমন কি তাঁহার খ্যাতি এবং প্রভাব যখন সমস্ত ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়া স্কন্দপুরাণ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত বটে, কিন্তু উহাতে যত নূতন বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অন্য কোন পুরাণেই তত হয় নাই। স্কন্দ-পুরাণ এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, আজ পর্য্যন্তও প্রক্ষেপ-ক্রিয়ার সাহায্যে উহার আয়তন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ যামল তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বেদব্যাস বৈশম্পায়ন হরপার্ব্বতী প্রভৃতির নামে যে কত অভিনব শ্লোক ও উপাখ্যান চলিয়া যাইতেছে, কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। মুসলমান-অধিকারের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর জিগীষা-বৃদ্ধি হওয়ায় এই প্রক্ষেপ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ভূতপুরী-মাহাত্ম্যের ন্যায় যদি শুধু উৎকৃষ্ট রচনা-সমূহই শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে এমন সকল নিকৃষ্ট বিষয় প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে, উহা দেখিয়া প্রক্ষেপ-কারীদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। (১)

(১) স্কন্দপুরাণ বহুবিস্তৃত। আমরা অবন্তীখণ্ড, রেবাখণ্ড, সহ্যাদ্রিখণ্ড ও উৎকলখণ্ডের অনেকাংশ পাঠ করিয়াছি। রেবাখণ্ড ও অবন্তীখণ্ডে মধ্য ভারতবর্ষের অনেক তীর্থমাহাত্ম্য ও ঐ দেশীয় ব্রাহ্মণগণের কীর্ত্তি কলাপের কথা আছে। উৎকলখণ্ডে উৎকলের তীর্থসমূহের ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। কিন্তু সহ্যাদ্রিখণ্ডে অন্যান্য বিষয়ের সহিত কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ ও করহাট-ব্রাহ্মণের দারুণ নিন্দাবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, কোঙ্কণস্থ

যাহা হউক, "ভূতপুরী-মাহাত্ম্য" প্রক্ষিপ্ত হইলেও উহা হইতে যে ক্ষীণ আলোকটুকু পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে অন্ধকারের মধ্য হইতেও ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কাল সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যিনি উপাখ্যানটি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বোধ হয় দক্ষিণাপথের হারীত-গোত্রীয় ক্ষত্রিয়েরা ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের জন্মগ্রহণের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বিষ্ণুভক্তি-নিবন্ধন অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাচার পরিগ্রহ করেন এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হন। (১) প্রাচীন কুলগ্রন্থে সম্ভবতঃ ঐ কথা ছিল। সেই মূল আখ্যায়িকাকে ভিত্তি করিয়া ভূতপুরী-মাহাত্ম্য-রচয়িতা উহার উপর কবিত্ব-প্রভাবে নানাবিচিত্র-বর্ণ-যোজনা ও হীরক-মণিমাণিক্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান হইতে এই মাত্র অবগত হইতে পারি—প্রাচীন শৈবতীর্থ ভূতপুরী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রভাবে লোক-শূন্য ও অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণবমতের পুনরভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্ব্বে সম্ভবতঃ

---

ব্রাহ্মণদের মহারাষ্ট্রে বসতি বিস্তারের সময় তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা-পরায়ণ দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা ঐ রূপ নিন্দাকর উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া স্কন্দপুরাণ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। যাহাহউক, এখন কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের সহিত দেশস্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ নিন্দাকর উপাখ্যান অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত পেশওয়াদের রাজত্ব কালে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দগ্ধ করিতেন, কিন্তু অদ্যাপি উহা সম্পূর্ণ নাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

(১) বাঙ্গালা দেশে শুনক গোত্রীয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

উহা শৈব-ক্ষেত্রই ছিল। শঙ্করের অনুচর ভূতগণের দ্বারা পুরী নির্ম্মাণের কিম্বদন্তীই তাহার প্রমাণ। তাহার পর, হারীতনামা ক্ষত্রিয় রাজবংশের কোন ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক এই ক্ষেত্র পুনঃসংস্কৃত করিয়া উহাতে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রভাবে অনেক বৌদ্ধ জৈন, বৈষ্ণবমত অবলম্বন করে এবং তিনি ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। পূর্ব্বে প্রায়ই এরূপ ঘটিত। পুরাণাদিতে ঐ রূপ ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ্য লাভ ও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের উদাহরণের অভাব নাই।

জন্ম ও উৎসব।

ঐ সুপ্রসিদ্ধ ভূতপুরী বা শ্রীপেরম্বধূরে পূর্ব্বোক্ত হারীত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে যজুর্ব্বেদোক্ত আপস্তম্ব-শাখাধ্যায়ী কেশবযাজ্ঞিক জন্মগ্রহণ করেন। কেশব জ্ঞানী ও সদাচার ছিলেন। ইন্দ্রিয়সংযম ক্ষমাশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য জনসমাজে তাঁহার বিশেষ আদর ছিল। তিনি যেমন মিতাহারী, তেমনই মিতভাষী ছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে দেখে নাই। এই বিষ্ণুভক্ত হরি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রবীণ বয়সেও পুত্র মুখ সন্দর্শন করিতে না পারিয়া পুত্র কামনায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। কোন সময়ে একটি বিখ্যাত চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হয়। ঐ গ্রহণ উপলক্ষে যাজ্ঞিক কেশব, সহধর্ম্মিণী কান্তিমতীর সহিত যেখানে কৈরবিণী নদী সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেই পুণ্যতীর্থে স্নানার্থ গমন করেন। পবিত্রতোয়া কৈরবিণী ও মহোদধির সঙ্গম-স্থলে অবগাহন করিয়া তত্রত্য পার্থসারথি নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির সন্নিধানে পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। কথিত আছে ;—হোম শেষে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "ওহে ভক্ত

কেশব! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অচিরে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব"। (১) কেশব ঐ রূপ আশ্বাস বাক্যে আশান্বিত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সুন্দরী কেশবপত্নী অতি সুলক্ষণযুক্ত গর্ভধারণ করিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা ও দেহলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া সকলেই অনুমান করিতে লাগিল, এই গর্ভে কোন মহাপুরুষ বাস করিতেছেন। ক্রমে দশম মাস অতীত হইল। বন্ধু বান্ধবেরা কোন অলৌকিক-চরিত্র-সম্পন্ন শিশুর জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। চৈত্রমাস, বসন্তসমাগমে প্রকৃতি অভিনব শোভায় সজ্জিত; তরু লতায় নবপল্লব উৎপন্ন হইয়াছে। মলয়ানিল বিকসিত কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। রসাল মুকুলের অপূর্ব্ব রসে মুগ্ধ হইয়া কোকিল সংগীতে মত্ত হইয়াছে। অলিকুল মধুপান আশায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রধাবিত হইতেছে। এই সুখময় সময়ে ৯৩৮ শকাব্দে (২) (১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে)

---

(১) মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই রূপ দৈববাণীর কথা প্রায়ই শুনা যায়, কিন্তু দার্শনিক বা ঐতিহাসিকগণ ঐ রূপ দৈববাণীর যাথার্থ্যে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা আস্থা না করিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে লিখিতে হইবে। তবে যেখানে ঐ রূপ কোন ঘটনার বর্ণনা থাকিবে। সেখানে "কথিত আছে", এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। কারণ গ্রন্থকার ধর্ম্মপ্রচারক বা নরপতিগণ আপন আপন গ্রন্থে স্ব স্ব জন্ম সময় লিখিয়া যান নাই। কেহ কেহ আপন গ্রন্থ মধ্যে জন্ম সময় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পূর্ব্বোক্ত মহানুভব ব্যক্তিদের ন্যায় ভগবান্ রামানুজাচার্য্যও ভাষ্যাদিতে আপন জন্ম সময় উল্লেখ

(অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৮৯০ বৎসর পূর্ব্বে) চৈত্র মাসের ত্রয়োদশ দিবসে বৃহস্পতিবারে মধ্যাহ্ন কালে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্রে কর্কটলগ্নে কেশবপত্নী কান্তিমতী একটি পুত্র প্রসব করেন। সদ্যঃ-প্রসূত তনয়ের দেহজ্যোতিতে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। জননী নবোদিত প্রভাকরের ন্যায় পুত্রকে দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইলেন। কেশব যাজ্ঞিকেরও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অকাতরে ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বন্ধু বান্ধবেরা সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভূতপুরের (শ্রীপেরম্বধুবের) অধিবাসীদের গৃহে গৃহে উৎসবের আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। কান্তিমতীর ভ্রাতা শৈলপূর্ণ-স্বামী "ভগিনীর পুত্র হইয়াছে" অবগত হইয়া

---

করেন নাই কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আচার্য্যের ভক্ত জীবনচরিত-লেখকগণ ঐ বিষয় উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহারা আচার্য্যের জন্ম শক মাস বার পক্ষ তিথি লগ্ন সমস্তই লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল লেখা সত্ত্বেও ইউরোপীয়ও প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ আচার্য্যের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হয়ত ঐ সকল পুরাতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সংস্কৃত-জীবনচরিত পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অন্য উপায়ে সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে ভগবান্ রামানুজ-স্বামীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনন্তাচার্য্য কৃত "প্রপন্নামৃত" সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। রামানুজ-সম্প্রদায়স্থ ভক্তেরা ভাগবতের ন্যায় এই গ্রন্থের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের ১১৫ অধ্যায়ে আচার্য্যের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা ;—

"শালিবাহশকাব্দানাং তত্রাষ্টত্রিংশদুত্তরে।
গতে নবশতে শ্রীমান্ যতিরাজোঽজনি ক্ষিতৌ॥
চৈত্রমাসি শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যামথকর্কটে।
লগ্নে শ্রীকৃষ্ণাংশেনেত্যার্দ্রায়াং গুরুবাসরে॥

অবিলম্বে ভূতপুরে আগমন করিলেন। অপূর্ব্ব-লক্ষণান্বিত শিশু নয়নপথে উপনীত হওয়ায় তিনি আনন্দে বিহ্বল হইলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতে লাগিলেন "এই শিশুর জন্মকালে গ্রহসকল যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাতে বলা যাইতে পারে, ইনি কালে এক্জন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হইবেন (১)।"

বৈধ সংস্কার ও বেদারম্ভ।

অনন্তর জাতকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে কেশব দ্বাদশ দিবসে পুত্রের নামকরণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামবাসী ও বন্ধু বান্ধবগণের আমন্ত্রণ করা হইল। মাতুল শৈলপূর্ণ-স্বামী কৌতূহল-প্রযুক্ত বালকের হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম অর্পণ

---

আসুরি কেশবা-চার্য্যাৎ কান্তিমত্যামজায়ত।
রামানুজো মহাতেজা ভগবান্ দেশিকোত্তমঃ" ॥

আমি প্রপন্নামৃতের লিখিত সময় (৯৩৮ শকই) গ্রহণ করিলাম। কারণ রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিত, এই সময়ের পক্ষপাতী। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

(১) ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের জন্মকালে গ্রহসকল লগ্নের যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল নিম্নলিখিত জাতচক্রের ফলে উহা সন্নিবেশিত করা হইল। আচার্য্যের কর্কটলগ্নে জন্ম হয়, উহার অধিপতি চন্দ্র ব্যয়স্থানে অবস্থিত, উহার অন্যতম ফল ত্যাগশীলতা। যেরূপ ভাবে তিনি সংসার-ত্যাগ করেন, তাহাতে ত্যাগশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। লগ্নে বৃহস্পতি ছিলেন, উহার ফল পরিপূর্ণ ধর্ম্মভাব ও তেজস্বিতা। ধর্ম্মভাবের কথা বলা বাহুল্য, তেজস্বিতা ও জাজ্বল্যমান। আচার্য্য অকুতোভয়ে আপন মত প্রচার করিয়াছিলেন, উহার প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পত্নীর স্থানের অধিপতি শনি, লগ্নাধিপচন্দ্রের অতিশত্রু হওয়ায় পত্নীর সহ কলহ, অনাসক্তি বিচ্ছেদ প্রভৃতি ফল। উহা আচার্য্যের জীবনে অনেক হইয়াছে। ধর্ম্মস্থানে বুধ

পূর্ব্বক "রামানুজ" এই নামকরণ করিলেন। (১) দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, নবজাত শিশু শুক্ল-পক্ষীয় শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতার যত্নে যথাক্রমে শিশুর অন্নাশন, চূড়া ও মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার সম্পন্ন হইল। তাহার পর, অষ্টম বর্ষে উপনীত হইলে কেশব স্বয়ংই পুত্রের বেদ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পুত্র ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সময় পিতার ইচ্ছা হইল, তিনি পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রবধূর মুখকমল নিরীক্ষণ করেন। তাঁহার অভিলাষ অপূর্ণ রহিল না। কেশব অচিরে পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার সাংসারিক সুখের সীমা রহিল না। পতিব্রতা ভার্য্যা, মেধাবী পুত্র ও নবপরিণীতা পুত্রবধূকে লইয়া তিনি পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসার ক্ষণভঙ্গুর; স্ত্রী পুত্রের সহ সম্বন্ধ মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অচিরস্থায়ী। কেশবের আয়ুষ্কাল শেষ হইল; তিনি কিছুকাল পরে পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী

---

শুক্র রবি থাকায় সত্যনিষ্ঠা যোগধর্ম্মে অনুরাগ ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ প্রভৃতি ফল। আচার্য্যে ঐ সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। দশম কর্ম্মস্থলে মঙ্গল, উহার ফল উদ্যমশীলতা ও কৃতকার্য্যতা, উহাও তাঁহার যথেষ্ট ফলিয়াছে। শত্রুস্থানের অধিপতি বৃহস্পতিলগ্নের উচ্চস্থানে স্থিত হওয়ায় শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়ন, পরাজয়ের চেষ্টা ও বিধ্বংস প্রভৃতি ফল হয়। আচার্য্য প্রতিপদেই ঐ সকল ফল ভোগ করিয়াছিলেন।

(১) বন্ধুবান্ধবগণ এই শিশুর "লক্ষ্মণাচার্য্য" নামকরণ করেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত পুস্তকাদিতে স্থানে স্থানে ঐ রূপ নামব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু জনসমাজে সর্ব্বত্র তিনি "রামানুজাচার্য্য" নামেই খ্যাত, সুতরাং আমরা সর্ব্বত্র উক্ত নামই ব্যবহার করিলাম।

স্নেহময় পুত্র ও নয়নানন্দদায়িনী পুত্রবধূর মায়াপাশ ছেদন করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। অন্য কোন সাধারণ ব্যক্তি হইলে হয়ত পিতৃ-বিচ্ছেদে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শোক প্রকাশ করিত কিন্তু জ্ঞানী রামানুজ শোকে অধীর হইলেন না। তিনি বিবেকের সাহায্যে হৃদয় হইতে শোক সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া অতিশ্রদ্ধার সহিত পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং স্নেহময়ী জননী ও সহধর্ম্মিণীর সহিত কিছু কাল ভূতপুরে (শ্রীপেরম্বধূরে) বাস করিলেন।

বেদান্ত শিক্ষার্থ কাঞ্চীতীর্থে গমন।

পিতৃবিয়োগ হইলেও রামানুজের সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপযোগী বিভবের অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তদ্দ্বারা তিনি চিরকাল বিনা আয়াসে সুখে কাল কাটাইতে পারিতেন কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা অতিপ্রবল, উহা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া রামানুজ নিতান্ত উন্মনা হইলেন। সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিপুল জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত এই নবীন যুবার হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প উৎপন্ন হইল। ঐ সময়ে দ্রবিড় প্রদেশের রাজধানী কাঞ্চীনগরী (১) বিদ্যা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য দক্ষিণাপথে

---

(১) কাঞ্চী অতিপুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। উহা শুধু দ্রবিড়ের রাজধানী বলিয়া নহে, হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের মহাতীর্থের জন্য এই স্থান বহুদিন হইতে সবিশেষ বিখ্যাত। হিন্দুদের যে সাতটি মোক্ষদায়িকা পুরী বা তীর্থ আছে, কাঞ্চী তাহার অন্যতম। যথা;—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চিরবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ"॥

অনেকে অনুমান করেন মহাভারতের রচনা সময়ে এই স্থান কলিঙ্গের ক্ষত্রিয়গণের

বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। যাদবপ্রকাশস্বামী নামক একজন বৈদান্তিক সে সময়ে কাঞ্চীনগরের সুধীসমাজে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রামানুজ সপরিবারে কাঞ্চীপুরে আগমন করিয়া তাঁহারই নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। রামানুজ প্রত্যহ যখন যাদবপ্রকাশস্বামীর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন, তখন অধ্যাপক্ তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রতিভা ও বাক্চাতুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন।

রামানুজ কর্তৃক ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে রাজকুমারীর মোচন।

কথিত আছে;—যখন রামানুজ যাদবপ্রকাশ স্বামীর নিকট অধ্যয়নে নিরত ছিলেন, সেই সময়ে ঐ দেশের রাজকন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসে (ব্রহ্মদৈত্যে) পাইয়াছিল। রাজকন্যা ব্রহ্মরাক্ষস কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া নিয়ত অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেন এবং অসম্বদ্ধ বাক্য সকল উচ্চারণ করিতেন। রাজা

---

অধীন ছিল। তৎপরে দক্ষিণাপথের জৈনধর্ম্মাবলম্বী পাণ্ড্য রাজগণ উহা অধিকার করেন। তাঁহাদের অধিকারের পর এই স্থান পহ্লব-রাজগণের হস্তগত হয়। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ৫ম শতাব্দীর শিলালিপি পাঠে জানা যায়, পহ্লবরাজগণের অধিকারের পূর্ব্বেও পরে কাঞ্চী জৈনধর্ম্মাবলম্বীদের অধিকারে আসিয়াছিল। পহ্লব-রাজগণ বেদোক্ত হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যখন জৈনধর্ম্মাবলম্বী পাণ্ড্যরাজগণ কাঞ্চী শাসন করেন, তাহার পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ৩য় ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধেরা বারাণসী হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। জৈনরাজগণ এখানকার অনেক বৌদ্ধকে তাড়াইয়া দেন। শিলালিপি অনুসারে অবগত হওয়া যায়—সিংহবিষ্ণু কাঞ্চীপুরের প্রথম পহ্লব-রাজ, ইঁহার রাজ্যকাল খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী। অনেকে অনুমান করেন, তিনিই প্রথম কাঞ্চীতে বরদরাজ-নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ২য় পুলিকেশী কর্ত্তৃক পহ্লবরাজগণ পরাজিত হন। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হুয়েনৎসাঙ্ কাঞ্চীপুরে আগমন করেন, তখনও এখানে বৈষ্ণব-

ও রাণী কন্যাগত প্রাণ। তাঁহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। শত শত মন্ত্রবিদ্‌কে আহ্বান করা হইল কিন্তু কেহই রাজকুমারীকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিল না, সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। অবশেষে যাদবপ্রকাশ-স্বামী আহূত হইলেন। তিনি শিষ্যগণ সহ রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে স্বয়ং রাজা তাঁহাকে লইয়া গিয়া কন্যা দেখাইলেন। যে মন্ত্র জপ করিলে ভূত যক্ষ বেতাল ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি ভয়ে পলায়ন করে, যাদবপ্রকাশ সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে শিষ্যগণ সহ ধীরে ধীরে কন্যার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ব্রহ্মরাক্ষস পলায়ন করিল না অধিকন্তু দন্ত কট্‌মট্‌ করিয়া কন্যার মুখ দিয়া যাদব-প্রকাশকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার গর্জ্জনে যাদবপ্রকাশের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন ব্রহ্মরাক্ষস কর্ত্তৃক আশ্রিতা কন্যা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল;—"ওহে যাদবপ্রকাশ! তোমার কি ক্ষমতা যে তুমি আমাকে তাড়াইবে? তোমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলি, শুন।

---

ধর্ম্মাবলম্বী পহ্লব রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সে সময়ে ঐ স্থানে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন তিন সম্প্রদায়ই প্রবল। তখনও এখানে ১০০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ৮০টি হিন্দু-দেবমন্দির ছিল। খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে নরসিংহবর্ম্মা কাঞ্চীপুরের অধিপতি ছিলেন, তিনি শৈব। খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীতে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ, কাঞ্চী অধিকার করেন। খ্রীঃ ১০ম ১১শ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে কাকত্যরাজ রুদ্রদেব খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে উৎকলের কেশরিবংশ খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে মুসলমান কর্ত্তৃক কাঞ্চী অধিকৃত হয়। Archaeological Survey of Southern India. Vol. I.

মধুরার(১) নিকটে যে একটি সমৃদ্ধ অগ্রহার (ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম) বিদ্যমান, উহার অনতিদূরে বিমলজলবিশিষ্ট একটি তড়াগে পদ্ম-বিকসিত হইয়া অত্যন্ত শোভা বিস্তার করিত। ঐ তড়াগের জাঙ্গালে তুমি গোধা হইয়া বাস করিতে। একদিন কোন বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ পান্থ-বৈষ্ণব সেই সরোবরে স্নান ও বিকসিত-পদ্ম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা শেষ করিয়া তীরে বসিয়া অন্নপাক করিলেন এবং ঐ অন্ন পরমাত্মরূপী বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া তন্ময়চিত্তে ভোজন করিলেন। আচমন ও পাদ-প্রক্ষালনাদি শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট-পত্র বল্মীকসমীপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সেই সময় তুমি সহসা সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক অতি আগ্রহের সহিত পত্রস্থিত অন্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিলে। ভগবদ্ভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদান্ন গ্রহণের পুণ্যে তোমার দ্বিজকুলে জন্ম হইয়াছে। তোমার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বলিলাম, এখন আমার ব্রহ্মরাক্ষস হইবার কারণ শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করি এবং বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হই। একদা সহধর্ম্মিণী-সহ আমি একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে ঋত্বিকের ও আমার অনবধানতা-প্রযুক্ত মন্ত্র অশুদ্ধ উচ্চারিত হওয়ায় ক্রিয়া-লোপ হয়। তাহাতেই আমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমি কেবল প্রাণিগণের ভয়

(১) মধুরার বর্ত্তমান নাম মদুরা। উহা মান্দ্রাজের অন্তর্গত একটি অত্যন্ত প্রাচীন নগরী। পুরাকালে ঐ নগরীটি পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। ভৈগৈ নদীর তীরস্থিত ঐ নগরীটি এখন মদুরা জেলার হেড্‌কোয়ার্টার্। ঐ স্থানে অদ্যাপি বহুসংখ্যক পুরাতন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

উৎপাদন করিয়া বেড়াইতাম। নানাবিধ পর্ব্বত বনরাজি গ্রাম নগর পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হই। একদিন যদৃচ্ছাক্রমে রাজার রমণীয় উদ্যান-ভূমিতে বিচরণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে এই লাবণ্যবতী রাজদুহিতা আমার নয়ন-পথে পতিত হন। আমি রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে আশ্রয় করি। শত শত মন্ত্রবিৎ আমাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। অতএব তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমার কি করিবে? ঊষরক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তোমার মন্ত্র তন্ত্র আমাতে নিষ্ফল হইবে। তোমার শিষ্যগণের মধ্যে রামানুজ নামে যে সুন্দর যুবা আছেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া আমার মস্তকে চরণ অর্পণ ও আমায় চরণোদক প্রদান করেন এবং আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি।"

কন্যার মুখ হইতে ব্রহ্মরাক্ষসের কথা শুনিয়া রাজা ও রাণী অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে আসিয়া রামানুজের চরণে পতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ;—"মহাভাগ! আমরা এতকাল আপনাকে চিনিতে পারি নাই, ব্রহ্মরাক্ষসের বাক্যে আপনার চরিত্র বিদিত হইলাম। হে শরণাগত রক্ষক! আপনি কৃপা করিয়া ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে আমাদের প্রিয়তমা দুহিতাকে রক্ষা করুন। আপনি কৃপা না করিলে আমাদের আর অন্য উপায় নাই।" রামানুজ রাজার বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীর মস্তকে চরণ সংস্পর্শ করিলেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক চরণোদক প্রদান করিয়া ব্রহ্মরাক্ষসকে রাজকুমারীর দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল; রাজকুমারী চরণোদক পান করিলেই ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহার দেহ

ত্যাগ করিল এবং সর্ব্বসমক্ষে দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল। রাজকন্যা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার বিকট অঙ্গভঙ্গি, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, কোথায় অন্তর্হিত হইল। মেঘমুক্ত কৌমুদীর ন্যায় তিনি উজ্জল অঙ্গ-প্রভায় গৃহ উদ্ভাসিত করিলেন। পুরাকালে গৌতমপত্নী অহল্যা যে প্রকার ভগবান্ রামের চরণ-রেণু সংস্পর্শে দারুণ পাপের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার আজ রাজদুহিতা ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের চরণোদক পান করিয়া ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। রাজা স্বীয় দুহিতাকে সর্ব্ব-সমক্ষে শোভা পাইতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা রামানুজের চরণ-যুগল আচ্ছাদিত করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিলেন। যেখানে রামানুজ পূজিত হইলেন, উহার অনতিদূরে যাদবপ্রকাশ স্বামী উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা, রামানুজের পূজা শেষ হইলে তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশকেও যথাবিধানে পূজা করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। যদিও রাজার নির্ব্বন্ধে রামানুজ ঐ সকল স্বর্ণমুদ্রা প্রতিগ্রহ করিলেন, কিন্তু উহা হইতে এক কপর্দ্দকও স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন না; সমস্ত মুদ্রাই যাদবপ্রকাশের চরণ-তলে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাদবপ্রকাশ ঐ মুদ্রা-রাশি গ্রহণ করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি রাজধানীতে পরপূজা ও নিজের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইয়া রহিলেন।

প্রপন্নামৃত-রচয়িতার বর্ণিত উপরি লিখিত ঘটনাটি অতিরঞ্জিত হইলেও সম্পূর্ণ অমূলক নহে। যে রাজার কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসে আশ্রয় করিয়াছিল, অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানা যায়, তাহাতে অনুমান হয়, ঐ সময়ে চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র-চোল চোলরাজ্য

(তোণ্ডীরমণ্ডল) শাসন করিতেছিলেন। কারণ ৯ম শতাব্দীতে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ কাঞ্চীপুর অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র অদণ্ডীর সময়ে কাঞ্চীপুর তোণ্ডীরমণ্ডলের রাজধানী হয়। খ্রীঃ ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতেও কাঞ্চীপুরেই চোলরাজবংশের রাজধানী ছিল। রাজা রাজেন্দ্র-চোল কর্তৃক ঐ সময়ে (রামানুজাচার্য্যের কাঞ্চীতীর্থে অধ্যয়নকালে খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে) চোলরাজ্য (তোণ্ডীরমণ্ডল) শাসিত হইত। তাহার কন্যা অনঙ্গদেবী বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকেই ব্রহ্মরাক্ষসে আশ্রয় করিয়াছিল। কলিঙ্গাধীশ রাজরাজ ঐ লাবণ্যবতী রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করেন।

অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস—'মানুষের অপঘাতে মৃত্যু হইলে ভূত-যোনি হয়'। ভূতেরও না কি বর্ণভেদ আছে। ব্রাহ্মণ-জাতীয় ভূতকে বাঙ্গালাদেশে ব্রহ্মদৈত্য ও দক্ষিণাপথে ব্রহ্মরাক্ষস বলে। এই ভূত-যোনি মানুষের স্কন্ধে চাপিয়া অনেক সময় অনেক অনর্থাপাত করিয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির উপরেই ভূতের উপদ্রব অধিক হয়। ভূতাবিষ্ট রমণীরা অনেক সময় অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা বলে এবং অসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায় না। বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে উহা রোগ-বিশেষ। বৈদ্যেরা ঐ জাতীয় ব্যাধির চিকিৎসায় বড় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। প্রায়ই দেখা যায়, দণ্ডী সন্ন্যাসী অথবা মন্ত্রবিৎগণ রোগীর অঙ্গ-স্পর্শ কিংবা মন্ত্র-পাঠ করিলে ঐরূপ ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। বিশেষ কোন ব্যক্তি মহাপ্রভাব-সম্পন্ন, রোগীর এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকিলে তাঁহার দর্শনে রোগ-মুক্ত হওয়া কতকটা যুক্তিসিদ্ধ। কথিত

আছে ঃ—কাঞ্চীর রাজা রাজেন্দ্র-চোল স্বয়ং শৈব হইলেও তাঁহার মহিষী বৈষ্ণব-মতে বিশ্বাসবতী ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজকন্যা শৈশব হইতে জননীর মুখে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-বংশে উৎপন্ন প্রতিভাশালী রামানুজাচার্য্যের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন। সুতরাং রামানুজের দর্শন ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার চরণোদক পান মাত্রেই রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। আর পূর্ব্ব জন্মে যাদবপ্রকাশ স্বামীর গোধা থাকার বৃত্তান্তটি বোধ হয়, গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত। শৈব ও বৈষ্ণবে চিরবিবাদ। সুতরাং বৈষ্ণব গ্রন্থকার, শৈব যাদবপ্রকাশের উপর বিলক্ষণ ঝাল ঝাড়িয়া লইয়াছেন। ব্রহ্মরাক্ষসের বক্তৃতায় তাঁহাকে গোধা সাজাইয়া এবং বৈষ্ণবের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট-পত্রান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত করা হইয়াছে।

রামানুজের সহ গোবিন্দের মিলন।

রামানুজ পূর্ব্বের ন্যায় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়নে নিরত রহিলেন। এই সময় তাঁহার প্রভাবের সংবাদ দক্ষিণাপথময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মাতৃস্বসা দ্যুতিমতী ভগিনীতনয়ের খ্যাতি ও গৌরবের বার্ত্তা শ্রবণে পুলকিত হইয়া নিজ তনয় গোবিন্দকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দকে দেখিয়া রামানুজের হৃদয় আহ্লাদে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি দূর হইতে গিয়া মাতৃষ্বস্রীয়ের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ উভয়ের কথোপকথন হইল। শেষে গোবিন্দ ও রামানুজ এক সঙ্গে যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিবেন, এই রূপ স্থির হইল। উভয়েই প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতে যাইতেন কিন্তু যাদব-প্রকাশ রামানুজের প্রতি প্রসন্ন নহেন, তিনি কথায় কথায়

রামানুজের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামানুজের প্রতি বিদ্বেষভাব তুষের অগ্নির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রধূমিত হইতে লাগিল। একদিন যাদবপ্রকাশ, বেদান্ত পড়াইতে পড়াইতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই দুইটি শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন "এই জগৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখিতেছি, উহা মায়ামাত্র।" উহা শুনিয়া রামানুজের হৃদয়ে বিরক্তি উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্ট বলিলেন "মহাশয়! আপনি শ্রুতির অপব্যাখ্যা করিতেছেন, বস্তুতঃ ঐ সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা ওরূপ নহে, উহার অর্থ এই প্রকার;—এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বর দ্বারা অধিষ্ঠিত, প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর বিরাজমান। ঈশ্বর জগতের আত্মা, তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া কোন বস্তুই তিষ্ঠিতে পারে না।" ঐরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া যাদবপ্রকাশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি রামানুজকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন "ওরে শঠ দুরাশয়! তুই আমার শিক্ষক, না, গুরু, যে, তুই আমার ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিয়া নিন্দা করিতেছিস্"? ঐ রূপ তিরস্কার-বাক্যে রামানুজ আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল। তিনি সেই দিন হইতে গুরু-সন্নিধি পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে বসিয়া বেদান্ত-তত্ত্বের গভীর আলোচনায় রত রহিলেন।

**যাদবপ্রকাশকর্ত্তৃক রামানুজের প্রাণ-বিনাশের উদ্যোগ।**

কয়েক-মাস অতীত হইল, গুরু শিষ্যে সাক্ষাৎ নাই, উভয়েই আপন মনে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত আছেন। রামানুজ সদা সন্তুষ্ট, তিনি গুরুর সহিত কলহের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু যাদবপ্রকাশ

নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি নিরন্তর বৈরনির্যাতনের উপায় চিন্তা করিতেছেন। একদিন যাদবপ্রকাশ শিষ্যগণকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন "বৎসগণ! তোমরা জান, আমি এই কাঞ্চীতীর্থের সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। জ্ঞানিগণ আমার বাক্যে বিশ্বাস করেন। কোন বাদগোষ্ঠীতে (১) কেহ কখনও আমাকে অবমাননা করে না। এমন কি, বেদবেদাঙ্গপারগ পণ্ডিতগণ আমাকে বিশেষ সম্মান করেন। অতএব আমি কেন শ্রুতির অপব্যাখ্যা করিব? তোমরা রামানুজের ধৃষ্টতা দেখিয়াছ? আর সেই দিন ব্রহ্মরাক্ষসটা রামানুজের পক্ষ হইয়া সর্ব্বসমক্ষে আমার কিরূপ অবমাননা করিয়াছে, তাহাও তোমাদের অজ্ঞাত নহে। রামানুজ আমার শিষ্য, আমারই নিকট সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, অথচ 'আমি শ্রুতির অপব্যাখ্যা করি' বলিয়া সে আমাকে নিন্দা করে। রামানুজ এখন আমার প্রধান শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। উহার বুদ্ধি বড়ই তীক্ষ্ণ, নিশ্চয় ঐ শত্রু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত স্থাপন করিবে। অতএব এখন কি উপায়ে ঐ শত্রুকে বধ করা যায়? ঐ শত্রু নিহত না হইলে আমার হৃদয়ের শান্তি হইবেনা।" শিষ্যগণ তরলমতি,তাহারা গুরুর অনুরাগ আকর্ষণের নিমিত্ত উল্লাসিত হইয়া বলিল "মহাশয়! আপনি দুঃখিত হইবেন না,আপনার প্রিয় শিষ্য আমরা থাকিতে আপনার চিন্তার বিষয় কি আছে? যে কোন উপায়ে হউক, আমরা শীঘ্রই উহাকে বিনাশ করিয়া আপনাকে নিষ্কণ্টক করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" যাদবপ্রকাশ শিষ্যদের কথা শুনিয়া বলিলেন "বৎসগণ! তোমরা যাহা বলিলে উহা সম্পূর্ণ সত্য, তোমরা গুরুর উপকারের

(১) তর্ক-সভায়।

নিমিত্ত কিনা করিতে পার? তবে সংপ্রতি আমি উহার বধের নিমিত্ত একটা উপায় স্থির করিয়াছি। চল, আমরা সকলে উহাকে লইয়া প্রয়াগস্থ ত্রিবেণী-সঙ্গমে গমন করি, সেখানে সকলে সমবেত হইয়া উহাকে ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে নিক্ষেপ করিব। তাহা হইলে উহারও সদ্গতি হইবে, আমাদেরও ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না।” শিষ্যেরা গুরুর উদ্ভাবিত যুক্তির কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং পুনঃ পুনঃ গুরুকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

তাহার পর, একদিন যাদবপ্রকাশ শিষ্যদের দ্বারা রামানুজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুরু আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, রামানুজ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে যাদবপ্রকাশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক নম্রভাবে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। যাদবপ্রকাশ, রামানুজকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম প্রসন্নতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন “বৎস রামানুজ! তুমি এখন আমার নিকটে এস না কেন, তোমাকে আমি এত দিন শিক্ষা দিলাম, তাহার পরিণাম কি এই হইল? আমার শিষ্যগণের মধ্যে তোমাকেই আমি অধিক ভালবাসি, তোমার মত বুদ্ধিমান্ কে আছে? তোমার বিচ্ছেদে আমি সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভব করি। অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকটে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও।” রামানুজ, যাদবপ্রকাশের ঐরূপ কপট-বাক্যে বশীভূত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। একদিন যাদবপ্রকাশ তাঁহাকে বলিলেন “বৎস্ রামানুজ! মাঘ মাসে প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিলে অনন্ত পুণ্যসঞ্চয় হয়। অতএব আমি শিষ্যগণের সহিত প্রয়াগে যাইতে অভিলাষ করিয়াছি। তোমাকেও সঙ্গে লইতে বাসনা,

যদি সঙ্গত মনে কর, তবে আমার সহিত চল।” রামানুজ যাদব-প্রকাশের কুটিলতা বুঝিতে না পারিয়া জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মাঘ-স্নানের নিমিত্ত গুরুর সহিত যাত্রা করিলেন। মাতৃ-স্বস্রীয় গোবিন্দও সঙ্গে রহিলেন। তাহার পর, একদিন অরণ্যানী-পরিবৃত বিন্ধ্য-পর্ব্বত অবলম্বনপূর্ব্বক গমনকালে শিষ্যগণ সহ যাদবপ্রকাশ অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন, রামানুজ ও গোবিন্দ পশ্চাতে ছিলেন। এই অবসরে গোবিন্দ রামানুজকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন “ভ্রাতঃ, গুরু তোমাকে ভালবাসিয়া সঙ্গে লইতে-ছেন না, তোমার প্রাণনাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব সাবধান, সময় থাকিতে উদ্ধারের উপায় দেখ” এই বলিয়া গুরুর ভয়ে সত্বর তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোবিন্দের কথা শুনিয়া রামানুজের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাদবপ্রকাশও শিষ্যগণ সহ পথিমধ্যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় গোবিন্দ গিয়া উপস্থিত। একাকী গোবিন্দকে দেখিয়া যাদবপ্রকাশ দ্রুত রামানুজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে গোবিন্দ বলিলেন “রামানুজ বোধ হয় অগ্রে গিয়াছে।” যাদবপ্রকাশ গোবিন্দের কথায় বিস্মিত হইয়া রামানুজের অনুসন্ধানের নিমিত্ত শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ঐ স্থানেই বসিয়া রহিলেন। শিষ্যেরা সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া বলিল “গুরুদেব! আমরা এই ঘোর অরণ্যের সর্ব্বস্থানে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলাম, কোথাও রামানুজের সাক্ষাৎ

পাইলাম না। বোধ হয়, কোন হিংস্র প্রাণী রামানুজকে আক্রমণ করিয়া দূরে লইয়া গিয়াছে। যাদবপ্রকাশ ঐ সংবাদে মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু গোবিন্দকে প্রীত করিবার জন্য কিছু ক্ষণ কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিয়া সে রাত্রির জন্য ঐ স্থানেই সুখে শয়ন করিলেন।

রামানুজের বিন্ধ্যারণ্যে অবস্থিতি ও নারায়ণের কৃপালাভ।

কথিত আছে;—রামানুজ সেই মনুষ্য-সঞ্চার-রহিত মহারণ্যে বৃক্ষমূলে একাকী বসিয়া অনন্যমনে বিপদ্‌ভঞ্জন হরিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের কাতর আহ্বানে স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি লক্ষ্মী সহ ব্যাধবেশে সেই গহন বনে উপস্থিত হইলেন। রামানুজ পত্নীসহ ব্যাধকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ব্যাধ! তুমি পত্নীসহ এই বনে কিজন্য আসিয়াছ, এবং তোমরা সংপ্রতি কোথায়ই বা গমন করিবে? উহা জানিবার জন্য আমি অতিশয় উৎসুক হইয়াছি।" ব্যাধরূপী পরম-পুরুষ বলিলেন "ওহে দ্বিজ! আমি সংপ্রতি কাঞ্চীক্ষেত্রে যাইতেছি। তুমি হিংস্র-প্রাণি-সমাকুল অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছ কেন? তোমার জন্মভূমি কোন্ প্রদেশে, সংপ্রতি কোথায় যাইবে?" রামানুজ বলিলেন "আমি প্রয়াগে যাইব কামনা করিয়া কাঞ্চীপুর হইতে নির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন কারণে এখানে রহিয়া গিয়াছি। পুনরায় আমার কাঞ্চীপুরে যাইতে অভিলাষ, অসহায় বলিয়া কোন পুরুষকে অনুসন্ধান করিতেছি।" ব্যাধরূপী হরি উহা শুনিয়া রামানুজকে লইয়া কাঞ্চীপুর অভিমুখে চলিলেন। এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই সূর্য্য অস্তগত হইলেন। ঘোর তিমিরে আরণ্য ভূভাগ আবৃত হইল। অন্ধকারে পথ দেখা যায়

না, সুতরাং ব্যাধদম্পতি এক তরুমূলে শয়ন করিলেন। রামানুজও তাঁহাদের অনতিদূরে উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রমে নিশীথকাল উপস্থিত। ব্যাধবনিতা তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া আদরপূর্ব্বক স্বামীকে বলিলেন, "নাথ আমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছি, অতএব শীঘ্র আমাকে পানীয় প্রদান কর।" ব্যাধরূপী হরি বলিলেন "প্রিয়তমে! নিকটেই স্বচ্ছসলিল কূপ বিদ্যমান; কিন্তু বনপ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম; বিশেষ চতুর্দ্দিক্ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; এ সময়ে পানীয় আনয়ন করা সম্ভবপর নহে।" রামানুজ ব্যাধ দম্পতির কথোপকথন শ্রুত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন "ভাগ্যক্রমে আপনারা আমার সহায় হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি এই শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে এখনও নিরাপদে আছি, কিন্তু আপনাদের জন্য জল আনয়ন করিতে পারিতেছি না বলিয়া মনে বড় ক্লেশ হইতেছে। যাহা হউক, রজনী প্রভাত হইলেই আমি পানীয় আনয়ন করিয়া আপনাদের তৃষ্ণা দূর করিতে চেষ্টা করিব।" রামানুজের বাক্য শুনিয়া ব্যাধরূপী ভগবান্ কোন কথাই বলিলেন না, নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নিশা অবসানে বিহঙ্গমগণের কলরবে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। শিশিরসিক্ত তরুলতা প্রাতঃসূর্য্যের লোহিত কিরণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ব্যাধদম্পতি গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামানুজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওহে দ্বিজ! তুমি রাত্রিতে বলিয়াছিলে আমাদিগকে জল আনিয়া দিবে। বৎস! এখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, কূপও অধিক দূরবর্ত্তী নহে, অতএব অঞ্জলি পূরিয়া জল আনয়নপূর্ব্বক আমাদের তৃষ্ণা বিদূরিত কর।" রামানুজ তৎক্ষণাৎ কূপ হইতে অঞ্জলি

পূরিয়া জল আনয়ন করিয়া দিলেন। তিনি তিন বার জল প্রদানের পর চতুর্থ বার আসিয়া দেখিলেন, ব্যাধদম্পতি আর সেখানে নাই। রামানুজ কূপ-সমীপে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন কিন্তু এই ঘটনার কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহার পর, একাকীই পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কত গ্রাম, নগর, পর্ব্বত, অরণ্য, শ্বেতবালুকা নদী ও মনোহর পথ তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তিনি ঐ সমুদয় অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কয়েকটি পথিককে দেখিয়া ঐ দেশের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "মহাশয়! ইহা সত্যব্রত ক্ষেত্র, ঐ পুণ্যসলিলা ক্ষীরনদী, অনতিদূরে ফলপুষ্প-পরিশোভিত কাঞ্চী নগরীর পুরোস্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" রামানুজ পথিকগণের কথা শুনিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তিনি কাঞ্চীপুরে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না, মনে মনে ভাবিলেন, ইহা হস্তিগিরির অধীশ্বর ভগবান্ বরদরাজের লীলা। রামানুজ গৃহে সমাগত হইলে সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তিনি জননীর নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। কাঞ্চীপুরের অধিবাসীরা বিন্ধ্যারণ্যের ঘটনা বিদিত হইয়া রামানুজকে পুনর্জীবিত মনে করিতে লাগিল। কান্তিমতী রামানুজকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস! এই কাঞ্চীক্ষেত্রে কাঞ্চীপূর্ণ নামে একটি ভক্ত আছেন। তিনি যদিও শূদ্র পিতা হইতে শবরী-গর্ভে উৎপন্ন, তথাপি তাঁহার ন্যায় হরিপরায়ণ কেহ নাই। কাঞ্চীপূর্ণ অনন্যমনে সর্ব্বদা বরদরাজের (১) পরিচর্য্যা ও তাঁহার ধ্যানে নিরত

(১) বরদরাজ কাঞ্চীতীর্থের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কাঞ্চীতীর্থ দুইভাগে বিভক্ত।

থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্বান্তঃকরণে নারায়ণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকটে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন কর। এবং তাঁহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন কর। রামানুজ জননীর মুখে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বিবৃত করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন "সুধীবর রামানুজ! তোমার প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে, নতুবা তুমি ঐরূপ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইতে পারিতে না। ভগবান্ হরি

---

যথা,—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে অসংখ্য শিবমূর্ত্তি ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহ সমূহের মধ্যে বরদরাজস্বামীই প্রধান। স্থলপুরাণে বরদরাজস্বামীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে ব্রহ্মা কাঞ্চীপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তিনি ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধে সরস্বতীকে কিছু বলেন নাই। সরস্বতী নারদের মুখে যজ্ঞের সংবাদ জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন এবং নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দেন। ব্রহ্মা নিরুপায় হইয়া বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি উলঙ্গভাবে নদীর উপরি পতিত হন। উহাতে সরস্বতী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এদিকে যথা সময়ে যজ্ঞে অশ্বমাংস আহুতি দেওয়া হইলে ভগবান্ বিষ্ণু সেই অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুদর্শনে ব্রহ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। সমাগত ঋষি ও ঋত্বিক্‌গণ বিষ্ণুকে চিরকাল ঐ ক্ষেত্রে বিরাজ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবরদরাজস্বামীরূপে কাঞ্চীপুরে অবস্থান করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ,—কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা অপুত্রক গঙ্গাগোপালরাও বরদরাজের কৃপায় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া সুবৃহৎ বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ঐ মন্দিরের নাম হইতেই কাঞ্চীতীর্থের অর্দ্ধাংশ বিষ্ণুকাঞ্চী নামে খ্যাত হইয়াছে।

তোমার হস্তে প্রত্যহ জলপান করিতে [illegible]। তজ্জন্য তিনি লক্ষ্মীর সহিত ব্যাধবেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক তোমার আনীত জল পান করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছেন। অতএব তুমি প্রত্যহ স্বর্ণকুম্ভে করিয়া সেই কূপ হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক বরদরাজকে অর্পণ কর।” রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের বাক্যে অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন “হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা বলিলেন, আমি নিশ্চিত তাহা করিব। ব্রহ্মাদি দেবগণ বেদান্তাদি-শাস্ত্রের দ্বারা যাঁহার অনুসন্ধানে সর্ব্বদা নিরত, আপনি কেবল ভক্তিবশতঃ সেই বরদ-রাজরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অন্তরঙ্গ হইয়াছেন। অতএব আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্তের উপদেশ প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়ঃ লাভ হইবে।” এই কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া মাতার নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন এবং জননীর আদেশে প্রত্যহ সেই শালবৃক্ষ-পরিবৃত অরণ্য-মধ্যস্থ কূপ (১) হইতে স্বচ্ছ পানীয় আনয়নপূর্ব্বক হস্তিগিরির অধীশ্বর ভগবান্ বরদরাজকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। কাঞ্চী-পূর্ণের বাক্যই তাঁহার ‘আপ্তবাক্য’ স্বরূপ হইল। তিনি বিষয়ীর সংসর্গ পরিহারপূর্ব্বক বরদরাজের কিঙ্করত্ব লাভ করিয়া পবিত্রমনে কাঞ্চী-তীর্থে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

---

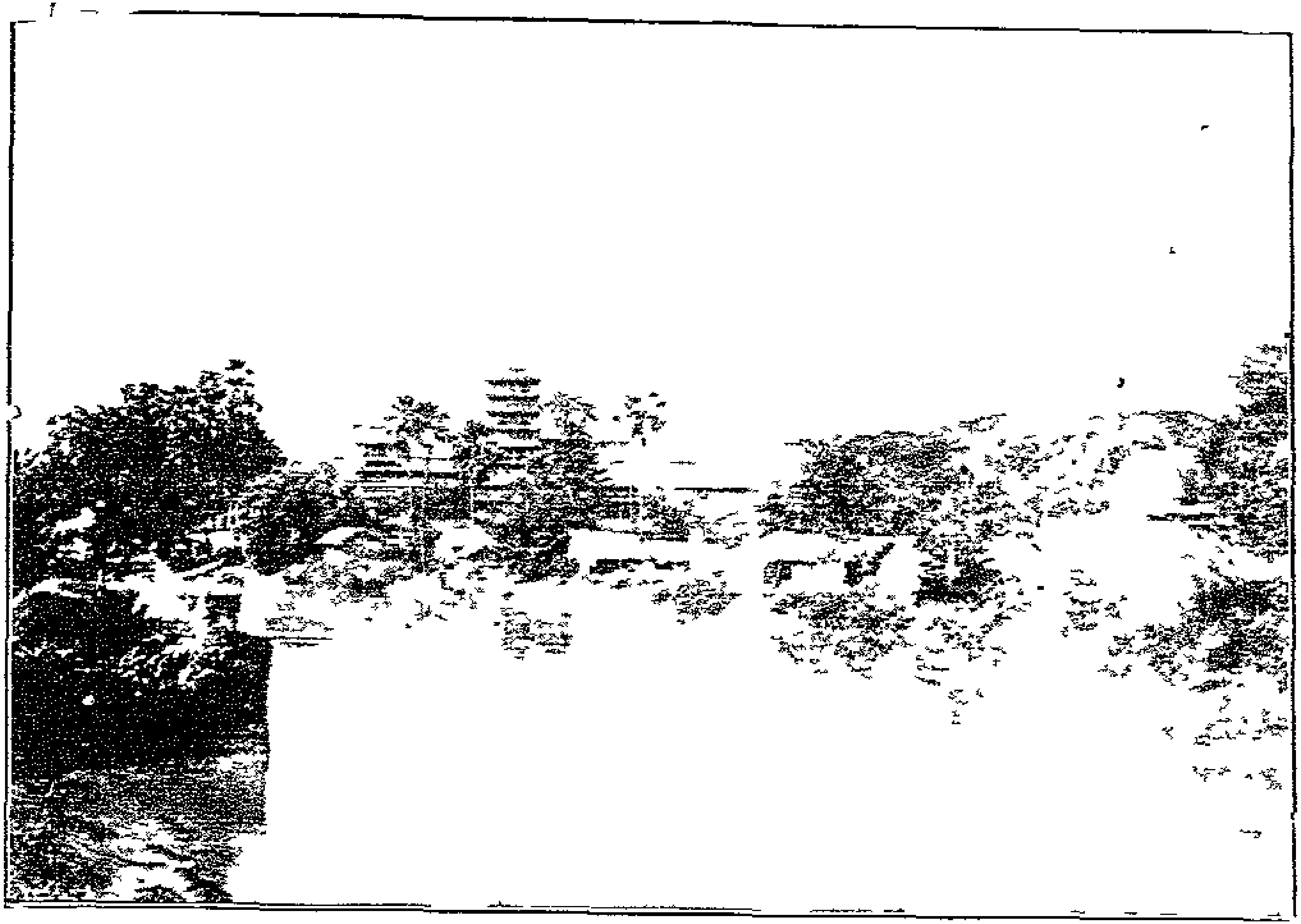
(১) ঐ কূপ, শালকূপ নামে প্রসিদ্ধ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যতিবর যামুনাচার্য্যের রামানুজের সহিত সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষা।

ঐ সময়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যামুনাচার্য্যনামা একজন বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের অত্যন্ত প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। তিনি পঞ্চ সংস্কার-সম্পন্ন ও পরম কৃপালু ছিলেন। বহু শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। যামুনাচার্য্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সমূহে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং তিনি বিপক্ষ-মতবাদীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য একদিন একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিছু ক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তাহার পর, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন "ওহে শিষ্যগণ! তোমরা নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এমন এক ব্যক্তির সন্ধান কর, যিনি সুলক্ষণাক্রান্ত নবীনযুবক এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী মধুরভাষী সদাচার ও ভগবদ্ভক্ত।" শিষ্যেরা নানা জনপদ অন্বেষণ করিয়া অবশেষে কাঞ্চীতীর্থে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে রামানুজকে দেখিয়া এবং নানাপ্রসঙ্গে তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রঙ্গক্ষেত্রে গিয়া যামুনাচার্য্যের নিকট সমুদয় নিবেদন করিল। যামুনাচার্য্য রামানুজকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু সহসা ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় কাঞ্চীতে আগমন করিতে পারিলেন না।

এদিকে যাদবপ্রকাশ শিষ্যগণ সহ প্রয়াগতীর্থে উপনীত হইয়া



প্রয়াগতীর্থ—ত্রিবেণী সঙ্গম, অদূরে নগরী

মাঘস্নান করিলেন। একদিন তাঁহারা অরুণোদয়কালে গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময় সহসা গোবিন্দের হস্তে এক শিব-লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া গেল। গোবিন্দ বিস্ময়ান্বিত হইয়া গুরুকে দেখাইলে গুরু যাদবপ্রকাশ বলিলেন ;—"বৎস গোবিন্দ! দেখিতেছ কি ? মাঘ-স্নান-নিবন্ধন ভগবান্ বিশ্বনাথ তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তুমি কৃতার্থ হইয়াছ।" এই ঘটনার পর যাদব-প্রকাশ সমস্ত মাঘ মাস প্রয়াগে গঙ্গাতীরে যাপন করিলেন। মাঘ মাস অতীত হইলে তিনি সমস্ত-তীর্থে স্নান করিয়া, শিষ্যগণ সহ পুনরায় কাঞ্চীপুরে আগমন করিলেন। মহাত্মা গোবিন্দ কাঞ্চীপুরে উপনীত হইয়াই গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি প্রয়াগ হইতে আনীত শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাজল লইয়া নিজের জন্মভূমি মঙ্গলগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে অত্যন্ত-ভক্তি-সহকারে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার ভস্মাদি অঙ্গে ধারণপূর্ব্বক কালহস্তীশ্বর-তীর্থে (১)

---

(১) কালহস্তীশ্বর-তীর্থ সাধারণতঃ কালহস্তী নামে খ্যাত। এই স্থানটি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত "ত্রিপতি" নামক রেলষ্টেসনের অনতিদূরে স্বর্ণ-মুখী নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে ;—এক সর্প ও এক হস্তী মহাদেবের পূজা করিত। সর্প স্বীয় মণি মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া এবং হস্তী শুণ্ডস্থিত জলাভিষেকদ্বারা আরাধনা করিত। একদিন অভিষেচনের জল সর্পের অঙ্গে লাগায় সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর শুণ্ডে দংশন করে। হস্তীও বিষের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া সর্পকে পদাঘাত করে। শেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। মহাদেব ভক্তদ্বয়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই তীর্থের সৃষ্টি করেন। কাল (সর্প) ও হস্তী উভয়ের আরাধিত তত্রত্য মহাদেব কালহস্তীশ্বর নামে বিখ্যাত। ঐ মহাদেবের নামে তীর্থের নামও কালহস্তীশ্বর হইয়াছে। দক্ষিণাপথের তীর্থ-মাহাত্ম্যে এই তীর্থের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা ;—এই তীর্থে

প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য উমাপতি রুদ্রকে নমস্কার ও পূজা করিয়া কালহস্তীশ্বর-তীর্থেই সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের পুনর্মিলন।

যাদবপ্রকাশ লোকের মুখে শুনিলেন রামানুজ বিন্ধ্যারণ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন 'রামানুজের সহিত বৈরিভাব রক্ষা করিলে হানির সম্ভাবনা।' তজ্জন্য তিনি শিষ্যগণের দ্বারা পুনরায় রামানুজকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। রামানুজও অধ্যাপকের অভাবে জ্ঞানলাভের আশায় ভগবান্ বরদরাজের কিঙ্করত্ব পরিহারপূর্ব্বক পুনরায়

---

সন্নিহিত পর্ব্বতবাসী কন্নাপন নামক ব্যাধ নিজের আহার্য্যদ্বারা মহাদেবের উপাসনা করিয়া শেষে প্রসাদ পাইত। একদিন তাহার মনে হইল মহাদেবের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, সে আপন চক্ষু উৎপাটিত করিয়া মহাদেবের নষ্টচক্ষুর স্থানে বসাইয়া দিল। আবার কিছুদিন পরে মনে হইল মহাদেবের অপর চক্ষুও নষ্ট হইয়াছে। সে পুনরায় নিজের অপর চক্ষুদ্বারা মহাদেবের নষ্টচক্ষুর স্থান পূর্ণ করিল। ব্যাধ অন্ধ হওয়ায় তাহার এক পা মহাদেবের চক্ষের নিকট রাখিয়াছিল, তজ্জন্য এখনও মহাদেবের চক্ষুর নিকট ব্যাধের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়। মহাদেব এই ভক্তের সালোক্য মুক্তি প্রদান করেন। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির নিকট ব্যাধেরও প্রস্তর-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরের দ্বারে হস্তী, সর্প ও ঊর্ণনাভির (মাকড়সার) মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। তত্রত্য শিবলিঙ্গ মহাদেবের বায়ু-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি চতুষ্কোণ। মন্দিরের কোন্‌দিকে বায়ু প্রবেশের পথ নাই, কিন্তু মহাদেবের মস্তকের উপরে ঝুলান প্রদীপটি অনবরত কাঁপিতেছে কিন্তু গৃহের অন্যান্য দীপ স্থির। এই জন্য ঐ মূর্ত্তির নাম বায়ুলিঙ্গ। এই তীর্থসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। দক্ষিণী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণেরা ইহাকে দক্ষিণ-বারাণসী বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বের ন্যায় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত রহিলেন।

যামুনাচার্য্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াই রামানুজের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কালবিলম্ব সহ্য হইল না, অবিলম্বে শিষ্যগণসহ কাঞ্চীতীর্থে আগমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত কাঞ্চীপূর্ণ (১) স্বীয় গুরুর আগমন সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া ভক্ত পুরবাসিগণের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরমভাগবত যামুনাচার্য্য, ভক্তশ্রেষ্ঠ কাঞ্চীপূর্ণের সহিত মিলিত হইলেন। দুইটি ভক্তির প্রস্রবণ যেন একীভূত হইল। যামুনাচার্য্য কাঞ্চীপূর্ণের সহিত প্রেমার্দ্রচিত্তে হস্তিগিরিস্থিত ভগবান্ বরদরাজের মন্দিরে গিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্ব্বক ভক্তি-গদ-গদস্বরে স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তব শেষে কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি যখন রামানুজের দর্শনের নিমিত্ত ঐ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছেন, সেই সময়ে যাদবপ্রকাশ শিষ্যগণের সহিত বরদরাজের সেবার নিমিত্ত পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিলেন। রামানুজও যাদবপ্রকাশের সঙ্গে ছিলেন। যামুনাচার্য্য ঐ সকল শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলেন;—"কাঞ্চীপূর্ণ! শৈবেরা আগমন করিতেছে, দেখ। সকলের অগ্রে ঐ যে দণ্ডী আসিতেছেন,

---

(১) ঐ সময়ে কাঞ্চীতীর্থে শৈব-সম্প্রদায়ই প্রবল, বৈষ্ণবের সংখ্যা তত অধিক হয় নাই। সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ কেহ নেতা ছিল না। পুরবাসী সাধারণ বৈষ্ণব-গৃহস্থেরা শূদ্র হইলেও ভগবদ্ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণকেই বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, এবং তাঁহার আদেশেই কার্য্য করিত। মধ্যে মধ্যে শ্রীরঙ্গপ্রভৃতি বৈষ্ণব-ক্ষেত্র হইতে যামুনাচার্য্যের ন্যায় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ আগমন করিয়া কাঞ্চীর বৈষ্ণব-গৃহস্থদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতেন।

উনি কে? উঁহার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইতে ইচ্ছা করি। কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন "গুরুদেব! উঁহার নাম যাদবপ্রকাশ, উনি একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। যাদবপ্রকাশের সকল শাস্ত্রেই অধিকার আছে। সম্প্রতি উনি পরমত-খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেখিতেছেন না, ঐ দণ্ডী কেমন গর্ব্বের সহিত দণ্ড উদ্যত করিয়া শিষ্যদের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতেছেন? উঁহার সঙ্গে কান্তিমতী-তনয় রামানুজও আছেন। ঐ যে সুগঠিত-দেহ, গৌরবর্ণ, কর্ণে কুণ্ডল, শুভ্র-যজ্ঞসূত্রশোভিত ললাটে সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র যুক্ত, নবীন বিপ্রযুবা অপর ব্রাহ্মণ-যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া আসিতেছেন, উনিই রামানুজ।" এইরূপ উভয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া কাঞ্চীপূর্ণ যামুনাচার্য্যের নিকট রামানুজ-সংক্রান্ত বিন্ধ্যারণ্যের সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের কথা শুনিয়া রামানুজের প্রতি যামুনাচার্য্যের অত্যন্ত স্নেহ হইল। তিনি প্রেমপূর্ব্বক রামানুজকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিলেন—রামানুজকে আহ্বান করিবেন কিন্তু শেষে ভাবিলেন 'রামানুজ এখন শৈবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া যাদবপ্রকাশের সঙ্গে যাইতেছেন, ডাকিলে যদি না আগমন করেন? অতএব আহ্বানে প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া সেই প্রেমিক যতি, ইচ্ছা-সত্ত্বেও রামানুজের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ভগবান্ শ্রীবরদরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি ভক্তিভরে দেবদেব বরদরাজকে বলিতে লাগিলেন "প্রভো! তোমার করুণার অন্ত নাই, যাহার কণা-মাত্র প্রাপ্ত হইয়া বধির শ্রবণ-শক্তি লাভ করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, মূকের

বাগ্মিতা ও অন্ধের দৃষ্টি শক্তি জন্মে এবং বন্ধ্যা পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়, আজ আমি সেই দয়াসিন্ধু তোমার শরণাগত; দেব! রামানুজের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর, উহাকে স্বমতে (বৈষ্ণব-মতে) প্রবিষ্ট কর" এইরূপে বরদরাজের নিকট রামানুজের অভ্যুদয় কামনা করিয়া যতিবর যামুনাচার্য্য শিষ্যগণ সহ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রতিগমন করিলেন।

যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের পুনরায় বিচ্ছেদ।

একদা যাদবপ্রকাশ শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন এবং রামানুজ অনতিদূরে বসিয়া তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। যাদবপ্রকাশ একটী শ্রুতির ব্যাখ্যা করিলেন কিন্তু রামানুজের উহা রুচিকর হইল না, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সহসা তাঁহার নেত্র হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। ঐ অশ্রুবিন্দুগুলি পতন কালে যেন স্পষ্ট বলিতে লাগিল, "ওহে বৈদান্তিক! তুমি শ্রুতির অপব্যাখ্যা করিতেছ।" যাদবপ্রকাশের ঐদিকে দৃষ্টি পড়িল, তিনি রামানুজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;— "ওহে রামানুজ! অশ্রুপাত করিতেছ কেন, হটাৎ তোমার এমন কি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইল?" রামানুজ বলিলেন "গুরুদেব! আপনি শ্রুতির যে ব্যাখ্যা করিলেন, উহা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব আপনার কৃত শ্রুতির অপব্যাখ্যা শুনিয়া আমার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য অশ্রুপাত করিতেছি।" রামানুজের কথা শুনিয়া যাদবপ্রকাশের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি কম্পিতকলেবরে বলিলেন "রামানুজ! আমি যেন শ্রুতির অপব্যাখ্যা করিলাম, তুমি আমার সম্মুখে উহার স্বাভাবিক সদ্ব্যাখ্যা কর ত দেখি, আমি শুনিব"। রামানুজ বলিলেন" মহাশয়!

শুনুন, আমি ঐ শ্রুতির প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতেছি,—এই কথা বলিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি যাদবপ্রকাশ অধৈর্য্য হইয়া কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন"ওরে অসম্মত-প্রবৃত্ত দুরাশয়! তুই আমার সাক্ষাতে ঐরূপ অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিস্ না। ওরে দ্বিজাধম! তুই আমাব নিকটে অবস্থানের যোগ্য নয়, শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা"। যাদবপ্রকাশ কলির প্রভাবে বিবেকভ্রষ্ট হইয়া ঐরূপে রামানুজকে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। রামানুজ কিছুই বলিলেন না। কারণ, তিনি জ্ঞানী ও শমদমতিতিক্ষাদি-গুণসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার চিত্তবিকার হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। এই ঘটনাব পর, রামানুজ পুনরায় তাঁহার শূদ্র বন্ধু,ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের নিকটে গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন "উত্তম হইয়াছে, এত কালের পর যে তুমি দুষ্টমতির সংসর্গ পরিহার করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য আমি সুখী হইয়াছি। ভগবান্ বরদরাজ তোমার প্রতি কৃপালু, তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে চাহ, উহা সম্ভব হইবে কেন? অতএব যাও পুনরায় ভগবান্ বরদরাজেব কিঙ্করত্ব অঙ্গীকার কর।" রামানুজ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুনরায় বরদরাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রত্যহ ভক্তি-পূর্ব্বক শালকূপ হইতে সুবর্ণকুম্ভে করিয়া বরদরাজের পূজার জল বহন করতঃ পবিত্র-মনে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে আমরা জানিতে পারি, রামানুজের জন্মগ্রহণের পর শৈব ও বৈষ্ণব মতের প্রচার লইয়া অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন উদার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অভ্যুদয় লাভ করিতেছে। অশিক্ষিত নিম্নবর্ণেরাও

ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধুতা ও ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতেছে। বিষ্ণু-উপাসক জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, সাধু-ভক্ত বৈশ্য শূদ্রাদিকেও ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান প্রদান করিতেছেন। তজ্জন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের আকর্ষণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উহা দেখিয়া শাস্ত্রজ্ঞ শৈব ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। তখন শৈবের সংখ্যা অধিক হইলেও কালে যে উহার হ্রাস হইতে পারে—এই সন্দেহে তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া বৈষ্ণব-মতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন এবং বৈষ্ণবেরাও নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহারাও শৈবদের প্রতি যতটা সম্ভব, শত্রুতা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। যাদবপ্রকাশস্বামী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হইলেও তখন পরম শিবোপাসক। তিনি যেমন শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা ( শঙ্করের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতমতের সাহায্যে ) বৈষ্ণব-মত খণ্ডন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর; তেমনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি প্রবেশ না করে, তজ্জন্যও বিশেষ চেষ্টিত। যাদবপ্রকাশ বুঝিয়াছিলেন—রামানুজ অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন, বৈষ্ণব-মতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে যুগান্তর উপস্থিত করিবে এবং উহাতে শৈব-সম্প্রদায়ের প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা। তজ্জন্য তিনি প্রায়ই শ্রুতি-সমূহের ব্যাখ্যা-কালে বৈষ্ণব-মতের বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিতেন এবং ঐ অর্থ রামানুজের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। রামানুজের জন্ম গ্রহণের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বৈষ্ণব-মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কতকগুলি পণ্ডিত, বংশপরম্পরা-ক্রমে ঐ মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারাই আদি বৈষ্ণব। রামানুজ উল্লিখিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত, সুতরাং বৈষ্ণব-মতের অনেক রহস্য তাঁহার জানা ছিল।

বিশেষ বৈষ্ণব-মতে দৃঢ় বিশ্বাস-নিবন্ধন তিনি অধ্যয়ন-কালে "ব্রহ্মসূত্রে" হইতে দ্বৈতমত গ্রহণেরই চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্যই যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের বিরোধ হইত। সেই বিরোধ শেষে ভীষণ আকার ধারণ করিল। গোবিন্দের প্রথমে দুই নৌকায় পা ছিল। যাদবপ্রকাশ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান কালে কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া পাকা শৈব করিয়া লইলেন। সম্ভবতঃ রামানুজেরও ঐরূপ একটা কিছু করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহাই বৈষ্ণব গ্রন্থকার প্রাণনাশের চেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অথবা, জিগীষা মানুষকে কিনা করিতে পারে। অনেক সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া মানব সম্পূর্ণ বিবেক-ভ্রষ্ট হয়। তজ্জন্যই হয়ত স্বার্থান্ধ যাদব-প্রকাশ,রামানুজের দিন দিন অভ্যুদয় দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। মহামনীষা-সম্পন্ন রামানুজকে চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত করিয়া শৈবমার্গ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাদিগকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য ভূতলে প্রেরণ করেন, জগতের কোন বাধাই তাঁহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। সহস্ররশ্মি দিবাকর যেমন নিয়মিত সময়ে উদিত হইয়া জগতে আলোক বিতরণ পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে অস্তগত হন, তাঁহারাও সেই প্রকার স্বীয় জ্ঞানালোক দ্বারা সংসার-সন্তপ্ত অজ্ঞানান্ধ জনগণের উদ্ধার সাধন করিয়া যথাসময়ে অদৃশ্য হন। রামানুজের বিন্ধ্যারণ্যে ব্যাধের সাহায্য লাভ ও একান্ত অস্বাভাবিক নহে। যাঁহার মধ্য দিয়া ভগবানের দয়া প্রকাশ হয়, তিনিই ভগবানের স্বরূপ। অতএব ব্যাধ দম্পতি যে ভগবানের করুণাবতার তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

যামুনাচার্য্য প্রগাঢ় দার্শনিক এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-সমূহের পারগামী। তাঁহার অন্তিম দশা আসন্ন, কে তাঁহার স্থান পূরণ করিবে, কে বৈষ্ণব-মত রক্ষা করিবে? এই চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল। তিনি রামানুজের মত জানিতেন এবং তাঁহার প্রতিভার সংবাদও পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য ঐ স্বমত-সমর্থক যুবার প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রামানুজের সংবাদ লইতেন। কাঞ্চীতে আসিয়াও কেবল শৈবদের সহিত বিরোধের আশঙ্কায় ঐ বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব, রামানুজের সহিত কথোপকথনে বিরত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে রামানুজের কল্যাণ-কামনা বরদরাজসমীপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। রামানুজ তখন শৈবক্ষেত্র কাঞ্চীতীর্থে একমাত্র বৈষ্ণব পণ্ডিত। ঐ স্থানে তাঁহার অন্য কোন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেননা, কাঞ্চীপূর্ণই একমাত্র সহায়। তজ্জন্য তিনি বিপদে সম্পদে সর্ব্বদা ঐ শূদ্র ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যাদবপ্রকাশ কর্তৃক নিষ্কাশিত হইয়াও তিনি পুনরায় কাঞ্চীপূর্ণের শরণাগত হইলেন। ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ, তাঁহাকে ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করিলেন। তিনি রামানুজকে বরদরাজের কিঙ্করত্বে নিযুক্ত হইতে উপদেশ দিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

রামানুজের শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন ও সমাধিকালে যামুনাচার্য্যের সন্দর্শন।

রামানুজ বরদরাজের, পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রত্যহ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, সুগন্ধি কুসুমচয়ন, দেবগৃহ-মার্জ্জন, শালকূপ হইতে স্বচ্ছ পানীয় সংগ্রহ, অর্চ্চনা, ধ্যান, স্তোত্র পাঠ, পুষ্পমালা গ্রথিত করিয়া ভগবানে অর্পণ, আরাত্রিক,

ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে যামুনাচার্য্য রামানুজের সন্দর্শনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক। তিনি শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"মহাপূর্ণ! তুমি এখনি কাঞ্চীপুরে যাও, আমি সম্প্রতি যে স্তোত্র (১) রচনা করিয়াছি, ইহা লইয়া গিয়া রামানুজকে শুনাও।" মহাপূর্ণ গুরুর আজ্ঞা শিরে ধারণপূর্ব্বক স্তোত্র লইয়া অবিলম্বে কাঞ্চী যাত্রা করিলেন। তিনি কয়েক দিবসের পর নাগাচলে আরোহণ পূর্ব্বক ভগবান্ বরদরাজের প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের মঙ্গলসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলে তিনি উদাত্ত স্বরে বরদরাজের স্তব আরম্ভ করিলেন। ঐ স্তবের অপূর্ব্ব ছন্দঃ, মধুর পদবিন্যাস, ভক্তিপূর্ণ ভাব ও সর্ব্বোপরি অমৃতনিষ্যন্দী স্বরে মন্দিরস্থ জনগণ বিমোহিত হইল। বনের বিহঙ্গগণও ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া ঐ স্তবে মনোনিবেশ করিল। সেই সময়ে সহসা রামানুজ উপস্থিত। তাঁহার মস্তকে স্বর্ণকুম্ভে বরদরাজের পূজার জল। তিনি স্তব শুনিয়া বিমল আনন্দে মগ্ন হইলেন, এবং পূর্ণাচার্য্যকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"হে দ্বিজোত্তম! আপনি যে স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, উহা কোন মহাত্মার কৃত, আমি সেই গুরুর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমার শুশ্রূষা পরিতৃপ্ত করিবেন কি?" পূর্ণাচার্য্য বলিলেন "মহাশয়! শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যামুনাচার্য্য নামে

(১) ঐ স্তোত্রের নাম "আলবন্দার স্তোত্র।" যামুনাচার্য্যের তামিল নাম আলবন্দার। তাঁহার রচিত বলিয়া ঐ স্তোত্র আলবন্দার স্তোত্র নামে বিখ্যাত। উহা বম্বে নগরীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি নিখিল বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পারগামী এবং পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সংন্যাস আশ্রয় করিয়াছেন। যামুনাচার্য্য আশৈশব জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যা দ্বেষ কিছুমাত্র নাই। কখনও কেহ তাঁহাকে কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সেই পরম ভগবদ্ভক্তই এই স্তোত্রের প্রণেতা।

রামানুজ একজন গুরুর সন্ধান করিতেছিলেন। যামুনাচার্য্যের বৃত্তান্ত যেই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি ভগবানের কৃপা ভাবিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এদিকে যামুনাচার্য্যের হৃদয় রামানুজের হৃদয়কে বলে আকর্ষণ করিতেছে; সুতরাং তিনি স্থির হইতে পারিলেন না, অবিলম্বে পূর্ণাচার্য্যের সহিত শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে; রঙ্গেশ্বর নারায়ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—'রামানুজ আগত-প্রায় তাহার সহিত যামুনাচার্য্যের মিলন হইলেই ত আমার লীলা-বিভূতি বিনষ্ট হইবে (১)। অতএব অগ্রেই যামুনকে মোক্ষ প্রদান করা যাউক।' তাহারপর, তিনি সেবকদের মুখে যামুনাচার্য্যকে বলিয়া পাঠাইলেন;—"ওহে যতিবর! তুমি অদ্যই পৃথিবী ত্যাগ কর, তোমাকে পরমপদ প্রদান করিলাম"। যামুন, রামানুজের দর্শনের নিমিত্ত বড়ই ব্যাকুল, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ রঙ্গ-নাথের নিকট প্রার্থনা করিলেন;—"ভগবন্ আমার প্রতি কৃপা

(১) 'যামুনাচার্য্য সখীভাবে ভগবান্ রঙ্গনাথের উপাসনা করিতেন। রামানুজ ঈশ্বরের অংশ, তিনি শ্রীরঙ্গমে আগমন করিলে যামুনের সখ্য তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং রঙ্গনাথের লীলাবিভূতি বিনষ্ট হইবার কথা। ইহাই বোধ হয় গ্রন্থকারের মনের ভাব।

করুন, আমাকে কিছু কাল ভূতলে অবস্থান করিতে দি'ন, আমি আট দিবস পরে মোক্ষ লাভ করিব"। প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইল, যামুনাচার্য্য স্বীয় মঠে গমন পূর্ব্বক রামানুজের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার আগমনে বিলম্ব হইল, যামুনাচার্য্য আর মর্ত্ত্যভূমিতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মোক্ষ লাভ করিলেন।

এদিকে রামানুজ ও মহাপূর্ণ উভয়ে যামুনাচার্য্যকে দেখিবার জন্য দ্রুত পথ চলিয়া কয়েক দিবসের পর যখন পুণ্যতোয়া কাবেরীর তীরে উপনীত হইলেন, সেই সময় দেখিলেন, নদী-সৈকতে বহু বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা উহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টমনে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে পথিকগণ! নদী-সৈকতে মহাত্মা বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়াছেন কেন, বলিতে পার?" পথিকেরা বলিল "মহাশয়! যতিবর যামুনাচার্য্য গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অন্তিম ক্রিয়ার নিমিত্ত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা নদী-সৈকতে উপস্থিত হইয়াছেন"। মহাপূর্ণ ও রামানুজ অকস্মাৎ ঐ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ণাচার্য্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন এবং রামানুজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"ওহে জ্ঞানিবর! উঠ, কেন শোক করিতেছ, বল, আমরা শোক প্রকাশ করিয়া কি করিতে পারি? ব্রাহ্মণেরা যতক্ষণ যথাবিধি অন্তিম ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া গুরুদেব যামুনাচার্য্যের দেহ ভূতলে গর্ত্ত-মধ্যে সমাহিত না করেন, চল, তাবৎ গিয়া সন্দর্শন করি। তুমি ভগবান্ বরদরাজের সেবা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার সন্দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছ, একবার তাঁহার শেষ দেখা দেখিবে না? সুখ, দুঃখ,

সংযোগ, বিয়োগ, জন্ম, মৃত্যু, যাহা কিছু বল, সকলেরই কারণ দৈব; অতএব তজ্জন্য শোক কেন?" এই কথা বলিতে বলিতে মহাপূর্ণ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রামানুজকে ভূতল হইতে উঠাইলেন। তাহার পর, রামানুজ মহাপূর্ণের সহিত যেখানে যামুনাচার্য্য অন্তিম শয্যায় শয়ান ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি যামুনকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "হায় যতিবর যামুনাচার্য্যের সহিত সম্ভাষণ আমার ভাগ্যে ছিল না, তজ্জন্য আমার আগমনের পূর্ব্বেই তিনি পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হইবার হইয়াছে। হে বৈষ্ণবগণ! এখন আপনারা আমার কথায় মনোযোগ করুন। আমি ইহ-লোকবাসীদের নিমিত্ত এমন সোপান-পরম্পরা প্রস্তুত করিব, যাহা অবলম্বন করিয়া জীবগণ অনায়াসে সুখে শ্রীহরির চরণ সমীপে উপনীত হইতে পারে।" রামানুজের কথা শুনিয়া তত্রত্য বৈষ্ণবগণ সকলেই একবাক্যে রামানুজের সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তাহার পর, রামানুজ যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলি আকুঞ্চিত দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে বৈষ্ণবগণ! যতিবর যামুনের অঙ্গুলি তিনটি কি জন্মাবধি এইরূপ আকুঞ্চিত ছিল, অথবা সংপ্রতি আকুঞ্চিত হইয়াছে?" বৈষ্ণবগণ বলিলেন "মহাশয়! জন্মাবধি যতিবরের অঙ্গুলি সকল স্বাভাবিক অবস্থায়ই অবস্থিত ছিল। সংপ্রতি ঐরূপ আকুঞ্চিত হইয়াছে, উহা বড়ই বিস্ময়ের কথা! ইহার কারণ কি আমরা বলিতে পারি না।" তখন রামানুজ যামুনাচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেনঃ—

"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চিরকাল বৈষ্ণব-মতে থাকিয়া

অজ্ঞানান্ধ জনগণকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন ও দ্রাবিড়-সম্প্রদায়ের আচারে পারদর্শী এবং ধর্ম্মনিরত করিব। প্রয়োজন হইলে আমি সর্ব্ববিধ আপদ্ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিব"।

যেই এইরূপ কথা রামানুজের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, অমনি যামুনাচার্য্যের একটি অঙ্গুলি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইল। রামানুজ দ্বিতীয় বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"আমি জন সাধারণের হিতের নিমিত্ত তত্ত্ব-জ্ঞান-সংক্রান্ত নিখিল অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্তসূত্রের) শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব।"

এই কথা রামানুজের মুখ হইতে উচ্চারিত হইবা মাত্র যামুনাচার্য্যের দ্বিতীয় অঙ্গুলি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তাহার পর, তিনি পুনরায় বলিলেন ;—

"মহামুনি পারাশর (বেদব্যাস) বিশ্বজনের হিতের নিমিত্ত জীব, ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় প্রভৃতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবমত-সংক্রান্ত যে সকল পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, আমি সেই সকল গ্রন্থের গূঢ়ার্থ প্রকাশের নিমিত্ত একখানি অভিধান প্রণয়ন করিব।"

রামানুজ এই কথা বলিবামাত্র অবশিষ্ট তৃতীয় অঙ্গুলিটিও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন তত্রত্য দ্বিজগণ রামানুজকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কৃতকার্য্য রামানুজও দ্বিজগণকে বন্দনা করিয়া পুনরায় বলিলেন ;—"হে দ্বিজগণ! কি দুর্ভাগ্য? আমি এতকাল অনবধানতা-প্রযুক্ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যামুনাচার্য্যকে জানিতে পারি নাই। নিশ্চয়ই আমার প্রতি ভগবান্ রঙ্গনাথের করুণা নাই ; অতএব আমি এই স্থান হইতে চলিলাম"। এই কথা বলিয়া তিনি আগমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য বৈষ্ণবগণ

রামানুজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; অল্পক্ষণ রামানুজকে দর্শন করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং অতিবিনয়নম্র-বচনে বলিতে লাগিলেন;—"মহাত্মন্! ভগবান্ রঙ্গেশ্বরকে সেবা না করিয়া আপনার প্রতিগমন করা উচিত নহে। বিশেষ আপনি যামুনাচার্য্যকে সন্দর্শনের নিমিত্ত বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অতএব ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথকেই সন্দর্শন করিয়া কাঞ্চীতে গমন করুন।" রামানুজ বলিলেন, "বৈষ্ণবগণ। আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষণকালের জন্যও আমি রঙ্গক্ষেত্রে অবস্থান করিব না। যিনি যামুনাচার্য্যের আশাভঙ্গ এবং আমার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন, সেই নির্দ্দয় রঙ্গেশকেও দর্শন করিতে আমার বাসনা নাই।"

রামানুজ ঐরূপ বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক কাঞ্চীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া নানা জনপদ গ্রাম নগর সন্দর্শন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের পর স্বীয় জনপদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। দূর হইতে কাঞ্চীর দেবমন্দির উদ্যান ও পুরদ্বার তাঁহার দৃষ্টিপথে আপতিত হওয়ায় হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। রামানুজ কাঞ্চীর অনতিদূরে প্রবাহিত ক্ষীরনদী (১) সন্দর্শন করিয়া যামুনাচার্য্যের বিয়োগজনিত শোক ও পথশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ঐ পুণ্যসলিলা প্রবাহিণীর বিমল জলে অবগাহন করায় তাঁহার হৃদয় পবিত্র হইল। তিনি দেব ঋষি ও পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ

(১) ক্ষীরনদী—স্বনামপ্রসিদ্ধা নদী। ইহা কাঞ্চীপুরের অনতিদূরে প্রবাহিত।

করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করিলেন। অনন্তর তীরে উপনীত হইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলেন। তাহার পর, ক্ষীরনদী উত্তীর্ণ হইয়া কাঞ্চীর হস্তিগিরিস্থিত ভগবান্ বরদ-রাজের মন্দিরে মুহূর্ত্ত-ধ্যান ও স্তুতি করিয়া স্বীয় ভবনে উপনীত হইলেন। সহধর্ম্মিণী পতির জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বামীকে অবিলম্বে সমাগত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। মহা আনন্দে পান ভোজন শেষ হইল। রামানুজ সুরম্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় প্রিয়তমা পত্নীর সহিত অতিসুখে সেই নিশা অতিবাহিত করিলেন।

উপরি উক্ত বর্ণনায় বিশেষ কোন অসম্ভব কথা নাই। যামুনা-চার্য্য পৃথিবী হইতে বিদায় কালে রামানুজের প্রতি বৈষ্ণবমত রক্ষার ভার অর্পণ করিবেন বলিয়া কৌশলে রামানুজকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। রামানুজ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা জানা যায়, তদানীন্তন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ যামুনাচার্য্য হইতে রামানুজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপদেশ লাভ করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার আচার রামানুজের আদর্শ হইয়াছিল। এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। অঙ্গুলি আকুঞ্চনের ব্যাপার একান্ত অবিশ্বাস্য নহে, মহাপুরুষদের জীবনে সময়ে সময়ে এমন সকল ঘটনা ঘটে, যুক্তি দ্বারা যাহার মীমাংসা করা একান্ত অসম্ভব। রামানুজের প্রতিজ্ঞা বাক্য দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, সেই দিন হইতে রামানুজই বৈষ্ণব মত রক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

রামানুজাচার্য্যের দীক্ষা।

পরদিন রামানুজ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের ভবনে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকটে রঙ্গক্ষেত্রের যাবতীয় বৃত্তান্ত যথাক্রমে বর্ণন করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের নিকট গুরুদেব যামুনাচার্য্যের অন্তর্ধানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে আহ্বান করিয়া মৃতগুরুর প্রতি শিষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদয় শেষ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ দিবানিশি অনন্যমনে বরদরাজের সেবায় নিযুক্ত। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে ভগবচ্চিন্তা, ভগবানের ধ্যান, ভগবানের নাম জপ ও নাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কর্ম্ম নাই। তিনি বরদরাজকে দেখিয়া কখনও সম্ভাষণ করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও অভিমান ভরে মুখ ফিরাইয়া থাকেন। কখনও যেন বোধহয় তাঁহাকে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ধারণ করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন। রামানুজ-পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ শালকূপ হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক বরদরাজের সেবায় নিয়োজিত করিতেছেন এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে বরদরাজের অর্চ্চনায় নিযুক্ত আছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি রামানুজের ভক্তির গভীরতা বাড়িতেছে। তিনি ভাবিতেছেন—'অনেক বৈষ্ণব দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভগবৎপ্রেমিক ত আর কখন নয়নগোচর করি নাই। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ইনি যথার্থই ভগবান্ বরদরাজের অন্তরঙ্গ, ইঁহার সহিত ভগবানের কথোপকথন হইয়া থাকে।' অতএব এই ভক্তের উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিব।'

তাহার পর, একদিন তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"দয়াময়! আমার প্রতি করুণা-প্রকাশ করিয়া অদ্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন ;—"যদি আমি ভোজন না করি, তাহা হইলে ইনি মনে মনে দুঃখিত হইবেন। রামানুজ পরম বিষ্ণুভক্ত শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ। দীর্ঘকাল ইঁহার সহিত আমি বন্ধুত্বে আবদ্ধ। রামানুজ অসাধারণ পুরুষ, বৈষ্ণব-মত প্রচারের নিমিত্তই পৃথিবীতে ইহাঁর জন্ম হইয়াছে। অতএব এরূপ মহাপুরুষের মনে কেমন করিয়া ক্লেশ দিব। বিশেষ লোকের মনে যাহাতে সুখ ও শান্তি হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিদের কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" তাহার পর, কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের গৃহে ভোজন করিতে সম্মত হইলেন। রামানুজ আনন্দিতমনে গৃহে গিয়া পত্নীকে বিশেষভাবে পাক করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং বিষ্ণুর অর্চ্চনা শেষ করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া ভাবিলেন ;—"এখনও কাঞ্চীপূর্ণ আসিতেছেন না কেন, তাঁহার আগমনে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি? যাহা হউক, গিয়া একবার অনুসন্ধান করি।" এই রূপ চিন্তা করিয়া রামানুজ কাঞ্চী পূর্ণের গৃহ অভিমুখে চলিলেন। এদিকে কাঞ্চীপূর্ণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিশৈলের দক্ষিণদিকের পথে দ্রুতপদে রামানুজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন, রামানুজপত্নী রক্ষাম্বা অন্ন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; —"পতিব্রতে! তোমার পতি কোথায়?" রক্ষাম্বা বলিলেন, "মহাশয়! তিনি দেবার্চ্চনা সমাপনপূর্ব্বক অন্ন প্রস্তুত করিতে

বলিয়া আপনার আহ্বানের নিমিত্ত মঠে গিয়াছেন। আপনি ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন, তিনি এখনি আসিবেন।” কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন “মা! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, এখনি আমায় অন্ন প্রদান কর। বিশেষ মন্দিরে আমার অনেক কাজ রহিয়াছে, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না।” রক্ষাম্বা ভর্ত্তার মনোগতভাব কিছুই জানেন না, তিনি সরলমনে তখনি কাঞ্চীপূর্ণকে অন্ন-প্রদান করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ অতিদ্রুত ভোজন করিয়া আচমন ও পাদপ্রক্ষালন শেষ করিলেন। তাহার পর, উচ্ছিষ্ট পত্রখানি দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর পূর্ব্বদিকের পথে হস্তি-শৈলে প্রস্থান করিলেন। রামানুজের পত্নী, অবশিষ্ট অন্ন, দাস দাসীদিগকে বিতরণপূর্ব্বক পুনরায় স্নান করিয়া স্বামীর নিমিত্ত রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহে ফিরিয়া রামানুজ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “পুনরায় স্নান করিলে কেন?” রক্ষাম্বা বলিলেন “তুমি যাইতে না যাইতেই কাঞ্চীপূর্ণ উপস্থিত। তাঁহার বড়ই তাড়াতাড়ি দেখিলাম। তিনি আমায় বলিলেন “ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না, ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়াছি, শীঘ্র আমায় অন্ন দাও।” অগত্যা আমি তাঁহাকে নানাব্যঞ্জন সহ অন্ন প্রদান করিলাম। তিনি ভোজন শেষ করিয়া বরদরাজের সেবার নিমিত্ত দ্রুত গমন করিলেন। শূদ্রশেষ অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজন করিতে নাই, সুতরাং আমি অবশিষ্ট অন্ন, দাস দাসীদিগকে বিতরণপূর্ব্বক স্নান করিয়া পুনরায় পাকে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

রামানুজ ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন ‘হায় নারীজাতি কি ক্ষুদ্রাশয়, যিনি ভক্তির প্রভাবে

বরদরাজের অন্তরঙ্গ হইয়াছেন, তাঁহাকেও শূদ্র মনে করে।' তাহার পর, পুনরায় দেবার্চ্চনা ও দেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজন শেষ করিলেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের উদ্দেশে হস্তিশৈলস্থ বরদরাজের মন্দিরে গমন করিলেন। রামানুজের মন তখন গুরুর অন্বেষণে ব্যাকুল। যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। রামানুজের মনে হইতে লাগিল 'কাঞ্চীপূর্ণ একজন সর্ব্বান্তর্যামী মহাপুরুষ।' কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের মন্দিরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রামানুজ সহসা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন "কৃপাময়! আপনি অদ্য আমার পঞ্চসংস্কার সম্পন্ন করিয়া উদ্ধার করুন। আমি আপনার শরণাগত হইতেছি। আপনি ব্যতীত অপর কেহ আমার রক্ষক নাই। ইহ জগতে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। অতএব আপনি আমায় উপেক্ষা করিবেন না।" কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের অবৈদিক বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"বৎস রামানুজ! তুমি যাহা বলিতেছ, উহা অশাস্ত্রীয় না হইলেও আচারবিরুদ্ধ। যদিও ভরদ্বাজসংহিতায় উক্ত আছে;—যোগীরা সকল যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরমাত্মরূপী ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের কুলাদির বিচার করিবে না। সম্ভবতঃ তুমি ঐ মত অবলম্বন করিয়াই আমার নিকট দীক্ষিত হইতে বাসনা করিয়াছ। কিন্তু উহা আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। সকলেই জানে, আমি চতুর্থবর্ণ শূদ্র, তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের দীক্ষা গ্রহণ আচার-বিরুদ্ধ। অতএব এই আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই জনসমাজে

নিন্দাভাজন হইতে হইবে। সুতরাং প্রাণান্তেও আমি নিন্দাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।” রামানুজ মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘ঠিক কথা, ইনি পরমভাগবত নিজের মুক্তিকামনায় ভগবানের উপাসনা করেন। ইনি কেন আমার অনুরোধে সমাজিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া লোকের বিরাগভাজন হইবেন?’ তাহার পর, তিনি পুনরায় বিনয়ের সহিত কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলেন;—“হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! এখন উপায় কি? কে আমার মুক্তির পথ বলিয়া দিবে, আমি কোন্ গুরুর শরণাগত হইব? আপনি কৃপা করিয়া এখনই আমাকে সেই গুরুর নাম বলিয়া দিন।” কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন “বৎস রামানুজ! আমি তোমাকে গুরুর সন্ধান বলিয়া দিব, তুমি একদিন অপেক্ষা কর।” এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় বরদরাজের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। নিশীথকাল, জগৎ নিস্তব্ধ, সকলেই ঘোরনিদ্রায় অভিভূত, কেবল সেই শৈলোপরিস্থ উন্নত প্রাসাদে একাকী মহামতি কাঞ্চীপূর্ণ শুভ্র তালবৃন্ত হস্তে ভগবানের বীজনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এমন সময় ভগবান্ বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে ভক্তশ্রেষ্ঠ! তোমাকে যেন কিছু বলিতে উৎসুক বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব তোমার মানসিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বল, আমি উহা শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।” তখন কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের কথিত সমুদয় বৃত্তান্ত ভগবান্ বরদরাজের সমীপে নিবেদন করিলেন। বরদরাজ-রূপী শ্রীহরি বলিলেন “ওহে ভক্তশ্রেষ্ঠ! আমিই পরমতত্ত্ব এবং আমিই জগতের কারণের কারণ। জীবাত্মা ও ঈশ্বরে (পরমাত্মায়) যে প্রভেদ, উহাত স্বতঃসিদ্ধ। যে সকল ব্যক্তি মুক্তি-কামনা করেন, তাঁহাদের মুক্তিলাভের উপায়

তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। যে সকল ভক্ত অন্তিমকালে আমার নাম স্মরণ করেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরমপদ প্রদান করি। তথাপি দীক্ষা গ্রহণ রূপ একটা লৌকিক প্রথা প্রচলিত আছে। রামানুজ, সর্ব্বগুণের আধার মহাত্মা পূর্ণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন,—আমার এই আদেশ সত্বর গিয়া তাঁহাকে জানাও।" কাঞ্চীপূর্ণ ভগবানের উক্তি যাহা শুনিলেন, অবিলম্বে রামানুজের নিকট গিয়া তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন "কি আশ্চর্য্য! আমার মনে যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল, ঠিক বরদরাজও তাহাই আদেশ করিলেন। অতএব বিলম্বে প্রয়োজন নাই" এইরূপ স্থির করিয়া রামানুজ ভগবান্ বরদরাজ ও কাঞ্চীপূর্ণের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যামুনাচার্য্য পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধুনা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ ভগবান্ রঙ্গনাথের আরাধনা করেন এবং পরমপদ-প্রাপ্ত গুরুদেবের। গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত হইয়া কাল যাপন করেন। একদিন কোন বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত দ্বিজগণকে শোকার্ত্ত দেখিয়া বলিলেন "ওহে বৈষ্ণবগণ! পরলোকগত গুরুদেবের জন্য শোক করিয়া কি হইবে? আমাদের মতের রক্ষক রামানুজাচার্য্য বিদ্যমান আছেন। সেই মহাত্মা এখন সত্যব্রত-ক্ষেত্রে কাঞ্চীনগরে বাস করেন। গুরুদেব যামুনাচার্য্যের যে সকল গুণ ছিল, তাঁহাতে তৎসমস্তই বিদ্যমান। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্ তেজস্বী ভগবদ্ভক্ত ও ক্ষমাশীল। সেই সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ দয়াবান্ পণ্ডিতকে

যাহাতে স্বমতে আনয়ন করা যায়, তাহার উপায় বিধান করা হউক। অতএব মহাত্মা পূর্ণাচার্য্য অবিলম্বে কাঞ্চী গমন করুন। সেখানে পণ্ডিতবর রামানুজকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন করিয়া আবশ্যক বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহের উপদেশ প্রদান করুন। কিছু কাল সেখানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া যে কোন উপায়ে এখানে আনয়ন করুন। এই প্রস্তাবে সমস্ত বৈষ্ণবই একবাক্যে সম্মতি জানাইলেন। পূর্ণাচার্য্য আর বিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ সপরিবারে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নানাদেশ গ্রাম নগর পর্ব্বত অরণ্য অতিক্রম করিয়া তিনি যখন মদুরার নিকটবর্ত্তী একটি অগ্রাহারে (ব্রাহ্মণ-বসতিতে) উপস্থিত হইয়াছেন, সেই সময়ে রামানুজও সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। রামানুজ পূর্ণাচার্য্যকে দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"হে দ্বিজবর! আপনি পুণ্যক্ষেত্র শ্রীরঙ্গপুরী এবং মুক্তিদাতা ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবা পরিহার করিয়া কুটুম্ব সহ কোথায় গমন করিতেছেন"? পূর্ণাচার্য্য তাঁহার আগমনের বৃত্তান্ত রামানুজকে বলিলে রামানুজও স্বীয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। উভয়ের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। রামানুজ পুনরায় পূর্ণাচার্য্যকে বলিলেন "হে কৃপাময়! আমি গভীর সংসার-কূপে নিপতিত হইয়াছি। অতএব আপনি এখানেই আমাকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন করিয়া সেই দুস্তর কূপ হইতে উদ্ধার করুন"। পূর্ণাচার্য্য তাহার উত্তরে রামানুজকে বলিলেন "মহানুভব! আমি কাঞ্চী-ক্ষেত্রে হস্তিগিরির অধীশ্বর ভগবান্ বরদরাজের সম্মুখে তোমার

পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন করিতে বাসনা করি। অতএব এক দিবস প্রতীক্ষা কর। এখান হইতে কাঞ্চী অধিক দূর নহে। চল আমরা দ্রুতপদে গিয়া শীঘ্র কাঞ্চীতে উপনীত হই"। রামানুজ মহাপূর্ণের কথা শুনিয়া বলিলেন "হে মহানুভব! আমার কথা শুনুন, শরীর অনিত্য, যদি কেহ মনে করে, 'অদ্য এই কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, আগামী কল্য অন্য কার্য্য করিব'। তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইল কিনা, তজ্জন্য কৃতান্ত প্রতীক্ষা করেনা। সে যে কোন অবস্থায় প্রাণীকে বশীভূত করিয়া লইয়া যায়। অতএব ধীমান্ ব্যক্তিমাত্রেই শুভ কার্য্য অবিলম্বে সম্পন্ন করিবেন। পূর্ব্বে আমি যামুনাচার্য্যকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলাম কিন্তু শীঘ্র ঐ বাসনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি নাই। তাহার পর, আপনার সহিত যখন শ্রীরঙ্গে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা আত্মার কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদের কোন শুভ কার্য্যেই বিলম্ব করা উচিত নহে। অতএব আমার একান্ত বাঞ্ছা, আপনি এখানেই আমাকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করুন।"

মহাপূর্ণ আর কোন কথা বলিলেন না, রামানুজকে, তত্রত্য বিকসিতপদ্মপরিশোভিত সরোবরের বিমল জলে অবগাহন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং আহ্নিক শেষ করিলেন। তাহার পর, সেই সরোবর-তীরস্থ বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি হোম আরম্ভ করিলেন। মূলমন্ত্র পুরুষসূক্ত ও অন্যান্য বিষ্ণুমন্ত্রদ্বারা চরু ও ঘৃতের সহিত একশত আটটি সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চক্ররাজ পাঞ্চজন্যকে গন্ধ-পুষ্প ও অক্ষতদ্বারা পূজা

করিলেন। এ দিকে রামানুজ স্নান করিয়া পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত রহিলেন। তখন রামানুজের অন্তঃকরণ নির্ম্মল স্বচ্ছ ও ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ণাচার্য্য উত্তপ্ত শঙ্খ এবং চক্রদ্বারা সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত রামানুজের বাহুদেশ অঙ্কিত করিলেন। অঙ্কন শেষ হইলে তিনি রামানুজকে আপগ্নবক্ষক মন্ত্র দাস্যনামাদি ও ভগবান্ দেবরাজের (বিষ্ণুর) অর্চ্চামূর্ত্তি প্রদান করিলেন। তখন শ্রীবৈষ্ণবের যাবতীয় চিহ্নে অলঙ্কৃত হওয়ায় রামানুজের দেহের অপূর্ব্ব শোভা হইল। মহাপূর্ণ শ্রীহরির দাস্য-সাম্রাজ্যে সেই পরমপণ্ডিত রামানুজকে নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন; "ইহ লোকে যামুনাচার্য্য বৈষ্ণব-জগতের গুরু ছিলেন, তাঁহার তিরোভাবের পর, তুমিই এখন তাঁহার স্থান অধিকার করিলে। হে বৈষ্ণবোত্তম! তুমি এখন প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে (১) সমূলে উন্মূলিত করিয়া বৈষ্ণবগণকে রক্ষা কর। ঐ কার্য্যের অনুরূপ তেজঃ তোমাতেই বিদ্যমান। অতএব তোমার তেজস্বিতা লক্ষ্য করিয়াই আমি এই কথা বলিলাম"। রামানুজ প্রথমে ঐ সকল

---

(১) ত্বমেব রক্ষকস্তদ্য সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবোত্তম।
প্রচ্ছন্নবৌদ্ধসময়ান্নুন্মূলা শতশোঽশুভান্॥
[প্রপন্নামৃত ১১শ অধ্যায়।]

এখানে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ অর্থে মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ নির্গুণ-ব্রহ্মবাদীদের মতের সহিত নিরীশ্বর:বৌদ্ধ-মতাবলম্বীদিগের মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তজ্জন্য কোন কোন, পুরাণকার ও আদিবৈষ্ণবেরা অদ্বৈতবাদীদিগকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতেন।

কথা শুনিয়া অবনতমস্তকে নীরবে রহিলেন। তাহার পর, অগ্রে গুরুকে তদনন্তর তত্রত্য বৈষ্ণবগণকে যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া কুটুম্বগণের সহিত গুরুকে লইয়া কাঞ্চীপুরে উপনীত হইলেন। সেখানে প্রথমে গুরুর সহিত হস্তিগিরিতে আরোহণ করিয়া ভগবান্ বরদরাজকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কাঞ্চীপূর্ণের নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঐ সংবাদে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর তিনি আদর পূর্ব্বক মহাপূর্ণকে লইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাটীর সন্নিধানেই পরিবার সহ গুরুর অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রামানুজ মহাপূর্ণের নিকট অত্যন্ত ভক্তির সহিত দ্রাবিড়াগম (দ্রবিড়দেশীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত) অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণ-সমূহেরও আলোচনা চলিতে লাগিল। পূর্ণাচার্য্য ঐরূপ রামানুজের উপদেশ কার্য্যে নিরত থাকিয়া কৌতূহলপূর্ণ-হৃদয়ে ছয় মাস কাল অতিসুখে কাঞ্চী নগরে বাস করিলেন।

পূর্ণাচার্য্যের সপরিবারে শ্রীরঙ্গ নগরে প্রত্যাগমন। এক দিন রামানুজ স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একটি বৈষ্ণব ক্ষুধায় ও পথশ্রমে কাতর হইয়া সেই পথে যাইতেছেন। তিনি ঐ ক্ষুধিত বৈষ্ণবকে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন "এই অতিথিটি ক্ষুধায় ও পথশ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছেন। এখনও পাকের বিলম্ব আছে। অতএব গৃহে যে পর্য্যুষিত অন্ন আছে, তাহা প্রদান করিয়া ইঁহার ক্ষুধা নিবৃত্ত কর"। রামানুজ-পত্নী রক্ষাম্বা বলিলেন "অন্ন কোথায়? গৃহে একটিও অন্ন নাই"। ঐ কথায় রামানুজের বিশ্বাস হইল না। তিনি পত্নীকে কার্য্যান্তরে পাঠা-

ইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিলেন পাত্রে যথেষ্ট পর্য্যুষিত অন্ন রহিয়াছে। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বিরক্তি উপস্থিত হইল। তিনি পত্নীকে ডাকিয়া সেই অন্ন দেখাইয়া বলিলেন "তোমার হৃদয় এত ক্রূর ও নির্দ্দয় আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই। এত অন্ন থাকিতে এখনই তুমি আমার সাক্ষাতে বলিলে গৃহে অন্ন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা যে বলিয়াছেন;—"পাপানাম্ আকরঃ স্ত্রিয়ঃ"। এ কথা কেবল তোমার প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে"। এই কথা কয়টি বলিয়া রামানুজ মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং পরক্ষণে তাঁহার শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইল। তিনি নিতান্ত শূন্যহৃদয়ে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

আর একদিবস রামানুজ-পত্নী বাটীর অনতিদূরস্থ একটি কূপে জল আনিতে গিয়াছেন। পূর্ণাচার্য্য-পত্নীও জল লইবার জন্য সেখানে উপস্থিত। পূর্ণাচার্য্য-পত্নী অগ্রে রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া কলশ নামাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রামানুজপত্নীও অতিবেগে রজ্জুবদ্ধ করিয়া কূপে কলসী নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই যখন জলপূর্ণ কলশ কূপ হইতে তুলিতে ছিলেন, সেই সময় পূর্ণাচার্য্য-পত্নীর কলশ হইতে কয়েক বিন্দু জল রামানুজ-পত্নীর কলশে পতিত হইল। ইহাতে রামানুজ-পত্নীর ক্রোধের সীমা রহিলনা। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া পূর্ণাচার্য্য-পত্নীকে বলিতে লাগিলেন;—"তুমি কেন তোমার কলশীর জলের দ্বারা আমার কলশীর জল সংস্পৃষ্ট করিলে, তুমি জাননা কি, তোমরা আমাদের অপেক্ষা হীনসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ? তোমাদের কুল, বিদ্যা,

স্বভাব,দ্রব্য এবং সম্পদই বা কোথায় ? আর আমাদের কুল,বিদ্যা, স্বভাব এবং দ্রব্য,সম্পদই বা কোথায় ? এ উভয়ের কত প্রভেদ ?” এতক্ষণ পূর্ণাচার্য্য-পত্নী নীরবে ছিলেন কিন্তু আর তিনি ঐ গর্ব্বিতা পণ্ডিতমানিনীর অবমাননা-সূচক বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহার পর, সেই তেজস্বিনী ধর্ম্মপরায়ণা পূর্ণাচার্য্য-পত্নী সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া রামানুজ-পত্নীর অসঙ্গত বাক্যের যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন। ক্রমে উভয় মধ্যে কলহের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃ রামানুজ-পত্নী রক্ষাম্বার এই ব্যবহার একান্তই গর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের পাণ্ডিত্যাভিমান যথেষ্ট ছিল, অথচ তিনি বুঝিলেন না যে ঐ ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা তাঁহার স্বামীর পূজ্যা গুরুপত্নী। গুরু-পত্নীর কলশের জল তাঁহার কলশীতে পতিত হওয়ায় জল অশুদ্ধ হওয়া দূরের কথা, আরও অধিক পবিত্র হইয়াছিল। গুরুর উচ্ছিষ্ট এবং পাদোদক পর্য্যন্ত যখন শিষ্যের প্রার্থনীয় এবং গ্রহণীয়, তখন জলও যে আদরণীয়,তাহা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রক্ষাম্বা অকারণে স্ত্রীজাতিসুলভ ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী হইয়া পূর্ণাচার্য্য-পত্নীর সহিত নিন্দিত আচরণ করিয়াছিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই পূর্ণাচার্য্য এই ঘটনা জানিতে পারিলেন। তিনি নিজপত্নীর উপর বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া রামানুজ ঐ ব্যাপার জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বেই সপরিবারে শ্রীরঙ্গে প্রস্থান করিলেন। উহার কিছুক্ষণ পরেই রামানুজ গুরু-গৃহে গিয়া গুরুকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি যখন গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রতিবেশীরা বলিল “কূপের নিকটে পূর্ণাচার্য্য-পত্নীর সহিত আপনার

পত্নীর কলহ হয়। কলহের কারণ আমরা কিছুই জানিনা। তাহার পরই পূর্ণাচার্য্য সপরিবারে শ্রীরঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন"। উহা শুনিয়া রামানুজ অত্যন্ত সন্তুষ্টহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পত্নীকে ডাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। রক্ষাম্বা ভাবিয়াছিলেন, স্বামী তাঁহার এই শুদ্ধাচারের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত ঘটিল। রামানুজ, পত্নীকে বলিলেন "সত্যনিষ্ঠা দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা শ্রদ্ধা ভক্তি ও সমদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে সকল নারীতে বিদ্যমান নাই, তাহারা নারীপদের বাচ্যই নহে। যে দিবস আমি মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের ভোজনের নিমন্ত্রণ করি, সে দিন তোমার শ্রদ্ধা ও সমদর্শিতার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহার পর যে দিন তুমি গৃহে অন্ন থাকিতেও পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, সে দিন তোমাতে দয়া ও সত্যনিষ্ঠার সম্পূর্ণ অভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংসারের সমস্ত প্রাণীকেই প্রেমের চক্ষে দেখিতে হইবে। এ আমার আপন এ আমার পর, এই রূপ বিচার একান্তই ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক। তিনি আমার গুরুপত্নী পবিত্রহৃদয়া শুদ্ধাচারিণী এবং পরম আরাধ্যা। তাঁহার কলসীর জল বিন্দুতে তোমার কলসীর জল কেন অপবিত্র হইবে? তিনি ত ব্রাহ্মণপত্নী; তাঁহার ন্যায় ভক্তিমতী অন্ত্যকুলজাতা হইলেই বা ক্ষতি ছিল কি? কিসে পবিত্রতা রক্ষা হয়, কিসে হয় না, তাহা বিচার করিবার উপযুক্ত জ্ঞান তোমার নাই। তুমি কেবল ঈর্ষার বশবর্ত্তিনী হইয়া

এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ। স্বামীর চিত্তের অনুসরণ করা যে পত্নীর প্রধান ধর্ম্ম, তাহা তুমি একবারও চিন্তা কর না। আমি দুই বার তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, আর করিতে পারিব না। তোমার ন্যায় রমণীর সাহচর্য্যে বাস করিলে আমার সাধু কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি পিতৃগৃহে গমন কর"। যখন রামানুজ এই সকল কথা বলিলেন, তখন ভয়ে রক্ষাম্বার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সেই অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণবালা দীননয়নে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রামানুজ পত্নীকে শোকে কাতর দেখিয়া কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ মৃদু প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। সে দিনও রক্ষাম্বা অব্যাহতি পাইলেন।

রামানুজের ভার্য্যা-পরিত্যাগ। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে এক দিন রামানুজ বরদরাজের মন্দিরে ভগবানের অর্চ্চনাদির উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ, রামানুজের নিকট আসিয়া বলিল "মহাশয়! আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আমাকে ভোজন প্রদান করুন"। রামানুজ অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রাহ্মণকে বলিলেন "মহাশয়! আপনি আমার গৃহে যান এবং "আমি পাঠাইয়াছি" এই কথা কহিয়া আমার পত্নীর নিকট আহার প্রার্থনা করুন। তিনি আদর করিয়া আপনাকে অন্ন প্রদান করিবেন। ভোজন শেষ হইলে পুনরায় এখানে আসিবেন। আমি আপনার সহিত যাইতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।" দেখুন, ভগবান্ বরদরাজের আরাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুর

অর্চ্চনা ও অতিথি-সেবা এই উভয় কার্য্যের মধ্যে বিষ্ণুর অর্চ্চনাই প্রধান। অতএব এ কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আমার যাওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে"। অতিথি ব্রাহ্মণ আর বিলম্ব করিলেন না, তিনি সত্বর রামানুজের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পত্নীকে বলিলেন "অয়ি সাধ্বি! আমি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। আপনার স্বামী ভোজনার্থ আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি সংপ্রতি বরদরাজের আরাধনায় নিযুক্ত, তজ্জন্য আমার সঙ্গে আসিতে পারিলেন না। অতএব অন্ন এবং পানীয় প্রদান করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন"। রক্ষাম্বা ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অত্যন্ত অবহেলার সহিত বলিতে লাগিলেন "আমার গৃহে অন্ন কিংবা তণ্ডুল কিছুই নাই, তুমি এখনই আমার গৃহ হইতে বাহির হও। দয়ার সাগর আর কি, মন্দিরে বসিয়া আদেশ করিতেছেন—"ইহাকে অন্ন দাও, উহাকে পানীয় দাও"। যে গুণের নিধি তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই নিকটে যাও, তিনি তোমাকে ভোজন করাইবেন। ওহে ব্রাহ্মণ! শীঘ্র প্রস্থান কর। এখানে অপেক্ষা করিলে তোমাকে গলহস্ত দিয়া বাহির করিয়া দিব"। এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে রক্ষাম্বা সেই ব্রাহ্মণের প্রতি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ নিরাশ হইয়া পুনরায় বরদরাজের মন্দিরে প্রত্যাগত হইলে এবং ক্ষুধা পিপাসা ও ক্রোধে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রামানুজের নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিল। রামানুজ বলিলেন "দ্বিজবর! আপনি ক্ষণ কাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতেছি।"

অনন্তর তিনি ঐ স্থানে বসিয়াই একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির নিম্নে রঙ্গাম্বার পিতার নাম স্বাক্ষরিত হইল। তিনি যেন পুত্রের (রঙ্গাম্বার ভ্রাতার) বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করিতেছেন। ঐ পত্রে রঙ্গাম্বাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার জন্য সেই ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইলেন, তাহাও লিখিত হইল। তাহার পর, রামানুজ হরিদ্রা, নারিকেল ও বিচিত্র নূতন বস্ত্রের সহিত সেই পত্রখানি ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন "আপনি আমার পত্নীকে এই সমুদয় প্রদান করিবেন এবং পত্রখানি পড়িয়া শুনাইবেন, তাহা হইলেই আপনার আহারের উত্তম ব্যবস্থা হইবে, আমিও অবিলম্বে গৃহে যাইতেছি।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। ভ্রাতার বিবাহের কথা শুনিয়া রঙ্গাম্বা আহ্লাদে গলিয়া গেলেন এবং সত্বর নানাবিধ সুরস ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দধি ও মিষ্টান্ন দ্বারা যত্নের সহিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণের যেই আহার শেষ হইল, অমনি রামানুজ গৃহে উপস্থিত।

রঙ্গাম্বা অবিলম্বে গিয়া পত্রখানি স্বামীর হস্তে দিলেন। রামানুজ যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাবে অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত দুই বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর, আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "হাঁ তোমার ভ্রাতার বিবাহ, অতএব এখনই যাওয়া উচিত। বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য লও, আমিও কয়েক দিন পরে যাইতেছি"। রঙ্গাম্বা আনন্দে আত্মবিস্মৃত, তিনি স্বামীর চাতুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অবিলম্বে দাস দাসী ও পরিজন-গণে পরিবৃত হইয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক পিতৃ গৃহে যাত্রা

করিলেন। উহাই ব্রহ্মাম্বার শেষ বিদায়। রামানুজের ও গৃহস্থ-ধর্ম্মের অবসান হইল। তিনি সাধ্বী পত্নীকে কৌশলে পিতৃ-গৃহে প্রেরণ করিয়া আর তাঁহার বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না, অনবরত ব্রহ্ম-চিন্তায় নিরত রহিলেন।

রামানুজের সন্ন্যাস অবলম্বন। অনন্তর রামানুজের হৃদয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের বাঞ্ছা জাগিয়া উঠিল। তিনি ভূতপুরে গিয়া ভূমি, বিত্ত, গৃহ, শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাবতীয় পার্থিব সম্পদ্ পরিত্যাগ করিলেন। অবিলম্বে কুণ্ডিকা ও কাষায় বসন সংগৃহীত হইল। তিনি অনন্ত সরোবরের তীরস্থ আদিকেশবের মন্দিরে ভগবান্ নারায়ণের সম্মুখে ঐ সকল সন্ন্যাসোপকরণ স্থাপন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর, বৈষ্ণব জগতের গুরু যামুনাচার্য্যের পবিত্র চরণযুগল ধ্যান করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। দিক্ সকল বিমল প্রসন্ন এবং ভাস্করের সুবর্ণময় প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সুখস্পর্শ সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া প্রাণিগণের দেহ সুশীতল করিল। বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। ঐ মহান্ উৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া কলি, ভয়ে ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। রামানুজ কাষায় বসন পরিধান করিলেন। ললাটস্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সহ দ্বাদশ তিলক চিহ্নে তাঁহার দেহ পূত ও শোভিত; তিনি দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে যখন দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইল।

কথিত আছে;—এই সময় ভগবান্ বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণকে আদেশ করিলেন;—"বৎস! কাঞ্চীপূর্ণ! তুমি ধ্বজ ছত্র ও

পরিচারকগণ সহ ভূতপুরে গমন করিয়া রামানুজকে শিবিকায় স্থাপন পূর্ব্বক মহাসমারোহে এখানে লইয়া আইস। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ঔৎসুক্য হইয়াছে"। কাঞ্চীপূর্ণ আর কাল বিলম্ব করিলেন না। আদেশমাত্র প্রফুল্লচিত্তে বহু অনুচর সহ রামানুজের আনয়নের নিমিত্ত চলিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের মুখে ভগবান্ বরদরাজের আদেশ শ্রবণ মাত্র সন্ন্যাস-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত ভূতপুর হইতে (শ্রীপেরম্বধূর হইতে) কাঞ্চী যাত্রা করিলেন (১)। সেই সময়ে রামানুজ ও কাঞ্চীপূর্ণ, পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল উহা বর্ণনা করা অসাধ্য। কাঞ্চীপূর্ণ, রামানুজের সহ কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য জনগণকে রামানুজের আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিলেন। রামানুজ যখন বরদরাজের মন্দির অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ভেরি কাহলি মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্য ও ধ্বজ ছত্র লইয়া অসংখ্য ভক্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি ভক্তিভরে করিশৈলস্থ ভগবান্ বরদরাজের বন্দনা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট মঠ প্রদর্শন করিলেন এবং পরিচর্য্যার নিমিত্ত বহু পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রামানুজও উপস্থিত ভক্তগণের প্রতি যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সংসার-মোহ সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল, তিনি নিত্য-সন্ন্যাসী হইয়া কাঞ্চীপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে রামানুজের "যতিরাজ" আখ্যা হইল।

(১) ভূতপুর (শ্রীপেরম্বধুর) হইতে কাঞ্চীতীর্থ ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাশরথি ও কূরেশের রামানুজের শিষ্যত্ব-গ্রহণ।

কাঞ্চীপুরের পূর্ব্বভাগে বিদ্বজ্জনসমাবৃত একটি অগ্রহার ছিল। সেখানে অনন্ত-দীক্ষিতনামা একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কেশবযাজ্ঞিকের কন্যা (রামানুজের ভগ্নীকে) বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাশরথি নামে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দাশরথি, বেদবেদাঙ্গে বিলক্ষণ অধিকার লাভ করেন এবং ভগবানে তাঁহার অসীম প্রেম জন্মে। মাতুল, সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া দাশরথির বড় প্রীতি উপস্থিত হইল। তিনি আসিয়া মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আর সেই সময় ভূতপূর্ব-নিবাসী হারীত-গোত্রসম্ভূত অনন্তভট্টের পুত্র কূরেশ ও শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কূরেশেরও ভগবানে অনন্ত ভক্তি উৎপন্ন হইয়া ছিল। কিছু দিন পরে তিনি ও রামানুজের শরণাপন্ন হইলেন। রামানুজ এই উভয় শিষ্যকেই বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা উভয়ে যতিরাজের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন।

যাদবপ্রকাশ স্বামীর শৈবমত পরিহার ও বৈষ্ণব-মত পরিগ্রহ।

একদিন যাদবপ্রকাশস্বামীর জননী বরদরাজের মন্দিরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন রামানুজের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, পরিধেয় কাষায় বসন, হস্তে ত্রিদণ্ড, তিনি যেন দেহপ্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছেন। তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষকে দেখিয়া ঐ ধর্ম্মপরায়ণা ব্রাহ্মণ-

মহিলার হৃদয়ে অতিশয় ভক্তিভাব উৎপন্ন হইল। তিনি দূর হইতে ভক্তিভরে রামানুজকে প্রণিপাত করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং যাদবপ্রকাশস্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন;—"বৎস যাদবপ্রকাশ! শ্রদ্ধাসহকারে আমার কয়েকটি কথা শুন, তুমি মহাত্মা রামানুজকে আর পূর্ব্বের ন্যায় অবমাননা করিও না। এখন বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া ভক্তিযুক্ত-হৃদয়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম 'স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত, স্বীয় অংশ-সম্ভূত রামানুজকে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন'। কাঞ্চীপূর্ণ-প্রভৃতি মহাত্মা ভক্তগণও সর্ব্বদা ঐ কথা বলিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ্ণু-ভক্তি অবলম্বন করা একান্ত শ্রেয়ঃ। কারণ, বিষ্ণুভক্তি-বিহীন বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যা আচার প্রভৃতি, শবদেহের অলঙ্কারের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। দেখ, পরাশর-প্রমুখ মহর্ষিগণ বিষ্ণু-ভক্তি অবলম্বন করিয়াই মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে রামানুজের শরণাগত হইয়া ভগবান্ নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ কর"। যাদবপ্রকাশ, জননীর বাক্য শুনিয়া মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। তাহার পর, বলিতে আরম্ভ করিলেন "জননি! আপনি যাহা বলিলেন সমুদয়ই সত্য এবং আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি দণ্ডী আমার অভিলাষ অন্যরূপ। আমি বহু কাল হইতে ভূপ্রদক্ষিণ করিবার বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। এখন আমার দেহ জরাদ্বারা একপ্রকার অবসন্ন, অতএব কি করিব, তাহাই চিন্তা করিতেছি"। যাদবের মাতা বলিলেন "বৎস যাদব! এই জরাগ্রস্ত দেহ লইয়া তোমার ভূপ্রদক্ষিণ করিতে হইবে না। তুমি সংপ্রতি যতিরাজ রামানুজকে

প্রদক্ষিণ কর, তাহা হইলেই ভূপ্রদক্ষিণ করার ফল প্রাপ্ত হইবে। (১) রামানুজকে তুমি মানুষ মনে করিও না, অতএব আমি যাহা বলিতেছি অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর, এ বিষয়ে কোনই বিচারের প্রয়োজন নাই।

জননী যদিও নির্বন্ধ সহকারে ঐ রূপ বলিলেন কিন্তু যাদবপ্রকাশের মনে উহা দৃঢ়রূপে স্থান প্রাপ্ত হইল না। তিনি কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা যাদবপ্রকাশ সংশয়াকুলচিত্তে মঠে আসিয়া রামানুজকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ওহে যতিরাজ! তুমি দেহে শঙ্খ চক্র ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়াছ কেন? আর নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টাই বা কিজন্য করিতেছ? এই উভয় বিষয়ে শাস্ত্রে কোনই উল্লেখ নাই। অতএব যদি প্রমাণ পাইয়া থাক, আমার নিকটে উহার উল্লেখ কর।" যাদবপ্রকাশের কথা শুনিয়া যতিরাজ মনে মনে হাসিলেন কিন্তু স্বয়ং কিছুই বলিলেন না, প্রিয় শিষ্য কূরেশকে ডাকিয়া যাদবপ্রকাশের বাক্যের উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। তখন কূরেশ বিনীতভাবে যাদবপ্রকাশের প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া

(১) "তদর্থায় ময়াবশ্যং কর্ত্তব্যং ভূপ্রদক্ষিণম্।
অধুনা জরয়াক্রান্তং শরীরং মামকং প্রভো॥
ত্বয়াশক্যমিদং তস্মাদিদানীং ভূপ্রদক্ষিণং।
তত্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সা যাদবমভাষত॥
প্রদক্ষিণং কুরুষাদ্য যতিরাজমমানুষং।
বিচারং মাকুরুষাদ্য তস্য তুল্যং ফলং দ্বিজ"॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণের আবশ্যকতা ও ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদন করিলেন (১)। যাদবপ্রকাশ ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি শৈব, চিরকাল শৈব-সম্প্রদায়ের আচারে অভ্যস্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুকূলে যে এত প্রমাণ আছে, উহা তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিলনা। অস্তু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর, যতিরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় মঠে প্রস্থান করিলেন। চিন্তার বিরাম নাই। যাদব-

---

(১) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তুলসীমালা ও চক্রাদি-চিহ্ন ধারণের প্রমাণ যথা,—
প্রতপ্তে বিষ্ণোরজচক্রে পবিত্রে জন্মাম্বোধিবর্ত্তং বৈ চর্ষণীন্দ্রাঃ। মূলে বাহ্বো র্দধতেঽন্যে পুরাণা লিঙ্গান্যঙ্গে তাবকান্যর্পয়ন্তি ॥

নেমিনা তপ্ততনুর্ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং প্রাপ্নোতি। দেবাসো যে বিষ্ণুতেন বাহুনা সুদর্শনেন প্রযতা মানবা লোকসৃষ্টিং বিতন্বন্তি ব্রাহ্মণা স্তদ্বদন্তি অগ্নিনা বৈ তপ্তং দ্বিভুজে ধার্য্যং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমালিখেৎ। তস্মাদ্ দ্বিরেবং ভবতি ন পুনরাগমনমেতি ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি (ইত্যাদি শ্রুতিঃ ॥)

এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবাম ইতি ॥
(অথর্ব্বসংহিতা।)

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী মহাভাগবতোত্তমঃ। অন্যে দুর্বৈষ্ণবা জ্ঞেয়া হীনা স্তাপাদিভির্জনাঃ ॥ (ইতি হারীতস্মৃতিঃ।)

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থং পরাৎপরং যং মহতো মহান্তম্ ॥
(ইতি কঠবল্লী।)

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যেতু অন্যদ্ দ্রব্যং ন ধারয়েৎ। হরিদ্রাং ধারয়েচ্চূর্ণং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শ্বানপাদো ন সংশয়ঃ ॥ (সনৎকুমারসংহিতা।)

শ্রীকাঞ্চী রাত্রিতেও ঐ চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। কথিত আছে;—হস্তিগিরির অধীশ্বর ভগবান্ বরদ-রাজ স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন "যতিবর যাদবপ্রকাশ! তোমার জননী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তুমি কাল-বিলম্ব করিও না,—মুক্তির নিমিত্ত সত্বর যতিরাজ রামানুজাচার্য্যের

---

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা

যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।

যেবা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা

স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

( পদ্মপুরাণম্। )

কাষায়বস্ত্রযুগ্মং চ বেণুযষ্টিং চ ধারয়েৎ।

কৌপিনং কটিসূত্রং চ ছত্রং তাম্রকমণ্ডলুম্॥

( ইতি নারদপঞ্চরাত্রি। ]

ব্রহ্মের সগুণত্ব বিষয়ে প্রমাণ যথা,—

অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘিৎসো পিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ সবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥

( ইত্যাদি শ্রুতিঃ। )

জগতঃ কারণত্বঞ্চ সগুণত্বং স্বভাবতঃ।

ত্রিপাদ্বিভূতিযুক্তত্বং ব্রহ্মণো রূপমুচ্যতে॥

( মহাভারতম্। )

এই উভয় বিষয়ে মহাত্মা কুরেশ বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছিলেন। বাহুল্য বোধে সেই সমুদয় উদ্ধৃত করা হইল না।

আশ্রয় গ্রহণ কর”। সহসা যাদবপ্রকাশের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন দিবসে যে বিষয় চিন্তা করা যায়, অনেক সময় চিত্তের বিক্ষেপ হেতু রাত্রিতে উহার অনুরূপ কিছু স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পর, তিনি অপরং বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ঐ দিন যাদবপ্রকাশের মাতা পুনরায় বরদরাজকে সন্দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন ;—রামানুজ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তিনি যেন ভূলোকে অবতীর্ণ কোন দিব্য পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ইহাতে যাদব-জননীর মনে প্রশ্ন হইল, “এই মহাপুরুষ কে” ? আবার তখনি যেন কে তাঁহার কর্ণে বলিল “ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত মহাপুরুষ ; দারুণ পাপ তাপ হইতে জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন”। যাদব-জননী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন কিন্তু তার্কিক যাদব-প্রকাশের মন সন্দেহ-দোলায় আরূঢ়। তিনি তখনও জননীর আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। জননী দেখিলেন পুত্রের মন কিছুতেই আর্দ্র হইতেছে না। তাহার পর, তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন “বৎস! তুমি কাঞ্চী-পূর্ণের নিকটে যাও, সেই নিঃস্বার্থ ভ.ঃ তোমাকে যাহা বলিবেন, তুমি তাহাই করিও”। যাদবপ্রকাশ, জননীর আজ্ঞা অনুসারে কাঞ্চীপূর্ণের নিকটে গেলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন ; “করুণাময়! আমি সংপ্রতি আপনার শরণাগত,

আমার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করুন। আমি কোন বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া উহা বরদরাজকে জানাইয়া তাঁহার আদেশ আমাকে বিজ্ঞাপন করুন"। কথিত আছে ;—কাঞ্চীপূর্ণ যাদবপ্রকাশের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়া নির্জ্জনে বরদরাজকে সমুদয় জানাইলেন। বরদরাজ বলিলেন "জননীর উপদেশেও যখন যাদবপ্রকাশের অন্তঃকরণের সঙ্কল্প স্থির হইলনা, তখন আমি কৃপা করিয়া তাহাকে স্বপ্নাদেশ করিলাম, তাহাতেও তাহার মনের সন্দেহ দূর হইল না? অতএব তুমি গিয়া যাদব-প্রকাশকে বল, সে অবিলম্বে রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করুক। রামানুজের আশ্রয় ব্যতীত তাহার অন্য উপায় নাই। যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষতঃ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইয়াও আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত যত্ন না করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত শোচনীয় ও আত্মবঞ্চক"। কাঞ্চীপূর্ণ ভগবান্ বরদরাজের ঐরূপ আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যাদবপ্রকাশের নিকট গিয়া সমুদয় জানাইলেন। তখন যাদবপ্রকাশের সংশয় বিদূরিত হইল। তিনি সত্বর আসিয়া যতিরাজকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইলেন এবং সাশ্রুনেত্রে বলিতে লাগিলেন "হে দয়াময়! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি এখন জীবনের শেষ সীমায় উপনীত। সংসার-সাগরের বিভীষিকা সকল আমার সম্মুখে সদর্পে ক্রীড়া করিতেছে, আমি বড়ই ভীত এবং বিপন্ন, কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন"। যতিরাজের মনে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি শশব্যস্তে যাদবপ্রকাশকে ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং অবি-

দশে পঞ্চসংস্কার (১) দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে যাদবপ্রকাশের নাম হইল গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া বিমল শারদীয় শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যতিরাজ স্বয়ং তাঁহাকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণব যতিদের মতে অনেক দোষারোপ করিয়াছেন, সেই দোষের পরিহারের নিমিত্ত বৈষ্ণবমত সমর্থনপূর্ব্বক গ্রন্থরচনা করুন"। গোবিন্দদাসের মন তখন বিমল ও ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না, "যতিধর্ম্মসমুচ্চয়" নামক বৈষ্ণবমত-সমর্থক এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাহার পর গোবিন্দদাস আর অধিক দিন ইহলোকে অবস্থিতি করিতে পারেন নাই, তিনি শ্রীহরির পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অবিলম্বে মোক্ষ লাভ করেন।

রামানুজের শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বাস। যতিরাজ রামানুজ করুণার অবতার। তিনি নানাবিধ উপদেশ দ্বারা কাঞ্চীক্ষেত্রবাসীদিগের কামাদিদোষ অপনোদন পূর্ব্বক তাপহারী সিতাংশুর ন্যায় সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। যাদবপ্রকাশ পরমশৈব ছিলেন, তিনিও যতিরাজের প্রসাদে বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত

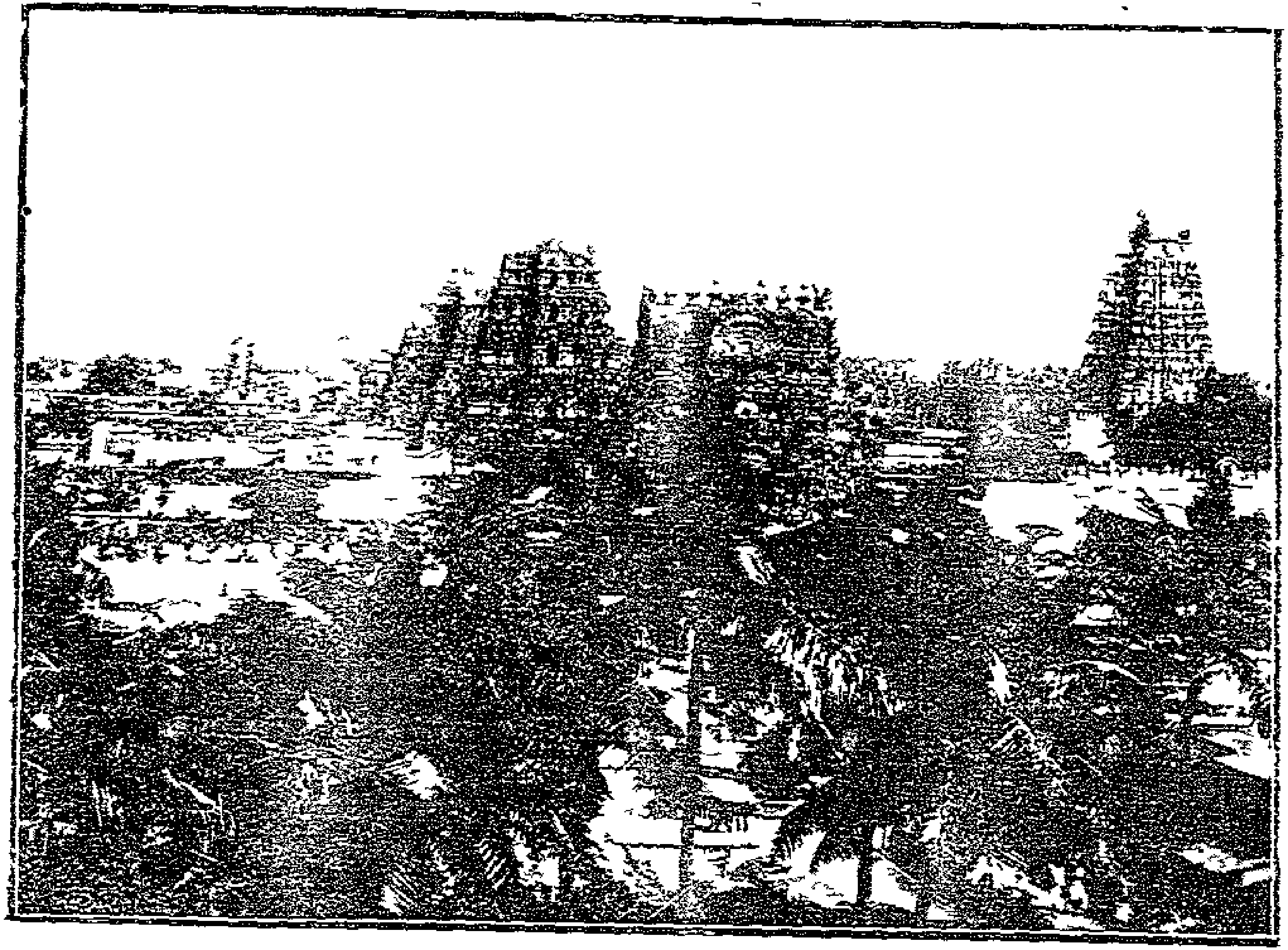
(১) পঞ্চসংস্কার যথা:— ১। শরীরে শঙ্খচক্রাদি অঙ্কন। ২। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি দ্বাদশ তিলক ধারণ। ৩। দাস্যনামাদিগ্রহণ, যেমন কৃষ্ণদাস হরিদাস প্রভৃতি নামকরণ। ৪। মূলমন্ত্র-দান। ৫। ভগবানের ধ্যান। প্রমাণং যথা কাশ্যপসংহিতায়াম্।

সংস্কারাঃ পঞ্চ কর্ত্তব্যা উপনীত-দ্বিজন্মনাম্।
তাপপুণ্ড্রস্তথানাম মন্ত্রযোগশ্চ পঞ্চমঃ॥

হইয়া মোক্ষ লাভ করিলেন। তাহার পর, মাতৃষস্রীয় গোবিন্দের জন্য যতিরাজের চিন্তা উপস্থিত হইল। গোবিন্দ, যতিরাজের পরমহিতৈষী, তাহার পরামর্শেই তিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। আহা সরল-প্রকৃতি গোবিন্দ সেই যে যাদবপ্রকাশের কৌশলে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কাঞ্চী ত্যাগ করিয়াছেন, আর তাহার কোনই সংবাদ নাই, কিরূপে তাহার উদ্ধার হইবে? কি উপায়ে তাহাকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন করা যাইবে? এই ভাবনায় যতিরাজ একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি, গোবিন্দের হিতের নিমিত্ত মাতুল মহাত্মা শৈলপূর্ণস্বামীর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। শিষ্যগণ যতিরাজের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যতিরাজও তাহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, তিনি অতিযত্নের সহিত শিষ্যদিগকে শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করেন এবং তন্ময়চিত্তে ভগবানের ধ্যান করেন।

এ দিকে আদিবৈষ্ণবধাম শ্রীরঙ্গনগরে যামুনাচার্য্যের শিষ্য-গণ যতিরাজের অতুল বৈভবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। কথিত আছে;—ঐ সময় সেই সকল ভক্ত বৈষ্ণব সমবেত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রঙ্গেশ্বরকে জানান "হে ভগবন্ আপনি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত যতিরাজকে এখানে আনয়ন করুন।" ভক্তবৎসল রঙ্গেশ্বর যতিরাজকে রঙ্গক্ষেত্রে প্রেরণের নিমিত্ত এক পত্রসহ কোন ব্রাহ্মণকে বরদরাজের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ বরদরাজ ঐ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় ব্রাহ্মণকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে

হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর উহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি একদিন যামুনাচার্য্যের পুত্র বররঙ্গকে ডাকিয়া পুনরায় কাঞ্চীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। বররঙ্গ একে ভক্ত, তাহাতে আবার সঙ্গীত-বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি কাঞ্চীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি ভক্তগণ গুরুপুত্র বররঙ্গকে বিশেষভাবে পূজা ও অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ঐরূপ পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গৃহ আশ্রয় করিলেন। পথশ্রম বিদূরিত হইল। তিনি ঐ দিন বরদরাজের প্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়া সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক উত্তম রুচিসঙ্গত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বরদরাজের মন্দিরে উপনীত হইলেন। তখন ভগবান্ বরদরাজ ত্যাগমন্দিরে লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার দেহ-প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইতেছিল। বররঙ্গ ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতের উদাত্তস্বরে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও প্রত্যেক ভক্তের কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ভগবান্ বরদরাজেরও হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি মণিমুক্তাখচিত কতকগুলি আভরণ বররঙ্গকে অর্পণ করিলেন। বররঙ্গ বলিলেন "প্রভো! এ সকল বস্তুতে আমার প্রয়োজন কি? আমি যাহা বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছি, আমাকে তাহাই প্রদান করুন"। উত্তরে বরদরাজ বলিলেন "ওহে দেবগানবিশারদ! তুমি কি বাঞ্ছা কর? একমাত্র আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মী ব্যতীত আর যাহা চাহিবে, তাহাই প্রদান করিব। অতএব বল তোমার কি অভিলাষ?" তখন বররঙ্গ শ্রীরঙ্গনাথের সেবার নিমিত্ত যতিরাজকে প্রার্থনা



শ্রীরঙ্গম্ নগর ।

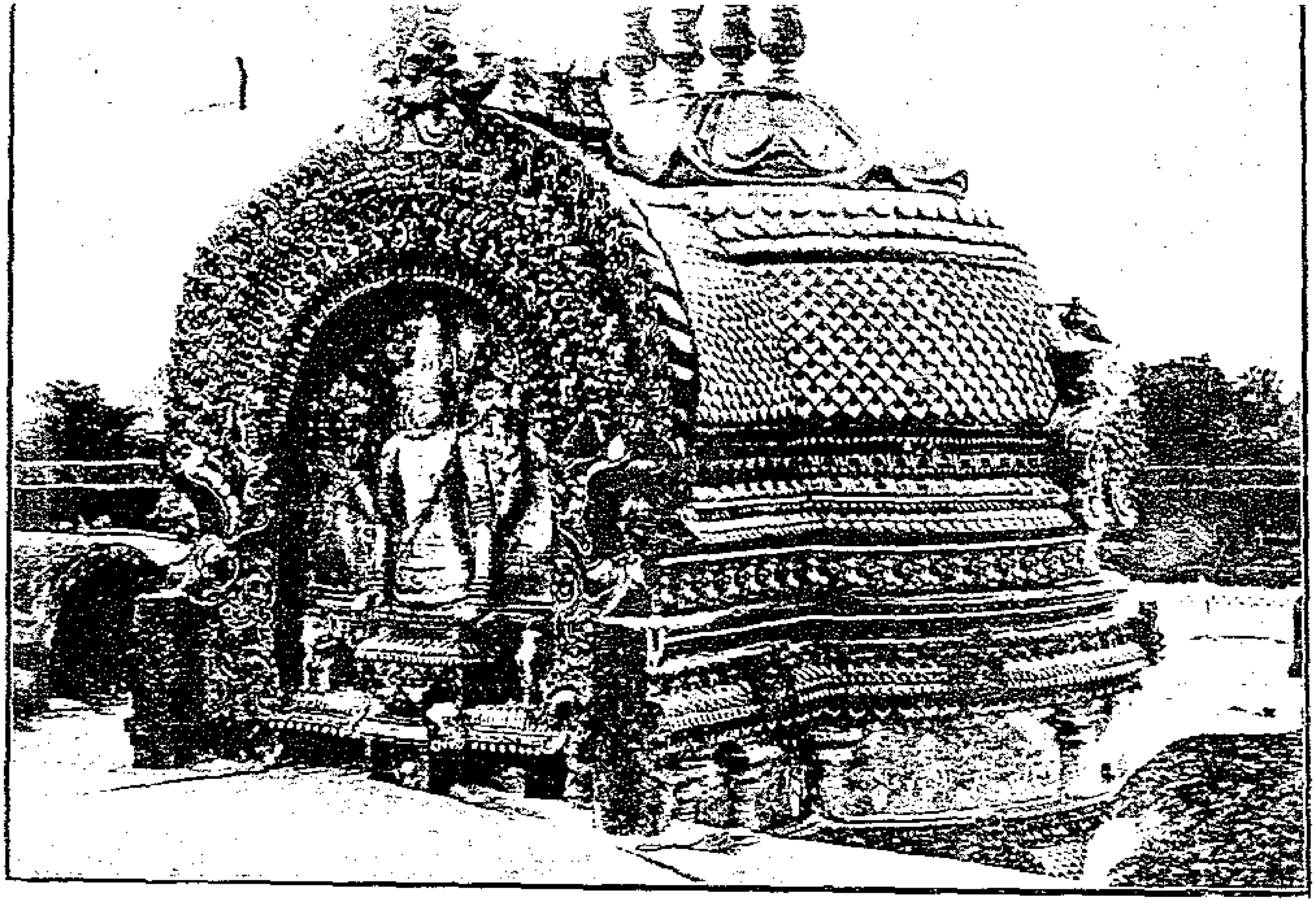
করিলেন। ভগবান্ মনেও করেন নাই যে বররঙ্গ যতিরাজকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি চিন্তাকুল হইয়া বলিলেন "যতিরাজ আমার জীবনস্বরূপ, উঁহাকে কি প্রকারে প্রদান করিব?" বররঙ্গ বলিলেন "প্রভো! আপনার কথা ত অন্যথা হইবার নহে, এইমাত্র আমাকে বলিয়াছেন, লক্ষ্মী ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। অতএব আমি যতিরাজকে লইয়া চলিলাম।" এই বলিয়া যতিরাজের হস্তধারণ করিলেন। বরদরাজের মুখ হইতে কোনও বাক্য নির্গত হইল না। অগত্যা যতিরাজ ভগবান্ বরদরাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইলেন। কুরেশ দাশরথি-প্রভৃতি শিষ্যগণ ঐ সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইয়া যতিরাজের অনুসরণ করিলেন। নবপরিণীতা বালবধূ যেমন পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহ গমনের সময় বাষ্পপূর্ণ-নয়নে মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে চিন্তা করিতে করিতে গমন করে, সেইরূপ যতিবর রামানুজ কাঞ্চীক্ষেত্রের বন্ধুগণকে ধ্যান করিতে করিতে সাশ্রুনেত্রে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিলেন।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাগুলি ভক্তেরা অবিকল বিশ্বাস করেন কিন্তু যুক্তির অনুসরণ করিলে এইমাত্র প্রতীত হয় যে, যতিবর রামানুজকে কাঞ্চীক্ষেত্র হইতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীরঙ্গপত্তনবাসী বৈষ্ণবগণকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

যতিরাজ সশিষ্য শ্রীরঙ্গ নগরে উপনীত হইলেন। স্বচ্ছ-তোয়া কাবেরী রজতকাঞ্চীর ন্যায় শ্রীরঙ্গপুরীর নিতম্বদেশ বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। তিনি শিষ্যগণের সহিত ঐ পুণ্যনদীর

বিমল সলিলে স্নান ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পূর্ব্বক দিব্য বসন পরিধান করিয়া আহ্নিক শেষ করিলেন। পূর্ব্বেই বররঙ্গ যতিরাজের আগমন সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। তত্রত্য বৈষ্ণবগণ কনক-ছত্র ধ্বজ ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ মহাসমারোহে আগমন করিয়া যতিরাজের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া চলিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের তোরণের নিকট গিয়া জনস্রোত কিছুক্ষণের জন্য থামিল। নানাদিক্ দেশ হইতে আরও অসংখ্য বৈষ্ণব আসিয়া ঐ সমারোহে যোগ দিলেন। বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণগণ উদাত্ত-স্বরে বেদগান করিতে লাগিলেন এবং মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম বিনয়প্রধান, সকলেরই তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করা উহার প্রধান লক্ষণ। পূর্ণাচার্য্য যতিরাজের দীক্ষাগুরু, তথাপি তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যতিরাজের চরণে আসিয়া প্রণত হইলেন। যতিরাজ তখন প্রেমে আত্মবিস্মৃত। তিনি ভক্তিভরে গিয়া গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরস্পর নমস্কার প্রণাম অভিবাদন আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা বহুক্ষণ চলিল। তাহার পর, যতিরাজ স্বীয় গুরু পূর্ণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত পুনরায় শ্রীরঙ্গনাথের দর্শনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তিনি সেই সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত অভ্রস্পর্শী মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন বোধ হইল যেন স্বয়ং রঙ্গরাজ তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

যতিরাজ ভগবান্ রঙ্গরাজকে প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর, পূর্ণাচার্য্য সেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগি-লেন "হে পরমপূজ্য ভক্তগণ আপনারা আমার কয়েকটী কথা



রঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ বিমান।

শুনুন, পূর্ব্বকালে শঠকোপনামা মহামুনি (১) ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ করুণা-নিবন্ধন জনসাধারণকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে

---

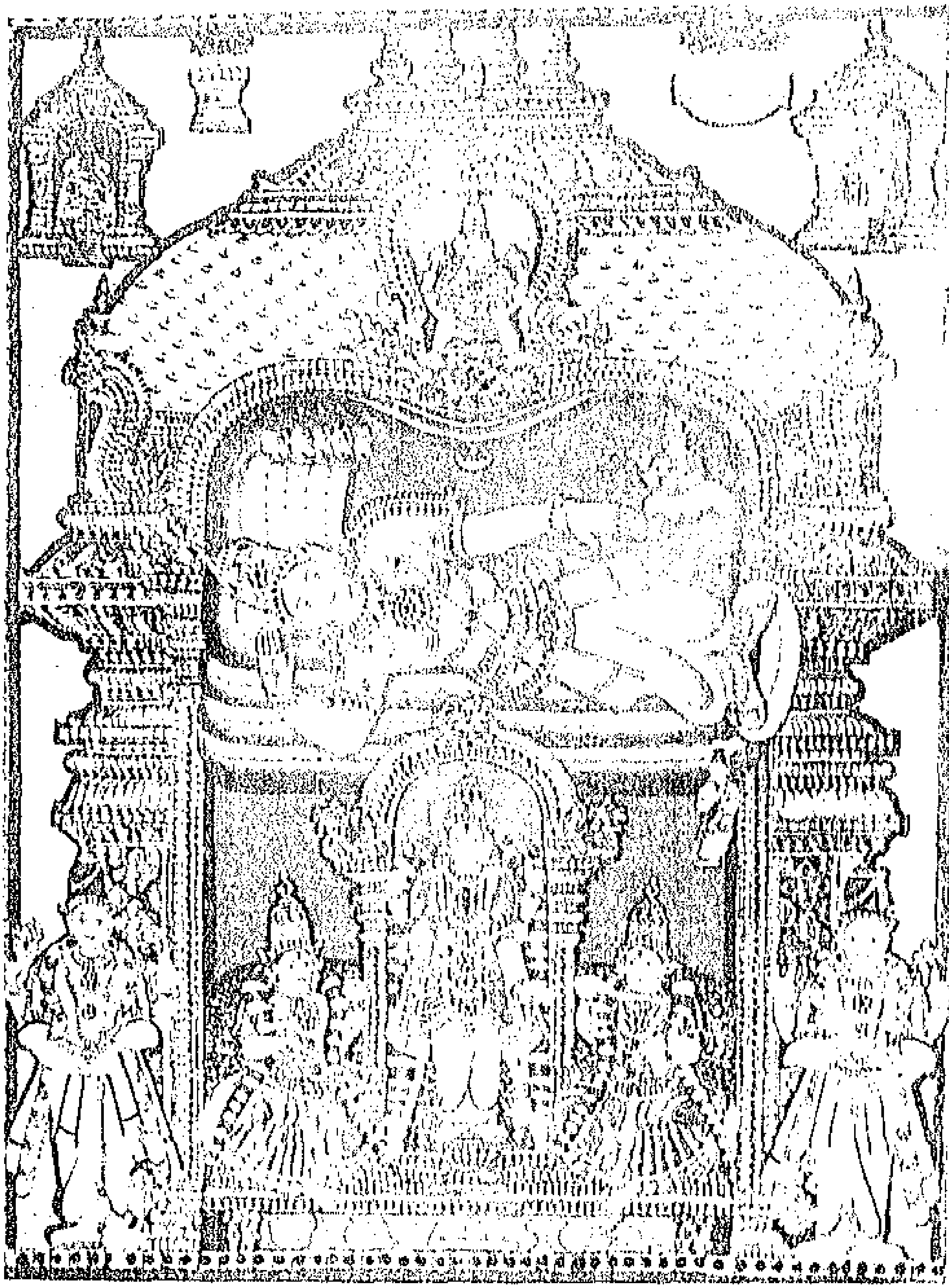
(১) 'শঠকোপ' ও 'শঠারি' শব্দ রামানুজাচার্য্যের জীবনচরিত সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ শব্দ দুইটি গ্রন্থ-মধ্যে নানাস্থানে এরূপ সঙ্কেতে বা সুকৌশলে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক জ্ঞানী বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যের উহা বুঝিবার শক্তি নাই। কেবল, প্রপন্নামৃতের ১৭শ অধ্যায় ও ১০১।১০২।১০৩ অধ্যায় পাঠে প্রতীত হয়—তিনি ঋষিরস্থায় একজন জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। কয়েকটি শ্লোকে তাঁহার 'কারিপুত্র' এই বিশেষণ আছে। প্রপন্নামৃতে তিনি শূদ্র জাতীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তাহার যেরূপ বৃত্তান্ত লিখিত আছে, উহা এই পুস্তকের স্থান বিশেষে উল্লিখিত হইবে।

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের শব্দবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ভক্তিভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য্য মহাশয় প্রয়াগ-অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ের দার্শনিক-মতে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন এবং ঐ সম্প্রদায়ের অনেক জ্ঞানী সাধুর নিকট সুপরিচিত। উক্ত অধ্যাপকও বলেন "তিনি কোন বিখ্যাত শ্রীবৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছেন, শঠকোপ নীচজাতীয় শিল্পিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিম্নশ্রেণীর শূদ্র হইয়াও ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাবলে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হন এবং শ্রুতির সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রথম দ্রাবিড় প্রদেশে প্রচলিত দ্রাবিড়ভাষায় "শঠারি-সূত্র" নামে বৈষ্ণবমত-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। শঠকোপ পরম ধার্ম্মিক সাধু ছিলেন। তিনি জনসাধারণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কি কারণে সে সময় সাধারণে তাঁহার মত-গ্রহণ করে নাই। কিন্তু শঠকোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "এমন এক মহাপুরুষ আসিতেছেন, যিনি এই মতে জন-

লিখিয়াছেন "ভাবীকালে কোন মহাপুরুষ ভারতভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। তাঁহারই কৃপায় জনসাধারণ কলিযুগজ পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে সমর্থ হইবে"। কারিপুত্রের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। আজ যে যতিরাজ আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, ইনিই সেই কারিপুত্রের উক্ত মহাপুরুষ"। তাহার পর, তিনি রামানুজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যতিরাজ! ভগবান্ রঙ্গনাথ তোমাকে বিভূতিদ্বয়ের অধিকারী করিয়াছেন। তুমি ভগবানের ইচ্ছায় চিরকাল এখানে সুখে বাস কর। ইহ লোকে যে সকল ব্যক্তি সংসার-মোহে বিমুগ্ধ, তাহারা তোমার কৃপায় ভৃঙ্গের ন্যায় শ্রীহরির চরণ-পঙ্কজের মকরন্দ পানে মত্ত হউক। তুমি অসাধুগণকে সাধুপথে প্রবৃত্ত করিয়া নিখিল মানব-সমাজের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর"।

যতিরাজ ঐ সকল কথা শুনিয়া বাষ্পগদগদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন;—"মহাত্মন্ আপনিই আমার দীক্ষাদাতা এবং সৎপথের প্রদর্শক, আমার যাহা কিছু বৈভব, সে সমুদয়েরই মূল আপনার কৃপা। আমি আপনার দাস, আপনার আজ্ঞাপালন ব্যতীত আমার অন্য কি কর্ত্তব্য হইতে পারে? অতএব আপনার আদেশে এ দেহে যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন রঙ্গনাথের পরিচর্য্যা ও প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব"। তাহার পর, তিনি মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবানের শেষশায়ী

সাধারণকে দীক্ষিত করিবেন।" সেই মহাপুরুষ রামানুজ। রামানুজ নানা শাস্ত্রে বিশেষ বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও প্রধানতঃ শঠারিসূত্র অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন।"



শ্রীরঙ্গম্ নগরে রঙ্গনাথের মন্দির।

মূর্ত্তি (১) সন্দর্শন ও ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। যতিরাজ যখন মন্দিরের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভ-শোভিত মণ্ডপে আসিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন, তখন পূর্ণাচার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় বৈষ্ণব তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, রামানুজ রঙ্গনাথের সেবকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি পূজক, পাচক, জ্যোতির্ব্বিদ্, বৈষ্ণব, ভাণ্ডারের অধিকারী, গায়ক, ভট, নর্ত্তক, বাহক প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে তোমরা অতিসাবধানে ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবা করিবে, ভ্রমেও যেন কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত না হয়"। উপস্থিত সেবকবর্গ সকলেই এক বাক্যে যতিরাজের আজ্ঞা পালনে সম্মত হইল। সেই দিন হইতে যতিপতি ভগবান্ রঙ্গনাথে দেহ মন অর্পণপূর্ব্বক কূরেশ দাশরথি-প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত শ্রীরঙ্গ নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দের বৈষ্ণব-মঠে প্রবেশ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মাতৃষ্বসীয় গোবিন্দের হিতকামনায় যতিরাজ পত্র সহ কতিপয় বৈষ্ণবকে মাতুল শৈলপূর্ণস্বামীর নিকট বেঙ্কটাচলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদিন ঐ সকল বৈষ্ণব ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লচিত্তে যতিরাজের চরণ বন্দনা করিল। যতিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন; "ওহে বৈষ্ণবগণ! মাতুল শৈলপূর্ণস্বামী কুশলে আছেন ত, গোবিন্দের সংবাদ কি বল, সে কি এখনও সৎপথে আগমন করে নাই"? বৈষ্ণবেরা বলিলেন "প্রভো! শৈলপূর্ণস্বামী কুশলে আছেন, গোবিন্দ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন"। ঐ সংবাদে যতিরাজ অত্যন্ত আহ্লাদিত

(১) ভগবান্ রঙ্গনাথের নাম, দ্রাবিড়ী ভাষায় "পেরিয়পেরুমাল" অর্থাৎ শেষশায়ী বিষ্ণু।

হইলেন এবং কিরূপে গোবিন্দ শৈবমত পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিলেন, উহা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বৈষ্ণবেরা বলিতে লাগিলেন;—আমরা শৈলপূর্ণস্বামীর হস্তে পত্র দিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ আমার ভাগিনেয়, সে ধীমান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন। যাদবপ্রকাশ প্রয়াগে গঙ্গা-স্নানে লইয়া গিয়া তাহার হস্তে শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শৈব করিয়াছে। হায় হায় দুর্জ্জন-সংসর্গ কি ভীষণ! উহার প্রভাবে সাধুশীল ব্যক্তিদিগেরও পদস্খলন ঘটিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, গোবিন্দকে সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করিব, বিশেষ সংপ্রতি রামানুজ অনুরোধ করিয়াছেন, অতএব আমাকে উহা করিতেই হইবে"।

তাহার পর, শৈলপূর্ণস্বামী আমাদের সহিত বেঙ্কটাচল হইতে কালহস্তী নগরে গিয়া গোবিন্দের সংবাদ লইলেন। তিনি শুনিলেন, গোবিন্দ তত্রত্য একটি তড়াগে জল লইবার জন্য গতায়াত করিয়া থাকেন। তাহার পর, স্বামীজী আমাদের সহিত সেই তড়াগতীরে আসিয়া বসিলেন এবং মধুরভাষায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্যাধ যেমন জাল পাতিয়া মৃগের আশায় বসিয়া থাকে, সেই প্রকার আমরাও গোবিন্দের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দ, রুদ্রাভিষেকের (১) নিমিত্ত জল গ্রহণ করিতে আসিলেন। তাঁহার হস্তে কলস এবং তিন

---

(১) রুদ্রাভিষেক—শিবের স্নান।

অনবরত রুদ্রস্তোত্র ও দ্রাবিড়ী গাথা পাঠ করিতেছেন। গোবিন্দ আমাদিগকে কোন কথাই বলিলেন না, মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক জল লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় শৈলপূর্ণস্বামী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি কেন এত শ্রম স্বীকার করিতেছ, শিবের স্নানের নিমিত্ত এই শীতল জল ও আরগ্বধ পুষ্প (১) সংগ্রহ করিয়া কি ফল হইবে, বল?" গোবিন্দ শৈলপূর্ণস্বামীর কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল মৌনভাবে অপেক্ষা করিয়া পুনরায় আপন মনে চলিয়া গেলেন। আমরাও সেদিনকার মত বেঙ্কটাচলে ফিরিয়া আসিলাম।

কয়েকদিন পরে পুনরায় আমরা সেই তড়াগ-তীরে বট-চ্ছায়ায় বসিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছি, এমন সময় দেখা গেল, গোবিন্দ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মমণ্ডিত, কণ্ঠে ও হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, মন পঞ্চাক্ষরী জপে নিযুক্ত। তিনি সর্ব্বদা বিশ্ব-সংসার শিবময় দেখিতেছেন, শিব ব্যতীত আর কিছুই নাই, শিবই সত্য, আমিই শিব, (২) এই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান। তখন আমাদের যতিশ্রেষ্ঠ একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন, যামুনাচার্য্য-বিরচিত একটি স্তোত্র ও কয়েকটি দ্রাবিড়ী বৈষ্ণবগাথা একখানি পত্রে লিখিয়া গোবিন্দের আগমন পথে ফেলিয়া রাখিলেন। গোবিন্দ

(১) আরগ্বধ পুষ্প—সোঁদাল ফুল।

(২) "শিবাত্মকমিদং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং।
শিবাদন্যৎপরং নাস্তি শিবঃ সত্যমহং শিবঃ" ॥

শিবালয়ে ফিরিয়া যাইবার সময় জলকুম্ভ মস্তকে থাকিলেও কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া উহা তুলিয়া লইলেন এবং অস্ফুটস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বোধ হইল যেন, তাঁহার মনোমধ্যে একপ্রকার স্পন্দন হইতেছে। তিনি শৈলপূর্ণস্বামীকে চিনিতে পারেন নাই, সাধারণ ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলি‍‍লে ,"ওহে বৈষ্ণবগণ! তোমাদের করস্থ অর্থ (১) বিচ্যুত হইয়াছে, এই দেখ! আমি পাইয়াছি।" শৈলপূর্ণ বলিলেন "অন্য সম্প্রদায়ের অর্থ সকল (২) বিচ্যুত হইতে পারে, আমাদের অর্থ কখনও বিচ্যুত হয় না।" গোবিন্দ বলিলেন "চাতুর্য্যে প্রয়োজন কি, এই দেখ না?" শৈলপূর্ণ, উত্তর করিলেন, "অনেকক্ষণ হইল দেখিয়াছি"। পুনরায় গোবিন্দ বলিলেন ;—"ওহে বৈষ্ণবগণ! তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, দেখ শাস্ত্রে মুক্তির অনেক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল উত্তম উত্তম পথ থাকিতে বৈষ্ণবগণ কেন এই একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া থাকে?" শৈলপূর্ণস্বামী বলিলেন ;—"ওহে ব্রাহ্মণ! শাস্ত্রে মুক্তির বহু পথ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম, তজ্জন্যই আমরা এই একমাত্র পথই অবলম্বন করিয়া থাকি।" এই সকল কথোপকথনের পর, গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি কোন বন্ধুকে রাখিতে এখানে আসিয়াছেন?" শৈলপূর্ণ

---

(১) গোবিন্দ, অর্থশব্দ, বস্তু অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

(২) শৈলপূর্ণস্বামী অর্থশব্দ, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

বলিলেন "না আমরা ধেনু ক্রয় করিতে এখানে আসিয়াছি" (১)। গোবিন্দের ঐ শ্লেষপূর্ণ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন 'ধেনুর অপর নাম গো, আমি গোবিন্দ গরুর ন্যায় মূর্খ, কেননা আমি শিবের উপাসনা করি। অতএব আমাকে ক্রয় করিতে অর্থাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধীন করিতে, ইঁহারা এখানে আসিয়াছেন, ইহাই ইঁহাদের উক্তির তাৎপর্য্য'। তাহার পর, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনারা ধেনু লইয়া উপহাস করিবেন না, জানেন ত, যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত, তাঁহারা ধেনুর পদরজও কত পবিত্র মনে করিয়া থাকেন"। শৈলপূর্ণ বলিলেন "হাঁ। উপযুক্ত স্থানে যদি পাওয়া যায়, তবে ধেনুর পাদরজ যে পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হয়, উহা কে অস্বীকার করিবে"? তাহার পর, শৈলপূর্ণস্বামী গোবিন্দের নিকট ধীরে ধীরে সবিশেষ যুক্তিসহকারে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিলেন। গোবিন্দ শঠ নহেন, তিনি সরলপ্রকৃতি ও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুতরাং শৈলপূর্ণস্বামীর কথাগুলি অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। ঐ উপদেশ সকল তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ক্রিয়া করিতে লাগিল। তিনি সন্দেহদোলায় আরূঢ় হইয়া একবার শৈবমত ও আবার বৈষ্ণবমতের যুক্তি সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমরা শৈলপূর্ণস্বামীর সহিত ঐ দিবস বেঙ্কটাচলে ফিরিয়া আসিলাম।

---

(১) "তেনৈবমুক্তস্তং প্রাহ পূর্ণঃ শ্রীশৈলপূর্ব্বকঃ।
ধেনুকামা বয়ং ধেনুর্গোবিন্দাত্র সমাগতাঃ॥

পুনরায় আর একদিন আমরা কালহস্তীশ্বরে গমন করিলাম। মহাত্মা শৈলপূর্ণস্বামী পূর্ব্বের মত সেই সরোবর-তীরে বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আমাদের বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সংক্রান্ত উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটেই পুষ্পোদ্যান। গোবিন্দ সে দিনও পুষ্প-চয়নের নিমিত্ত হ্রদতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন একটি পাটলিবৃক্ষের শাখায় উঠিয়া পুষ্প সংগ্রহ করিতে-ছিলেন, সেই সময় শৈলপূর্ণ কয়েকটি বৈষ্ণবগাথার ব্যাখ্যা করিলেন। গোবিন্দ বৃক্ষের শাখা হইতে মৌনভাবে ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণের সংশয় অনেকটা অপনীত হইল। তাহার পর, শৈলপূর্ণ পুনরায় বলিলেন "এই যে সুন্দর কুসুম, যাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, ইহা কেবল সেই জগন্নিয়ন্তা ভগবান্ নারায়ণেরই অর্চ্চনার যোগ্য, অন্য কাহারও নহে"। এই বার গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করি-লেন—"ওহে বৈষ্ণবগণ! এই পুষ্প নারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবতার আরাধনার যোগ্য নহে"? উত্তর হইল "না"। আবার প্রশ্ন করিলেন, সেই উত্তর। তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন এবারেও শৈলপূর্ণ বলিলেন "না, কখনই নহে"। গোবিন্দ সরলস্বভাব এবং ধর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস। তিনি যে বিশ্বাসের বলে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে বিশ্বাস অন্তর্হিত হওয়ায় সহসা বৈষ্ণবমতে আকৃষ্ট হইলেন। বৃক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াই তিনি রুদ্রাক্ষমালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং পুষ্পকরণ্ডিকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বস্ত্রের দ্বারা দেহের ভস্ম মুছিয়া মহাপাতকী যেমন পাপক্ষালনের নিমিত্ত পর্ব্বতাগ্র হইতে পতিত হয়, সেই প্রকার বৃক্ষাগ্র

হইতে পতিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, দ্রুত আসিয়া শৈলপূর্ণের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং অপরাধীর ন্যায় সাশ্রুনেত্রে বলিতে লাগিলেন;—"প্রভো! আমি অজ্ঞ আচারহীন, দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি, আমার হৃদয়ে নির্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, এখন আপনার শরণাগত, আমায় উদ্ধার করুন। আমি কি অবিবেক! হায়, আমি বিশ্বকণ্ঠকে (বিকুণ্ঠকে) পরিত্যাগ করিয়া বিষকণ্ঠকে (নীলকণ্ঠকে) আশ্রয় করিয়াছিলাম, পুণ্ডরীকাক্ষকে (১) পরিহার করিয়া বিরূপাক্ষকে (২) গ্রহণ করিয়াছিলাম, পীতাম্বরকে (৩) উপেক্ষা করিয়া দিগম্বরের (৪) শরণাগত হইয়াছিলাম, দিব্যরূপ তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া তিক্ত কোষাতকী-লতাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলাম"। এইরূপ খেদ করিতে করিতে তিনি শৈলপূর্ণের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোবিন্দ কিছুতেই উঠিলেন না, নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিলেন।

শৈলপূর্ণ তখন বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"ওহে ভক্তগণ! দেখ, গোবিন্দের ভবিষ্যৎ-সিদ্ধির কারণ

---

(১) পুণ্ডরীক অর্থাৎ পদ্মের ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার, তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ।

(২) বিরূপ অর্থাৎ কদাকার, অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার, তিনি বিরূপাক্ষ। যাঁহার কপালে চক্ষু তাঁহাকে বিরূপাক্ষ (কুৎসিত নেত্র) ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

(৩) পীত (স্বর্ণাভ) অম্বর (বস্ত্র) যাঁহার, তিনি পীতাম্বর।

(৪) দিক্ অম্বর (বস্ত্র) যাঁহার, তিনি দিগম্বর, অর্থাৎ বিবসন, উলঙ্গ।

উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে"। তাহার পর, তিনি গোবিন্দকে ক্রোড়ে করিয়া তুলিলেন এবং সস্নেহভাবে গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শৈবেরা ঐ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই, সহসা তাহারা ঐ সংবাদ পাইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া শৈলপূর্ণপ্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রোধভরে বলিতে লাগিল—"ওহে বৈষ্ণবগণ! তোমরা বেশ লোক ত! ঔষধের চূর্ণ ছড়াইয়া আমাদের গোবিন্দকে পাগল করিয়া তুলিয়াছ, ইহা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদের উপযুক্ত কার্য্যই বটে"। শৈলপূর্ণ বলিলেন "ওহে শৈবগণ! তোমরা গোবিন্দকেই জিজ্ঞাসা কর, আমাদের ঔষধের প্রভাবে ক্ষিপ্ত হইয়াছে, কি, অন্য কোন কারণ আছে"? তখন শৈবেরা শৈলপূর্ণকে ছাড়িয়া গোবিন্দকে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিল;—"আর্য্য গোবিন্দ! তুমি পরমশিবভক্ত, শিব-পূজার সময় অতীত হইতেছে, ভগবান্ কালহস্তীশ্বর তোমার পূজা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অতএব চল আমরা গিয়া শিব আরাধনা করি,—এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা গোবিন্দের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। গোবিন্দের মনে কোনই সংশয় নাই, তিনি বিষ্ণুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং বলিতে লাগিলেন "ওহে শৈব বন্ধুগণ! তোমরা আমার হাত ছাড়িয়া দাও, তোমাদের সহিত এখন আর আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বে আমি তোমাদের ছিলাম, তোমরাও আমার ছিলে, সংপ্রতি বিষ্ণু সম্বন্ধ-হেতু তোমরা তোমাদের, আমি আমাদের"। এই কথা

বলিয়া গোবিন্দ রত্নখচিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি যে সকল মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, উহা শৈবদিগকে অর্পণ করিয়া করত্যাগী প্রদান করিলেন। কিন্তু শৈবেরা ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহারা বলিতে লাগিল "ওহে গোবিন্দ! দেখ শিবই একমাত্র মোক্ষ-দাতা, অতএব শিবকে ত্যাগ করা কোন প্রকারেই তোমার পক্ষে উচিত নহে"। কিন্তু গোবিন্দের মন টলিল না, তিনি শৈলপূর্ণস্বামীর সহিত যাইতে উদ্যত হইলেন। শৈবেরা বিরোধী হইল, তাহারা গোবিন্দের সহিত শৈলপূর্ণস্বামী প্রভৃতি সমুদয় বৈষ্ণবকে আটকাইয়া রাখিল। কথিত আছে;—"রাত্রিতে কালহস্তীশ্বর স্বপ্নাদেশ করিলেন "ওহে শৈবগণ! চার্ব্বাক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি পাষণ্ডগণ বেদোক্ত ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়াছিল, ত্রিদণ্ডধারী বৈষ্ণবগণের দ্বারাই ক্রমে উহার উদ্ধার সাধন হইতেছে। জনসাধারণকে মোক্ষপথের পথিক করিবার জন্য রামানুজ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারই সাহায্যের নিমিত্ত গোবিন্দ দাশরথি প্রভৃতির জন্ম হইয়াছে। আমি এতকাল গোবিন্দের পূজায় পরিতুষ্ট ছিলাম, এখন আর তাহাকে এখানে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না, সে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করুক"। রজনী প্রভাত হইল, শৈবেরা স্বানগৃহে প্রস্থান করিলেন। শৈলপূর্ণ-স্বামী প্রাতঃকৃত্য ও বিষ্ণু আরাধনা শেষ করিয়া গোবিন্দ ও আমাদিগকে লইয়া প্রসন্নচিত্তে বেঙ্কটাচলে ফিরিয়া আসি-লেন। অচিরে গোবিন্দের মস্তক মুণ্ডিত করা হইল এবং শৈলপূর্ণস্বামীই তাহাকে পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া বিষ্ণুচিহ্ণ-প্রভৃতি যোগীন্দ্রগণ-কৃত দ্রাবিড়-সংহিতা, চতুঃ-

সহস্রিকা, অর্থপঞ্চক প্রভৃতির উপদেশ দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ অত্যন্ত ভক্তি সহকারে গুরুসেবায় নিরত রহিলেন। সংপ্রতি তিনি আপনার শুশ্রূষার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া আছেন" (১)। যতিরাজ গোবিন্দের ঐরূপ বৈষ্ণবমতে প্রবেশের সংবাদে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়া সমাগত বৈষ্ণবগণকে যথাবিধি সম্মানিত করিলেন। বৈষ্ণবেরা বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে তিনি স্বীয় মঠে প্রবেশ করিলেন।

রামানুজের মন্ত্রার্থ গ্রহণ। এই ঘটনার পর রামানুজ একদিন পূর্ণাচার্য্যের গৃহে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "গুরুদেব! যামুনাচার্য্যের অদর্শন-জনিত শোক সর্ব্বদাই আমার হৃদয় ব্যথিত করে কিন্তু আপনার চরণ-পঙ্কজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আমি ক্রমে উহা বিস্মৃত হইতেছি। আমি শুনিয়াছি বৈষ্ণবমতের গূঢ় রহস্য সকল আপনার হৃদয়-মধ্যে লুক্কায়িত আছে। অতএব প্রভো! কৃপাকরিয়া আমাকে সেই সমুদয় প্রদান করুন। পূর্ণা-

(১) গোবিন্দের দ্রাবিড়ী ভাষায় নাম "এম্বার"। তাঁহার নামীয় মঠ অদ্যাপি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের অতি নিকটে দক্ষিণাংশে ঐ মঠ বিদ্যমান। উহার নামান্তর 'রাজগোপাল মঠ' কিন্তু সাধারণ লোকে "এমার মঠ" বলিয়া থাকে। ঐ মঠের দেবোত্তরের আয় বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষের নাম রঘুনন্দনরামানুজ দাস এবং তাঁহার শিষ্য ভাবী মঠাধ্যক্ষের নাম গদাধর রামানুজ দাস।

চার্য্য কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না, তিনি যতিরাজকে আছোবিয়-মাহাত্ম্য, পুরুষনির্ণয়, সিদ্ধিত্রয়, পঞ্চরাত্রাগম (নারদপঞ্চরাত্র) গীতার্থসংগ্রহ এবং ব্যাসসূত্র (ব্রহ্মসূত্র) প্রভৃতি প্রদান করিলেন। যতিরাজ ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পূর্ণাচার্য্য দেখিলেন—রামানুজের ন্যায় সংযত চিত্ত এবং জ্ঞানী জগতে একান্ত বিরল, সুতরাং তিনি স্বীয় পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষকে রামানুজের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিলেন। রামানুজও পুণ্ডরীকাক্ষকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

একদিন পূর্ণাচার্য্য রামানুজকে বলিলেন ;—"যতিরাজ! গোষ্ঠীপুরে গোষ্ঠীপূর্ণ নামে এক মহাত্মা বৈষ্ণব বাস করেন। তিনি পরমপণ্ডিত। গুরুদেব যামুনাচার্য্য তাঁহার নিকট কতিপয় মন্ত্রার্থ ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি সেখানে গিয়া ঐ সকল মন্ত্রার্থ গ্রহণ কর"। যতিরাজ উহা শ্রবণপূর্ব্বক অবিলম্বে গোষ্ঠীপুরে উপনীত হইয়া মহাত্মা গোষ্ঠীপূর্ণের চরণ বন্দন করিলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহার নিকট মন্ত্রার্থ যাচ্‌ঞা করিলেন। কিন্তু গোষ্ঠীপূর্ণ সরল লোক নহেন, তিনি যতিরাজের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য নানা আড়ম্বর আরম্ভ করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন ;—"অধুনা মন্ত্রার্থ গ্রহণের অধিকারী কেহ নাই, অতএব কি প্রকারে মন্ত্রার্থ প্রদান করিব"? উহা শুনিয়া যতিরাজ অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু গোষ্ঠীপূর্ণ কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না, অগত্যা তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনগরে ফিরিয়া আসিতে হইল। এক সময় রঙ্গনাথের উৎসব দেখিবার জন্য গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গনগরে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে,—উৎসব দেখা শেষ হইলে, তিনি যে দিন গৃহে ফিরিতে উদ্যত, ঐ দিন রঙ্গ-

নাথ· পূজকদিগের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"ওহে গুরুশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীপূর্ণ! তুমি মদীয় সেবক রামানুজকে মন্ত্রার্থ প্রদান কর"। গোষ্ঠীপূর্ণ উহা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—শাস্ত্রে আছে;—তপোবল-বিরহিত অভক্ত অভিমানী গুরুশুশ্রূষাহীন এবং ভগবদ্দ্বেষী ব্যক্তিকে মন্ত্রার্থ প্রদান করিবে না। সংবৎসর, অর্দ্ধসংবৎসর, মাস কিংবা মাসার্দ্ধকাল বিবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিয়া কৃপার উদ্রেক হইলে তবে শিষ্যকে মন্ত্রার্থ প্রদান করিবেন কিন্তু মন্ত্রদাতা, শিষ্যের নিকট কোন বস্তুর স্পৃহা করিবেন না (১)। অতএব আমি বিনা পরীক্ষায় মন্ত্রার্থ প্রদান করিতে পারিব না"। রঙ্গনাথ পুনরায় পূজকদিগের দ্বারা বলিলেন;—"হে গোষ্ঠীপূর্ণ! তুমি যাহা বলিতেছ, উহা সত্য, যিনি গুরুর জন্য শরীর, বিত্ত, শাস্ত্রজ্ঞান, গৃহ, কর্ম্ম শক্তি এবং জীবন ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। ঐরূপ গুণে বঞ্চিত ব্যক্তিরা শিষ্যনামের যোগ্যই নহে (২) কিন্তু রামানুজে ঐ সমস্ত গুণ সম্যক্ বিদ্যমান। অতএব তাহাকে মন্ত্রার্থ প্রদানে কোনই প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না"। গোষ্ঠীপূর্ণ এই বার সম্মত হইলেন, তিনি পূজকদিগকে বলিলেন, "তোমরা রামানুজকে বল, আমি তাঁহাকে মন্ত্রার্থ প্রদান করিব"। তাহার পর, গোষ্ঠীপূর্ণ গোষ্ঠীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলে রামানুজও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন কিন্তু তিনি এবারেও মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন না, পুনরায় ঘুরিয়া আসিতে

(১) "ইদং তেনাতপস্কায় নাভক্তায় ন মানিনে।
নচাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥
সংবৎসরং তদর্দ্ধং বা মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
পরীক্ষ্য বিবিধোপায়ৈঃ কৃপয়া নিস্পৃহো বদেৎ"॥

(২) "শরীরং বসু বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্ম গুণানসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ"॥

বলিলেন। যতিরাজ ঘুরিয়া দ্বিতীয় বার আসিলেন, এবারেও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত হইতে হইল। এই রূপ ক্রমে অষ্টাদশ-বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া যতিরাজ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। শেষ বারে গোষ্ঠীপূর্ণ যখন "যাও, যাও," বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তখন তাঁহার দুই নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি অগত্যা শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। যতিরাজের মন্ত্রার্থ গ্রহণের বড়ই বাসনা কিন্তু উহা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং দিবানিশি ঐ চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতিক্লেশে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে একটি বৈষ্ণব ভ্রমণ করিতে করিতে গোষ্ঠীপুরে উপস্থিত। গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহার মুখে শুনিলেন—"রামানুজের বড়ই "আর্ত্তি" তিনি মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত-হৃদয়ে সময় অতিবাহিত করিতেছেন"। গোষ্ঠীপূর্ণের মনে করুণার উদ্রেক হইল, শিষ্যদ্বারা শ্রীরঙ্গনগরে বলিয়া পাঠাইলেন—"রামানুজ একাকী আসিয়া মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া যান, উপবীত ও দণ্ড ব্যতীত আর যেন কিছু তাঁহার সঙ্গে না থাকে, এবার নিশ্চয়ই তাঁহাকে মন্ত্রার্থ প্রদান করিব"।

যতিরাজ আহ্লাদিত হইলেন। তিনি অচিরে কুরেশ ও দাশ-রথির সহিত গিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের পদে প্রণাম করিলেন। রামানুজ করযোড়ে মন্ত্রার্থ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন "যতিরাজ! আমি তোমাকে যেরূপ ভাবে আসিতে আদেশ করিয়াছিলাম, তুমি তাহা পালন কর নাই, অতএব তোমাকে মন্ত্রার্থ প্রদান করিতে পারিবনা"। যতিরাজ বলিলেন "কেন গুরো! আমি ত আপনার আজ্ঞা সম্পূর্ণ পালন করিয়াছি। আপনি উপবীত ও দণ্ড সহ আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপেই আসিয়াছি।

এই শিষ্যদ্বয়ই আমার উপবীত ও দণ্ড স্থানীয়"। গোষ্ঠীপূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে উপবীত, কে দণ্ড"? উত্তরে রামানুজ বলিলেন—"কূরেশ যজ্ঞোপবীত এবং দাশরথি দণ্ড। অতএব হে গুরো! ইহা-দিগকেও মন্ত্র প্রদান করুন"। গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন "উহা অতিশয় গোপনীয়, সুতরাং অধিকারী ব্যতীত অন্যকে প্রদান করা একান্ত নিষিদ্ধ। তোমার মন্ত্রার্থ গ্রহণের অধিকার জন্মিয়াছে, অতএব এস। তোমাকে মন্ত্র দিতেছি"। তাহার পর, তিনি রামানুজকে বিজনে লইয়া গেলেন এবং 'অন্য কাহাকেও বলিবে না'—এইরূপ বারংবার শপথ করাইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং যথাবিধি ন্যাস মুদ্রা ঋষি দেবতা প্রভৃতিরও উপদেশ দিলেন। ঐ মন্ত্র বসিয়া দাঁড়াইয়া শয়ন করিয়া এবং যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া জপ করা যাইতে পারে। কৃতঘ্ন ব্রহ্মঘ্ন, এমন কি, মহাপাতকী পর্য্যন্ত ঐ মন্ত্র-জপের ফলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। উক্ত মন্ত্র জপ করিলে ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বদা প্রসন্ন হন। মুমুক্ষু ব্যক্তিদের উহাই একমাত্র জপ্য। এই মন্ত্রের বলে যোগীরা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। রামানুজ এতাদৃশ মহামাহাত্ম্য-যুক্ত মন্ত্রার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং গুরুকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঐ দিন গোষ্ঠীপুরে ভগবান্ নৃসিংহস্বামীর মন্দিরে উৎসব। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ ঐ উৎসব দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। রামানুজ তাঁহাদের প্রতি করুণা-প্রযুক্ত রাত্রিতে উঠিয়া মন্দিরের দ্বার দেশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঐ মন্ত্র বারংবার পাঠ করিলেন। চুয়াত্তর জন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ঐ মন্ত্র লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। গোষ্ঠীপূর্ণ আত্মীয়দের মুখে ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং পরদিন

শিষ্যগণের দ্বারা রামানুজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামানুজ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে যতিরাজ। আমি তোমাকে অতি গোপনীয় মন্ত্র প্রদান করিয়াছি। মন্ত্র প্রদানের পূর্ব্বে তোমাকে বারংবার শপথ করাইয়া লইয়া ছিলাম যে 'তুমি এই মন্ত্র অন্য কাহাকেও বলিবেনা'। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় একদিন অতীত না হইতেই তুমি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া এই সাহসের কার্য্য করিলে? বল দেখি, গুরুদ্রোহ করিলে তাহার ফল কি হয়?" রামানুজ বলিলেন—"প্রভো! গুরুদ্রোহ করিলে নরকে গমন করিতে হয়।" গোষ্ঠীপূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে জানিয়া শুনিয়া এমন পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেন?" রামানুজ উত্তর করিলেন "গুরো! আমি একাকীই নরকে পতিত হইব কিন্তু আপনার কৃপায় আর সকলে ত পরমপদ লাভ করিবে।" গোষ্ঠীপূর্ণ তখন মনে মনে ভাবিলেন 'ইনি ত যে সে ব্যক্তি নহেন, যিনি নিজে নরকবাস অঙ্গীকার করিয়াও জগদ্বাসীদের উদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ নারায়ণের অংশসম্ভূত মহাপুরুষ।' তাহার পর, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে রামানুজের আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনরায় নির্জ্জনে ডাকিয়া "মমাপি ইত্যাদি" মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, এ মন্ত্র তুমি কাহাকেও প্রদান করিও না। রামানুজ, গুরুর আজ্ঞা পালনে সম্মত হইলে গোষ্ঠীপূর্ণ তত্রত্য বৈষ্ণবগণকে ডাকিয়া বলিলেন "শুন বৈষ্ণবগণ! তোমরা অদ্য হইতে সমুদয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে 'রামানুজসিদ্ধান্ত' এই নূতন নামে অভিহিত করিবে, এখন হইতে বৈষ্ণবদর্শনের নাম হইল "রামানুজদর্শন।" বৈষ্ণবেরা ঐ প্রস্তাবে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। তাহার পর, তিনি স্বীয় পুত্র সৌম্যনারায়ণকে

আনিয়া রামানুজের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "বৎস রামানুজ! গুরুদেব যামুনাচার্য্য কতিপয় 'চরমার্থ' তদীয় পুত্র বররঙ্গকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি গিয়া ঐ সকল মন্ত্রার্থ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ কর।" রামানুজ "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় হইলেন। মন্ত্রদ্বয় লাভ করিয়া তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইল। তিনি সৌম্যনারায়ণ ও অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত গোষ্ঠীপুর হইতে শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যতিরাজ শ্রীরঙ্গনগরে আসিয়া শিষ্যদের সহিত সুখে বাস করিতেছেন, এমন সময় একদিন কুরেশ আসিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রের চরমার্থ যাচ্ঞা করিলেন। রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের আদেশের কথা তুলিয়া বলিলেন "বৎস কুরেশ! তোমাকে এক বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে"। কিন্তু তিনি তত দিন প্রতীক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সুতরাং একমাস উপবাসী থাকিয়া তাঁহাকে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিতে বলা হইল। কুরেশ, উক্ত নিয়ম পালন করিয়া মন্ত্রার্থ প্রাপ্ত হইলেন। উহার পর, দাশরথি উপস্থিত। রামানুজ তখন তাঁহার নিকট মন্ত্রার্থ প্রকাশ করিলেন না, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাশরথি গোষ্ঠীপুরে উপনীত হইলেন বটে—কিন্তু অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা দেখিলেন না। গোষ্ঠীপূর্ণ সম্পূর্ণ বিমুখ তথাপি ফিরিয়া আসিতে তাঁহার মন সরিল না, অযাচিতভাবে গোষ্ঠীপূর্ণের সেবায় প্রবৃত্ত রহিলেন। ছয়মাস পরে গোষ্ঠীপূর্ণ প্রসন্ন হইয়া একদিন দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে আগন্তুক তোমার নাম কি? তোমার সেবাগুণে আমি পরমপরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, যতিরাজ রামানুজের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক আছে"। তাহার পর,

দাশরথি স্বীয় বৃত্তান্ত জানাইলে তিনি বলিলেন "বৎস। এই সংসারে যাহার জ্ঞানের গর্ব্ব, ধনের গর্ব্ব এবং আভিজাত্যের গর্ব্ব নাই, তাদৃশ ব্যক্তির নিকট যাও, তাহা হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে"। দাশরথি বুঝিতে পারিলেন—গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে উদ্দেশ্য করিয়াই ঐ সকল কথা বলিলেন। অগত্যা তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনগরে ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের সংবাদ রামানুজকে জানাইয়া যখন কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় পূর্ণাচার্য্যের কন্যা অতুলায়ী অশ্রুপূর্ণনয়নে সেখানে উপস্থিত হইলেন। অতুলায়ী কিশোরী বিবাহের পর প্রথম শ্বশুর গৃহে গিয়াছিলেন। কিন্তু শাশুড়ীর যন্ত্রণায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি অগ্রে পিতার নিকট স্বীয় দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিলেন কিন্তু পিতা পরমভাগবত, তিনি সংসারের কথায় বড় কাণ দেন না, সুতরাং বলিলেন "অতুলায়ি! তোমার দাদার নিকটে যাও, তিনি তোমার শোক দূর করিবেন"। তজ্জন্য এই সন্তপ্ত-হৃদয়া বালিকা রামানুজের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামানুজ অতুলায়ীকে দেখিয়া প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! বল, কি হইয়াছে"? তখন অতুলায়ী নয়নের অশ্রু মুছিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি শ্বশুর-বাড়ী গেলে, আমার শাশুড়ী একদিন বলিলেন,—"হৃদ হইতে জল লইয়া আইস," আমি নম্রভাবে তাঁহাকে বলিলাম, "এখন বালিকা, হ্রদও নিকটে নহে, একাকিনী কেমন করিয়া যাইব? আপনি আসুন আমার সঙ্গে যাইবেন"। উহা শুনিয়া আমার শাশুড়ী ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন;—"কি এত বড় কথা! আমি কি তোর চাকরাণী যে তোর সঙ্গে যাইব, তোর বাপকে গিয়া বল, একটা

দাসী পাঠাইয়া দিউক্।” রামানুজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “অতুলায়ি! তোমার শাশুড়ী দাসী চাহিয়াছেন, আমরা যদি একজন দাস পাঠাইয়া দেই, তাহা হইলে কি চলিবে না?” এই কথা বলিতে বলিতে সেই বৈষ্ণব-সভার মধ্যেই তিনি দাশরথিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—“বৎস দাশরথি! তুমি এই বালিকার সহিত ইহার শ্বশুর-বাড়ী যাও, সেখানে গিয়া জলবহন রন্ধন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য কর।” দাশরথি দ্বিরুক্তি করিলেন না, নত-মস্তকে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া অতুলায়ীর শ্বশুর-বাড়ীতে পরিচারকের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

একদিন একটি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ কোন একটি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় দাশরথি সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্যাখ্যা দাশরথির মনঃপূত হইল না, তিনি বলিলেন “মহাশয়! ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা ওরূপ হইবে না।” ব্রাহ্মণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “ওরে পাচক! তুই জল আনিতে যাইতেছিস, যা, তোর শাস্ত্রের কথায় প্রয়োজন কি? কোথায় শৃগালসদৃশ দেবল! আর কোথায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত!” ঐরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্যে দাশরথি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি ধীরভাবে উক্ত ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি দেখাইয়া দিয়া প্রকৃত ব্যাখ্যা করিলেন। তখন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। দাশরথি বলিলেন “আমি যতিরাজের শিষ্য, তাঁহারই অনুমতিক্রমে এখানে পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত আছি।” উহা শুনিয়া অতুলায়ীর শ্বশুরকুলের লোকেরা নববস্ত্র পুষ্পমালা ও চন্দনপ্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তাঁহার স্বগৃহ গমনের জন্য

অনুরোধ করিল। দাশরথি বলিলেন "আমি আপনাদের কথায় কি প্রকারে যাইব? আপনারা ত আমাকে পরিচারক নিযুক্ত করেন নাই, যাঁহার আদেশে এখানে সেবকের কার্য্য করিতেছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি যাইতে সমর্থ নহি?" তখন তাঁহারা সত্বর গিয়া যতিরাজকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তিনি দাশরথিকে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। দাশরথি অবিলম্বে আসিয়া গুরুর চরণে প্রণিপাত করিলেন। দাশরথির অসাধারণ ধৈর্য্য দেখিয়া যতিরাজের মনে করুণার উদয় হইল, তিনি অবিলম্বে দাশরথিকে মন্ত্রের চরমার্থ প্রদান করিলেন। তাহার পর, গোষ্ঠীপূর্ণের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, যতিরাজ স্বয়ং বর রঙ্গের ভবনে উপনীত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্রাবিড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের রহস্য সকল অবগত হইলেন।

কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে আগমন করিয়া বলিলেন "যতিরাজ! এই ভগবাননামা মালাধরের নিকট হইতে সহস্রগীতির ব্যাখ্যা গ্রহণ কর। কারণ, যামুনাচার্য্যের কৃত সহস্রগীতির ব্যাখ্যা কেবল মালাধরেরই জানা আছে, ঐ ব্যাখ্যা অন্য কেহ অবগত নহে। রামানুজ ঐ কথা শুনিয়া মালাধরের নিকট ঐ ব্যাখ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন যতিরাজ মালাধরকে বলিলেন "মহাশয়! "এই গাথাটির অপর একটি অর্থ আছে"। মালাধর বলিলেন "স্বয়ং যামুনাচার্য্য আমাকে যেরূপ ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহাই তোমাকে বলিয়াছি, উহাতে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, আমায় বিদায় দাও আমি চলিলাম"! এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় গৃহে চলিয়া গেলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ ঐ ঘটনা জানিতে পারিয়া সত্বর শ্রীরঙ্গে আগমন করিলেন এবং

মালাধরকে বলিলেন "প্রিয় মালাধর! তুমি এখন যতীন্দ্রকে শঠারিসূক্তের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতেছ না কেন?" উত্তরে মালাধর তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। উহা শুনিয়া গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন—"ইহাতে তোমার ক্রোধ করিবার কোনই কারণ নাই। যেহেতু, যামুনাচার্য্য তোমার নিকট যে অর্থ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই তুমি শিখিয়াছিলে, তাঁহার হৃদিস্থ গূঢ় অর্থ ত তুমি জানিতে পার নাই। এখন যামুনাচার্য্যের সেই হৃদ্গত অর্থ যতিরাজের হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছে, তাহাই তিনি প্রকাশ করিতেছেন। তুমি জানিও, গুরুদেব যামুনাচার্য্যের হৃদয় ও যতিরাজের হৃদয় এক, এ উভয়ের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। অতএব তুমি পুনরায় রামানুজকে শঠারিসূক্তের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হও"। এই কথা বলিয়া গোষ্ঠীপূর্ণ মালাধরকে লইয়া 'সতীশ্বরমঠে' ( ১ ) গমন করিলেন। রামানুজ ঐ উভয় গুরুকে দেখিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন—"যতিরাজ! তুমি সহস্রগীতির অবশিষ্ট ব্যাখ্যা মালাধরের নিকট পুনরায় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হও"। রামানুজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া গুরুর আদেশ অনুসারে পুনরায় মালাধরের নিকট ঐ ব্যাখ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন মালাধর একটি সূক্তের ব্যাখ্যা করিলে রামানুজ বলিলেন "গুরুদেব যামুনাচার্য্য এ সূক্তটির এরূপ ব্যাখ্যা করিতেন না"। উহা শুনিয়া মালাধর রামানুজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যতিরাজ! তুমি কখনও যামুনাচার্য্যকে দেখ নাই, বা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন কর নাই, তবে এরূপ বলিবার হেতু কি"? উত্তরে রামানুজ বলিলেন "একলব্য

(১) সতীশ্বরমঠ—সতী রক্ষাম্বা, তাঁহার ঈশ্বর স্বামী রামানুজ, তাঁহার মঠ।

যেমন দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, আমি ও সেইরূপ যামুনাচার্য্যের মূর্ত্তি সম্মুখস্থ করিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমি তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে সমর্থ হইয়াছি”। মালাধর উহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণের কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন স্বয়ং ভগবানই অংশতঃ রামানুজ রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এতদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। মালাধর প্রকাশ্যভাবে বলিলেন “যতিরাজ! যামুনাচার্য্যের যে সকল ব্যাখ্যা আমার অশ্রুত ছিল, আপনার কৃপায় তাহাও অদ্য শ্রুত হইলাম”। এই কথা বলিয়া রামানুজের প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিলেন। রামানুজও “গুরুদেব! আপনার কৃপায় অদ্য আমার সহস্রগীতির ব্যাখ্যা শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইল।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। পরস্পর পরস্পরের জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য করিয়া পরমহর্ষী হইলেন। উভয়েরই হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। তাহার পর, মালাধর স্বীয় পুত্র সুন্দরবাহুকে ডাকিয়া শিষ্য করিবার জন্য রামানুজের করে অর্পণ করিলেন। রামানুজ সুন্দরবাহুকে তৎক্ষণাৎ দীক্ষা দান করিয়া স্বীয় শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। গমন কালে মালাধর বলিলেন—“যতিরাজ! যদিও আপনি সর্ব্বাগ্রের নিকট হইতে যামুনাচার্য্য কর্ত্তৃক ন্যস্ত মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ প্রদান করেন নাই, আরও অনেক অর্থ তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে। অতএব বিশেষভাবে সেবা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া সেই সকল নিগূঢ়ার্থ গ্রহণ করুন”। রামানুজ ‘উহা করিবেন’ অঙ্গীকার করিয়া কিছুদিন পরে

বররঙ্গের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। বররঙ্গ যখন ভগবান্ রঙ্গেশ্বরের নিকট সঙ্গীত ও নৃত্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন রামানুজ স্বয়ং গিয়া তাঁহার শরীরে হরিদ্রাচূর্ণ লেপন করিয়া বিমল জল দ্বারা স্নান করাইয়া দিতেন। অপরাহ্ণে তাহার নিকট বসিয়া মৃদু মৃদু গাত্র সংবাহন করিতেন। তিনি আর একটি বড় প্রিয়কার্য্য করিতেন, প্রত্যহ রাত্রিতে সদ্যঃ-প্রস্তুত উত্তম ক্ষীর লইয়া গিয়া বর-রঙ্গকে ভোজন করাইয়া আসিতেন। ঐ রূপ ছয়মাসব্যাপি মিষ্ট ক্ষীর ভোজনে বররঙ্গের করুণার উদ্রেক হইল। তিনি একদিন স্মিতমুখে রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যতিরাজ! আমি তোমার শুশ্রূষায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণের নিমিত্তই তুমি ঈদৃশ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাকে আর অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না, এস, এখনই তোমাকে চরমার্থ প্রদান করিতেছি। দেখ যতিরাজ! এই কথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে—গুরুই পরমব্রহ্ম, গুরুই পরম ধন, গুরুই পরম অভিলষিত, গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই পরাবিদ্যা গুরুই পরাগতি। যেহেতু গুরু উপদেষ্টা, অতএব তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। গুরু নারায়ণের সাক্ষাৎ চরস্বরূপ বিদ্যমান, সুতরাং কোন অবস্থায়ই তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিবে না'। এই কথা বলিয়া বররঙ্গ যতিরাজকে সমস্ত চরমার্থ অর্পণ করিলেন। বররঙ্গের সন্তানাদি ছিলনা, সুতরাং তিনি তাঁহার শোদনামক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনিয়া রামানুজের শিষ্য করিয়া দিলেন। রাজা যেমন পুত্রের জন্য নিধিসকল অমাত্যগণের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া দেহ-ত্যাগ করেন, সেইরূপ যামুনাচার্য্যও দেহ ত্যাগ কালে রামা-নুজের জন্য মন্ত্রার্থ সকল শিষ্যগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

রামানুজ, পূর্ণাচার্য্য গোষ্ঠীপূর্ণ মালাধর এবং বররঙ্গের নিকট হইতে তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। হার-স্থিত মধ্যমণি যে প্রকার সমস্ত মৌক্তিকগণের মধ্যে উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পায়, সেই রূপ যতিরাজ রামানুজও জ্ঞান বিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া নিখিল বৈষ্ণব সমাজে শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি 'গদ্যত্রয়' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই রূপে যতিরাজ শাস্ত্র-চর্চা ও শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করিয়া শ্রীরঙ্গমে অতিসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। যাহাতে অর্চ্চনা ভোগ অতিথি-সেবা-প্রভৃতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। ইহাতে দেব সেবা অতিসুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কিন্তু পূজক পাচক-প্রভৃতি মন্দিরের সেবক-গণের অসন্তোষের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে মন্দিরে দেব পূজা ও অতিথিসৎকারের নিমিত্ত যে রাশি রাশি দ্রব্য আসিত, দেবল ও পাচকেরা উহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিত। এখন যতিরাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, প্রায়ই সেবকেরা দেব সেবার দ্রব্য অপহরণ করিয়া দণ্ডন-দশা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ শাস্তি ভোগ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিসে যতিরাজের প্রাণনাশ করা যায়, ইহাই তাহাদের একমাত্র সঙ্কল্প হইল। এক জন দেবল ঐ নগরবাসী কোন লোভী ব্রাহ্মণকে ধনের দ্বারা বশীভূত করিয়া যতিরাজকে বিষান্ন প্রদান করিতে অনুরোধ করিল। ঐ ব্রাহ্মণ একদিন তাহার পত্নীকে যতিরাজের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বিষ

রামানুজকে বিষান্ন প্রদান।

মিশ্রিত করিতে বলিল কিন্তু সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা ব্রাহ্মণী ঐ রূপ নৃশংস কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। উহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীর তিরস্কার ও উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ ব্রাহ্মণ-পত্নীকে বিষান্ন প্রস্তুত করিতে হইল। যতিরাজ রঙ্গেশ্বরের মন্দিরের অধ্যক্ষ, তিনি প্রত্যহ সহস্র সহস্র অতিথিকে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন কিন্তু স্বয়ং দেব-দ্রব্য হইতে একটি তণ্ডুলকণাও গ্রহণ করেন না। তিনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে যথাসময়ে মাধুকরী করিতে বহির্গত হন, কোন শ্রদ্ধাশীল ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেই দেবদাসগণের বশীভূত পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ করাইতে গৃহে লইয়া গেল এবং তাহার ভার্য্যাকে বলিল "ব্রাহ্মণি! যতিরাজকে অনতিবিলম্বে ভিক্ষা প্রদান কর।" ব্রাহ্মণবালা বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। পতি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, সুতরাং বিষান্ন প্রদান না করিলে পরিত্রাণ নাই। এ দিকে ক্ষুধার্ত্ত এবং বিশ্বাসবশতঃ গৃহাগত অতিথিকেই বা কেমন করিয়া জানিয়া শুনিয়া প্রাণনাশক বিষ প্রদান করিবেন? তিনি বড়ই শোকার্ত্ত হইলেন, দুই নয়ন হইতে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা প্রতিভাশালিনী, সুতরাং ঐ ব্রাহ্মণ-জায়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-প্রযুক্ত সহসা একটী উপায় স্থির করিলেন। তিনি যতিরাজকে অগ্রে বন্দনা করিতে গিয়া নখ দ্বারা তাঁহার চরণে "বিষান্ন" এই কথাটি লিখিলেন। তাহার পর, অশ্রু-পূর্ণনয়নে অন্নপাত্র আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ-জায়ার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া অন্নগুলি একটি

কুকুরকে প্রদান করিলেন। কুকুর ঐ অন্ন ভোজন মাত্র প্রাণ ত্যাগ করিল। যতিরাজ তিন অঞ্জলি জল পান করিয়া ঐ দিবস অতিবাহিত করিলেন। এই সমাচার অবিলম্বে চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এক দিনের মধ্যে গোষ্ঠীপুরেও এই সংবাদ গিয়া পৌঁছিল। গোষ্ঠীপূর্ণ স্থির হইতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর দিন মধ্যাহ্নকালে যতিরাজ শুনিলেন "গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে আসিতেছেন"। তিনি বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সহ তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। শ্রীরঙ্গমের দক্ষিণদিকে কাবেরীসৈকতে গিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড তপন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। কাবেরীর বালুকারাশি তীব্র অনল-রাশির ন্যায় প্রতপ্ত হইয়া আছে। ঐ সময় যতিরাজ সত্বর গিয়া গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের চরণতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইলেন। গুরু, যতিরাজের ভক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন না, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত রহিলেন। যতিরাজ, সেই অনলরাশির ন্যায় প্রতপ্ত বালুকা-মধ্যে পতিত রহিয়াছেন, অথচ গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহাকে উঠিতে বলিতেছেন না, উহা দেখিয়া রামানুজের একটি শিষ্যের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন "ওহে চোলীয় (১) বৈষ্ণব! আপনি কি আমাদের গুরুদেবকে বধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! যতিরাজ এতক্ষণ আপনার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া আছেন, আপনি তাঁহার দিকে একবার দৃক্‌পাত ও করিতেছেন না"। ঐ কথা বলিতে

---

(১) চোলীয়—চোল দেশীয়।

বলিতে সেই ভক্ত বৈষ্ণব, রামানুজকে প্রতপ্ত বালুকা হইতে উঠাইয়া স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ উহা দেখিয়া রামানুজকে বলিলেন "যতিরাজ! এই ব্যক্তি তোমার যথার্থ বিশ্বস্ত ভক্ত, অতএব ইহা দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া তুমি প্রত্যহ ভোজন করিবে, তাহাতে তোমার যতিধর্ম্মের হানি হইবে না"। যতিরাজ গুরুর আদেশে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি একাকী পূজোপকরণ লইয়া রঙ্গনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ফিরিবার কালে দেবলেরা সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে প্রসাদ প্রদান করিল। ঐ প্রসাদে বিষ ছিল। যতিরাজ উহা জানিতে পারিয়াও রঙ্গনাথের প্রসাদ উপেক্ষা করিলেন না। কারণ, প্রসাদ উপেক্ষা করা পাপজনক। তিনি প্রথমে রঙ্গনাথের চরণামৃত পান করিয়া ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং ভগবৎ-কৃপায় স্বীয় তেজে হলাহল জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পূজকেরা ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহার শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় স্থাপন করিলেন। এই রূপে যতিরাজ শ্রীরঙ্গমূবাসী শত্রু মিত্র উদাসীন-প্রভৃতি সকলকে সমস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দিন দিন দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামানুজকর্ত্তৃক যজ্ঞমূর্ত্তিনামা পণ্ডিতের পরাজয়।

কিছুদিন পরে যজ্ঞমূর্ত্তিনামা এক বিদ্বান্ ব্যক্তি ভাগীরথীর তীরস্থ প্রদেশসমূহে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সমস্ত পণ্ডিতকে শাস্ত্রীয় বাদে পরাজিত করেন এবং সেখানেই সংন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ প্রচারে রত হন। তাঁহার বিদ্যার গর্ব্ব যথেষ্ট ছিল; সুতরাং স্বীয় সিদ্ধান্তের পরিপোষক সহস্র সহস্র গ্রন্থদ্বারা শকট পূর্ণ করিয়া বহু শিষ্য সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি লোকমুখে শুনেন, 'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতা যতিবর রামানুজাচার্য্যের খ্যাতি দিগন্ত-বিস্তৃত এবং তাঁহার বিভবের অন্ত নাই, অধিকন্তু তিনি অদ্বৈতমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ঐ সংবাদে যজ্ঞমূর্ত্তির জিগীষা-বৃদ্ধি হইল, তিনি অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া যতিরাজকে শাস্ত্রীয় বাদে আহ্বান করিলেন। যতিরাজ উহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না, তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন;——"ওহে মায়াবাদী! যদি তুমি শাস্ত্রীয় বাদে আমার নিকট পরাজিত হও, তাহা হইলে তোমার কি শিক্ষা হইবে বল"? যজ্ঞমূর্ত্তি উত্তর করিলেন;—"যদি আমি বাদে পরাজিত হই, তাহা হইলে আপনার মতে দীক্ষিত হইয়া মস্তকে করিয়া আপনার পাদুকা বহন করিব, কিন্তু আপনি যদি পরাজিত হন, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন বলুন"? রামানুজ বলিলেন—"যদি আমি বাদে পরাজিত হই, তাহা হইলে গ্রন্থত্যাগ করিব। আর কখনও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ স্পর্শ করিব না"।

এইরূপ উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অষ্টাদশ দিন বাদের সময় নির্দ্ধারিত হইল। এই শাস্ত্রীয় বাদ সন্দর্শনের নিমিত্ত বহুদূর হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া শ্রীরঙ্গমে সমবেত হইলেন। উভয়েই মহাপণ্ডিত, সুতরাং বলবান্ সিংহদ্বয়ের ন্যায় উভয়েই উভয়কে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি অদ্বৈতবাদের পক্ষ, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক, উভয়েই তর্কের সাহায্যে পরস্পরের মত খণ্ডনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর। ষোড়শ দিন সমানে বিবাদ চলিল, সপ্তদশ দিবসে অপরাহ্নে যজ্ঞমূর্ত্তির কুযুক্তিদ্বারা যতিরাজের সুন্দর উক্তিসকলও যেন বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যজ্ঞমূর্ত্তি অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন, যতিরাজ অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আপরাহ্নিক স্নান শেষ করিয়া ভগবান্ রঙ্গনাথের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিলেন। বাদের আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট, পরাজিত হইলে প্রতিজ্ঞানুসারে গ্রন্থ ত্যাগ করিতে হইবে এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-মত মায়াবাদের গভীর খাতে চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইবে। এখন উপায় কি? যতিরাজ পরম ভক্ত, ভগবৎ-কৃপায় তাহার অটল বিশ্বাস, তিনি ভগবান্ রঙ্গনাথের শরণাগত হইলেন। ভগবানের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনেত্রে বলিতে লাগিলেন ;—"দেব! আজ আমি বড়ই বিপন্ন, আমার নিবেদন শুনুন, অতিপুরাকালে বৈষ্ণবদর্শন লিখিত হইয়াছে, শ্রীপরাঙ্কুশনাথ-প্রভৃতি মহাত্মাদের সময় হইতে গুরুদেব যামুনাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত উহা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। হায় আমি কি অব্রতী! আমার সময়েই উহা ব্যাহত হইতে চলিল। হে বিশ্বরূপ! হে করুণাময়! এত কাল তুমি স্বয়ংই তোমার রূপ গুণের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ, এখন এক-

জন মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সকল নিরস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে? প্রভো! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর”। এই কথা বলিয়া তিনি [illegible] মন্দিরেই শয়ন করিয়া রহিলেন। কথিত আছে ;—তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া রাত্রিশেষে স্বপ্নে যতিরাজকে বলিলেন ;—“বৎস! বিষণ্ণ হইও না, অদ্য আমি তোমাকে একটী বিখ্যাত জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিব। আর তুমি আমার সগুণত্ব (১) প্রমাণের জন্য ভাবনা করিতেছ কেন? ঐ বিষয়ে যামুনাচার্য্য রচিত “মায়াবাদ-খণ্ডন” নামক গ্রন্থই প্রশস্ত, তুমি ঐ গ্রন্থের মত অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞমূর্ত্তিকে পরাজিত কর”। রামানুজ ঐ প্রকার স্বপ্নাদেশে আনন্দিত হইয়া শ্রীহরির স্মরণ করিতে করিতে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। তাহার পর, প্রাতঃকৃত্য স্নান সন্ধ্যা এবং ভগবানের আরাধনা শেষ করিয়া শিষ্যগণের সহিত প্রসন্নগম্ভীর-মনে বাদগোষ্ঠীতে (২) গমন করিলেন। দূর হইতে উদ্ধপুণ্ড্রধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর দেবপ্রতিম মহানুভব যতিরাজকে দেখিয়া যজ্ঞমূর্ত্তির মনে বিস্ময় উৎপন্ন হইল। তিনি ভক্তিতে গদগদ হইলেন। এদিকে যতিরাজ সভায় প্রবিষ্ট হইয়াই যজ্ঞমূর্ত্তিকে বাদে আহ্বান করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি কাতরভাবে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—“যতিরাজ! আপনি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অতএব আপনার সহিত বাদ করিতে পারে এমন শক্তি কাহার? বহুদিন হইতে আমার হৃদয় মায়াবাদদ্বারা গ্রস্ত হইয়া আছে, তজ্জন্যই আমি এ সকল যুক্তির অবতারণ করিয়াছিলাম। অতএব আমায় ক্ষমা করুন।”

(১) যাঁহার আকৃতি ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ আছে, তাঁহার নাম সগুণ।

(২) বাদগোষ্ঠী—বিচারের সভা।

যতিরাজ উহা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি বলিতেছেন—"বেদে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব (১) ও সগুণত্ব উভয় বিষয়েই প্রমাণ আছে। যখন ব্রহ্ম অবিদ্যা (মায়া) দ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন, তখন তিনি সগুণ, আর যখন অবিদ্যা-মুক্ত তখন নির্গুণ। অতএব যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের (নির্গুণবাদীদের) কোনই বিরোধ নাই"। কিন্তু আমি একথা যুক্তিসহ মনে করি না। কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানময়, মিথ্যা অজ্ঞান (অবিদ্যা) যদি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কে সেই অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ? আর আপনারা বলেন—অবিদ্যার নাশ নাই, সুতরাং উহা নিত্য। ব্রহ্মও নিত্য, অবিদ্যাও নিত্য, অতএব উভয়েই যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কি প্রকারে রক্ষিত হইবে? সুতরাং দেখা গেল, আপনাদের অদ্বৈতবাদরূপ অন্ধ মহাগজ, আজ দ্বৈতবাদরূপ গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইল" (২)।

এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া যতিরাজ পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

---

(১) নির্গুণ—যাঁহার আকার এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি কিছুই নাই।

(২) "ত্বন্মায়াবাদি-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতং। নির্গুণত্বং প্রমাণানি তদ্বশানি ভবন্তি হি॥ সন্ত্যেবং গুণযুক্তানি বেদবাক্যানি সর্ব্বশঃ। অবিদ্যাভিভূতস্য ব্রহ্মণঃ সগুণত্বতঃ॥ অতো নির্গুণবাক্যানাং ন বিরোধো গুণশ্রুতেঃ। ইতি যৎ ত্বন্মতং বিদ্বন্ তন্ন যুক্তিসহং ভবেৎ॥ জ্ঞানরূপং পরব্রহ্ম, তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্। অজ্ঞানং চেৎ তিরস্কুর্য্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্ত্তনে নাশাভাবাদবিদ্যায়াঃ সা নিত্যা স্যাম্মহামতে। অবিদ্যা-ব্রহ্মণোঃ সত্ত্বে ব্রহ্মাদ্বৈতং কথং ভবেৎ। অতো দ্বৈতগজোঽহ্যন্ধো দ্বৈতপঙ্কে নিমজ্জতি"॥

এদিকে যজ্ঞমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহার একদণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভক্তি-ভরে যতিরাজের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে-লাগিলেন,—"যতিরাজ! আমি আপনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হই-য়াছি, এখন আপনার শরণাগত, আমায় রক্ষা করুন, উপবীত ত্রিদণ্ড প্রভৃতি প্রদান করিয়া আপনার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করুন"। যজ্ঞমূর্ত্তির ঐ রূপ প্রার্থনা বাক্যে যতিরাজের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন;—"ওহে দ্বিজবর! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উপবীত এবং ত্রিদণ্ড প্রদান করিব কিন্তু তুমি ইতঃ পূর্ব্বে যে উপবীত ও শিখা ত্যাগ করিয়াছিলে তজ্জন্য তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যিনি যজ্ঞোপবীত-বিহীন হইয়া জ্ঞান ভিক্ষা করেন, তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া বিফল হয়। অতএব তুমি গায়ত্রী জপ এবং ছয়টি প্রাজাপত্যের (১) অনুষ্ঠান কর, (২) তাহার পর পুনরায় সংস্কৃত হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে"। যজ্ঞমূর্ত্তি তাহাই করিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিলে রামানুজ তাঁহাকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বলিলেন "ওহে দ্বিজবর! আমার একটি অনুরোধ, যতদিন দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন তুমি কৌপীন এবং কটিসূত্র ত্যাগ করিও না। যজ্ঞমূর্ত্তি নতমস্তকে উহা অঙ্গীকার করিলেন।" বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করায় তাঁহার নূতন নামকরণ হইল। যতিরাজ তাঁহার 'মন্নাথ ও দেবরাজ' এই দুইটী নাম

(১) প্রাজাপত্য—দ্বাদশদিন ব্যাপী ব্রতবিশেষ।

(২) "হীনো যজ্ঞোপবীতেন যদি স্যাৎ জ্ঞানভিক্ষুকঃ।
তস্য ক্রিয়া নিষ্ফলাঃ স্যুঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥
গায়ত্রীসহিতানেব প্রাজাপত্যান্ ষড়াচরেৎ।
পুনঃ সংস্কারমাহৃত্য ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্॥"

রাখিলেন। পরে তিনি 'দেবরাজমুনি' নামে ও খ্যাত হইয়াছিলেন। যতিরাজ কৃপাপূর্ব্বক ঐ যতিবরকে চরণোদক এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-প্রসাদ অর্পণ করিলেন। দেবরাজমুনিও ভক্তি সহকারে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং ঐ দিন হইতে যতিরাজের নিকট ভট্টনাথের প্রবন্ধ-সমূহ ও সমস্ত দ্রাবিড়সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে যতিরাজ প্রিয় শিষ্য কুরেশ দাশরথি ও বিখ্যাত দেবরাজমুনির সহিত পরম আনন্দে শ্রীরঙ্গনগরে বাস করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানসার ও প্রমেয়সার গ্রন্থ প্রণয়ন।

কিছু দিন পরে রামানুজের মনে চিন্তা হইল, 'যজ্ঞমূর্ত্তি, প্রতিভা বিদ্যা তেজ ও শোভায় আমা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবে যে এই মহাত্মা আমার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ভগবানের কৃপাকটাক্ষই তাহার একমাত্র কারণ। নতুবা বাদে ইঁহাকে কে পরাস্ত করিতে পারে? পূর্ণিমার দিন সমুদ্রের ঊর্ম্মি-সকল যেমন স্তরে স্তরে অবিরাম-গতিতে আসিতে থাকে, বিচার-কালে এই মহাপুরুষের রসনায় যুক্তি সকলও তদ্রূপ অবিশ্রান্ত আবির্ভূত হয়। অতএব এতাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকে নিজ-সন্নিধানে সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় না রাখিয়া ইঁহার জন্য একটী পৃথক্ স্থান কল্পনা করা আবশ্যক'। তাহার পর, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই যজ্ঞমূর্ত্তির জন্য বহুকক্ষবিশিষ্ট একটী পৃথক্ মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। উহা সৌন্দর্য্যে ও বিভবে অবিকল যতিরাজের মঠের তুল্য শোভা পাইতে লাগিল। দেবরাজমুনি সেই মঠে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভক্তগ্রামপূর্ণ মরুথুগ্রামপূর্ণ অনন্তার্য্য ও যজ্ঞেশনামা চারিজন পরমভাগবত আসিয়া যতিরাজ রামানুজের

আশয় গ্রহণ করিলেন। রামানুজ দেবরাজমুনির দ্বারা ঐ চারিটী ভক্তের পঞ্চসংস্কার সম্পন্ন করাইলেন। উক্ত সংস্কার সম্পন্ন করিয়া দেবরাজমুনি অতিশঙ্কিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন;—"আমি যতিরাজের অনুরোধে এই কার্য্য করিলাম কিন্তু গোনটিগিত্বের (১) গলদেশে তালফল বিদ্ধ হইলে যেরূপ হয়, আমারও এই কার্য্য তদ্রূপ সঙ্কটপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। হে বৈষ্ণবগণ! আপনারা জানেন 'যতিরাজের চরণপঙ্কজই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি উহা ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না"। দেবরাজ-মুনির ঐরূপ বিনয়পূর্ণ বাক্যে সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে কয়েকটী বৈষ্ণব পূর্ব্বদেশ হইতে শ্রীরঙ্গনগরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে নগরবাসিগণ! মন্নাথের মঠে কোন্ পথে যাইব"? তত্রত্য লোকেরা বলিল;—"কোন্ মন্নাথের মঠের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ"? প্রত্যুত্তরে বৈষ্ণবগণ বলিল—"মন্নাথ আবার কজন আছেন"? নগরবাসীরা বলিল—"আর একজন মন্নাথ সংপ্রতি সমাগত হইয়াছেন, তিনিও এই নগরে অবস্থান করেন।" সমাগত বৈষ্ণবেরা বলিলেন—"যিনি প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাঁহাকে লোকে বৈষ্ণবজগতের গুরু বলে, এবং যাঁহার করুণার অন্ত নাই, আমরা সেই মন্নাথ রামানুজ-যতির মঠের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি"। তখন নগরবাসীরা রামানুজের অধিষ্ঠিত সতীশনমঠ দেখাইয়া দিল। এদিকে সহসা

---

(১) গ্রামটিট্টিভ—ক্ষুদ্র তিত্তিরিপাখী।

ঐ সংবাদ দেবরাজমুনির কর্ণগোচর হইল। উহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং মঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে যতিরাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণগ্রহণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,— "যতিরাজ! এই আত্মা একেই মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন, আবার তাহাকে বিষয়ের মধ্যে বাঁধিয়া অধিকতর আচ্ছন্ন করিতেছেন কেন? ইহ সংসারে আমি কৃমি কীট প্রভৃতিরূপে চতুরশীতি যোনিতে লক্ষ লক্ষ বার পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কত বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি, কত প্রকার নরক-যন্ত্রণা অনুভব করিয়া ঘুণাক্ষর-লিপির ন্যায় (১) যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যপ্রভাবে মানব-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। দীর্ঘকাল শাস্ত্র আলোচনায় আমার এতদূর অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল যে, আমিই ব্রহ্ম (সোহহং ব্রহ্ম) একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। আপনি আমাকে অহঙ্কারে মত্ত এবং দুস্তর ভবসাগরে পতিত দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন। পুনরায় সংমোহনের নিমিত্ত আর কেন পৃথক্ অবস্থিতির বিধান? উহা অপেক্ষা আত্মনাশের কারণ আর অন্য কিছুই নাই। অতএব আমাকে আপনার পাদপদ্ম-সকাশে স্থান দান করুন। আপনার চরণ-পঙ্কজ ব্যতীত আমার অন্য কি আশ্রয় আছে? আপনার বিধান অনুসারে বিষ্ণুর কিঙ্করত্ব করিব এবং যত দিন দেহপাত না হয়, তত দিন এখানেই অবস্থিতি করিব।" যতিরাজ উহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহার নিজমঠে (সতীশ্বরমঠে) দেবরাজমুনিকে ভগবান্ বরদরাজের

---

(১) ঘুণ (এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট) যদৃচ্ছাক্রমে কাষ্ঠ কাটে, ঘটনাচক্রে কখন কখন কোন কোন ছিদ্র অক্ষরের আকার ধারণ করে। উহাকেই ঘুণাক্ষরলিপি বলে।

সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভগবানের কৃপায় কঠিন লৌহও আর্দ্র হইল, যে দেবরাজমুনি জগদ্বিজয়ী তার্কিক ছিলেন, তিনি আজ ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া নারায়ণের পরিচর্য্যায় দেহ মন অর্পণ করিলেন। কিছুদিন পরে, যতিরাজ রামানুজের অভিপ্রায় অনুসারে দ্রাবিড়ভাষায় "জ্ঞানসার" ও "প্রমেয়সার" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সবিশেষ উপকার সাধন করিলেন।

রামানুজের এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল। যতিরাজ তীর্থভ্রমণ। একদিন শিষ্যদের নিকটে সহস্রগীতির ব্যাখ্যা করিতে করিতে দেখিলেন একটি গাথায় উক্ত আছে, "যতদিন দেহে প্রাণ আছে, তত দিন ভগবান্ বেঙ্কটাচলের অধীশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা কর"। তিনি উহা পাঠ করিয়া উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ওহে বৈষ্ণবগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন? যিনি বেঙ্কটাচলে গমনপূর্ব্বক একটী নূতন বৃন্দাবন (তুলসীকানন) ও পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান্ বেঙ্কটেশকে প্রত্যহ তুলসী ও পুষ্পমালা অর্পণ করিতে পারেন।" ঐ কথা শুনিয়া, অনন্তার্য্য (১) কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"প্রভো! আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন, আমি আপনার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত বেঙ্কটাচলে গমন করিব।" যতিরাজ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অতীব আহ্লাদসহকারে অনন্তার্য্যকে বেঙ্কটাচলে গমনের আদেশ দিলেন। অনন্তার্য্য সেখানে গিয়া একটী নূতন বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি প্রত্যহ ঐ কানন হইতে পুষ্প এবং তুলসী সংগ্রহপূর্ব্বক

(১) অনন্তার্য্য—অনন্ত-আয়ার্।

মালা গাঁথিয়া ভগবান্ বেঙ্কটেশ্বরকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। লোকমুখে অনন্তার্য্যের ভক্তি ও তন্ময়তার সংবাদ অবগত হইয়া যতিরাজের হৃদয় পুলকিত হইল। তিনি বেঙ্কটেশ্বরের সন্দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। তাহার পর, একদিন যতিরাজ ভগবান্ রঙ্গনাথের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণ সহ বেঙ্কটাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে কত পুণ্যদেশ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি ঐ সকল জনপদ উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যতিরাজ হরিনাম সংকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া যাইতে যাইতে দেহলীনগরে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক তত্রত্য দেবতা ত্রিবিক্রমকে বন্দনা করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন,—"এখন আমাদের চিত্রকূট যাইবার প্রকৃত অবসর নহে, কারণ সেখানে আজ কাল শৈবেরা বড়ই প্রবল, অতএব অন্যত্র গমন করা যাউক।"

তাহার পর, তিনি শিষ্যগণের সহিত বিদ্বজ্জন-পরিবৃত অষ্টসহস্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার দুইটী শিষ্য ছিল। একজনের নাম বরদার্য্য ও অপরের নাম যজ্ঞেশ। এই উভয়ের মধ্যে কার্পাসারামবরদার্য্য অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু যজ্ঞেশ যেমন বিদ্বান্ তেমনই ধনী। যতিরাজ ভাবিলেন, কয়েকটি শিষ্য সঙ্গে রহিয়াছে, অতএব ধনবানের গৃহে যাওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য দুইটি শিষ্যকে যজ্ঞেশের গৃহে প্রেরণ করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। শিষ্যেরা যজ্ঞেশের গৃহে উপস্থিত হইয়া যতিরাজের আগমন সংবাদ জানাইলে তিনি গুরুর খাদ্যবস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্তি এবং গুরুর আগমন-সংবাদবাহী বৈষ্ণবদ্বয়ের

আসন পাদ্য আহার্য্য কিংবা তাম্বূলাদি দ্বারা কোন রূপ অভ্যর্থনা করিলেন না। তাঁহারা নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেবকে ঐ বৃত্তান্ত জানাইলেন। যতিরাজ উহা শুনিয়া যজ্ঞেশের গৃহগমনে বিরত হইলেন। তিনি সকলের সহ কার্পাসারামবরদাচার্য্যের গৃহ অভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বরদার্য্য নিতান্ত দরিদ্র, উঞ্ছবৃত্তি (১) তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা, সুতরাং তিনি উক্ত বৃত্তি দ্বারা শস্যসংগ্রহের অভিলাষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম কার্পাসারামলক্ষ্মী। তিনি পরম রূপবতী এবং অল্পদিন মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। পতির অনন্ত দারিদ্র্যসত্ত্বেও সেই সাধ্বী রমণী কিছুমাত্র অসন্তুষ্টা নহেন। তিনি কায়মনোবাক্যে পতি সেবা করিয়া সুখে সময় অতিবাহিত করেন। লক্ষ্মীর পরিধেয় একখানি মাত্র জীর্ণবস্ত্র। তিনি স্নানের পর উহা অঙ্গনে শুকাইতে দিয়া সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা অবস্থায় গৃহমধ্যে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, এমন সময় শিষ্যগণ সহ যতিরাজ বরদার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। বরদার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া যতিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বরদার্য্য কোথায়?" তখন লক্ষ্মী মনে মনে চিন্তা করিলেন—শিষ্যবৎসল গুরুদেব নিতান্ত কৃপা করিয়া আমাদের মত দরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। সংপ্রতি আমি বস্ত্রহীনা, কেমন করিয়াই বা গুরুদেবকে সেবা করিতে যাই? আবার যদি নীরবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলেও গুরু নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবেন। অতএব এখন কি করি?" তাহার পর,

(১) ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য গৃহীত হইলে যে দুই চারিটি ক্ষেত্রে পতিত থাকে, তাহার সংগ্রহের নাম উঞ্ছবৃত্তি।

সেই ব্যাকুলহৃদয়া দিগম্বরী বরদার্য্য-পত্নী কাঁপিতে কাঁপিতে করতালী প্রদান করিলেন। ঐ রব শুনিয়া প্রতিভাশালী গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তিনি নিজ মস্তকের আবরণ বস্ত্রখানি তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মী সেই সুদীর্ঘ বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া বাহিরে আগমন করিলেন এবং অগ্রে গুরুদেবকে তাহার পর যথাক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণবকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে প্রণিপাত করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য এবং আসন প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন।

অনন্তর, তিনি মনে মনে ভাবিলেন—আমাদের কত পুণ্যে গুরুদেব গৃহে আগমন করিয়াছেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে ;—"গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, গুরুই শিষ্যগণের একমাত্র আশ্রয়। অতএব দেহ মন প্রাণ অর্থ, যাহা কিছু পার্থিব সম্পদ্ আছে, সমুদয় অর্পণ পূর্ব্বক গুরুপূজা করিবে। যে উহা না করে সে শিষ্য নামের যোগ্যই নহে। অদ্য এক প্রস্থ ধান্য কিম্বা একটি কপর্দকও গৃহে নাই, এখন আমি কি করি ? যতিরাজ পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন। অতএব যদি কোন অকার্য্য করিয়াও গুরুসেবা করিতে হয়, এখন আমার তাহাও অকর্ত্তব্য নহে। কারণ, বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায় পূর্ব্বকালে কলিয়ননামা কোন ব্যক্তি দুর্গম বনমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়াও শ্রীবৈষ্ণবদের সেবা করিয়াছিল। সুতরাং আমি গুরুসেবার অনুরোধে যদি কোন অপকর্ম্ম করি, তাহাতে আমার দোষ হইবে না, বরং উহা মুক্তির কারণ হইবে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে নিয়ত সংসার-চক্রে বিচরণ করে, একমাত্র গুরু তাহার জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মোক্ষ প্রদান করেন। অতএব যাবজ্জীবন গুরুসেবা

করিলেও গুরুর ঋণ পরিশোধ হয় না। এই গ্রামে একজন ধনাঢ্য বৈশ্য আছে; ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত কামাসক্ত, আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া নিয়তই আমার আকাঙ্ক্ষা করে। আমি সংপ্রতি তাহারই নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব সেবা করিব। তাহার পর, আমার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে। এই রূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণললনা পূর্ব্বোক্ত বণিকের ভবনে গমন করিলেন এবং সেই বণিকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন—"ওহে বণিক্! আমার গৃহে অদ্য গুরুদেব সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার সেবার নিমিত্ত সমুদয় দ্রব্য আমার গৃহে প্রেরণ কর। গুরুসেবা সমাপ্ত হইলে তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে তাহাই প্রতিপালন করিব" *।

বৈশ্য, লক্ষ্মীর প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল—"আহা, অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! যে লাবণ্যবতী মহিলার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমি গোপনে কত বহুমূল্য আভরণ বস্ত্র ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছি, যিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত ঐ সকল বস্তু ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। আজ সেই

---

* বরদার্য্য ভার্য্যা লক্ষ্মীর এ প্রস্তাব ধর্ম্মরক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হওয়াতে কোন গৃহস্থ পত্নীরই অনুসরণীয় নহে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীবৈষ্ণবেরা গুরুর জন্য কতদূর অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন, তাহারই আদর্শ প্রদর্শনের জন্য রামানুজাচার্য্যের সংস্কৃতজীবনবৃত্তান্ত লেখকগণ উক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও ঐতিহাসিক ঘটনার বিলোপ আশঙ্কায় কেবল তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। নতুবা এরূপ রুচিবিরুদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করিবার আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না।

সুন্দরী স্বয়ং আমার গৃহে সমাগত। অতএব অদ্য নিশ্চয়ই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে” এই রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সেই বণিক্, তণ্ডুল শাক দুগ্ধ দধি ঘৃত শর্করা কন্দ মূল ফল মৃৎপাত্র কদলীপত্র কাষ্ঠ প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্মীর গৃহে পাঠাইয়া দিল। লক্ষ্মী গৃহে আগমন পূর্ব্বক অত্যন্ত ভক্তিসহকারে ঐ সকল বস্তু গুরুদেবের সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যতিরাজ, লক্ষ্মীর প্রজ্ঞা স্বভাব ভক্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং অতীব আদরের সহিত বলিলেন—“সাধ্বি! আমি তোমার গুরুভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, অতএব তুমি স্নান করিয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনার নিমিত্ত অন্ন পাক কর”। লক্ষ্মী আহ্লাদিত-চিত্তে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, যতিরাজের শিষ্যগণ তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বয়ং যতিরাজ অবগাহন করিয়া যথাবিধি উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ বরদরাজের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ইষ্ট-পূজা শেষ হইলে বেদবিৎ শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত সুখে উপবেশনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর প্রদত্ত সেই পবিত্র অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধ দধি মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

বৈশ্যের শ্রীবৈকুণ্ঠলাভ। যতিরাজ ভোজন শেষে অতিশয় প্রফুল্ল-চিত্তে উপবেশন করিয়া শিষ্যগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে-ছেন, সাধ্বী লক্ষ্মী প্রসাদ সম্মুখে করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় বরদার্য্য সমস্ত দিন উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কিঞ্চিৎ ধান্য সংগ্রহ করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি গুরুকে গৃহে সমাগত দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং

যতিরাজকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। বরদার্য্য মনে মনে ভাবিলেন—"আমার গৃহিণী মহতো সাক্ষাৎ দেবতা, গৃহে একটি তণ্ডুলকণাও ছিল না, অথচ গৃহিণী কেমন যত্নসহকারে নানাবিধ ভোজ্য দ্বারা গুরুদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভগবানের অসীম কৃপা যে, আমি এরূপ গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়াছি—এইরূপে বরদার্য্য গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীকে নানা-প্রশংসা করিয়া গুরুদেবের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আজ আমি ধন্য এবং কৃতার্থ হইলাম, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গারূঢ় হইলেন। যে হেতু সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার আপনি কৃপা করিয়া পদরেণুদ্বারা এই অকৃতী দীনের গৃহ পবিত্র করিয়াছেন। করুণাময় আজ্ঞা করুন, সেবক আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে"। যতিরাজ, দরিদ্র শিষ্য বরদার্য্যের ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে অতীব পরিতুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে প্রসাদ গ্রহণের জন্য আদেশ করিলেন। ভক্ত বরদার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী লক্ষ্মী অগ্রে গুরুর চরণামৃত, তাহার পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। লক্ষ্মী গুরুর চরণামৃত ও অবশিষ্ট প্রসাদান্ন লইয়া স্বামীর সহিত অচঞ্চলচিত্তে বৈশ্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া একাকিনী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বৈশ্য, লক্ষ্মীর আগমন প্রতীক্ষায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে বসিয়াছিল, সহসা সে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু বরদার্য্য-পত্নী যখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার অপরূপ মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বৈশ্যের সম্পূর্ণ

মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার হৃদয় হইতে কামভাব অন্তর্হিত হইল। সে বিনীত ভাবে লক্ষ্মীর প্রদত্ত চরণামৃত ও প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল। তখন তাহার মনে এতই বিবেক উৎপন্ন হইয়াছিল যে, সে লক্ষ্মীকে মাতৃ-সম্বোধন না করিয়া থাকিতে পারিল না। বৈশ্য কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল—"অয়ি সাধ্বি! আপনি আমার মাতা এবং আপনার ভর্ত্তা আমার পিতা, আমি আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতাম না, মদনাতুর হইয়া আপনার সম্বন্ধে ঐরূপ পাপ চিন্তা করিয়াছিলাম, এখন আমি অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। জননি! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন, আপনার সন্তান আপনার চরণতলে পতিত, আপনার গুরুর সমীপে লইয়া গিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করুন"।

লক্ষ্মী সত্বর স্বামীর নিকট আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বরদার্য্য পূর্ব্বে ঐ সমুদয় ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না. তিনি সহসা ঐ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বৈশ্যকে লইয়া গুরুর নিকট আগমন করিলেন। গুরুদেব করুণার আকর, তিনি বৈশ্যকে উপেক্ষা করিলেন না, কৃপাপূর্ব্বক তাহার পঞ্চসংস্কার বিধান করিয়া সংসারতাপ হইতে রক্ষা করিলেন। বৈশ্য কৃতার্থ হইল। তাহার দেহ মন পবিত্র হওয়ায় সে শারদীয় শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পর ক্ষণেই বৈশ্য গৃহ হইতে প্রচুর ধন আনয়ন পূর্ব্বক গুরুর চরণ সমীপে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা, গুরু, ঐ সকল ধন অঙ্গীকার করিয়া তাহার মনোরথ পূর্ণ করেন। যতিরাজ তাহার হৃদগত ভাব বুঝিয়াছিলেন,

সুতরাং তিনি তাহার আশাভঙ্গ করিলেন না। এই রূপে শিষ্য-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়া যতিরাজ সে দিবস বরদার্য্যের গৃহেই অবস্থিতি করিলেন।

এদিকে পঙ্কজ যেমন সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ যজ্ঞেশ গুরুসেবার নিমিত্ত সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু গুরুর শুভাগমন হইল না। তাহার পর, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, গুরুর অন্বেষণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যজ্ঞেশের নিকট নিবেদন করিল "গুরু বরদার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন"। যজ্ঞেশ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে বরদার্য্যের গৃহে গিয়া রোদন করিতে করিতে গুরুর চরণতলে পতিত হইলেন। যতিরাজ সত্বর যজ্ঞেশকে ভূতল হইতে উঠাইয়া সস্নেহে গাত্রের ধূলি অপনয়ন পূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"যজ্ঞেশ! আমার কয়েকটি কথা শুন, পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হওয়া, ভগবানের আরাধনা, অর্থপঞ্চকের বিজ্ঞান, গুরুর অধীনতা ও গুরুর অনুসরণ এই পাঁচটি শ্রীবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। প্রকৃত শ্রীবৈষ্ণব গৃহাগত অতিথিকে পরিশ্রান্ত দেখিলে যত্নপূর্ব্বক তালবৃন্ত দ্বারা তাঁহার বীজন করিবেন এবং পথশ্রম দূর হইলে পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পমাল্য ও চন্দন দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবেন এবং ভবনের অভ্যন্তরে মনোজ্ঞ আসনে বসাইয়া পবিত্র অন্নপানাদি দ্বারা উত্তমরূপে পরিতৃপ্ত করিবেন। উক্ত অতিথির ভোজন কালে যেন কোন রূপ উদ্বেগ বা ভয়ের কারণ না হয়। তিনি স্বগৃহে যেরূপ স্বাধীন-ভাবে ভোজন করেন, অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের গৃহেও যেন তদ্রূপ

নিঃশঙ্কচিত্তে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। ভোজন শেষ হইলে তাম্বূল প্রদান পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিবে এবং ঐ অতিথির অনুমতি লইয়া ভোজন করিতে যাইবে। আমি বৈষ্ণব অতিথির পূজার যে পদ্ধতি বলিলাম, কখনও উহার অন্যথা করা উচিত নহে। ঐরূপ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হয়। যজ্ঞেশ! তুমি দাম্ভিক কেবল খ্যাতিলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তুমি জান? আমরা দাম্ভিক ব্যক্তিদের গৃহে কখনও আশ্রয় গ্রহণ করি না। জগতে সাত্ত্বিক অন্নই ঈশ্বরকে অর্পণ করা যায়, অসাত্ত্বিক অন্ন অগ্রাহ্য এবং ঈশ্বরকে অর্পণ করিবার অযোগ্য"।

যজ্ঞেশ, যতিরাজের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! আমার যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছে, কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। আপনার আগমন সংবাদে আমি এতদূর আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, সমাগত বৈষ্ণবগণের যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই। আমি গুরুদেবের এবং অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণব-মহাসজ্জের আরাধনার জন্য দ্রব্যসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম, তজ্জন্যই এই গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। করুণাময়! আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি গর্ব্বিত নহি, নিরহঙ্কার হৃদয়েই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, অতএব গুরু আমার প্রতি সুবিচার করুন, এই শরণাগত দীন শিষ্যকে রক্ষা করুন"। যতিরাজ যজ্ঞেশের ঐরূপ বিনয়বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন;—"বৎস যজ্ঞেশ! তুমি আমার প্রিয়-শিষ্য, তোমাতে সমুদায় গুণই আছে, কেবল অতিথি-সেবায় তোমার মতি নাই। তজ্জন্য আমি উপদেশ দিতেছি, অদ্য হইতে

তুমি সমুদয় মহাত্মা বৈষ্ণব অতিথিকে শ্রদ্ধাপূর্ণহৃদয়ে সেবা কর, তাহা হইলেই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিব”। এইরূপ আজ্ঞা করিয়া যতিরাজ অষ্টসহস্রাখ্য গ্রাম হইতে নির্গত হইলেন।

তাহার পর, তিনি কাঞ্চীক্ষেত্রে গিয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভগবান্ বরদরাজকে প্রণিপাত করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত বেঙ্কটাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কটাচলের দক্ষিণ দিকে শ্রীশৈলে * আরোহণের পথে কপিল-তীর্থ নামক একটী পবিত্র স্থানে শঠকোপ প্রভৃতি দশজন যোগীর মূর্ত্তি বিরাজমান। যতিরাজ ঐ সকল বিগ্রহের প্রণিপাত করিয়া ঐ দিবস তাহাদেরই সমীপে বাস করিলেন। পরদিন পুরোবর্ত্তী সুবিশাল বৃষ পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের উদ্রেক হইল, তিনি ঐ স্থানে কিয়ৎকাল বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময় ঐ দেশের রাজা বিট্ঠলদেব যতিরাজের অসীম প্রভাবের সংবাদ অবগত হইয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। জৈনধর্মাবলম্বী হইলেও ঐ রাজার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাত উপস্থিত হইল। তিনি প্রায়ই যতিরাজের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আসিতেন। তাঁহার অসীম শক্তি ও অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা দর্শনে রাজা যতিরাজের চরণে শরণাগত হইলেন। রাজা প্রার্থী হইবামাত্র যতিরাজ তাঁহাকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত

* শ্রীশৈল—শ্রীপর্ব্বত নামে খ্যাত। মহাভারতে ও ভবভূতির মালতীমাধবে ঐ স্থানের উল্লেখ আছে। ঐ মহাতীর্থ বহু ধর্ম্মস্থাপকদের লীলা ক্ষেত্র। এই স্থান মাদ্রাজ সাদার্ন মারাঠা রেলওয়ে নেণ্ডিয়াল ষ্টেশন হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করার পর রাজা বিট্টলদেবের "বিষ্ণুবর্দ্ধন" এই অভিনব নামকরণ করা হইল। রাজা পরম কৃতার্থ হইলেন। তিনি এই উপলক্ষে যতিরাজের চরণে প্রভূত ধন রত্ন উপহার প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন তোণ্ডীরমণ্ডলের অন্তর্গত বিলমণ্ডীয় নামক গ্রাম এবং ত্রিংশৎখণ্ড উর্ব্বরা ভূমি যতিরাজকে অর্পণ করা হইল। যতিরাজ ঐ সকল উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড নিজশাসনে রাখিলেন না, তিনি ত্রিশটি আশ্রিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ঐ ত্রিশ খণ্ড ভূমি অর্পণ করিলেন *।

এই সময় অনন্তার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া যতিরাজের নিকট আগমন করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া বেঙ্কটাচলে আরোহণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। যতিরাজ তাঁহাদের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সরোযোগী প্রভৃতি মহাত্মাদের ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন; "ওহে ভক্তগণ! আমার একটি কথা শুন, আমি তোমাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ, কারণ সরোযোগী প্রভৃতি মহাত্মা যোগীন্দ্রগণ যে বেঙ্কটাচলকে শেষনাগের স্বরূপ মনে করিয়া স্বভাবসিদ্ধ নম্রতাপ্রযুক্ত উহাতে আরোহণ করেন নাই, এখানেই চিরকাল অবস্থিত করিতেছেন, আমি তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য হইয়া কি প্রকারে ঐ দিব্য প্রভাবসম্পন্ন মহাশৈলে আরোহণ করিব? অতএব পূর্ব্বতন মহাত্মারা যে

* রামানুজাচার্য্যের শিষ্য বিষ্ণুবর্দ্ধনের খোদিত দুইখানি শিলালিপি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দ ও ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়। Vide Archæological Survey of Southern India. Vol. II.

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ব্যক্তিদেরও সর্ব্বতো-ভাবে তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য"। উহা শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন;—"প্রভো! এ কিরূপ আজ্ঞা হইল, আপনি যদি বেঙ্কটাচলে আরোহণ না করেন, তাহা হইলে আপনার অধম শিষ্য আমাদের কি প্রকারে উক্ত শৈলে আরোহণের আদেশ করা হইয়াছিল। অতএব দীন শিষ্যগণ যখন সর্ব্বদা এই শৈলে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং প্রভুর ইহাতে আরোহণ করা কোন প্রকারেই অবিধেয় নহে।" শিষ্যদের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, পরক্ষণেই বেঙ্কটাচল (১) আরোহণের সঙ্কল্প তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে ঐ মহাশৈলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর, ধীরে ধীরে শিষ্যদের সহিত আরোহণ করিলেন। যতিরাজের আগমন সংবাদে আহ্লাদিত হইয়া শৈলপূর্ণস্বামী সত্বর বেঙ্কটেশ্বরের পবিত্র প্রসাদ সহ যতিরাজের সম্মুখীন হইলেন, এবং অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে উহা অর্পণ করিলেন। যতিরাজ ভক্তিপূর্ব্বক শৈলপূর্ণস্বামীর চরণে প্রণিপাত ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন;—"প্রভো! আমার জন্য স্বয়ং প্রসাদ আনয়ন করা কি আপনার যোগ্য কর্ম্ম হইয়াছে, কোন বালকের দ্বারা প্রেরণ করিলেই ত চলিত"? শৈলপূর্ণস্বামী

---

(১) এই তীর্থ মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত। উহার বর্ত্তমান নাম তিরুপতি। এখনও ঐ স্থানে সহস্র-স্তম্ভ বিশিষ্ট মণ্ডপ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই স্থানটি পর্ব্বতের উপরি ভাগে অবস্থিত। এখানে পাকালা-ধর্ম্মভরম রেলওএর একটি ষ্টেশন রহিয়াছে।

উত্তর করিলেন—"যতিরাজ! আমি এই বেঙ্কটাদ্রির প্রত্যেক বীথীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক বালক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই"। ঐ কথা শুনিয়া যতিরাজের হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইল, তিনি শৈলপূর্ণস্বামীকে বিবিধ প্রকারে স্তব করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত বায়ুকোণের দ্বারদেশ হইতে সোপানবিহীন পথে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বৃষাদ্রিতে উপস্থিত হইয়া স্নান ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলেন এবং চারিটি বীথীতে প্রদক্ষিণ করিয়া মণিমুক্তাখচিত গোপুর রথ মণ্ডপ প্রভৃতি সন্দর্শনে একান্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাহার পর, নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বামি-পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিলেন। কারণ, পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে অরুণোদয় কালে সকল তীর্থই স্বামি-পুষ্করিণীর জলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যতিরাজ ভগবান্ বেঙ্কটেশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত ভক্তিসহকারে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময় ভগবৎপ্রেমের আধিক্য প্রযুক্ত তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাহার পর, শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া তিনি ভোগমন্দির পানশালা মণিমণ্ডপ প্রভৃতি সন্দর্শনানন্তর যখন সেই মহাশৈল হইতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শৈলপূর্ণস্বামী আসিয়া বলিলেন, "যতিরাজ! এই দিব্যদেশে তিন দিন বাস করিবার বিধি আছে, অতএব আপনার সেই বিধি উল্লঙ্ঘন করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে"। যতিরাজ শৈলপূর্ণস্বামীর বাক্য গ্রহণ করিলেন। তিনি উপবাস করিয়া তিন দিন বেঙ্কটাচলে অবস্থান করিলেন। তাহার পর, ভট্টনাথ কৃত দ্বাদশটি গাথা পাঠ করিয়া বেঙ্কটেশ্বরের

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বেঙ্কটাদ্রির উপত্যকার অতিনিকটে শৈলপূর্ণস্বামীর বাসভবন অবস্থিত। যতিরাজ রামায়ণ অধ্যয়নের নিমিত্ত সম্বৎসর কাল উক্ত ভবনে বাস করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যতিরাজের মাতৃষস্রীয় গোবিন্দ শৈলপূর্ণ স্বামীর প্রযত্নে শৈবমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কালহস্তীশ্বরতীর্থ হইতে আসিয়া শৈলপূর্ণ-স্বামীর ভবনেই তাঁহার কিঙ্করত্ব গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। যতিরাজ মাতুলভবনে গোবিন্দকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন কিন্তু কয়েকদিন পরে গোবিন্দের একটী দুর্নীতি প্রত্যক্ষ করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন এবং অচিরে যাহাতে উহার প্রতিকার হয়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ শৈলপূর্ণস্বামীর ভক্তসেবক কিন্তু তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার শয্যার একাংশে শয়ন করিয়া থাকেন, আবার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যান। এই বিসদৃশ ব্যবহার যতিরাজের সহ্য হইল না, তিনি গোপনে শৈলপূর্ণস্বামীর নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। শৈলপূর্ণস্বামী তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"গোবিন্দ! বল দেখি, গুরুতল্পে শয়ন করিলে কি ফল হয়?" গোবিন্দ উত্তর করিলেন,—"প্রভো! গুরুতল্পগামীর নরকে বাস হয়।" শৈলপূর্ণস্বামী বলিলেন ;—"তবে তুমি জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ পাপকর্ম্ম কর কেন?" গোবিন্দ পুনরায় উত্তর করিলেন ;—"প্রভো! আমি আপনার শয্যায় একাংশে জাগিয়া থাকিলে যদি আপনার সুখে ও নিরুদ্বেগে নিদ্রা হয়, তাহা

হইলে আমার পক্ষে নরক গমন ও স্বর্গবাসতুল্য।” যতিরাজ ঐ কথা শুনিয়া আর কোন কথা বলিলেন না, শৈলপূর্ণস্বামীও নীরব রহিলেন। এক দিন যতিরাজ দেখিলেন - গোবিন্দ একটি সর্পের মুখে হস্ত প্রবেশ করাইয়া সেই হস্ত বাহির করিয়া লইলেন এবং স্নান করিয়া আসিয়া পুনরায় গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন। যতিরাজ ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন এবং গোবিন্দকে সর্পের মুখে হস্ত নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন,—“ঐ সর্পটির জিহ্বায় কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল, আমি উহার মুখ হইতে ঐ কণ্টক উদ্ধার করিয়া দিলাম।” যতিরাজ গোবিন্দের সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং চতুর্বিংশতি প্রকার ব্যাখ্যা সহ রামায়ণ অধ্যয়ন শেষ হইলে বৎসরান্তে তিনি বেঙ্কটাচল পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যতিরাজ শৈলপূর্ণস্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—“যতিরাজ! তুমি বহুদূর হইতে আসিয়াছ, এখন গৃহ গমনের নিমিত্ত উৎসুক, অতএব তোমায় কি উপহার প্রদান করিব” ? যতিরাজ বলিলেন “গুরো। যদি উপহার দিবার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমায় গোবিন্দকে প্রদান করুন”। শৈলপূর্ণস্বামী কোনই আপত্তি করিলেন না, তিনি অত্যন্ত আহ্লাদসহকারে অবিলম্বে যতিরাজের হস্তে গোবিন্দকে অর্পণ করিলেন।

যতিরাজ গোবিন্দকে লইয়া প্রথমে ঘটিকাচলে গমন করিলেন। সেথানে ভক্তিপূর্ব্বক নৃসিংহদেবকে প্রণিপাত করিয়া গৃধ্রসরোবর-তীরে ভগবান্ বিজয়রাঘবকে সন্দর্শন করিলেন। তাহার পর,

তিনি মহাতীর্থ কাঞ্চীক্ষেত্রে উপনীত হইয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে বেঙ্কটাচল হইতে আগমন করায় গোবিন্দের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার আর এখন সে অবস্থা নাই, গুরুসেবার অভাবে গোবিন্দের দেহ শীর্ণ ও মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দের অবস্থা দেখিয়া উহার কারণ স্থির করিতে যতিরাজের বিলম্ব হইল না। তিনি গুরু দর্শনের নিমিত্ত গোবিন্দকে পুনরায় বেঙ্কটাচলে যাইতে আদেশ করিয়া ভগবান্ বরদরাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গোবিন্দ বেঙ্কটাচলে শৈলপূর্ণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তত্রত্য বৈষ্ণবগণ গুরুকে গোবিন্দের আগমন সংবাদ জানাইলেন। গুরু শৈলপূর্ণ, গোবিন্দের প্রত্যাগমনের সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,—"ওহে শিষ্যগণ! তোমরা গোবিন্দকে গিয়া বল, সে ফিরিয়া যাউক, এখানে তাহার স্থান হইবে না।" শৈলপূর্ণস্বামীর ভার্য্যা সেখানে ছিলেন, তিনি স্বামীকে আদর করিয়া বলিলেন,—"দেখ গোবিন্দ বহুদূর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমাদেরই আশ্রিত, অতএব তাকে দুটি তীর্থপ্রসাদও কি দিতে পারিবে না?" তখন শৈলপূর্ণস্বামী বিরক্তভাবে ভার্য্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"যে পশু বিক্রয় করা হইয়াছে, সে যদি পুনরায় বিক্রেতার গৃহে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে কে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে?" শৈলপূর্ণস্বামীর সহধর্ম্মিণী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না, গোবিন্দ নিরাশ হইয়া গুরুমন্দিরে প্রণিপাত পূর্ব্বক কাঞ্চীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। যতিরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং গুরু গোবিন্দকে পুনর্গ্রহণ না করিয়া উত্তমকর্ম্ম করিয়াছেন, বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং গোবিন্দের

মনের ভাব যাহাতে অন্যরূপ না হয়, তজ্জন্য শৈলপূর্ণস্বামীর উদ্দেশে গোবিন্দের দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করাইলেন। তাহার পর, যতিরাজ, গোবিন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণ সহ প্রত্যাগমন কালে অষ্টসহস্রাক্ষ গ্রাম হইতে যজ্ঞেশের পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরঙ্গবাসী বৈষ্ণবগণ এক বৎসরকাল যতিরাজের দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদ সহ অগ্রসর হইয়া সশিষ্য যতিরাজের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। যতিরাজ পুনরায় ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

গোবিন্দের সন্ন্যাস। গোবিন্দ সরলস্বভাব, সেবকের কার্য্যে তাঁহার অনুরাগের সীমা নাই। তিনি বেঙ্কটাচলে অবস্থানকালে যেমন শৈলপূর্ণস্বামীর কিঙ্করত্বে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এখানেও তাহাই করিলেন। গোবিন্দ সংসারে থাকেন বটে কিন্তু আত্মবিস্মৃত। গুরুসেবার সময় ব্যতীত তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। একদিন শ্রীরঙ্গমবাসিনী কোন লাবণ্যবতী বারমহিলার গৃহে শেষ রাত্রিতে সঙ্গীত হইতেছিল, গোবিন্দ অরুণোদয়কালে উক্ত গৃহের দ্বারদেশে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কতিপয় বৈষ্ণব, নিত্যস্নান করিয়া আসিবার কালে ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া যতিরাজের নিকট নিবেদন করিলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে গোবিন্দ বলিলেন ;—"প্রভো ! ভগবৎকথা যেখানে যে সময়ে যাহার মুখ হইতেই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সর্ব্বক্ষণই আমার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করে। বারললনার গৃহ অপবিত্র হউক, বারললনা স্বয়ং অপবিত্র হউক কিন্তু তাহার মুখে উচ্চারিত ভগবৎকথা কখনই অপবিত্র হইবার নহে।

প্রত্যূষে স্নানে যাইবার কালে কোকিলকণ্ঠী বারবধূর কণ্ঠোচ্চারিত ভগবৎপ্রেমপূর্ণ তানলয় বিশুদ্ধ মধুর গাথাসকল যেই আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল, অমনি আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম, আমার গতিশক্তি তিরোহিত হইল, তন্ময় চিত্তে সেই সংগীত-সুধা পান করিতেছিলাম। যতক্ষণ ঐ সংগীত নিবৃত্ত না হইল, ততক্ষণ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়াছিলাম, এই মাত্র ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেছি। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, প্রভু তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন"।

যতিরাজ গোবিন্দের উক্তি শুনিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং ঐ সকল বৈষ্ণবগণের মধ্যে গোবিন্দের তন্ময়তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ পূর্ব্বের ন্যায় অনন্যমনে যতিরাজের সেবকের কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। একদা শৈলপূর্ণস্বামীর ভগিনী গোবিন্দের জননী দ্যুতিমতীদেবী গোবিন্দের নিকটে আসিয়া বলিলেন ;—"বৎস গোবিন্দ! বধূ পুষ্পবতী হইয়াছেন, অতএব তুমি গৃহে চল, তাহার সহিত সংসারধর্ম্ম করিবে"। গোবিন্দ বলিলেন "জননি! যে সময়ে আমি যতিরাজের কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকি, একান্তে একাকী অবস্থান করি, সেই সময়ে আপনি বধূকে আমার নিকটে আনয়ন করিবেন"। দ্যুতিমতী অনেক দিন প্রতীক্ষা করিলেন কিন্তু এমন একটি মুহূর্ত্তও পাইলেন না, যে সময় গোবিন্দের নিকট বধূকে উপস্থিত করেন। তাহার পর, তিনি যতিরাজের নিকট গিয়া সমুদয় জানাইলেন। যতিরাজ গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন ;—"গোবিন্দ! তুমি জননীর আজ্ঞা পালন কর না কেন? গৃহে যাও, বধূ তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, শীঘ্র গিয়া তাঁহার আর্ত্তি-বিশ্রান্তি (১) কর। যথাবিধি ঋতুরক্ষা

(১) আর্ত্তিবিশ্রান্তি—অর্থে বাসনা চরিতার্থ করা।

হইলে পুনরায় এখানে প্রত্যাগমন করিও"। গোবিন্দ যতিরাজের আদেশে গৃহে গমন করিলেন। বধূর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি শরীর সংস্কার ও বিবিধ প্রকার মনোহর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে অঙ্গ শোভিত করিয়া পতির শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। লাবণ্যবতী নববধূ কত হাব ভাব, কত বিলাস বিভ্রম দেখাইয়া স্বামীর অন্তঃকরণ আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যাহার প্রভাবে তপস্যানিরত চন্দ্রশেখরেরও চিত্তভ্রম ঘটিয়াছিল, রমণীর সেই অব্যর্থ কটাক্ষও আজ গোবিন্দের হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। গোবিন্দ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বধূকে জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্য সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। এমন কি, তিনি বধূর অঙ্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। রজনী প্রভাত হইল, চতুর্দ্দিকে বিহগ ও বিহগীরা আনন্দে রব করিতে লাগিল কিন্তু গোবিন্দের বধূর মুখে একটি বাক্যও নাই, তিনি যে অবস্থায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায়ই অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ম্লানমুখে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন।

গোবিন্দের জননী দ্যুতিমতী বধূর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "হাঁ গোবিন্দ! এই কি তোমার উচিত কর্ম্ম হইয়াছে, তুমি ত শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি কি জাননা যে গৃহে থাকিলে গৃহীর ধর্ম্ম পরিপালন করিতে হয়"? গোবিন্দ বলিলেন "জননি! যাহার হৃদয়ে স্বয়ং অন্তর্য্যামী প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহার অন্তঃকরণে তমোগুণ তিষ্ঠিতে পারে না, সুতরাং তাহার কাম লোভ প্রভৃতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে"? দ্যুতিমতী গোবিন্দের কথার কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি যতিরাজের নিকটে গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। যতি-

রাজ গোবিন্দকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ওহে গোবিন্দ! তুমি রাত্রিতে বধূর সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিলে কেন? তুমি কি জাননা যে, অনাশ্রমী হইয়া এক দিনও থাকিতে নাই। যখন যে আশ্রমে থাকিতে হয়, তখন সেই আশ্রমের ধর্ম্ম পরিপালন করা সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য। তোমার যখন ভোগে যোগ্যতা রহিয়াছে, তখন তোমার ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই''। গোবিন্দ যতিরাজের প্রশ্নের উত্তরে জননীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। যতিরাজ দেখিলেন সত্য সত্যই গোবিন্দের অন্তঃকরণ পরব্রহ্মের বিকাশে নির্ম্মল ও প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর এখন রজঃ এবং তমোগুণের অধিকার নাই। অতএব এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ সাধুর বলপূর্ব্বক সংসারে আকর্ষণ করিতে যাওয়া ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। তাহার পর, তিনি সকলের সাক্ষাতে গোবিন্দকে ডাকিয়া স্পষ্ট বলিলেন;—"গোবিন্দ! তোমার যদি বিরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আর সংসারে অবস্থিতি কেন? শ্রুতিতে আছে;—যে দিবস বিরাগ উৎপন্ন হইবে, সেই দিবসই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে*। অতএব তুমি অনতিবিলম্বে সন্ন্যাস আশ্রয় কর"।

গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ যতিরাজকে প্রণিপাত করিয়া সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। যতিরাজ গোবিন্দকে যথাবিধি সন্ন্যাস প্রদান করিয়া "মন্নাথ" এই নামকরণ করিতে চাহিলেন কিন্তু গোবিন্দ বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন;—"প্রভো! ক্ষমা করুন, এই পাপিষ্ঠ অধম ঐরূপ মহৎ নামের অধিকারী হইবার যোগ্য নহে। যদি আপনি আমাকে ঐ নাম প্রদান করেন, তাহা

* "যদৈব বিরজ্যেত তদৈব প্রব্রজেৎ"। ইতি শ্রুতিঃ।

হইলে যজ্ঞমূর্ত্তির যে দশা হইয়াছিল, শেষে আমারও সেই দশা ঘটিবে”। যতিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া শেষে গোবিন্দকে যম্বারাচার্য্য (১) এই আখ্যা প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে গোবিন্দ যম্বারাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইলেন। তৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি কেবল ব্রহ্মচিন্তায় নিরত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য প্রণয়ন। যতিরাজ গোবিন্দকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া দেবরাজ কূরেশ দাশরথি প্রভৃতির সহিত শ্রীরঙ্গমে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহারা প্রতিদিনই মঠে বসিয়া গভীর ভাবে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। বৌদ্ধ জৈন অদ্বৈত ও শৈব মত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল যে, ঐ সকল মতপ্রবর্ত্তকগণ শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হন নাই। প্রকৃত পক্ষে ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তিমার্গের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর, যতিরাজের মনে চিন্তা উপস্থিত হইল— পূর্ব্বে এই নগরে কাবেরীতীরে যামুনাচার্য্যের অন্তিম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, (আমি লোক রক্ষার্থ দ্বৈতমত সমর্থন করিয়া বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য প্রণয়ন

---

(১) এই যম্বারাচার্য্য—উচ্চারণ বৈষম্যে ইম্বরাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। কারণ, বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে য, ইয়, আকারে উচ্চারিত হয়, সুতরাং ইয়ম্বরাচার্য্য ক্রমে ইম্বরাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইম্বরাচার্য্যের একটি মঠ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আছে। উহার নামান্তর রাজগোপাল মঠ। সাধারণ লোকে ইমার মঠই বলিয়া থাকে।

করিব)। অতএব সর্ব্বাগ্রে আমার ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বোধায়নবৃত্তি অবলোকন ব্যতীত ঐরূপ ভাষ্য নির্ম্মাণ অসম্ভব, অতএব কিরূপে ঐ ভাষ্য সংগ্রহ করা যায়? এইরূপ চিন্তা করিয়া যতিরাজ কূরেশের সহিত অবিলম্বে শারদাপীঠ (১) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া শারদাপীঠে উপস্থিত হইলে তত্রত্য পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক উপস্থিত হইল। পণ্ডিতেরা সকলেই একে একে যতিরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। তাহার পর, যতিরাজ একটি মনোহর স্তুতি দ্বারা শারদাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার কৃপায় বোধায়ন-বৃত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক সহসা একদিন শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে তত্রত্য পুস্তকালয় বিশোধনের দিবস সমুদয় পুস্তকই মিলিল কিন্তু বোধায়নভাষ্য পাওয়া গেল না। অধিকাংশ ব্যক্তিরই যতিরাজের উপর সন্দেহ হইল, সুতরাং কয়েকজন পণ্ডিত, সত্বর যতিরাজের অনুসন্ধানে ধাবিত হইল। এক মাসের পথ আসিয়া তাহারা যতিরাজকে ধরিল এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বোধায়ন ভাষ্য কাড়িয়া লইয়া শারদাপীঠে ফিরিয়া গেল। এই ঘটনায় যতিরাজের অন্তঃকরণ বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। কূরেশ গুরুকে ঐরূপ দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন;—"প্রভো! বিপক্ষেরা বোধায়ন-ভাষ্য কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া আপনি কোনরূপ দুঃখিত হইবেন না। কারণ, আমি প্রতি রাত্রিতেই ঐ ভাষ্য অত্যন্ত মনোযোগের সহিত অবলোকন করিতাম, সুতরাং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছি, আপনার কৃপায় আমার হৃদয়ে সমগ্র বোধায়ন

(১) শারদা কাশ্মীরের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী, তাঁহার মন্দিরের নাম শারদাপীঠ।

ভাষ্য দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে।" যতিরাজ ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং কূরেশের সহিত অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগত হইলেন।

তাহার পর, যতিরাজ কূরেশ ও দাশরথির সহিত ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন—"বৎসগণ! দেখ কতিপয় অদ্বৈতবাদী কুদৃষ্টি লোক বলে যে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থজ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয় এবং কোন কোন অদ্বৈতবাদীর মতে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম করিলে মুক্তি হয়। এই উভয় মতই একান্ত অসঙ্গত। ঐ সকল মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ, কেবল সৎকর্ম্ম বা জ্ঞানদ্বারা অথবা উভয়দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে; যদি ভক্তি উৎপন্ন হয়, তবেই মুক্তির সম্ভাবনা, নচেৎ ঈশ্বর ভক্তি না থাকিলে কেবল জ্ঞান বা সৎকর্ম্ম দ্বারা অথবা উভয় দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না। অতএব আমি অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন পূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সংস্থাপনের নিমিত্ত বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য নির্ম্মাণের ইচ্ছা করি, অতএব তোমাদের অভিপ্রায় কি?" শিষ্যগণ যতিপতির ঐ বাক্যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহাকে ভাষ্য নির্ম্মাণের জন্য অনুরোধ করিলেন। অনন্তর যতিরাজ কূরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "বৎস কূরেশ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমা কর্ত্তৃক উক্ত ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হও, যে স্থলে তোমার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবে, সেখানে নীরবে অবস্থান করিও।" কূরেশ গুরুর বাক্য অঙ্গীকার করিয়া লেখনী পরিচালন আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে যতিরাজ জীবের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ উপলক্ষে বলিলেন:—"জ্ঞাতৃত্বই (১) জীবাত্মার লক্ষণ"।

ঐ কথা শুনিয়া কূরেশ লেখনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন "শুধু জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার লক্ষণ নহে। যেহেতু একমাত্র জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার লক্ষণ স্বীকার করিলে দেহ এবং জীবাত্মা অভিন্ন হইয়া পড়ে। যদি ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সেব্য সেবক সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ লক্ষণদ্বারা কোন সত্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।" কূরেশকে নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া যতিরাজ তাঁহাকে লিখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন কূরেশ লিখিতেছেন না, তখন তিনি "কূরেশ! তুমি স্বয়ংই শ্রীভাষ্য প্রণয়ন কর" এই কথা বলিয়া কূরেশকে বিদায় দিলেন। তখন অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণবেরা বলিলেন ;—"কূরেশ! গুরুদেব অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আর কি ভাবিয়া এখানে অবস্থান করিতেছ ?" উত্তরে কূরেশ বলিলেন ;—"ওহে বৈষ্ণবগণ! শিষ্য গুরুরই ধনস্বরূপ, তাহার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই, অতএব গুরুর আজ্ঞা অনুসারেই শিষ্যের চলা উচিত। গুরু অকারণ ক্রুদ্ধ হইলেও তদ্বিষয়ে শিষ্যের কোন বক্তব্য নাই।"

এদিকে কিছুক্ষণ চিন্তার পর রামানুজের মনে হইল 'কেবল জ্ঞাতৃত্বই ত জীবাত্মার লক্ষণ নহে, বিষ্ণুকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব এবং জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার প্রকৃত লক্ষণ।' তাহার পর, তিনি কূরেশকে ডাকিয়া অনুতাপ করিলেন এবং কূরেশও বিনম্রমস্তকে গুরুর উক্ত ভাষ্য পুনরায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদান্তসংগ্রহ এবং ভগবদ্গীতার ভাষ্য বিরচিত হইল।

**যতিরাজের দিগ্বিজয়।**

যতিরাজ শ্রীভাষ্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময় একদিন শ্রীবৈষ্ণবগণ বলিলেন "প্রভো! আপনি অন্যান্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিরাকরণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-মত স্থাপন করিলেন, এখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া নানা দেশ সন্দর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য"। যতিরাজ বৈষ্ণবগণের ঐরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং অচিরেই দেশ ভ্রমণের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। তিনি একদা ভগবান্ রঙ্গনাথের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া চোলমণ্ডল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য কুম্ভকোণ (১) প্রভৃতি স্থানে বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রীয় বিচারে

---

(১) কুম্ভকোণনগর এখন "কুম্ভঘোণ" নামে বিখ্যাত। এই তীর্থ কাবেরী নদীর তীরে ও তাঞ্জোর হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থলপুরাণে উক্ত আছে;—প্রলয় সময় শিকায় করিয়া এক ঘড়া অমৃত মহামেরুর গায়ে ঝুলাইয়া রাখা হয়। প্রলয়ের জল বাড়িয়া শিকায় লাগিল, কলসী ভাসিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল, শেষে প্রলয়ান্তে এই স্থানে কলস পড়িয়া থাকে এবং কুম্ভের নাসা (কাণা) ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইয়া পড়ে। ভগবান্ শঙ্কর দেখিলেন অমৃত পড়িয়া ঐ স্থান পবিত্র হইয়াছে, সুতরাং ঐ স্থানে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন। ঐ স্থানের অতিপ্রাচীন লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবের নাম কুম্ভেশ্বর।, ঐ মূর্ত্তি ব্যতীত আরও পাঁচটি দেবমূর্ত্তি আছেন। যথা;—সোমেশ্বর, নাগেশ্বর শার্ঙ্গপাণি, চক্রপাণি, রামস্বামী। চোলবংশীয় নৃপতিগণও তাঞ্জোরের নায়ক-বংশীয় রাজগণ দ্বারা এই স্থানের অধিকাংশ মন্দির নির্ম্মিত। কুম্ভকোণের সুবৃহৎ গোপুর ভারত-বিখ্যাত। এখানে শৃঙ্গগিরি মঠের একটি শাখা মঠ আছে। অত্রত্য শার্ঙ্গপাণি, চক্রপাণি, রামস্বামী প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তি বৈষ্ণব-দিগের উপাস্য। কুম্ভকোণে বারমাসই নানাবিধ উৎসব হয়। এই সহরটি বিলক্ষণ জনাকীর্ণ।

পরাজিত ও সেই স্থানবাসীদিগকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিয়া অনতিবিলম্বে পাণ্ড্যদেশ(১) উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পাণ্ড্যদেশে উৎকৃষ্ট স্থান সমূহে যে সকল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যতিরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তাহার পর, যতিরাজ কুরুকানগরে উপনীত হইলেন। সেখানে শঠকোপমুনির মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। যতিরাজ ভক্তিভরে ঐ মূর্ত্তির প্রণিপাত করিয়া পূজকদিগের প্রদত্ত তীর্থপ্রসাদ ও মালা-প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে একটি শ্লোক(২) পাঠ করিলেন। অনন্তর তিনি শঠকোপমুনির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কুরঙ্গনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অসংখ্য শিষ্য তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কুরঙ্গ নগরে অতিবৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। যতিরাজ ভক্তি-পূর্ণ অন্তঃকরণে ঐ বিগ্রহের প্রণিপাত করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলেন। কথিত আছে; ঐ সময় তত্রত্য ভগবান্ কুরঙ্গনগরীপূর্ণ যতিরাজকে দ্বাদশ সহস্র শিষ্য ও অসংখ্য বিষ্ণুভক্ত কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ওহে যতিরাজ! আজকাল অস্থির-প্রকৃতি মানবগণ নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপদেশ

---

(১) পাণ্ড্যদেশ দক্ষিণাপথের অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী পূর্ব্বসমুদ্রের উপকূলস্থ একটি প্রাচীন দেশ। এই দেশ তাম্রপর্ণীনদীর উভয় পার্শ্বে বিরাজিত। তিন্নেবেল্লী প্রভৃতি জেলা পাণ্ড্যদেশের অন্তর্গত।

(২) ঐ শ্লোকটি যথা;—বকুলধবলমালাবক্ষসং বেদবাহ্য-প্রবল-সময়-বাদচ্ছেদনং পূজনীযং। বিপুলসকুরকনাথং কারিসূনুং কবীশং শরণমুপ-গতোঽহং চক্রহস্তেভবক্ত্রম্॥

প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পাষণ্ড হইয়াছে, আমি যে জগতের কারণ-স্বরূপ বিদ্যমান আছি, আমারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহারা অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। অতএব ঐ সকল দুষ্টমতিকে তুমি কি প্রকারে স্বীয়বশে আনয়ন করিতেছ, উহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে।" যতিরাজ ঐ কথা শুনিয়া কুরঙ্গনগরীপূর্ণের দক্ষিণকর্ণের নিকট মুখ লইয়া সকল মন্ত্রের সার মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন "এই মন্ত্রের প্রভাবেই মানবগণ আমার বশীভূত হইয়া থাকে"। কুরঙ্গনগরীপূর্ণ ঐ মন্ত্ররত্নের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং যতিরাজকে বৈষ্ণবনম্বী এই নামকরণ করিলেন। যতিরাজ কুরঙ্গনগরীপূর্ণকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণ সহ কেরলদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে নানা স্থানে বিষ্ণুস্থল সন্দর্শন করিয়া সেই সকল স্থলে প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর, কিছু দিন ভ্রমণের পর, সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ অনন্তশয়নে(১) উপনীত হইলেন। তত্রত্য মন্দিরের দ্বারত্রয়ে অনন্তপদ্মনাভ মূর্ত্তিকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পাদাদি কেশ পর্য্যন্ত প্রণিপাত করিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণকে বিচারে আহ্বান করিলেন। কয়েক দিন বিচারের পর বিশিষ্টাদ্বৈত মতেরই জয়লাভ হইল। অনন্তর তিনি ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিলেন। ঐ মঠেও অন্যান্য বিশিষ্টাদ্বৈত-মঠে অদ্যাপি অসংখ্য বিদ্বান্ বৈষ্ণব বাস করেন।

(১) অনন্তশয়নতীর্থ দক্ষিণকেরলে (ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে) অবস্থিত। এখনও ঐ স্থানে ভগবান্ অনন্তপদ্মনাভের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। অনন্তশয়ন বৈষ্ণবপ্রধান-তীর্থ। অদ্যাপি সেখানে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের বাসস্থলী বিদ্যমান।

তাহার পর, যতিরাজ কেরল দেশে (১) উপস্থিত হন। ঐ প্রদেশ অদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি, সুতরাং অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। তিনি ঐ সকল কুদৃষ্টি মায়াবাদী বৈদান্তিকগণকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত করিয়া পশ্চিম সমুদ্রের তীরপথে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু-দিন ভ্রমণের পর দ্বারকায় (২) উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈষ্ণব সাধুগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত ও পূজিত হইয়া পুষ্করতীর্থ (৩) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য সাবিত্রী পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক তীর্থকৃত্য পরিসমাপ্ত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ব্যাখ্যা করিলেন। অসংখ্য অদ্বৈতবাদী পরাভূত হইয়া তাঁহার মতের অনুসরণ করিল। তাহার পর, তিনি যথাক্রমে অযোধ্যা, শালগ্রাম,

---

(১) কেরল—বর্ত্তমান গোকর্ণতীর্থ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ।

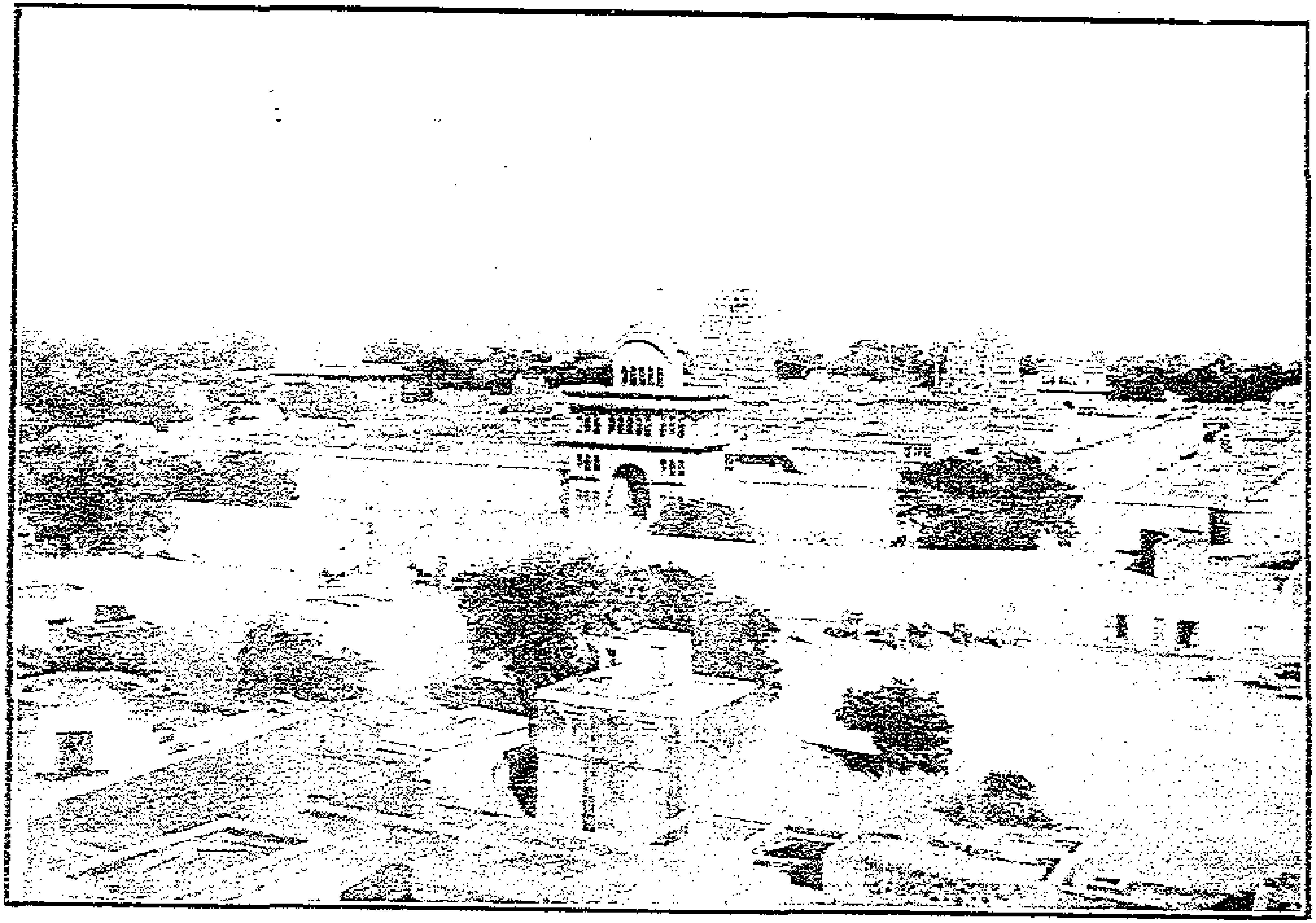
(২) দ্বারকা হিন্দুগণের সাতটি মহাতীর্থের অন্যতম। মহাভারতের মতে ইহা সুরাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত। এখানেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। দ্বারকা মাহাত্ম্যপাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও দ্বারকা তীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল। এই মহাতীর্থ বরোদার গায়কবারের রাজ্যের অন্তর্গত এবং বম্বের আহম্মদাবাদ সহর হইতে ২০৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার কৃষ্ণমূর্ত্তির নাম রণছোড়জী।

(৩) পুষ্করতীর্থ রাজপুতনার প্রসিদ্ধ আজমীঢ়নগরের তিনক্রোশ দূরে সাবিত্রী পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এখানকার পুষ্কর হ্রদ অতিবিখ্যাত। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান ও তীর্থকৃত্য করেন। এখানে ব্রহ্মা সাবিত্রী ও সরস্বতীর মন্দির আছে।

নৈমিষারণ্য (১) ও মথুরা সন্দর্শন পূর্ব্বক তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে ক্ষীণবল করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতমতের জয়পতাকা উড্ডীন করেন।

মথুরার অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবনতীর্থ অবস্থিত। যতিরাজ ঐ পুণ্যক্ষেত্র সন্দর্শন-নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া অসংখ্য বৈষ্ণব সহ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কালিন্দীর তটস্থিত সেই পবিত্র কানন, গোবর্দ্ধন শৈল এবং অপরতীরস্থ ব্রজপুরী অবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণে কতই আনন্দ উপস্থিত হইতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে শৈশবসহচর গোপবালকগণের সহিত গোচারণ করিতেন, প্রাণোন্মাদী মধুর বংশীরব শুনিয়া গোপবধূরা নিশীথে হৃদয়েশ্বরের অন্বেষণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া নূপুরধ্বনিতে যে আরণ্য ভূভাগ মুখরিত করিয়া তুলিত, শারদোৎফুল্লমল্লিকা কৌমুদী-নিশায় গোপযুবতীদের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ যে স্থলে রাসচক্রে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, যতিরাজ সেই সকল স্থান সন্দর্শন করিয়া প্রেমে আর্দ্র হইলেন, কি যেন স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় কখনও হাস্য কখনও রোদন কখনও বা প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। তাহার পর, তিনি শিষ্যগণ সহ হিমালয়ের অধিত্যকাস্থিত বদরিকাশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথের বন্ধুরতা

(১) নৈমিষারণ্য—অযোধ্যা প্রদেশস্থ গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী একটি অতি প্রাচীন তীর্থ। বরাহপুরাণে উক্ত আছে;—গৌরমুখ মুনি ঐ স্থলে নিমিষকাল মধ্যে অসুর সৈন্য ও তাহাদের বল ভস্মীভূত করেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হয়। ঐ স্থানেই সৌতিমুনি সমবেত ঋষিগণকে মহাভারত শুনাইয়াছিলেন। এখন উহা নিমখার বা নিমসর নামে খ্যাত। ঐ তীর্থ আউদ-রো হিলখণ্ডরেলপথের অনতিদূরে অবস্থিত।



[illegible]

ও দারুণ শীতের আধিক্যে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, দীর্ঘপথ পরিভ্রমণের পর, বদরীবনের পুণ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। সেখানেও(১) কুদৃষ্টি পণ্ডিতগণকে অদ্বৈতমত প্রচারে ব্রতী দেখিয়া তাহাদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন। কয়েক দিন বিচারের পর, তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিল। যতিরাজ কিয়ৎকাল ঐ পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রচার করিলেন। তাহার পর, শিষ্যগণ সহ কাশ্মীর জনপদ-অভিমুখে গমনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেমন গুরু, শিষ্য-গণও তেমনি ক্লেশসহিষ্ণু। তাঁহারা গুরুদেবের সহিত অনতি-বিলম্বে কাশ্মীরে উপনীত হইলেন।

কাশ্মীরে স্বয়ং বাগ্‌দেবী শারদারূপে বিরাজ করেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত মন্দিরের নাম শারদাপীঠ। শারদাপীঠের দ্বারচতুষ্টয়ে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকের যাবতীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত অবস্থান করেন। যতিরাজ ঐ সকল পণ্ডিতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একবারে শারদা দেবীর সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিলেন। কথিত আছে;—শারদা দেবী যতিরাজের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে একটি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। যতিরাজ ঐ শ্রুতিটির ব্যাখ্যা করিলে দেবী শারদা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আদরের সহিত তাঁহার ভাষ্য

(১) অদ্বৈতমত-প্রচারক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে বদরিকাশ্রমের জ্যোতির্ম্মঠ অন্যতম। ঐ স্থানে অনেক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

লইয়া বলিলেন "ইহা প্রক্ষিপ্ত নহে, স্বয়ং তোমার রচিত, তুমি পরম জ্ঞানী, অদ্য হইতে তোমার ভাষ্যকার আখ্যা হইল।" যতিরাজ শারদাদেবী কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"দেবি! আমার প্রতি আপনার ঈদৃশী প্রসন্নতার হেতু কি?" দেবী বলিলেন "যতিরাজ! পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য এখানে আগমন করেন, তুমি এখন আমার নিকট যে শ্রুতিটির ব্যাখ্যা করিলে তিনিও ঐ শ্রুতিটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই(১)। কিন্তু সংপ্রতি তুমি উহার স্বাভাবিক সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলে, তজ্জন্য আমি তোমার

---

(১) যখন শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরের শারদাপীঠে গমন করেন, তখন শারদা দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করেন। যথা;—

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।" [ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১।৬।৭]

তস্যৈবং সর্ব্বতঃ সুবর্ণবর্ণস্যাপি অক্ষ্ণোর্বিশেষঃ কথং তস্য যথা কপের্মর্কটস্যাসঃ কপ্যাসঃ। আসেরুপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্, কপিপৃষ্ঠান্তো, যেন উপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকং অত্যন্ত তেজস্বি এবং অস্য দেবস্য অক্ষিণী॥ উপমিতোপমত্বাৎ ন হীনোপমা গৌণমিদং নামোদিতি। কথং গৌণত্বং।" স এষ দেবঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ পাপ্মনা সহ তৎ কার্য্যেভ্য ইত্যর্থঃ। য আত্মাপহত পাপ্মেত্যাদি বক্ষ্যতি। উদিত উৎ ইত উদ্গত ইত্যর্থঃ অতোঽসৌ উন্নামা তমেবং গুণসম্পন্নং উন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ যো বেদ সোঽপি এবং উদেতি উদ্গচ্ছতি সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ। হ বৈ ইত্যবধারণার্থৌ নিপাতৌ। উদেত্যেব ইত্যর্থঃ। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ শঙ্করভাষ্য)



কাশ্মীর শ্রীনগর

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, যতিরাজ তুমি আমার কৃপায় সর্ব্বত্র পূজিত হইবে"।

এদিকে কাশ্মীর জনপদবাসী পণ্ডিতগণ যতিরাজের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যতিরাজ অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাঁহাদের সকলকেই পরাজিত করিলেন। তাঁহারা অপমানিত হইয়া মুহূর্ত্তকালও ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন না। এদিকে কাশ্মীরাধিপতি সমস্ত লোকের মুখে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতগণের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রুত হইয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যতিরাজের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অসামান্য প্রভাব সন্দর্শনে ভক্তিভরে গদগদ হইয়া অবিলম্বে শিষ্যত্ব অঙ্গীকার

---

শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই ;—সেই দেবের চক্ষু বানরের পৃষ্ঠান্তের (নিতম্বের) ন্যায় উজ্জ্বল পদ্মের তুল্য। তাঁহার নাম উৎ, যেহেতু তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। যিনি তাঁহাকে এইরূপ জানেন, তিনি নিশ্চয় সকল পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত হন।

শঙ্করের এই ব্যাখ্যায় "কপ্যাসং পুণ্ডরীকং অর্থে কপি অর্থাৎ বানরের আস (যদ্দ্বারা উপবেশন করে) অর্থাৎ নিতম্ব, তাহার ন্যায় উজ্জ্বল পদ্ম বুঝাইতেছে। কিন্তু রামানুজাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই ;—ক অর্থে জল তাহা পান (শোষণ) করেন যিনি, তাঁহার নাম কপি অর্থাৎ সূর্য্য। সেই সূর্য্যের দ্বারা (সূর্য্য কিরণ দ্বারা) আস (বিকাশ প্রাপ্ত হয় যাহা) এমন পুণ্ডরীক (পদ্ম)।

অথবা কপি পদ্মদণ্ড তাহাতে আস উপবিষ্ট থাকে যে পুণ্ডরীক পদ্ম।

প্রকৃত পক্ষেও এ স্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা অপেক্ষা রামানুজের ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। কারণ, বানরের নিতম্বের ন্যায় উজ্জ্বল পদ্ম এই কথাটি একান্ত হাস্যজনক।

করিলেন। এই ঘটনায় পরাজিত পণ্ডিতগণের মনে ঈর্য্যা উৎপন্ন হইল। তাহারা যতিরাজের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত অভিচার ক্রিয়ায়(১) প্রবৃত্ত হইল। শিষ্যেরা অবিলম্বে যতিরাজকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভান করিয়া রহিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সকল অভিচার ক্রিয়া দ্বারা যতিরাজের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না, যাহারা ঐরূপ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাই পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহারা প্রতি রাজপথে উন্মাদের ন্যায় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যতিরাজকে লক্ষ্য করিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া বেড়াইতে লাগিল। উহাতে রাজার মনে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ঐ সকল পণ্ডিত যাহাতে অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হন, তজ্জন্য যতিরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন। যতিরাজের কৃপায় তাঁহারা স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে রাজা ঐ সকল পণ্ডিতকে যতিরাজের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে অনুরোধ করেন। ঐ প্রস্তাবে কাশ্মীরবাসী পণ্ডিতবর্গ কোনই আপত্তি করিলেন না, অভিমান, ঈর্য্যা প্রভৃতি সমুদয় পরিহার পূর্ব্বক যতিরাজের শরণাগত হইলেন। যতিরাজও তাঁহাদিগকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া অতিপ্রসন্নমনে কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিলেন। রাজা ভাষ্যকারের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত সৈন্য সামন্ত সহ দুই যোজন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর, যতিরাজের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

(১) অভিচার, অথর্ব্ববেদোক্ত মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া কথিত আছে;—পুরাকালে ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা অনেকে অনেককে নিহত উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিত।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যতিরাজের বারাণসী দর্শনানন্তর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন।

অনন্তর যতিরাজ শিষ্যগণসহ কাশ্মীর পরিত্যাগপূর্ব্বক কত পর্ব্বত নদ নদী অরণ্য অতিক্রম করিয়া বহুদিন পরে প্রসিদ্ধ তীর্থ বারাণসী ধামে সমাগত হইলেন। তত্রত্য পবিত্র জাহ্নবী-জলে অবগাহন করিয়া ভগবান্ অনন্তশয়ন শ্রীহরিকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বারাণসীধামের অধিকাংশ পণ্ডিতই অদ্বৈতবাদী ও শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিন্তু দীর্ঘকাল বিচারের পর বৈষ্ণব-মতেরই জয় হইল। যতিরাজ শৈবক্ষেত্র কাশিধামে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া উৎকলের পুরুষোত্তমক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য শিষ্য তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি কাশি মগধ অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের মধ্য দিয়া উৎকলের পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মহাতীর্থ অতিপুরাতন ও প্রসিদ্ধ। অনন্তনীলাম্বুধি এই ক্ষেত্রের তিন দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। স্বয়ং ভগবান্ জগন্নাথরূপে এখানে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানের অধিবাসীরা পরমবৈষ্ণব ও ভগবদ্ভক্ত। এখানে ভগবৎ-প্রসাদে এমনই ভক্তি ও বিশ্বাস যে, একজন নিতান্ত অন্ত্যজ ব্যক্তিও যদি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে ভগবৎ-প্রসাদিত অন্ন অর্পণ করে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ উহা সাদরে ভক্ষণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করেন।

যতিরাজ, শিষ্যগণ সহ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবানকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং জগন্নাথের পূজকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন;—"ওহে পূজকগণ! তোমরা এখন হইতে পাঞ্চরাত্র আগম অনুসারে ভগবান্ পুরুষোত্তমের যাবতীয় পূজা এবং উৎসবাদি সম্পন্ন করিবে, শ্রীরঙ্গনগরে ভগবান্ রঙ্গনাথের অর্চ্চনা ও উৎসবাদি যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, অদ্য হইতে তোমাদিগকে তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে হইবে।" পূজকগণ যতিরাজের প্রস্তাবে কোন প্রকারেই সম্মত হইল না। তাহারা যতিরাজকে কিছু না বলিয়াই নীরবে চলিয়া গেল। ইহাতে যতিরাজের মনে ক্রোধ উপস্থিত হইল, বলপূর্ব্বক জগন্নাথক্ষেত্রকে শ্রীরঙ্গনগরের ন্যায় করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রতিজ্ঞা উপস্থিত হইল। যতিরাজ অবিলম্বে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের রাজাকে বশীভূত করিয়া জগৎগুরু হইলেন। এদিকে পূজকেরা জগন্নাথের মন্দিরে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিল এবং জগন্নাথের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল; "হে দেবদেব! জগন্নাথ তুমি ত ভক্তের সকল অভীষ্টই পূর্ণ করিয়া থাক, আজ তোমার সেবকেরা তোমার শরণাগত তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে কি উদ্ধার করিবে না? রামানুজ নামক কোন যতি এখানে উপস্থিত, তিনি অন্য পদ্ধতি অনুসারে তোমার পূজাবিধি প্রবর্ত্তিত করিতে উৎসুক। অতএব আমাদের প্রার্থনা তুমি পূর্ব্ব নিয়মেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের অভীষ্ট প্রদান কর। তুমি যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তাহা হইলে আমরা এখনই তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা গুরু পাষাণ খণ্ড তুলিয়া নিজ মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কথিত আছে;—ভগবান্

পুরুষোত্তম তাহাদের অভয় দান করিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। পরমুহূর্ত্তে যতিরাজ উপস্থিত, তিনি জগন্নাথকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—"দেব! শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি আদিম বৈষ্ণবক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্র আগম অনুসারেই আপনার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আমি এখানেও ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে বাসনা করি। প্রভো! কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা অনুমোদন করুন"। ভগবান্ বলিলেন;—"যতিরাজ! জগতে শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণবক্ষেত্র আছে, উহাতে পাঞ্চরাত্র আগম অনুসারে পূজাবিধি প্রচলিত থাকিলেও এখানে আমি ঐরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করি না। এই ক্ষেত্র স্বাধীন, এখানে আমি স্বাধীনভাবে বিরাজ করি। অতএব লোকেও আমাকে স্বাধীনভাবে অর্চ্চনা করিয়া সুখী হউক"। (১) যতিরাজ ঐ কথায় সম্মত হইলেন না।

---

(১) পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথের অর্চ্চনা কোন্ বিধি অনুসারে হয়, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা বলেন;—"বেদবিধি অনুসারে," পৌরাণিকেরা বলেন "নারদপাঞ্চরাত্র অনুসারে হইয়া থাকে"। একজন তান্ত্রিক অত্যন্ত দম্ভ সহকারে আমাকে বলিয়াছিলেন;—আমি স্পষ্ট দেখাইয়া দিতে পারি 'তন্ত্র মতে জগন্নাথের পূজা কার্য্য সম্পন্ন হয়'। প্রকৃত পক্ষে ভগবানের উক্তিই ঠিক, ঐ স্বাধীনক্ষেত্রে ভক্তেরা স্বাধীনভাবে যে কোন মতে উপাসনা করিতে পারেন। তবে এখন যাহা প্রচলিত আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, বহু প্রথার সংমিশ্রণে এক প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। শওয়ার বা শবরদের পক্ক অন্ন দ্বারা ভোগের প্রথা দেখিয়া বোধ হয়, উহা সেই আদিম শবরদের প্রথা। পূজা-বিধিতে কিঞ্চিৎ বৌদ্ধ-তন্ত্রোক্ত প্রথা ও না আছে এমন নহে। উৎসবাদিতে পৌরাণিক প্রথা সম্পূর্ণ বিরাজমান। স্নানোৎসবের জল আহরণের ব্যাপার দেখিয়া কাঞ্চীর বরদরাজেরও শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের পূজার প্রথা মনে পড়ে। যাহা হউক, এখানে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে বহু প্রকার পদ্ধতি জগন্নাথের পূজায় ও অর্চ্চনায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তিনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্র মত প্রচলিত করিবেন। যতিরাজ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন ;—"পাঞ্চরাত্র আগমের বিধি ব্যতীত বিষ্ণুপূজা হইতেই পারে না। অতএব নিশ্চয় এখানে পাঞ্চরাত্র মতের অনুসরণ করিয়া অর্চ্চনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" তাহার পর, তিনি মঠে(১) প্রস্থান করিলেন। অসংখ্য শিষ্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। যতিরাজ নিশা সমাগমে ভাবিতে ভাবিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। তখনও তাঁহার মনে হইতেছিল, "রাজা আমার বশীভূত, অতএব আমি নিশ্চয়ই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গমের ন্যায় বিষ্ণুপূজার বিধি প্রবর্ত্তিত করিব"। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভগবানের মনে হইল, ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যতি নিশ্চয়ই আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া এই ক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্র আগমোক্ত বিধি প্রবর্ত্তিত করিবে। তাহা হইলে আমার পূজকদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। নিশ্চয়ই তাহারা এই ব্যাপার সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবে। অতএব এখনই উহাকে দূরে অপসারিত করা যাউক"। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি যোগনিদ্রার প্রভাবে অবিলম্বে যতিরাজকে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে (২) প্রেরণ করিলেন।

---

(১) জগন্নাথে মন্দিরের পূর্ব্বাংশে সিংহদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী রাজগোপাল মঠ বা ইমার মঠ যতিরাজের আগমন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) শ্রীকূর্ম্মনগর অতিপ্রাচীন শৈবধাম। ঐ স্থানে কূর্ম্মরূপী শিবলিঙ্গ বিরাজমান ছিলেন। রামানুজাচার্য্য ঐ শিবলিঙ্গকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণত করেন। শ্রীকূর্ম্মের শৈবেরা যতিরাজের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া শৈবমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবমত পরিগ্রহ করে। অদ্যাপি ঐ প্রাচীন-ক্ষেত্রে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বৈষ্ণবধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ঐ নগর বর্ত্তমান গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত।

জগন্নাথ কর্ত্তৃক মায়া-প্রভাবে যতিরাজের শ্রীকূর্ম্মনগরে প্রেরণ।

রাত্রি প্রভাত হইল, আকাশে নক্ষত্র সকল ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। পাখীরা মধুর স্বরে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিল। বালসূর্য্যের সুবর্ণময়কিরণে তরুলতা রঞ্জিত হইল। যতিরাজ ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন। এ কি! যতিরাজ কোথায়! কোথায় পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র! কোথায় জগন্নাথের মন্দির! কোথায়ই বা রামানুজের প্রতিষ্ঠিত মঠ! এ যে সম্পূর্ণ নূতন স্থান! যতিরাজ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, তিনি শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন। সমুদয়ই ভগবানের লীলা। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাহার পর, যতিরাজ জানিতে পারিলেন শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রের অধিনায়ক কূর্ম্মরূপী শিবলিঙ্গ এবং ঐ স্থানে শ্বেতমৃত্তিকা নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনি স্নান ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ কিংবা বিষ্ণুপূজা কিছুই করিতে পারিলেন না। সমস্ত দিবস উপবাসী রহিলেন। রাত্রিকালে ভগবান্ শ্রীকূর্ম্মনায়ক স্বপ্নে আদেশ করিলেন;—"যতিরাজ, লোকে অজ্ঞতা-প্রযুক্ত মায়ায় মোহিত হইয়া আমাকে শিবলিঙ্গ মনে করে, তুমি দেখ, আমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধররূপে এখানে বিরাজ করিব। আমার মন্দিরের সম্মুখ ভাগেই শ্বেতমৃত্তিকা আছে। তুমি স্নান করিয়া ঐ মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা কর এবং আমার পবিত্র প্রসাদ দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া কিছু কাল এখানে অবস্থিতি কর। তোমার শিষ্যদের জন্য কোন চিন্তা করিও না, তাহারা জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রই এখানে সমাগত হইবে"। যতিরাজ স্বপ্নাদেশে সন্তুষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে পাঞ্চরাত্রোক্ত বিধি অবলম্বনে শ্রীকূর্ম্মনায়কের অর্চ্চনা ও ভোগের অনুষ্ঠান করিয়া প্রসাদ

গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকূর্ম্মরূপী ভগবানের পদতলে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র বিষ্ণুধাম-রূপে জগতে পরিচিত হইল। শ্রীকূর্ম্মবাসী জনগণ সত্বর আসিয়া যতিরাজের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য লোক এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সত্বর শ্রীকূর্ম্মনগরে উপনীত হইল এবং যতিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। এদিকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ যতিরাজের শিষ্যগণ জগন্নাথের প্রেরণায় অনতিবিলম্বে শ্রীকূর্ম্মনগরে আগমন করিয়া গুরুর চরণে প্রণিপাত করিলেন।

যতিরাজের বেঙ্কটাচলে গমন।

তাহার পর, তিনি কূর্ম্মেশকে প্রণিপাত করিয়া শিষ্যগণ সহ সিংহাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে মহাসিংহাকৃতি ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়া সিংহাদ্রি হইতে নির্গত হইলেন। অনতিদূরে গরুড়াদ্রিতে ভগবানের নরসিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। যতিরাজ শিষ্যদের সহিত ঐ মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিয়া বেঙ্কটাচলে (১) উপস্থিত

(১) বেঙ্কটাচলের বর্ত্তমান নাম তিরুপতি (ত্রিপতি)। এই স্থানটি অতিপ্রাচীন এবং উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালার উপরিভাগে অবস্থিত। তিরুপতি সহর হইতে এক মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে শ্রীনিবাসদেবের মন্দির আছে। এই পাহাড়ে উঠিবার জন্য চারি দিকে চারিটি প্রধান পথ বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথেরও অভাব নাই। ঐ পাহাড়ের সাতটি শৃঙ্গ, উহার যে শৃঙ্গটির উপর শ্রীনিবাসের মন্দির বিদ্যমান, উহার নাম শেষাচল। এই তীর্থ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি উপাখ্যান দেখা যায়। উহার মর্ম্ম এই ;—এক সময় বিষ্ণু রমার সহিত অন্তঃপুরে ক্রীড়ায় রত আছেন, শেষনাগ দ্বার রক্ষা করিতেছেন। এমন সময় বায়ু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় বায়ুর সহিত শেষনাগের কলহ উপস্থিত হইল। কোলাহল শুনিয়া বিষ্ণু বাহিরে আসিলেন। শেষনাগ

হইলেন। তিনি স্বামিপুষ্করিণীতীরে দেখিলেন, বেঙ্কটেশ্বর শঙ্খচক্রাদিরহিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শৈবেরা সত্বর আসিয়া তাঁহাকে হরিহর মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল। তখন বৈষ্ণবেরা বলিল "না না ইনি হরিহর নহেন, ভগবান্ বিষ্ণু।" এই প্রসঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে মহাকলহ উপস্থিত হইল। কথিত আছে:—যতিরাজ উহা দেখিয়া বলিলেন;—"ওহে শৈবগণ! শুন, অনর্থক বিবাদে প্রয়োজন কি? আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি। সেই উপায় অবলম্বন করিলে সহজেই আমাদের তর্কের মীমাংসা হইতে পারে। তোমাদের দেবতার চিহ্ন শূল ডমরু প্রভৃতি ও আমাদের দেবতার চিহ্ন শঙ্খচক্রাদি। ঐ উভয়-বিধ অস্ত্রই নির্ম্মাণ করিয়া দেবতার সম্মুখে রাখা যাউক। ভগবান্

---

কলহের কারণ বিবৃত করিলে বিষ্ণু বলিলেন "বায়ু তোমা অপেক্ষা বলবান্, অতএব দ্বার ছাড়িয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল"। শেষনাগ বলিলেন "বায়ু শক্তিমান্ কি আমি শক্তিমান্ আপনি প্রত্যক্ষ করুন। আমি বেঙ্কটাচল বেষ্টন করিয়া থাকিব, বায়ু আমাকে স্থানচ্যুত করুক"। তাহার পর, শেষনাগ বেঙ্কটাচল বেষ্টন করিলে বায়ু প্রবল বেগে তাহাকে উড়াইয়া দক্ষিণসমুদ্র হইতে ১২ যোজন উত্তরে স্বর্ণমুখী নদীর বামভাগে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে শেষনাগ অপমানিত হইয়া বিষ্ণুর ধ্যান করেন। বিষ্ণু প্রীত হইয়া বর দিতে চাহিলে শেষ নাগ বলিলেন "আপনি যেমন বৈকুণ্ঠে বাস করেন, সেই প্রকার শৈলরূপী আমার দেহে বাস করুন"। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন। সেই অবধি এই তীর্থের প্রসিদ্ধি। এখানে অসংখ্য বিষ্ণুমন্দির ও স্বামিতীর্থ প্রভৃতি অনেক জলাশয় আছে। বেঙ্কটাচলে অনেক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই স্থানে চোলরাজগণের নির্ম্মিত বহু দেবমন্দির ও প্রাসাদ বিদ্যমান। বেঙ্কটাচল মান্দ্রাজ প্রদেশের আরকাট জেলার অন্তর্গত এবং এবং এখানে মান্দ্রাজ রেলওয়ে রেল-শাখার একটি ষ্টেসন আছে। ষ্টেসনের নাম তিরুপতি।

বেঙ্কটেশ্বর যে অস্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিব, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের উপাস্য। শৈবেরা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাহার পর, উভয়বিধ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে বেঙ্কটেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করা হইল। উভয় পক্ষেরই কোন লোক যাহাতে মন্দিরের কোথাও না থাকে, তজ্জন্য যতিরাজ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন এবং কপাট সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া শৈবদের সহিত মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পরদিন প্রত্যূষে উভয় সম্প্রদায়ই একসঙ্গে গিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন—'ভগবান্ বেঙ্কটেশ্বর শঙ্খচক্র ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, শূল ডমরু প্রভৃতি তাঁহার পদতলে পড়িয়া আছে।' এই ঘটনায় শৈবেরা লজ্জায় অধোমুখ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ দলবলসহ বেঙ্কটগিরি হইতে পলায়ন করিল। তাহার পর, যতিরাজ বেঙ্কটেশ্বরকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, বৈষ্ণবগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি যতদিন জগৎ হইতে চন্দ্র সূর্য্যের বিলয় না হয়, ততদিনের জন্য এই বেঙ্কটগিরিতে ভগবানের পূজার অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুবর্ণময়ী লক্ষ্মী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বেঙ্কটেশ্বরের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করা হইল। অচিরে ঐ স্থানের অধিবাসিগণ আসিয়া যতিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে সময়ে যতিরাজের শ্বশুর বেঙ্কটগিরিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকেই দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইল এবং দুইটি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অর্চ্চনার ভার গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে বেঙ্কটগিরিতে বৈষ্ণব-মত ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যতিরাজ ভূতপুরে (শ্রীপেরম্বধুরে) আগমন

করেন। জন্মভূমিস্থিত কৌলিক উপাস্যদেব আদিকেশবকে প্রণিপাত করিয়া শিষ্যগণ সহ মথুরা নগরীর সন্নিহিত বীরনারায়ণপুরে উপনীত হন। বীরনারায়ণপুর সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবযোগী নাথমুনির যোগাভ্যাসের স্থল। তিনি ঐ স্থলে প্রণিপাত করিয়া শ্রীরঙ্গমনগরে প্রত্যাগত হন। তাঁহার আগমনে শ্রীরঙ্গমনগর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। যতিরাজের ভূপ্রদক্ষিণের গাথা গাহিয়া ভক্তগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল।

পরাশর ভট্টার্য্য ও বেদব্যাসভট্টার্য্যের জন্মকথা।

এদিকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রীমান্ কূরেশ একমাত্র যতিরাজের সেবায় মন প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গমনগরে বাস করেন। বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, উঞ্ছবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। একদা প্রাতঃকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। দিবসের মধ্যভাগেও উহার উপশম হইল না। কাল অতিক্রান্ত হওয়ায় কূরেশের আর উঞ্ছবৃত্তি করা ঘটিয়া উঠিল না। কূরেশ নিত্য আনেন, নিত্য আহার করেন, কোন দ্রব্য সঞ্চিত রাখা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ(১)। তিনি যথাসময়ে স্নান করিয়া বিষ্ণু

(১) এই কূরেশ যতিরাজের জ্ঞাতি হইলেও এক সময়ে অতীব ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। কাঞ্চীপুরের পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দূরে কূর নামক যে অগ্রহার (ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম) আছে কূরেশ তাহারই অধিপতি। কূরেশের কুবেরের ন্যায় ধন সম্পদ্ ছিল। অন্নদানরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া এই মহাত্মা কুটুম্বগণের সহিত মহাসুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে নিশীথকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য অন্ধ পঙ্গু এবং দরিদ্রলোক ইঁহার হস্ত হইতে অন্ন বস্ত্র ও ধন প্রাপ্ত হইত। কূরেশের ভগবানে অচলা ভক্তি ছিল, ভগবদারাধনা ও অর্থীদিগের অভাব মোচনেই তাঁহার কাল অতিবাহিত হইত। একদা নিশীথকালে

আরাধনা করিলেন। তাহার পর, ক্ষুদ্র একটি ফল ভগবানকে নিবেদন করিয়া শালগ্রামশিলার চরণামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। সায়ংকালে ভগবান্ রঙ্গনাথের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত

---

যখন কূরেশের অন্নশালার দ্বার বদ্ধ করা হইতেছিল, তখন কাঞ্চীতীর্থস্থ ভগবান্ বরদরাজের প্রিয়তমা লক্ষ্মী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ঐ গম্ভীর ধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে। বরদরাজ লক্ষ্মীর নিকট কূরেশের মহাব্রতের বর্ণনা করিলে লক্ষ্মী কূরেশকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। তৎক্ষণাৎ মন্দিরের সেবক কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি আদেশ হইল। কাঞ্চীপূর্ণ পরদিন কূরেশের নিকট গিয়া বরদাপ্রিয়া লক্ষ্মীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আদেশ শ্রুতমাত্র কূরেশের নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তি-গদগদ স্বরে বলিলেন;—"অহো কোথায় শিববিরিঞ্চি—সেবিতা বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মী, আর কোথায় আমি অধম মানব"। কূরেশ মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না, সমস্ত ভূমি বিত্ত ধন রত্ন অর্থীদিগকে প্রদান করিয়া কাঞ্চীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কূরেশের পত্নীর নাম আন্দোলা, তিনি পতিকে সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক যাইতে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কূরেশ পত্নীকে অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অরণ্যমধ্যে উপস্থিত, চতুর্দ্দিকে কেবল নিবিড় বৃক্ষরাজি, স্বামীকে অগ্রে দূরে যাইতে দেখিয়া কূরেশপত্নী ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "নাথ! এ পথে কি কোন ভয় নাই?" কূরেশ ভার্য্যার বাক্য শুনিয়া বলিলেন;—যাহার নিকট বিত্ত আছে, তাহার ভয় সর্ব্বত্র, যেমন আমিষ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে মৎস্যেরা ভক্ষণ করে, ভূতলে শ্বাপদেরা ভোজন করে, এবং আকাশে পক্ষীরা গ্রহণ করে, বিত্তবান্ ব্যক্তিও ঐরূপ সর্ব্বত্র সকল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। অতএব যদি তোমার নিকটে কিছু দ্রব্য থাকে আমাকে দাও"। কূরেশপত্নী আন্দোলা নিতান্ত সরলপ্রকৃতি, তিনি স্বামীর বাক্য শুনিয়া

হইলেন এবং শঠারিসূত্র জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ রঙ্গনাথের মন্দিরে নৈবেদ্যের বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। কাংস্যকরতালের সেই গম্ভীর রব শুনিয়া কুরেশ-পত্নী মনে মনে বলিতে লাগিলেন ;—"হা প্রভো রঙ্গনাথ! তোমার ভক্ত ক্ষুধায় কাতর, আর তুমি সুখে ভোজন করিতেছ ?" সেই কাতর বাক্য অচিরে ভগবান্ রঙ্গনাথের সমীপে পৌঁছিল। কথিত আছে ;—তিনি প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সেবকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন ;—"ওহে সেবকগণ! তোমরা শীঘ্র শর্করা এবং ঘৃতযুক্ত আমার পবিত্র প্রসাদ ছত্র চামর ও বাদ্যসহকারে লইয়া গিয়া মহাত্মা কুরেশকে সমর্পণ কর।" তৎক্ষণাৎ ভগবানের আদেশ প্রতিপালিত হইল। কুরেশ ঐ পবিত্র প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কৃতার্থভাবে গ্রহণ

---

বলিলেন ;—"নাথ! আমি যখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণ করি, তখন আপনার দুগ্ধপানের নিমিত্ত একটি স্বর্ণচষক ( পানপাত্র ) আনিয়াছি, এই দেখুন আমার বস্ত্রের মধ্যে উহা লুক্কায়িত রহিয়াছে"। এই বলিয়া ভয়ে ঐ সুবর্ণের পানপাত্রটি স্বামীর হস্তে অর্পণ করিলেন। কুরেশ সেই মহামূল্য রত্ন খচিত স্বর্ণের পানপাত্রটি অতি অবহেলার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভার্য্যার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ;—প্রিয়ে! এখন তোমার কোথায়ও ভয় নাই, নিরুদ্বেগে আমার সহিত এস। আণ্ডাল নীরবে স্বামীর সমস্ত কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিলেন এবং নির্ভয়ে স্বামীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঞ্চীপুরে উপনীত হইয়া ভগবান্ বরদরাজকে প্রণিপাত পূর্ব্বক যতিরাজের নিকট আগমন করিলেন। যতিরাজ কুরেশকে পাইয়া পরম আনন্দে মগ্ন হইলেন। ঐ দিন হইতে কুরেশ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভার্য্যা সহ কাঞ্চীতে বাস করিতে লাগিলেন। যখন যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে আহূত হন, তখন কুরেশ দাশরথি প্রভৃতি শিষ্যগণও যে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

করিলেন এবং বিস্মিতভাবে মনে মনে চিন্তা করিলেন "ভগবান রঙ্গনাথ ইতঃপূর্ব্বে আমাকে সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত বস্তুই প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আবার তিনি অদ্য আমাকে এই প্রসাদ প্রদান করিলেন কেন?" তাহার পর, তিনি স্বীয় ভার্য্যা আন্দোলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"প্রিয়ে! তুমি কি অদ্য মনে মনে কিছু চিন্তা করিয়াছিলে?" আন্দোলা উত্তর করিলেন;—"নাথ! আমি ত রঙ্গেশ্বরের নিকটে কিছু প্রার্থনা করি নাই, কেবল রঙ্গনাথের ভোগ সময়ে কাহলী-রব শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিলাম;—"রঙ্গনাথ! তুমি সুখে ভোজন করিতেছ, আর তোমার ভক্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া আছেন?"

ঐ কথা শুনিয়া কুরেশ "ভগবানের ভোগের সময়ে একথা ভাবা তোমার অনুচিত হইয়াছে" এই বলিয়া ভার্য্যাকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্রে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া স্বয়ংও কিঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিলেন। এই প্রসাদ ভোজনের ফলে কুরেশের পত্নী আন্দোলা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন এবং যথাসময়ে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। যে দিবস ঐ পুত্র দুইটি ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ও অনুরাধা নক্ষত্র, চতুর্দ্দিকে বিবিধ শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। কুরেশ সংসারে বীতস্পৃহ, সর্ব্বদা ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন। তিনি পুত্রদ্বয়ের জন্যে আনন্দিত বা দুঃখিত কিছুই হইলেন না, বা জাতকর্ম্ম নামকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার ও অনুষ্ঠান করিলেন না, কেবল বলিলেন "যতিরাজে ও আমাতে কোনই ভেদ নাই, যাহা করিবার হয়, তিনিই করিবেন।" এদিকে জাতাশৌচ শেষ হইলেই যতিরাজ কৃপাপূর্ব্বক একদিন কুরেশের গৃহে আগমন করিলেন এবং গোবিন্দকে বলিলেন;—

"গোবিন্দ! অচিরজাত শিশু দুইটিকে লইয়া আইস"। গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুরেশের পত্নীকে গুরুদেবের আগমন সংবাদ জানাইলেন এবং দৃষ্টিদোষ নিবারণের জন্য রক্ষা কবচ ধারণ করাইয়া অতিসাবধানে মন্ত্র জপ করিতে করিতে শিশু দুইটিকে লইয়া বাহিরে আগমন করিলেন। যতিরাজ শিশুদ্বয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখলাবণ্য দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ঐ দুই বালককে উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত গোবিন্দকে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ যতিপতির অভিপ্রায় অনুসারে দুইটি শিশুর দেহে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। যতিরাজ বলিলেন "প্রথম বালক মহর্ষি পরাশরের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার নাম হইল পরাশরভট্টার্য্য এবং দ্বিতীয় বালক বেদব্যাসের অংশে জন্মগ্রহণ করায় বেদব্যাসভট্টার্য্য নামে বিখ্যাত হইবে। আর শেষোক্ত বালকের অপর নাম হইল শ্রীরামদেশিক"। এই রূপে কুরেশের পুত্রদ্বয়ের নামকরণ শেষ করিয়া যতিরাজ স্বমঠে প্রস্থান করিলেন। এদিকে গোবিন্দের বালগোবিন্দ নামে একটি ভ্রাতা ছিল, ঐ সময় বালগোবিন্দভট্টের একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। যতিরাজ ঐ সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইয়া বালগোবিন্দের পুত্রের নাম রাখিলেন—'শ্রীপরাঙ্কুশপূর্ণার্য্য'। যতিরাজের কৃপায় বালকত্রয় দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে ঐ বালকদিগকে দেখিত সেই ঐ সকল শিশুতে প্রতিভার লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষ্য করিত। বৈষ্ণবজগতের পূর্ব্বনেতা যামুনাচার্য্য গুরুপদে লীন হইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া রামানুজকে পরিচালক মনোনীত করিয়া যান, এই বালকত্রয়ের জন্মগ্রহণে তাঁহার সেই আশার বীজ ক্রমে ফলবান্ হইবার উপক্রম হইল।

পরাশর ভট্টার্য্য প্রভৃতির বিবাহ।

কথিত আছে;—ভগবান্ স্বয়ং রঙ্গনাথ এবং রঙ্গনায়িকা মহালক্ষ্মী শ্রীপরাশরভট্টার্য্যকে পুত্রত্ব স্বীকার করায় তাঁহাদের উভয়ের কৃপায় ঐ বালক বালসূর্য্যের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। একদা স্বীয় জন্ম মহোৎসবে কুরেশ শঠজিৎসূক্তি পাঠ করিতেছেন, এমন সময় শিশু পুত্র পরাশর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ বকুলাভরণ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থে মহত্ত্ব এবং অণুত্ব এই উভয়ের একাধারত্ব উক্ত হইয়াছে (১)। অতএব ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তেজ ও তিমির কখনই এক আধারে থাকিতে পারে না"। পুত্রের ঐরূপ প্রশ্ন শুনিয়া কুরেশ উত্তর করিলেন;—"বৎস! তোমার উপনয়ন (বেদারম্ভ) হয় নাই, সুতরাং তুমি শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে অধিকারী নহ, যখন তুমি শ্রুতি অধ্যয়ন করিবে, তখন আর এ সকল সংশয় তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না।"

কিছু দিন গত হইলে একদা পরাশর রাজপথে নিরঙ্কুশভাবে ধূলিখেলা করিতেছেন, এমন সময় সর্ব্বজ্ঞ ভট্টের (১) আগমন-সূচক কাহলীরব শ্রুত হইল। যতিরাজ রামানুজ অসংখ্য বৈষ্ণব সহ গিয়া উক্ত ভট্টের সহিত মিলিত হইলেন। বৈষ্ণব যোগিগণ সর্ব্বজ্ঞভট্টকে লইয়া যখন অগ্রসর হন, তখন রাজপথে অত্যন্ত জনতা, বিপুল জনস্রোত সর্ব্বজ্ঞের অনুসরণ করিতেছে। এমন সময় ক্রীড়ানিরত বালক পরাশর অঞ্জলি পূরিয়া ধূলা লইয়া সর্ব্বজ্ঞের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন;—

(১) মহত্ত্ব ও অণুত্ব উভয়ই এক আধারে অবস্থিতি করে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

"মহাশয়। আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, বলুন দেখি আমার হস্তে কত-সংখ্যক ধূলা আছে?" সর্ব্বজ্ঞ, বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না। তখন বালক হাসিতে হাসিতে বলিল ;—"যিনি এই সামান্য প্রশ্নের উত্তরদানে অশক্ত, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞভট্ট নাম গ্রহণ করা কি উচিত? অতএব আর আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করুন।" সর্ব্বজ্ঞভট্ট জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন, এই প্রতিভাশালী শিশু, কুরেশের পুত্র, তখন তিনি বালককে সহসা মস্তকে করিয়া কুরেশের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে হেমাম্বা নাম্নী এক তরুণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি সহসা শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে আপনার উত্তরীয়ের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র চুম্বন করিতে করিতে মাতার নিকট লইয়া গেলেন। স্নেহময়ী জননী সেই প্রফুল্লমুখী যুবতীর অঙ্ক হইতে পুত্রকে লইয়া তাহার মস্তকে চরণামৃত সেচন করিলেন এবং শিশুর কল্যাণ কামনায় একান্ত-চিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন গত হইল। কুরেশ পুত্রের যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া গুরুর নিকট বেদ অধ্যয়নের জন্য নিযুক্ত করিলেন। বালক আরম্ভ-দিনে কিছুক্ষণ মাত্র গুরুর নিকটে ছিল। তাহার পর, প্রত্যহ নিরঙ্কুশভাবে রাজপথে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। একদিনও গুরুর নিকটে গমন করিত না। একদা কুরেশ পুত্রকে রাজপথে খেলা করিতে দেখিয়া বলিলেন ;—"বৎস। সকল বালক আদর পূর্ব্বক বেদ পাঠ করিতেছে, তুমি রাজপথে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছ কেন?" বালক উত্তর

করিল "পিতঃ! আমি প্রত্যহ বেদ পাঠ করিয়া থাকি।" কূরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত কল্য বেদ পাঠ করিয়াছিলে?" বালক উত্তর করিল "হুঁা কল্যও বেদ পাঠ করিয়াছি, আজও করিয়াছি"। কূরেশ জানেন তাঁহার পুত্র একদিনও গুরুর নিকটে যায় না। তিনি পরাশরকে পূর্ব্বদিবসের এবং সেই দিবসের পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক, ঠিক ঐ দুই দিবসের পাঠ অনর্গল আবৃত্তি এবং তাহার ব্যাখ্যা করিল। কূরেশ বিস্মিত হইলেন। তিনি বালককে গৃহে লইয়া গেলেন। তার পর, তিনি এবং গোবিন্দ উভয়ে বালককে তন্ত্র-শিক্ষা অর্থ-শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বশিক্ষা প্রদান করিলেন। একদিন কূরেশ যতিরাজকে বলিলেন, "গুরুদেব! তোমার দাস পরাশর এখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব উহার পরিণয়-সম্বন্ধ কোথায় করা যায়?" যতিরাজ উত্তর করিলেন "বৎস কূরেশ! যে গৃহে ব্রহ্মণ্য এবং বৈষ্ণবত্ব উভয়ই বিদ্যমান, এরূপ গৃহেই পরাশরের বিবাহ সম্বন্ধ করা উচিত। আমি জানি পূর্ণাচার্য্যের বংশে একটি কন্যা আছে, আমার ইচ্ছা তুমি সেখানেই পরাশরের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির কর"। কূরেশ যতিরাজের কথায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং একদিন যতিরাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে অগ্রে করিয়া পূর্ণাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলেন। পূর্ণাচার্য্য কন্যাদানে সম্মত হইলেন বটে কিন্তু কিছু সন্দিহান হইয়া রহিলেন। একে নবীন সম্বন্ধ, কারণ পূর্ণাচার্য্য পূর্ব্বে কখন এরূপ বংশের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কূরেশের আভিজাত্য তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক। বোধ হয়, সেই সময় রামানুজপত্নী রক্ষাম্বার গর্ব্বিত বাক্য গুলিও তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত

হইয়াছিল। সুতরাং তিনি আজ কাল করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে কূরেশ-পত্নীও যাহাতে পুত্রের শীঘ্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য স্বামীকে উদ্যোগী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে;—ভগবান্ রঙ্গনাথ স্বপ্নে পরাশরভট্টার্য্যকে কন্যা সম্প্রদান করিতে আদেশ করিয়া পূর্ণাচার্য্যের সকল সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিলেন। পূর্ণাচার্য্য ও পরাশরের সহিত যথাশাস্ত্র দুহিতার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুখী হইলেন।

একদা যতিরাজ বৈষ্ণব-সমাজে দাশরথির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "দাশরথি আমার দেহের অংশস্বরূপ, যেমন ত্রিদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমি কোথায়ও যাইতে পারি না, সেইরূপ দাশরথি ব্যতীত আমি কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ নহি। বৈষ্ণবগণ দাশরথির প্রতি যতিরাজের কৃপার আতিশয্য লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কথঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হইলেন বটে কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহার পর, যতিরাজ যদৃচ্ছাক্রমে উদাত্তস্বরে শঠারিসূক্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মধুর আবৃত্তি শুনিয়া দাশরথিপ্রভৃতি শিষ্যগণ প্রেমে আর্দ্র হইয়া প্রভুর চরণে গিয়া পতিত হইলেন। যতিরাজ শিষ্যগণের ঐরূপ ভক্তিগদগদ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"ওহে ভক্তগণ! সেই বেদবেদ্য পরমপুরুষ দশরথের ভবনে জন্ম গ্রহণ করিলে বেদ, রামায়ণ রূপে মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় হইতে জগতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই বেদ, রামায়ণ হইতে দ্রাবিড়-ভাষায় অবতীর্ণ হইবার জন্য সমুৎসুক। অতএব তোমরা দ্রাবিড় ভাষার সাহায্যে বেদার্থ জনসমাজে প্রচারিত করিবার

জন্য যত্নবান্ হও। দ্রাবিড় ভাষার উন্নতি ব্যতীত ধর্ম্মের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। শিষ্যগণ গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দ্রাবিড় ভাষার উন্নতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সায়ং কাল উপস্থিত দেখিয়া যতিরাজ সকলকে বিদায় দিয়া নিজ মঠে প্রবেশ করিলেন।

ধনুর্দাস ও কনকাঙ্গনার উদ্ধার।

একদা চৈত্রোৎসব উপলক্ষে শ্রীরঙ্গম্ নগরের অত্যন্ত শোভা হইয়াছে। দূর হইতে ভগবান্ রঙ্গনাথের অভ্রস্পর্শী মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় উড্ডীয়মান পতাকা সকল পথিকগণের চিত্ত হরণ করিতেছে। নানাবিধ লতা পত্র ও পুষ্পমালায় রাজপথ সকল সুসজ্জিত। সমাগত জনগণের হৃদয়-মোহন নানাবিধ পণ্যসম্ভার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। নগরে বর্ষার জলস্রোতের ন্যায় অনন্ত জনস্রোত প্রবাহিত। মধ্যাহ্নকাল, যতিরাজ শিষ্যগণ সহ অবগাহনের নিমিত্ত কাবেরীর পবিত্র জলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সহসা তীরের দিকে তাঁহার নয়ন পতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন 'একটি পরমলাবণ্যবতী যুবতী সুন্দর পরিচ্ছদ ও নানাবিধ স্বর্ণাভরণে বিভূষিত হইয়া রাজপথে গমন করিতেছে। একটি বলিষ্ঠ প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ সেই তরুণীর মুখমণ্ডলের উপর ছত্র ধরিয়া দুই পদ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে। পুরুষটি সেই নিতম্বিনীর মনোহর মুখমণ্ডলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া গমন করায় পদে পদে স্খলিতপদ হইতেছে। বস্তুতঃ, সেই হাস্যমুখী ললনার দেহকান্তিতে রাজপথ যেন আলোকিত বোধ হইতেছে।

যতিরাজ বৈষ্ণবগণকে ডাকিয়া বলিলেন 'ওহে বৈষ্ণবগণ! একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ কর। ভগবানের মায়ায় আচ্ছন্ন

হইয়া ঐ ব্যক্তি লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেমন স্ত্রীর দাস্য অঙ্গীকার করিয়াছে। কামাতুর ব্যক্তিরা গোপনে প্রণয়িনীর সেবা করে কিন্তু এই পুরুষাধম প্রকাশ্য ভাবেই রমণীর দাসত্ব-ভার মস্তকে বহন করিতেছে। যাহা হউক, আমি ঐ নির্লজ্জ নারীকিঙ্করকে ভগবৎপরায়ণ করিব"। তাহার পর, তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া ঐ ব্যক্তির আনয়নের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র লোক ধাবিত হইল। যথাসময়ে সেই নারীসেবক যতিরাজ-সমীপে আনীত হইয়া বিনম্রমস্তকে তাঁহাকে প্রণিপাত করিল। যতিরাজ আদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "বৎস! তুমি কে, কোথায় থাক, কি কর, এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছ? আমার এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দাও, তোমার কল্যাণ হইবে"। সুন্দরী-সেবক উত্তর করিল, "প্রভো! নিচুলানগরে আমার বাস, আমার নাম ধনুর্দ্দাস, আমি যুদ্ধব্যবসায়ী মল্ল। দক্ষিণাপথে যে সকল মল্ল আছে, আমি তাহাদের প্রভু। সকলে যমের ন্যায় আমাকে ভয় করে। আমি আদেশ করিলে সমগ্রমল্লসমাজ সমবেত হইয়া যে কোন দুঃসাহসিক কার্য্য সংসাধন করিতে পারে। অদ্য ভগবান্ রঙ্গনাথের চৈত্রোৎসব। আমার প্রণয়িনী কৌতূহলিনী হওয়ায় আমি তাঁহাকে লইয়া উৎসব সন্দর্শনে আসিয়াছি"।

যতিরাজ মল্লের বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন ;— "বৎস ধনুর্দ্দাস! তোমাকে কয়েকটি কথা বলিব, ক্রোধ করিও না, আমি তোমার হিতের জন্য ইহা বলিতেছি, শুন। কামাতুর ব্যক্তিরা গোপনেই প্রণয়িনীর দাসত্ব করে, কিন্তু তোমার ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে ত কেহ করে না। এই জনপূর্ণ রাজপথে দিবালোকে

সর্ব্বজন সমক্ষে প্রণয়িনীর মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া যাইতেছ, ইহা কি বীরের উপযুক্ত কার্য্য; এই কার্য্যের জন্য তোমার হৃদয়ে লজ্জা কিংবা ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে না?" ধনুর্দাস কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল;—"প্রভো! শুনুন, আমি কামাতুর। অথবা বারবিলাসিনীর প্রণয়ী নহি। আমি যাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া যাইতেছিলাম, উনি আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা। উঁহার নাম কনকাঙ্গনা। যে দিবস কনকাঙ্গনার কর গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিবস হইতে উঁহার রূপসাগরে ডুবিয়াছি। আমার প্রিয়তমার দেহকান্তি সুধাংশুর অংশু অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, মুখের সৌরভ, বিকসিত কমলের সৌরভ অপেক্ষাও অধিক মনোহর। উঁহার মধুর হাস্য নিরীক্ষণ করিলে আমি বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাই। কনকাঙ্গনার মুখের উপমা জগতে নাই। আমি উঁহার ঐ সুন্দর মুখখানি ও আকর্ণবিশ্রান্ত চটুল নয়ন দুইটি না দেখিলে মুহূর্ত্তও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সূর্য্য কিরণে যখন কনকাঙ্গনার গণ্ডস্থল রক্তাভ ও ললাট ঘর্ম্মাক্ত হয়, তখন আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়। তজ্জন্য আমি উঁহার মস্তকে ছত্র ধারণপূর্ব্বক আতপ নিবারণ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক, লোকে নিন্দাই করুক, আর প্রশংসাই করুক, আমি কখনও এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারিব না। আমি ধন ঐশ্বর্য্য সম্মান গৌরব সুখ্যাতি কিছুই চাই না, আমি কনকাঙ্গনার প্রেম চাই। কনকাঙ্গনাই আমার ধ্যান, কনকাঙ্গনাই আমার জ্ঞান, কনকাঙ্গনাই আমার স্বর্গ, কনকাঙ্গনাই আমার মুক্তি, কনকাঙ্গনা ব্যতীত আমি কিছু জানি না, জানিতেও ইচ্ছা করি না"।

যতিরাজ মল্লাধিপের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; 'উঃ রোগ অতিকঠিন, কি গভীর আসক্তি। আহা এই আসক্তি যদি ভগবানে অর্পিত হইত, তাহা হইলে এই ব্যক্তি ধন্য হইতে পারিত। যাহা হউক, আমি ইহাকে কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিব'। তাহার পর, তিনি প্রকাশ্যে ধনুর্দাসকে বলিলেন,—"ধনুর্দাস! তুমি যে সুন্দর মুখ ও নয়ন দেখিয়া ভুলিয়া আছ, আমি যদি উহা অপেক্ষা সুন্দর মুখ ও নয়ন তোমাকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি কি করিবে'? ধনুর্দাস উত্তর করিল, "প্রভো! যাহা নাই, তাহা আপনি কি প্রকারে দেখাইবেন?" যতিরাজ বলিলেন "যদি পারি?" ধনুর্দাস উত্তর করিল, "তখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিব"। তাহার পর, যতিরাজ ধনুর্দাসকে লইয়া ভগবান্ রঙ্গনাথের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। ধনুর্দাস দেখিতে লাগিলেন 'সহস্র সহস্র নরনারী ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত ছুটিয়া যাইতেছে, কত রাজা, কত সন্ন্যাসী কত অসূর্য্যম্পশ্যা সুন্দরী রমণী রঙ্গনাথের সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল। ক্রমে ধনুর্দাসের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই যে সকল কোটিপতি ধনী, বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর রাজা, ইহাদের গৃহে কি সুন্দরী ললনা নাই? অবশ্যই আছে, তাহারা যে, প্রেমিকা নহে, তাহাই বা কি করিয়া বলিব? কিন্তু ইহাদের ভগবানের প্রতি কত আসক্তি! আমি সংসারে আসিয়া একটি বস্তুই চিনিয়াছি, তাহারই প্রেমে পাগল হইয়া আছি, কখন ভাবিও নাই যে, আর কোন সুন্দর বস্তু জগতে আছে। আবার ভাবিতে লাগিল, 'যেখানে যত সুন্দরীই থাকুক না কেন, কনকাঙ্গনার অপেক্ষাও নহে; সুতরাং আমি সংসারের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, উহা ঠিকই হইয়াছে, যতিরাজ আমাকে লইয়া বৃথা টানাটানি করিতেছেন।’ যখন ধনুর্দাসের মনে ঐরূপ আন্দোলন হইতেছে, সেই সময় যতিরাজ সম্মুখ হইতে ডাকিয়া বলিলেন "ধনুর্দাস! একবার এই দিকে নয়ন ফিরাও দেখি"। ধনুর্দাস সেই জনতাপূর্ণ বৃহৎপ্রাঙ্গণের মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া অভ্রস্পর্শী মন্দিরের দ্বারদেশে নয়নপাত করিল। আহা কি মনোহর বপু! আজানুলম্বিত বাহুযুগল, পদ্মপলাশনয়ন, সুকোমল গণ্ডস্থল, অধরে মধুর হাস্য, ভগবান্ রঙ্গনাথ সুবর্ণময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। মল্ল ধনুর্দাস আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে যতিরাজ দেখিলেন তাহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ধনুর্দাস আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায় ছুটিয়া গিয়া যতিরাজের চরণে পতিত হইল এবং রোদন করিতে করিতে বলিল "প্রভো! আমি অজ্ঞানান্ধ, গভীর সংসার-কূপে নিমগ্ন, কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন"।

ধনুর্দাসের অবস্থা দেখিয়া যতিরাজের করুণার সঞ্চার হইল। তিনি উহাকে লইয়া মঠে আগমন করিলেন এবং অবিলম্বে তীর্থপ্রসাদ প্রদান করিলেন। এদিকে স্বামীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া কনকাঙ্গনারও মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সেও ছুটিয়া আসিয়া যতিরাজের চরণে পতিত হইল এবং অশ্রুমুখী সুন্দরী কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিল "প্রভো! আমায় সংসার কূপ হইতে উদ্ধার করুন"। যতিরাজ মল্লদম্পতির দীনতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে উভয়কেই পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া কৃতার্থ করিলেন। যে মল্লরাজ যৌবনে নিষ্ঠুরের আদর্শ

ছিল, প্রৌঢ়বয়সে প্রণয়িনীর সেবা ব্যতীত যে অন্য কিছুই জানিত না, আজ সে যতিরাজের কৃপায় জ্ঞান বৈরাগ্যের অধিকারী ও আদর্শভক্ত হইয়া উঠিল। দিন দিন কনকাঙ্গনার জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য স্বামীর অপেক্ষাও বাড়িতে লাগিল। উভয়ের পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরঙ্গবাসী জনগণ নিতান্ত আনন্দিত হইল এবং যতিরাজকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধনুর্দ্দাস ও কনকাঙ্গনা গুরুসেবা দ্বারা পবিত্রভাবে দিন যাপন করিতে লাগিল। একদা ভগবান্ রঙ্গনাথের স্নানমহোৎসব উপস্থিত। শ্রীরঙ্গম্‌নগর আবার নানাবিধ শোভায় শোভিত হইল। নগরমধ্যে বিপুল জনস্রোতঃ, চতুর্দ্দিকে উৎসবের আনন্দধ্বনি। রাত্রি প্রভাত হইল, স্নানার্থী যাবতীয় শ্রীবৈষ্ণব মতীশ্বরমঠে আসিয়া সমবেত হইলেন। ধনুর্দ্দাস যতিরাজের নিত্যকিঙ্কর, সেও আসিয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইল। যতিরাজ ধনুর্দ্দাসের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শ্রীবৈষ্ণবগণে পরিবৃত হইয়া কাবেরীতে অবতরণ করিলেন। স্নান শেষ হইলে পুনরায় ধনুর্দ্দাসের হস্তে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক মঠে আগমন করিলেন। এই ঘটনায় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব শ্রীবৈষ্ণবগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাদের মনের ভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না, স্পষ্টই বলিলেন ;— "প্রভো এ কিরূপ কার্য্য হইল, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এত শ্রীবৈষ্ণব থাকিতে আপনি ধনুর্দ্দাসের হস্তাবলম্বন করিয়া গমনাগমন করিলেন কেন, যে মর্য্যাদা ব্রাহ্মণের পক্ষেও দুর্লভ, সে মর্য্যাদা কেন ধনুর্দ্দাসে অর্পিত হইল ?" শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রশ্নের উত্তরে যতিরাজ বলিলেন ;—"ওহে বৈষ্ণবগণ! ধনুর্দ্দাসের গুণাধিক্য প্রযুক্তই আমি তাহার প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি। বিদ্যামদ, ধন-

মদ এবং আভিজাত্যমদ, এই মদত্রয়-রহিত যে ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। যদিও ধনুর্দাস অল্পদিন হইল আমার সঙ্গ লাভ করিয়াছে, তথাপি চিত্তের একাগ্রতা, সংসারে উৎকট বিরাগ, অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তি নিবন্ধন তাহার চিত্তবৃত্তি সমধিক নির্ম্মল ও প্রসন্ন হইয়াছে। অতএব আমি তাহার প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি বলিয়া তোমরা ক্ষুব্ধ হইও না। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেরই গুণপক্ষপাত স্বাভাবিক"। যতিরাজের কথা শুনিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণ অধিক ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন এবং যতিরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন; "প্রভো! মদনাতুর অশুচি শূদ্র ধনুর্দাস কি কখন শ্রুতিপারগ বেদান্তশাস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণগণের সহিত উপমিত হইতে পারে? প্রভুর এই পক্ষপাত সন্দর্শনে আমরা আজ বড়ই সন্তপ্ত হইয়াছি"।

যতিরাজ ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, তাহার পর, বলিলেন "বৈষ্ণবগণ! তোমরা কিছু মনে করিও না, আমার ব্যবহারের সমীচীনতা পরে জানিতে পারিবে"। তাহার পর, তিনি একদিন রাত্রিতে একটি শিষ্যকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন;—"বৎস! তুমি বেদান্তীদের মঠে যাও, তাহাদের প্রত্যেকের গৃহদ্বারে রজ্জুতে যে সায়ংস্নানের বস্ত্র ও কৌপীন শুকাইতেছে, উহা বদল করিয়া রাখিয়া আইস, দেখিও কেহ যেন না জানিতে পারে"। শিষ্য তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। প্রত্যূষে বৈষ্ণবগণ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নানে যাইবার অগ্রে আপন আপন রজ্জুতে অন্যের বস্ত্র দেখিতে পাইল এবং আপন বস্ত্র না দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। তাঁহারা বস্ত্রখণ্ডের শোকে এত অধীর হইয়া উঠিলেন যে, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কারণ অনুসন্ধান করিবারও অবসর পাইলেন

না। প্রথমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অশ্রাব্য এবং অকথ্য গালাগালি দিয়া শেষে মুষ্টামুষ্টি আরম্ভ করিলেন। যখন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হইল, রক্তপাতের আর বিলম্ব নাই, সেই সময় যতিরাজ সহাস্যবদনে সেখানে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে বৈষ্ণবদিগকে আশ্বাসিত করিলেন এবং কৌপীন ও বস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দিয়া কলহ মিটাইয়া দিলেন।

কিছুকাল গত হইলে একদা রাত্রে যতিরাজ ধনুর্দাসকে আনাইয়া তাহার সহিত নানাবিধ ভগবৎকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় প্রহরাধিক অতীত হইয়াছে, এমন সময় যাহাদের কৌপীন অপহৃত হইয়াছিল যতিরাজ তাহাদের কয়েকটি শ্রীবৈষ্ণবকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে বৈদান্তিকগণ! এখন ধনুর্দাস আমার নিকটে আছে, আমি আদেশ না করিলে গৃহে যাইবে না। উহার পত্নী কনকাঙ্গনা এখন নিদ্রা যাইতেছে, তোমরা অতিগোপনে গিয়া তাহার দেহ হইতে বহুমূল্য আভরণ সকল অপহরণ করিয়া লইয়া আইস, দেখিও তোমাদের গমনাগমনের সংবাদ যেন কেহ না জানে'। শ্রীবৈষ্ণবগণ যতির আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ধনুর্দাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কনকাঙ্গনা দেহপ্রভায় দীপের জ্যোতিকেও নিষ্প্রভ করিয়া গৃহের মধ্যভাগে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার কপালে [illegible], কর্ণে রত্নখচিত কুণ্ডল, কণ্ঠে হীরক মণ্ডিত হার, হস্তে কঙ্কণ, বালা, নিতম্বে উজ্জ্বল কাঞ্চীদাম, চরণে নূপুর প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। বৈষ্ণবগণ যখন তাঁহার অলঙ্কার উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ানা ছিলেন, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া পুনরায় নিমীলিত করিলেন। বাম অঙ্গের সমস্ত আভরণ গৃহীত হইলে তিনি দক্ষিণ অঙ্গের

অলঙ্কারগুলি প্রদানের অভিপ্রায়ে নিদ্রাতুরার ন্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণের মনে ভয় হইল। তাঁহারা যাহা হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণ মঠে আসিয়াছেন ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া যতিরাজ ধনুর্দাসকে বিদায় দিলেন। তিনি রাজপথে বাহির হইলেই যতিরাজ শ্রীবৈষ্ণবগণকে বলিলেন ;—"অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া ধনুর্দাস কি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তোমরা গোপনে গিয়া শুনিয়া আইস"। ধনুর্দাস বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেই শ্রীবৈষ্ণবেরা ধনুর্দাস ও তাঁহার পত্নীর কথোপকথন শ্রবণের নিমিত্ত গৃহের পশ্চাৎভাগে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। স্বামী সমাগত জানিয়া কনকাঙ্গনা চরণ প্রক্ষালনের জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। ধনুর্দাস পত্নীকে দেখিয়া কথঞ্চিৎ বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ; "কনকাঙ্গনা ! আজ তোমার একাঙ্গ মাত্র ভূষিত দেখিতেছি কেন ?" তখন কনকাঙ্গনা বলিতে লাগিলেন "প্রভো ! শুনুন, আপনি মঠে গেলে আমি গৃহমধ্যে শয়ানা ছিলাম। আমার চক্ষে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা উপস্থিত হইয়াছিল। এমন সময় মহাত্মা বৈষ্ণবেরা আমার গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল, ভাবিলাম আমি ধন্য, আমার আভরণে বৈষ্ণবগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে ? ইতিমধ্যে বাম অঙ্গের অলঙ্কার গৃহীত হইল। আমি দক্ষিণ অঙ্গের অলঙ্কার প্রদানের অভিপ্রায়ে নিদ্রাপরবশার ন্যায় যেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলাম, অমনি বৈষ্ণব মহাত্মারা আমাকে জাগরিত মনে করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, আমি সমস্ত আভরণ

মহাত্মা বৈষ্ণবগণের প্রয়োজন সাধনে নিয়োগ করিতে পারিলাম না।" ধনুর্দাস ঐ কথা শুনিয়া কিছু বিরক্ত ভাবে পত্নীকে বলিল ;— "কনকাঙ্গনা! এতদিন গুরুসেবা করিয়া এবং গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইল না, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। স্বাতন্ত্র্য-বোধই তোমার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যদি তোমার কর্ত্তৃত্ব-বোধ না থাকিত, আমি 'আমার অপর অঙ্গের ভূষণ বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিব,' এই কল্পনা যদি তোমার হৃদয়ে সমুদিত না হইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, তুমি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছ। ভাবিয়া দেখ, তুমি কে, আমি কে, আর বৈষ্ণবগণই বা কে? সকলেই এক জীবমাত্র। ভগবান্ সকল জীবে সমভাবে বিরাজিত, তাঁহারই প্রেরণায় জীবগণ সংসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ভগবানই সকল জীবের প্রেরক কিন্তু জীবগণ ভ্রান্তজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবে 'আমিই করিতেছি, এই কার্য্য আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল'। এই কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিই (আমিত্ব-জ্ঞানই) প্রাণিগণের সংসার-বন্ধনের হেতু। যত দিন জীবের এই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত না হইবে, তত দিন মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব কনকাঙ্গনা! ভাবিয়া দেখ, কাহার অলঙ্কার, কে দেয়, কেইবা গ্রহণ করে?" কনকাঙ্গনা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া স্বামীর চরণে পতিত হইল এবং বলিল "নাথ! দাসীকে ক্ষমা করুন, আমি না বুঝিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলাম, আমার অপরাধ হইয়াছে। যাহাতে কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি তিরোহিত হয়, অদ্য হইতে তাহার চেষ্টা করিব।"

এদিকে, বৈদান্তিক শ্রীবৈষ্ণবগণ মল্লদম্পতির কথোপকথন

শ্রবণ করিয়া গুরুদেবের নিকট গিয়া যথাযথ নিবেদন করিলেন। তখন যতিরাজ বলিতে লাগিলেন ;—"ওহে বৈষ্ণবগণ! দেখ, তোমরা সামান্য বস্ত্রখণ্ডের জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেরূপ অশ্রাব্য এবং অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলে এবং এমন কি পরস্পর পরস্পরের প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, বেদান্ত অনুশীলনের ফলে যে তোমাদের চিত্তবিকার তিরোহিত হয় নাই, উহা দ্বারা তাহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল। আর মল্লের ব্যবহার দেখিলে ? তাহার দেহে অমিতবল, ভার্য্যার বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে, অপহরণকারীদিগকেও জানা গিয়াছে, তথাপি তাহার চিত্তে বিকার নাই, সে কেমন নির্ম্মল এবং শান্ত! অতএব বৈষ্ণবগণ! ইহা নিশ্চয় জানিও জাতি কল্যাণ-কর গুণের হেতু নহে, শিক্ষা এবং সংসর্গই উক্ত প্রকার গুণের কারণ। অতএব অদ্য হইতে তোমরা জাতি সম্বন্ধে আস্থা পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া তিনি নানাবিধ শাস্ত্রীয় উপাখ্যান দ্বারা জাতিভেদের অপকৃষ্টতা প্রমাণ করিয়া দিলেন। বেদান্তী শ্রীবৈষ্ণবগণ নিতান্ত লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া রহিলেন। পর দিন প্রভাতে যতিরাজ ধনুর্দাসকে আনাইয়া তাহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং অলঙ্কার সকল প্রত্যর্পণ করিলেন। ধনুর্দাসের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়াছে, প্রভু দিলেন, সে গ্রহণ করিল। তাহার পর হইতে সে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় যতিরাজের সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিল।

কিছু কাল পরে মারণেরপূর্ণনামা একটি বৈষ্ণবের দেহাত্যয় ঘটিল। যতিরাজ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। পূর্ণাচার্য্য ব্রাহ্মণোচিত বিধানে তাহার সংস্কার কার্য

সম্পাদন করিলেন। ঐ ঘটনার বিষয় শুনিয়া ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সমুদয় শ্রীবৈষ্ণব উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং পূর্ণাচার্য্যকে 'শূদ্রসংস্কারী' বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল "ব্রাহ্মণের কি কখনও বর্ণধর্ম্ম ব্যতিক্রম করা উচিত? এই পূর্ণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া একজন শূদ্রের 'ব্রহ্মমেধ' বিধান অনুসারে সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিল, কিছু মাত্র বিচার করিল না। পূর্ণাচার্য্যের কন্যা অতুলাম্বী পিতৃনিন্দা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং পিতার নিকট আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। পূর্ণাচার্য্য কোন কথাই বলিলেন না। এক দিবস যতিরাজ পূর্ণাচার্য্যের উদারতা ও ভগবদ্ভক্তি পরিজ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহার গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"গুরুদেব! আমি মারণেরপূর্ণকে সামান্যভাবে সংস্কার করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে আদেশ দিয়াছিলাম, আপনি কেন ব্রহ্মমেধ বিধি অনুসারে তাহার সংস্কার করিলেন, ইহাতে কি বর্ণধর্ম্ম ব্যতিক্রম করা হইল না?" উত্তরে পূর্ণাচার্য্য বলিলেন;—"জনসমাজের ব্যক্তিগত গুণ বিচার করিয়া অযোধ্যাধিপ ভগবান্ রামচন্দ্র যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, আমি কি তাহাও করিতে পারি না, আমি কি তাঁহার অপেক্ষাও মহত্তর ব্যক্তি? আর এই পূর্ণ কি পক্ষিরাজ জটায়ুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট? শূদ্র মারণেরপূর্ণ শুধু ভগবদ্ভক্ত নহে, ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া সে ভগবানের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকেও কি শূদ্র মনে করিতে হইবে? প্রকৃত বৈষ্ণবের জন্মগত দোষ অথবা কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারে না। সে শূদ্র হইলেও তাহার শূদ্রত্ব তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। আমি শ্রুতির মত অনুসারেই এই সকল কথা

বলিতেছি।" যতিরাজ আর কোন উত্তর করিলেন না, পূর্ণাচার্য্যের যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মঠে প্রস্থান করিলেন।

একদিন যতিরাজ একটি মূককে ধরিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং দৃঢ়রূপে কপাট বন্ধ করিলেন। তাহার পর, হস্ত দ্বারা নিজ শরীর দেখাইয়া মূককে বলিলেন ;—"ইহাই তোমার গুরুর মূর্ত্তি, ইহার শরণাগত হও।" মূকের দিব্য জ্ঞান হইল, সে তাহাই চিত্ত-মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল। কুরেশ কপাটের রন্ধ্র দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন ;—'মহাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ষড়্দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছি, তথাপি গুরুর এরূপ কৃপা লাভ করিতে পারি নাই, আহা আমি যদি মূক হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় গুরুর ঈদৃশ কৃপা লাভে অধিকারী হইতে পারিতাম'। তাহার পর হইতে যতিরাজ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রঙ্গধামে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগকে শ্রীভাষ্যের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সময় নানা দেশ হইতে প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসিয়া যতিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাঁহার কৃপায় পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পবিত্র জীবন লাভ করিতে লাগিল। যতিরাজ কাহাকেও করুণা বিতরণে পশ্চাৎপদ হইতেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এমন কি অন্ত্যজ জাতিদিগকেও তিনি বিনা আপত্তিতে দীক্ষিত করিতেন। তজ্জন্য-যতিপতির শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, জগৎ যেন শ্রীসম্প্রদায়ময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ কর্ত্তৃক দূত প্রেরণ ও যতিরাজের শ্রীরঙ্গম্ হইতে পলায়ন।

এই সময়ে দক্ষিণাপথের অধীশ্বর চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী (বর্ত্তমান ত্রিচিনাপল্লী) নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন সময়ে কৃমিকণ্ঠের মনে হইল, 'বেদোক্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিছুই নয়, শৈব-ধর্ম্মই পরম হিতকর'। তাহার পর, তিনি ঐ বিশ্বাস সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশস্থ সমুদয় পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন;—"আপনারা লিখুন, শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।" শৈবসম্প্রদায়ের যে সকল পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আনন্দের সহিত রাজার আদেশ পালন করিলেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ গৃহ এবং ক্ষেত্র বিনষ্ট হইবে ভয়ে উহাতে স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু অনেক বৈষ্ণবপণ্ডিত গৃহ ক্ষেত্র এবং পশু সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। এক বিষ্ণূপাসক ব্রাহ্মণ রাজানুচর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চোলনৃপতির সভায় আনীত হইলেন। ইনি কুরেশের শিষ্যের শিষ্য এবং চারিখানি গ্রামের অধিকারী। রাজা তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে অনুমতি করিলে চতুর্গ্রামাধিপ উত্তর করিলেন;—"মহারাজ! আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া কি হইবে? শ্রীরঙ্গমে যতিরাজ রামানুজ আছেন, তাঁহার দ্বারা অগ্রে স্বাক্ষর কার্য্য নির্ব্বাহ করুন, তিনি স্বাক্ষর করিলে সমস্ত বৈষ্ণব-জগতের স্বাক্ষর করা হইল, জানিবেন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করিলেন। তাহারা সত্বর শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইয়া "যতিনাথ কোথায়? যতিনাথ কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যতীশ্বরমঠে গিয়া উপস্থিত

হইল। ঐ সময় শ্রীবৎসচিহ্নমিশ্র যতিরাজের স্নানের জল লইয়া মঠে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময় ত্রিশিরাপল্লীর বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক গোপনে প্রেরিত কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণগোচর করিল। ঐ কথা কূরেশের কর্ণগোচর হইলে তিনি কোন কথা না বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে যতিরাজের ত্রিদণ্ড কমণ্ডলু কাষায় বস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দাশরথি পূর্ব্বেই গুরুদেবকে সমস্ত জানাইয়া ছিলেন। যতিরাজ বলিলেন "যদি এরূপ হয়, তবে শীঘ্র কূরেশের শ্বেত বস্ত্র আনয়ন কর।" তাহার পর, তিনি শুক্লাম্বর ধারণ করিলে শিষ্যেরা সকলে একবাক্যে বলিলেন ;—"প্রভো! এখানে আর আপনার অবস্থিতি করা সঙ্গত নহে, আপনি অবিলম্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন।" কথিত আছে ;—শিষ্যদের প্রার্থনার পর রঙ্গনাথের ও ঐরূপ প্রত্যাদেশ হইল। যতিরাজ কূরেশ ও পূর্ণাচার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অবশিষ্ট কয়েকটি প্রিয় শিষ্যের সহিত পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় ছয় দিন অতিবাহিত হইল, সপ্তম রাত্রির প্রারম্ভে ভীষণ ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যতিরাজ শিষ্যগণ সহ সেই তামসী নিশায় দুর্গম আরণ্যপথে গমন করিতেছেন। অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না, মস্তকে অজস্র বারিধারা, বায়ুবেগে স্থিরপদে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, শীতে এক এক বার দন্তে দন্ত আহত হইতেছে, তথাপি যতিরাজের হৃদয়ে দুঃখ নাই, তিনি অবিচলিতচিত্তে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সহসা বিদ্যুৎ বলসিত হইল, অদূরে পর্ব্বত-মালার উপত্যকায় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। যতিরাজ

শিষ্যগণের সহিত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই অগ্নিকুণ্ডের সমীপস্থ হইয়া পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেখানকার ব্যাধেরা অগ্নি জ্বালিয়াছিল, স্বরের দ্বারাই তাহারা বুঝিতে পারিল, কতক গুলি পথিক ঝড় বৃষ্টিতে বিপন্ন হইয়াছে। অতএব সত্বর আসিয়া সশিষ্য যতিরাজকে তাহাদের মঞ্চের নিকট লইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোন্ দেশের লোক, এবং কেনই বা এই অন্ধকার-রজনীতে ভীষণ বনপথে সমাগত হইয়াছ?" ঐ কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ বলিলেন "আমরা শ্রীরঙ্গমের অধিবাসী, কোন বিশেষ কারণে এই দুর্গম অরণ্যে আসিয়াছি।" ব্যাধেরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "রঙ্গস্থলে ভগবান্ রামানুজাচার্য্য সুখে আছেন?" বৈষ্ণবেরা বলিলেন—"ওহে ব্যাধগণ! তোমরা বনে বাস কর, অতএব ভগবান্ রামানুজাচার্য্যকে কেমন করিয়া জানিলে?" ব্যাধেরা উত্তর করিল—"কেন আচার্য্যকে আবার কে না জানে? তিনি হস্ত্যদ্রিনাথ ভগবান্ বরদরাজের পরম অনুগৃহীত। একবার ভগবান্ আচার্য্য নন্দিপুরে আগমন পূর্ব্বক সদুপদেশ দ্বারা লক্ষ লক্ষ পাপীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিলেন এবং আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যাধ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগের কৃপায় দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। আমরা যাঁহাদের নিকট মন্ত্র-দীক্ষিত হইয়াছি, তাঁহারা বলিয়া-দিয়াছেন, যতিনাথই তোমাদের গুরু, তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিলেই তোমরা মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ বলিলেন;—"যিনি তোমাদের মোক্ষ-দাতা, ঐ দেখ সেই যতিনাথ আমাদের সহিত বিরাজ করিতেছেন।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা ভগবান্ আচার্য্যকে

প্রদর্শন করিলেন। ব্যাধেরা যতিরাজের দর্শনমাত্র সত্বর আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল এবং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় নানাননামা কালমেঘ হইতে অজস্র বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছিল, কিন্তু উহাতে ব্যাধেরা কিঞ্চিন্মাত্রও কাতর হইল না। তাহারা শিষ্যদের সহিত যতিরাজকে আপন পর্ণকুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে কোরধান্য ও যথেষ্ট মধু লইয়া যতিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবেরা উদূখল ও মুষলের সাহায্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া জলে ভিজাইলেন। তাহার পর, যতিরাজ সমুদয় বৈষ্ণবের সহিত সেই সিক্ত তণ্ডুল ও মধু ভগবান্ রঙ্গনাথকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিলেন। ব্যাধেরা লতাপত্র দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে তিনি শিষ্যগণের সহিত সেখানে শয়ন করিয়া সুখে নিশা যাপন করিলেন। পর দিবস যতিরাজ এক ব্যাধকে সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীরঙ্গে প্রেরণ করিয়া পঁয়তাল্লিশ জন শিষ্যের সহিত সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। বহু দূর অতিক্রম করিবার পর অপর এক গ্রামে ব্যাধেরা ভক্তিসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিতি করিয়া সেখান হইতে পুনরায় প্রস্থান করিলেন। ব্যাধেরা তণ্ডুল শাক প্রভৃতি উপকরণ লইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। দিবাবসানে গ্রামান্তরে কোন ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহাদের সুখে ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহারা যতিরাজের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে গমন করিল।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চৈলাঞ্চলাম্বাভর্ত্তার পঞ্চ সংস্কার।

ব্যাধেরা যে ব্রাহ্মণের গৃহে সশিষ্য যতিরাজকে রাখিয়া গেল, ঐ ব্রাহ্মণের গৃহিণীর নাম চৈলাঞ্চলাম্বা। চৈলাঞ্চলাম্বা সুন্দরী গুণবতী, এবং যৌবনমধ্যস্থা। তিনি যেমন সাধুশীলা তেমনই মধুর-স্বভাবা। বৈষ্ণবগণকে অতিথিরূপে আগত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া ভগবান্ অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজ্য প্রস্তুত করিবার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন। যতিরাজ নির্ম্মল-হৃদয়, তিনি যে কোন শুদ্ধাচার গৃহী অথবা পবিত্রহৃদয়া গৃহিণীর পক্ক অন্নই ভগবানকে নিবেদন করিয়া উপযোগ করিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের হৃদয় তেমন সরল নহে, তাঁহাদের বিচার বিতর্ক অনেক। বৈষ্ণবের মনে সন্দেহ হইল, 'নিশ্চয় এই ব্রাহ্মণী অবৈষ্ণবী, অতএব অবৈষ্ণবীর অন্ন কেমন করিয়া গ্রহণ করা যায়?' মনের কথা মনেই রহিল, বাহিরে একটু শিষ্টতা দেখাইয়া বলিলেন;—"সাধ্বি! তোমার মধুর বাক্যেই আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আমাদের আর আহারের প্রয়োজন নাই, এখন বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দাও।" চৈলাঞ্চলাম্বা অত্যন্ত চতুরা, বৈষ্ণবগণের মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন;—"পূজ্য বৈষ্ণবগণ! আপনারা মনে কোন সন্দেহ করিবেন না, আমি ও বিষ্ণূপাসিকা এবং শ্রীরঙ্গম্-নিবাসী ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের শিষ্যা। কবে কেমন করিয়া আমি তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি শুনুন;—

এক সময় এদেশে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হয়। এদেশের লোকের কৃষিই এক মাত্র উপজীবিকা, জলের অভাবে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। উপজীবিকার অভাবে সকলে গৃহ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে প্রস্থান করে। আমি সেই সময় স্বামীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। আমরা যে অট্টালিকায় বাস করিতাম, উহা যতিরাজের মঠের অতিসন্নিহিত ছিল। প্রতিদিনই দেখিতাম যতিরাজ যখন মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তখন শত শত বেদবেদাঙ্গপারগ পণ্ডিত, যতি, পরমহংস এবং রাজাধিরাজ যতিরাজের স্তব করিতে করিতে অনুসরণ করিত। আমি তখন বালিকা, আমার মনে বড় কৌতূহল উপস্থিত হইল, ভাবিলাম 'একটি মানুষকে মানুষ এত স্তব করে কেন'? অতএব যতিরাজের নিকটেই ইহা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীরঙ্গম্ আনন্দধাম, সেখানে কোন ভয় নাই, দিবা রাত্রি নরনারীগণ উন্মুক্তভাবে বিচরণ করে, বিশেষ আমি স্বভাবতই নির্ভীক ছিলাম, একাকিনী সকল স্থানেই বেড়াইয়া বেড়াইতাম। এক দিন মধ্যাহ্নে যতিরাজ যখন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া মঠে প্রবেশ করিতেছেন, তখন হটাৎ গিয়া তাঁহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলাম। তখন যতিরাজ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;— "অয়ি বালিকে! আমার পথ রুদ্ধ করিলে কেন?" উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, আপনার দেখিতেছি ভিক্ষালব্ধ অন্নই একমাত্র উপজীবিকা, অথচ অসংখ্য যতি সন্ন্যাসী এবং রাজাধিরাজ আপনাকে সর্ব্বদা পূজা করে, ইহার কারণ কি? আমাকে বলিতে হইবে।" যতিরাজ

আমার শিশুজনোচিত প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন;— "বৎসে! আমি ভগবদ্বিষয়ক একটি মন্ত্র জানি এবং সকলকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকি, তজ্জন্যই লোকে আমাকে ঐরূপ সেবা করিয়া থাকে।" তখন আমি বলিলাম "যতিরাজ! আমাকে সেই মন্ত্র বলুন, আমিও আপনার সেবিকা হইব।" যতিরাজের অপার করুণা, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার কর্ণে সেই মন্ত্র প্রদান করিলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। কিছুকাল পরে আমরা শুনিতে পাইলাম, সুবৃষ্টি হওয়ায় আমাদের দেশ পুনরায় ধনধান্যে পূর্ণ হইয়াছে। স্বামী স্বদেশ গমনে উৎসুক হইলেন। আমি পুনরায় যতিরাজের নিকট গিয়া বলিলাম "প্রভো! আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, আমাকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র প্রদান করুন এবং আমার নিত্যপূজার জন্য আপনার পাদুকা দুখানি অর্পণ করুন।" গুরুদেবের করুণার অন্ত নাই, তিনি তখনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আহা সেই করুণাময় সৌম্যমূর্ত্তি আবার কি নয়নগোচর করিতে পারিব?" এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণী অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবগণকে তাঁহার পক্ক অন্ন গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন। যতিরাজ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রন্ধন-কার্য্যে অনুমতি করিলে তিনি বৈষ্ণবগণের পাদপ্রক্ষালনার্থ জল রাখিয়া রন্ধনার্থ গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণী প্রস্থান করিলে বৈষ্ণবদের মনে হইতে লাগিল, 'বন্য-প্রদেশের লোক' ইহাদের আচার ব্যবহার ত আমাদের জানা নাই, কিরূপ প্রণালীতে পাককার্য্য সম্পন্ন করে, দেখা যাউক; এই বলিয়া তাঁহারা অলক্ষ্যে থাকিয়া চৈলাঞ্চলাম্বার কার্য্যকলাপ

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী সেই সায়ংকালে রীতিমত স্নান ও ধৌত শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নৈবেদ্য ও গন্ধপুষ্পের দ্বারা যথাবিধি গুরুদেবের পাদুকাদ্বয় ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া মুদ্রিতনয়নে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিলেন। তাহার পর, পাদুকাদ্বয়ের প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া শেষে বৈষ্ণবগণের উদ্দেশে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর পাককার্য্য শেষ করিলেন। যতিরাজের তখন মনে হইল, 'চৈলাঞ্চলাম্বার সমুদয় আচারই উৎকৃষ্ট কিন্তু প্রকৃত গুরুদত্তমন্ত্র স্মরণ আছে কিনা দেখা যাউক'। তাহার পর, তিনি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "বৎসে! শ্রীরঙ্গে যতিরাজ তোমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, আমি উহা শুনিতে চাই।" সরলা ব্রাহ্মণী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না ; গুরুদেবকে একান্তে লইয়া গিয়া সেই পাদুকাদ্বয় দেখাইলেন এবং তাঁহার কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। যতিরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ;— "সাধ্বি! বল দেখি এই বৈষ্ণবসংঘে তোমার মন্ত্রদাতা গুরু আছেন কি না?" চৈলাঞ্চলাম্বা নিপুণভাবে সকলকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যতিরাজের চরণ দুখানি দেখাইয়া বলিলেন "এই দুখানি চরণ ঠিক আমার গুরুদেবের চরণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু এই মহাত্মার ত্রিদণ্ড কাষায় বসন কিছুই নাই। অতএব কেমন করিয়া বলিব? ইনি আমার গুরুদেব।" ঐ কথায় যতিরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "সাধ্বি! আমিই সেই সন্ন্যাসী তোমার মন্ত্রদাতা, কোন বিশেষ কারণে ত্রিদণ্ড এবং কাষায় বসন পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গম্ হইতে এখানে আগমন করিয়াছি।" চৈলাঞ্চলাম্বা ঐ কথা

শ্রবণমাত্র ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অশ্রুবিগলিতনয়নে গিয়া যতিরাজের চরণে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তি ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নয়নে বারিধারা, কবরী শ্লথ, গলায় বস্ত্র দিয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। যতিরাজ স্নেহভরে হাত ধরিয়া ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বৈষ্ণবদিগকে বলিলেন" ওহে বৈষ্ণবগণ! ভক্তিমতী শিষ্যার প্রদত্ত গুণশালি অন্ন তোমরা প্রসন্নচিত্তে ভোজন কর, ইহাতে তোমাদের কিছুমাত্র ন্যূনতা হইবে না, অধিকন্তু শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন গ্রহণে তোমাদের হৃদয় পবিত্র হইবে।" বৈষ্ণবেরা গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যতিরাজের সহিত চৈলাঞ্চলাম্বার প্রদত্ত সুরস অন্ন ব্যঞ্জন পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলেন। চৈলাঞ্চলাম্বার স্বামী প্রায় বৃদ্ধ-বয়সে উপনীত। তিনি ভবনস্থ সৌধের উপরিতলে অবস্থান করিতেছেন, সায়ং কালে প্রায় নিম্নতলে অবতরণ করেন না, সুতরাং তাঁহার গৃহে অতিথি-সৎকারের এত ঘটা হইতেছে, উহার কোনই সংবাদ রাখেন না। যতিরাজ এবং বৈষ্ণবগণ নিদ্রিত হইলে চৈলাঞ্চলাম্বা স্বামীর জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার ভোজ্য অন্নে যতিরাজের উচ্ছিষ্ট-পত্রান্ন কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উহা উপরে লইয়া গিয়া স্বামীকে ভোজন করাইলেন। তাহার পর, স্বয়ং কিছু ভোজন না করিয়া স্বামীর শয্যার অনতিদূরে ভূতলে শয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণীকে অভুক্ত অবস্থায় পৃথক্ শয্যায় শয়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চৈলাঞ্চলাম্বা বড় চতুরা, তিনি বৃদ্ধ-স্বামীর ঔৎসুক্য-বৃদ্ধি করিবার মানসে প্রথমে প্রথম কোন কথাই বলিলেন

না। যখন দেখিলেন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অনুনয় বিনয় ও স্তুতি মিনতি করিতেছেন, আর তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না, প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়াছে, তখন তিনি একটু কাতরতার ভাণ করিয়া বলিলেন,—আমার গুরুদেব কোন বিশেষ কারণে শ্রীরঙ্গম্ হইতে শিষ্যগণের সহিত এদেশে আসিয়াছেন, অদ্য আমাদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহার সৎকারের জন্য বহু প্রার্থনা ও যত্ন করিলাম কিন্তু তিনি অবৈষ্ণবের গৃহে কোন প্রকারেই ভোজন করিলেন না, উপবাসী রহিয়াছেন। অতএব গুরুদেব উপবাসী থাকিতে আমি কেমন করিয়া ভোজন করিব?" ব্রাহ্মণ পত্নীগতপ্রাণ এতক্ষণ পরে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি কাতরভাবে বলিলেন "ব্রাহ্মণি! বল, তজ্জন্য আমাকে কি করিতে হইবে।" চৈলাঞ্চলাম্বা বলিলেন "তুমি যদি প্রভাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পরিগ্রহ কর এবং আমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কথা শুনিতে পারি।" ব্রাহ্মণ বংশপরম্পরাগত শৈব, তিনি সেই শৈব-মত কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন, ভাবিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর অভিমান-বন্যায় তাঁহার বিতর্কের প্রতিবন্ধ সকল ভাসিয়া গেল। ক্ষণকাল পরেই ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। চৈলাঞ্চলাম্বা স্বামীর দ্বারা তিনবার শপথ করাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া ভোজন করিতে গেলেন। ভোজন ও আচমন শেষে হস্ত পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই নিতম্বিনী সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে হাস্যমুখে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বামীর শয্যায় শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে স্নান করিয়া চৈলাঞ্চলাম্বার স্বামী কৃতাঞ্জলিপুটে

যতিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যতিরাজ যথাবিধি পঞ্চসংস্কার শেষ করিয়া চৈলাঞ্চলাম্বার স্বামীর নাম রাখিলেন "শ্রীরঙ্গদাস।" তাহার পর, শ্রীরঙ্গদাস ও চৈলাঞ্চলাম্বা বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা গুরুদেবকে যথাশাস্ত্র পূজা করিলেন। যতিরাজ অতীব প্রসন্নচিত্তে চারি দিবস চৈলাঞ্চলাম্বার গৃহে অবস্থিতি করিলেন। এখানেই তিনি কাষায়-বসন ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু সংগ্রহ করিয়া বরদরাজের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় উহা গ্রহণ করিলেন।

যতিরাজ কর্ত্তৃক বৌদ্ধগণের পরাজয়।

চারি দিবস পরে চৈলাঞ্চলাম্বা ও শ্রীরঙ্গদাসের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যতিরাজ শিষ্যগণ সহ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহ্নিপুষ্করিণী নামকস্থানে তিন দিন অবস্থানের পর পুনরায় ভ্রমণ করিতে করিতে শালগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা সকলেই অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব রামানুজাচার্য্যকে পূজা করা ত দূরের কথা, একবার সম্ভাষণও করিল না। ঐরূপ বিদ্বজ্জন-পরিবৃত স্থানে বৈষ্ণবের অভাব দেখিয়া যতিরাজের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি ঐ পল্লীবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ মনে মনে একটি যুক্তি স্থির করিয়া দাশরথিকে বলিলেন;— "বৎস! এই গ্রামবাসীরা যে জলাশয় হইতে জল গ্রহণ করে, তুমি সেখানে গিয়া চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া উপবেশন কর।" দাশরথি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ শালগ্রামের জলাশয়-তীরে গমন করিলেন এবং ঘাটের সিঁড়ীতে বসিয়া পদদ্বয় জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেন। কথিত আছে;—পাদোদকের এমনি

প্রভাব যে সেই জলাশয়ের জল পান করিয়া গ্রামবাসী মায়াবাদিগণের অহঙ্কার দূর হইল, তাহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আসিয়া যতিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে আন্ধ্রপূর্ণনামা একটি ব্রাহ্মণের প্রতি যতিরাজ সবিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। তিনি আন্ধ্রপূর্ণকে প্রতিদিন দর্শনের নিমিত্ত একটি পদ-চিহ্ন অর্পণ করেন। অনন্তর যতিরাজ শিষ্যগণ সহ আন্ধ্রপূর্ণকে লইয়া নৃসিংহ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কেহ বলেন;—পাষণ্ড দুর্মতি ক্ষুদ্রাশয় বিষ্ণু-নিন্দাকারী চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের বিনাশের নিমিত্ত যতিরাজ নৃসিংহদেবের সম্মুখে অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু প্রামাণিক সংস্কৃতজীবনচরিত লেখকগণের অনেকেই একথার উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষেও তিনি যেরূপ উদার এবং প্রতিহিংসাপরিশূন্য ছিলেন, তাহাতে একথার উল্লেখ করিলে যেন তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা হয়। আচার্য্য জ্ঞানী এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন, তিনি অভিচার ক্রিয়ার সফলতা স্বীকার করিতেন কিনা সেই বিষয়েই ঘোর সন্দেহ। অতএব তাঁহার অভিচারক্রিয়ার কথা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিলাম। তবে তিনি বিষ্ণুস্থল নৃসিংহক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, এ কথায় কোনই সংশয় নাই, এবং কিছু কাল সেখানে অবস্থানও করেন। তাহার পর, যতিরাজ তাঁহার প্রিয়শিষ্য ভক্তগ্রামের ভক্তগ্রামপূর্ণকে দেখিবার জন্য গমন করেন। ভক্তগ্রামপূর্ণ গুরুদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যান। যতিরাজ কিয়ৎকাল পরম সুখে শিষ্যগণের সহিত ভক্তগ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

কথিত আছেঃ—যখন যতিরাজ ভক্তগ্রামে বাস করেন, সেই সময় ঐ দেশের অধিপতি বৌদ্ধ রাজা বল্লালের কন্যাকে ব্রহ্ম-রাক্ষসে পাইয়াছিল। রাজা অনেক মন্ত্রবিৎকে আহ্বান করিলেন কিন্তু কেহই সেই ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে রাজকুমারীকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইল না। সেই ভূতাবিষ্টা সুন্দরী রাজবালা সম্পূর্ণ বিবসনা হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইত, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখনও বা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিত। এই ঘটনায় রাজা ও রাণী সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। যতিরাজের শিষ্য পূর্ব্বোক্ত ভক্তগ্রামপূর্ণ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এক দিবস তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বল্লালের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রাণী বিরলে কন্যার জন্য অনবরত অশ্রুপাত করিতেছেন। ভক্তগ্রামপূর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন,—"মা! আপনি শোক করিবেন না, আমার গুরুদেব পিশাচমোচনে সমর্থ। তিনি চোলমণ্ডলের রাজার কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে আহ্বান করা হউক, তিনি রাজধানীতে পদার্পণ করিলেই রাজবালা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্ হইবেন।" রাণী অবিলম্বে রাজাকে সমুদয় জানাইয়া যতিরাজকে আনয়নের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন "যদি যতিরাজ আমার কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব।" তাহার পর, তিনি ভক্তগ্রামপূর্ণকেই যতিরাজের আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। এদিকে কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে রাজা বল্লাল তাঁহার গুরুদিগকে রাজধানীতে ভোজনের নিমিত্ত

নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ঐ সময় রাণী বলিয়াছিলেন "কেন বৃথা নিমন্ত্রণ করিতেছ? আমি শুনিয়াছি গুরু এবং অন্যান্য শ্রমণগণ তোমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিবেন না। কিন্তু রাজা ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিমন্ত্রণের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেন। রাজা বল্লালের গুরুগণ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধ, (১) তাঁহারা অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত, বহু রাজা এবং ধনী তাঁহাদের শিষ্য। তাঁহারা দূতের মুখে নিমন্ত্রণের সংবাদ পাইয়া বলেন;—"দিল্লীশ্বরের সেনাপতি রাজা বল্লালকে আক্রমণ করে। ঐ আক্রমণের পর তিনি যখন দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করেন, তখন সেনাপতি বিজয়ের চিহ্ন-স্বরূপ বল্লালের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া যায়। অতএব রাজা হীনাঙ্গ হইয়াছেন। হীনাঙ্গের গৃহে ভোজন করা গুরুর উচিত নহে, উহা নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আমরা তাঁহার গৃহে গমন করিতে পারিব না।" দূত ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট

(১) বৌদ্ধদার্শনিকগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। তন্মধ্যে যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বলেন,— 'পদার্থ মাত্রেই ক্ষণিক, সকল পদার্থেরই প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয়ক্ষণে নাশ হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহারা যেন দীপশিখা জলবুদ্বুদ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। যোগাচার-সম্প্রদায়ের ক্ষণভঙ্গবাদী বা ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধেরা আরও বলেন, "যেমন অসংখ্য জলকণার সমবায়ে নদীর উৎপত্তি হয়, জলকণাসমূহ ব্যতীত নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ ক্ষণিক জ্ঞানসমূহের সমষ্টিতেই অহং বা আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞানসমূহ ব্যতীত 'অহং পদবাচ্য' কোন পদার্থ নাই। অতএব ঐ জ্ঞানসমূহ বা জ্ঞানধারার ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হয়, তখন মহাশূন্য ব্যতীত আর কিছুই থাকেনা।"

সমুদয় নিবেদন করে। রাজা বল্লাল এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যতিরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ভক্তগ্রামপূর্ণ যতিরাজের নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য বারংবার নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগত্যা যতিরাজ শিষ্যগণের সহিত রাজধানীর সন্নিহিত হইলে রাজা বল্লাল স্বয়ং সৈন্য সামন্ত সহ আসিয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গেলেন। ভক্তগ্রামপূর্ণপ্রভৃতি বৈষ্ণবগণের উপদেশে রাজা যতিরাজের প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া,অতিনম্র-হৃদয়ে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিলেন। যতিরাজ শিষ্যগণের সহিত রাজনন্দিনীর নিকটবর্ত্তী হইলে রাজকুমারী কথঞ্চিৎ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলেন। তাহার পর, যখন যতিরাজ রাজবালার দেহে চরণামৃত অভ্যুক্ষণ করিলেন, তখন আর তাঁহার কোনই বিকার রহিল না, তাড়াতাড়ি বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস রাজনন্দিনীর দেহ পরিত্যাগ করায় তাহার দেহে পূর্ব্বের ন্যায় অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। এই ঘটনায় রাজধানীস্থ সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল এবং মুক্তকণ্ঠে যতিরাজের সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাজা ও রাণী উভয়েই ভক্তিগদগদচিত্তে আসিয়া যতিরাজের চরণে পতিত হইলেন এবং দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। যতিরাজ কোনই আপত্তি করিলেন না, অবিলম্বে রাজা রাণী ও রাজকুমারীকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করিলেন।

এদিকে বল্লালের পূর্ব্বগুরু সেই বৌদ্ধপণ্ডিত এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং দশ সহস্র

শিষ্য সহ বল্লালের রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক যতিরাজকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। বৌদ্ধেরা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—"আপনি কেবল অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করিয়া আমাদের শিষ্যদিগকে বশীভূত করিতে পারিবেন না, আমরা আপনার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিব, আমাদের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হউন, যদি আমরা তর্কে পরাজিত হই, তবেই আমাদের শিষ্যদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবেন, নচেৎ আপনাকে অবমানিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।" যতিরাজ বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, অজগরের মুখপ্রবিষ্ট মূষিকের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই সময় তাঁহারও অবস্থা তদ্রূপ হইল। কিন্তু তিনি মনে মনে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিয়া বাহিরে কথঞ্চিৎ ভীতির ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যতিরাজ সেই রাজকীয় বিশাল মণ্ডপমধ্যে বিপক্ষ বৌদ্ধদার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অতিভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে আপনাকে নিতান্ত অসহায় বোধ করিলেন, তাহার পর, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কিছু ক্ষণ মুদ্রিতনয়নে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ভগবানের স্তব করিলেন। কোথা হইতে যেন তাঁহার হৃদয়ে আশা ও সাহস উপস্থিত হইল, তিনি প্রফুল্লমুখে বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এক এক জন বৌদ্ধ পণ্ডিতের অবতারিত পূর্ব্বপক্ষের সহস্র সহস্র যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিতে লাগিলেন। এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী বাদের পর কতকগুলি বৌদ্ধপণ্ডিত যতিরাজের অসাধারণ শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যতিরাজের নিকট বৈষ্ণবদীক্ষা পরিগ্রহ করিল। কেহ কেহ হঠাৎ দীক্ষিত হইল না বটে, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহার নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য

বৌদ্ধ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পলায়ন করিল। রাজা বল্লাল যতিরাজের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং নানা উপচারে তাঁহাকে পূজা করিলেন। যতিরাজ এইরূপে বৌদ্ধগণের এক প্রবল সম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি লাভ করিলেন।

রমাপ্রিয় মূর্ত্তির উদ্ধার সাধন।

এইরূপে যতিরাজ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া শিষ্যগণের সহ ভক্তগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি, সেখানে শ্বেতমৃত্তিকার অভাব অনুভব করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন এবং যখন তিনি ঐ বিষয় ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা নিদ্রা তাঁহাকে বশীভূত করিল। কথিত আছে;—ভগবান্ নারায়ণ স্বপ্নে যতিরাজকে বলিলেন;—"যতিরাজ! যাদবাদ্রিতে শ্বেত-মৃত্তিকা বিদ্যমান আছে, তুমি অবিলম্বে সেখানে গমন কর, এবিষয়ে আর কোন বিচার বিতর্ক করিও না। হে যোগীন্দ্র! অতঃপর আমি ও যাদবাচলে বাস করিব। অতএব আমাকে উদ্ধার করিয়া যাদবাচলে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা কর।" প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই যতিরাজ শিষ্যগণের নিকট স্বপ্নোক্তি বিবৃত করিলেন এবং রাজা বল্লালকে জানাইয়া তাঁহাকে সহায়স্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক যাদবগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা বল্লালের আদেশে অসংখ্য অনুচর বনচ্ছেদন পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে পথ প্রস্তুত করিতে করিতে চলিল। যতিরাজ, রাজা বল্লালের সহিত শিষ্যগণ লইয়া সেই পথে যাইতে লাগিলেন। বহুধান্য নামক বৎসরের পৌষমাসে তাঁহারা বেদপুষ্করিণীতীর্থের তীরে উপস্থিত হইলেন। যতিরাজ সেখানে যথাবিধি স্নান করিয়া

অভিনব কাষায় বসন ধারণ করিলেন। তাহার পর, তিনি নারায়ণশিলার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়াও উক্ত শিলা প্রাপ্ত হইলেন না, সুতরাং নিতান্ত চিন্তাকুলচিত্তে শয়ন করিলেন। কথিত আছে ;—ভগবান্ নারায়ণ যতিরাজকে স্বপ্নাদেশ করিলেন—"কল্যাণতীর্থের দক্ষিণতীরে পর্ব্বতের নিম্নভাগে কতকগুলি চম্পকতরু বিদ্যমান। ঐ তরুর উত্তরদিকে একটি তুলসীবৃক্ষ আছে। তাহার নিম্নভাগে অঙ্কুর নাই। আমি সেই স্থলে বল্মীকমধ্যে বাস করি। পক্ষিরাজ গরুড় শ্বেতদ্বীপ হইতে পবিত্র শ্বেতমৃত্তিকা আহরণ পূর্ব্বক যাদবগিরিতে নিক্ষেপ করেন, আমার আদেশে উহা অক্ষয় হইয়া এখানে আছে। ওহে যতিরাজ! কল্যাণতীর্থের উত্তরভাগে শৈলমূলে উক্ত শ্বেতমৃত্তিকা দেখিতে পাইবে।" যতিরাজ প্রত্যক্ষের ন্যায় ঐরূপ স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইলেন এবং প্রত্যূষে স্নান করিয়া রাজার সহিত অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবানের আদিষ্ট তুলসীমূলে বল্মীক দেখিতে পাইলেন। যেই উহার মূলদেশ খনন করিলেন অমনি যাদবাচলনাথের কান্তিময় মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। একহাজার বার (১০১২) শকাব্দের পৌষী শুক্লাচতুর্দ্দশী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ভগবান্ নারায়ণ যাদবাচলে আবির্ভূত হন। ভগবানের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া সকলই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। অনুচরেরা সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীকাহলী এবং মৃদঙ্গের বাদ্যে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। যতিরাজ রাজা বল্লালকে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। তাহার পর, তিনি উহার ক্ষীরাভিষেক (১)

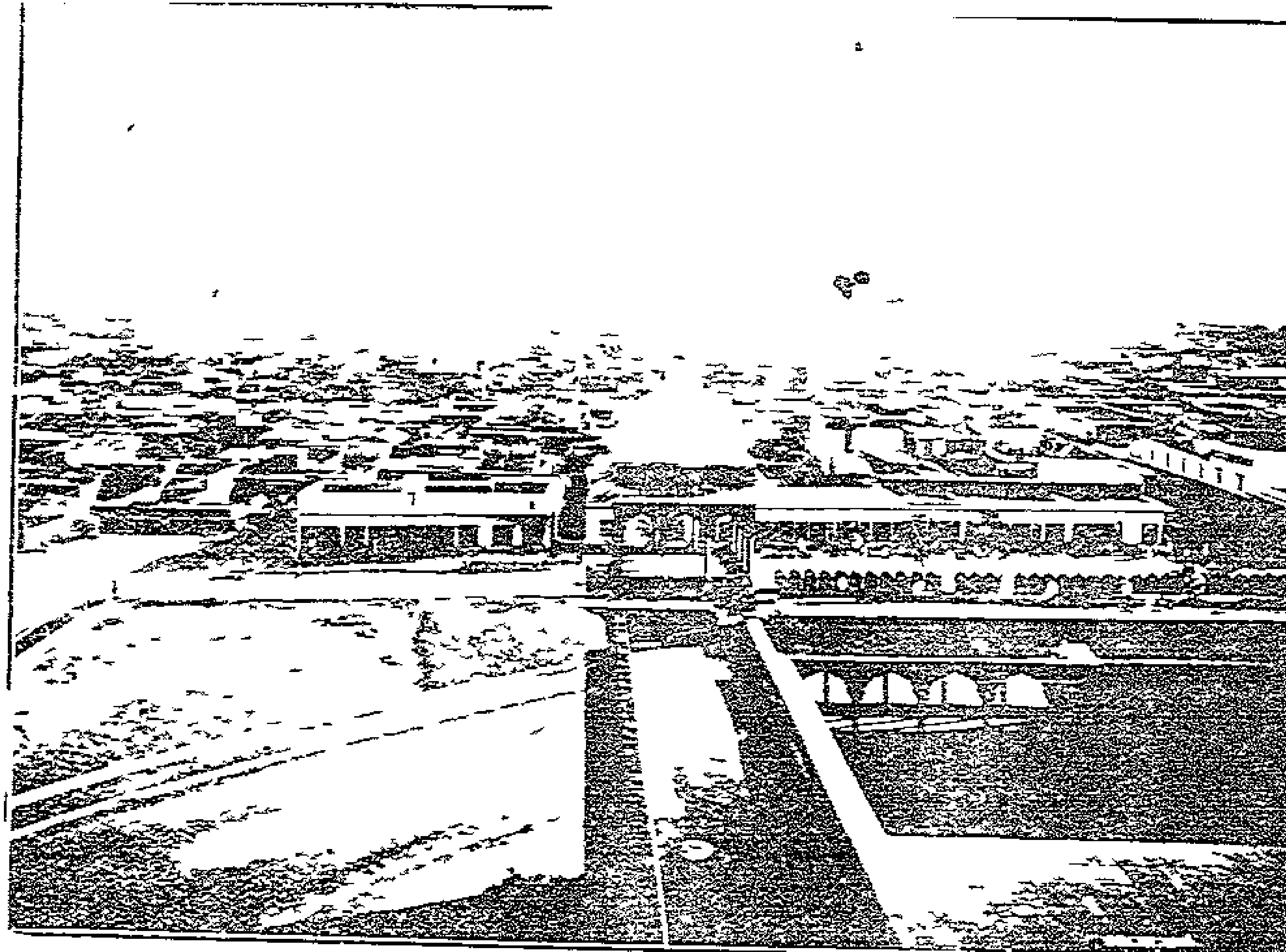
(১) ক্ষীরাভিষেক—দুগ্ধদ্বারা স্নান করান।

সম্পন্ন করিয়া তিন দিন স্বয়ং পূজা করিলেন। এই কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার পর, যতিরাজ কল্যাণসরোবরের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া তাহার মূলে ত্রিদণ্ড দ্বারা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ খনন করিলেই শ্বেতমৃত্তিকা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যতিরাজ আনন্দের সহিত সেই শ্বেতমৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলেন এবং রাজার সহিত নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অরণ্য কাটাইয়া অল্প দিনের মধ্যে সেই স্থানকে নগরে পরিণত করিলেন। উহার চতুর্দ্দিক্‌ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইল এবং মধ্যে মধ্যে চূড়াশোভিত অভিনব দেবমন্দির উচ্চ মঠ বহুবিধ কারুকার্য্য-খচিত প্রাসাদ অট্টালিকা প্রভৃতিদ্বারা ঐ নগরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করা হইল। ঐ নগরের নাম হইল 'নারায়ণপুর'। নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের লোক আসিয়া নারায়ণপুরে বসতি স্থাপন করিল। দিন দিনই নগরের উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। যতিরাজ রাজপুরোহিত রঙ্গরাজভট্টের সাহায্যে শিলামূর্ত্তি বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিমাসে যথানিয়মে তাঁহার উৎসবাদি করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু শ্রীহরির মহোৎসব সম্পন্ন হইবার পক্ষে এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। এখানে নারায়ণের মূল শিলামূর্ত্তি ব্যতীত অর্চ্চামূর্ত্তির অভাব। অর্চ্চামূর্ত্তি ব্যতীত কোন প্রকারেই উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে না। (১)

(১) দক্ষিণাপথের প্রত্যেক দেবমন্দিরে দুইটি করিয়া দেবমূর্ত্তি থাকে। একটি মূল-মূর্ত্তি অপরটি অর্চ্চামূর্ত্তি বা উৎসববিগ্রহ। মূলমূর্ত্তি চিরকাল মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে কখনও স্থানচ্যুত করা হয়

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে যতিরাজ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে :—ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে যতিরাজকে বলিলেন "আমার 'রামপ্রিয়' নামক উৎসবমূর্ত্তি এখন দিল্লীশ্বরের গৃহে বিদ্যমান, অতএব তুমি অনতিবিলম্বে দিল্লীনগরে গমনপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি উদ্ধার কর।" প্রভাতে উঠিয়া যতিরাজ সকলের সাক্ষাতে স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। রাজা বল্লাল পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন "হে পরমহংস দেব! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার, আপনার অসাধ্য জগতে কি আছে? অতএব আপনি এখনই দিল্লী যাত্রা করুন। দিল্লীশ্বর নিশ্চয়ই আপনাকে ঐ মূর্ত্তি অর্পণ করিবেন। তাঁহার উপহার প্রদানের জন্য আমি আপনাকে বহু ধন প্রদান করিতেছি।" যতিরাজ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শুভমুহূর্ত্তে দিল্লীযাত্রা করিলেন। ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, গলদেশে তুলসীমালা ত্রিদণ্ড হস্তে শোভমান। দ্বাদশ সহস্র বৈষ্ণব ও উপহার সহ অসংখ্য সৈন্য যতিরাজের অনুসরণ করিল। আর যে কত বিষ্ণুভক্ত যতিরাজের পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। কয়েক দিবস ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি গমনের পর যতিরাজ দিল্লীনগরের সন্নিহিত হইলেন। সেনা সহ অসংখ্য লোক দেখিয়া দিল্লীশ্বরের প্রহরিগণের মনে শঙ্কা হইল। তাহারা ভাবিল, কোন বিপক্ষ নরপতি দিল্লীনগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। প্রহরীরা দিল্লীশ্বরকে সংবাদ দিল। সম্রাট্

না কিন্তু অর্চ্চানুমূর্ত্তিই সর্ব্বদা লোকলোচনের বিষয়ীভূত হন। স্নানযাত্রা রথযাত্রা হিন্দোলা রাসযাত্রা ও অন্যান্য উৎসবে অর্চ্চানুমূর্ত্তিকেই নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। তিনিই নানাবিধ যানবাহনে আরূঢ় হইয়া বহুস্থানে ভ্রমণ করেন।



মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা যতিরাজের সমীপবর্ত্তী হইলেই তিনি মধুর সম্ভাষণে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন এবং ঐ চরগণের সহিত রাজনীতিজ্ঞ কতিপয় শিষ্য প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বর শিষ্যদের মুখে যতিরাজের আগমন সংবাদ পাইয়া নগরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পর অভিবাদন প্রত্যভিবাদন শেষ হইলে সম্রাট্ যতিরাজের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যতিরাজ স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন "দক্ষিণাপথ বিজয়কালে আমার সৈন্যেরা বহু শিবমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তি হরণ করিয়া আনিয়াছে। ঐ সকল বিগ্রহ একস্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহা হইতে যেটা আপনার ইচ্ছা লইয়া যান, উহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। যতিরাজ সেই রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেক মূর্ত্তি উত্তমরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন কিন্তু 'রমাপ্রিয়' মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর, পুনরায় দিল্লীশ্বরের নিকট গিয়া বলিলেন "এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে আমার হৃদয়ের অভীষ্টদেবকে দেখিতে পাইলাম না, অতএব অন্য স্থানে আমার অভীষ্টদেব আছেন, তাঁহাকে অর্পণ করুন।" ঐ কথায় দিল্লীশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "যদি রমাপ্রিয় মূর্ত্তি আপনার হৃদয়ের দেবতা হন, তাহা হইলে আপনি ডাকুন, তিনি স্বয়ংই আসিবেন।" যতিরাজ দিল্লীশ্বরের বাক্যে লজ্জিত ও নিরুত্তর হইলেন এবং স্বস্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক চিন্তা ও শোকে কাতর হইয়া শয়ন করিলেন। কথিত আছে;—রমাপ্রিয় দেব যতিরাজকে স্বপ্নে বলিলেন "ওহে যতিরাজ! বৃথা শোক কর কেন? আমি

দিল্লীশ্বরতনয়ার শয্যাগৃহে বাস করিতেছি। সম্রাট্‌কুমারী আমার প্রতি বড়ই অনুরাগিণী, দিবসে আমি তাঁহার ক্রীড়ার বস্তু (খেলনা), রাত্রিতে হৃদয়েশ্বররূপে তাঁহার অঙ্কে বিরাজ করি। তিনি মধুরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পতিরূপে আমার উপাসনা করেন। রাজনন্দিনীর প্রেমের অন্ত নাই, প্রত্যহ কত প্রকার নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারে আমাকে সুসজ্জিত করিয়া তিনি পরমপ্রীতি লাভ করেন। কিন্তু আমি অনেক দিন মুসলমানের অন্তঃপুরে আবদ্ধ আছি, আর এখানে অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তুমি আমার আহ্বান কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিকটে যাইব।” যতিরাজ পরদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সুপ্তোত্থিত সম্রাটের নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। সম্রাট্ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে যতিরাজের সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন। যতিরাজ নয়নমুদ্রিত করিয়া মন্ত্র জপ আরম্ভ করিলে মোহনমুরলীধর ভগবান্ রমাপ্রিয় নূপুরধ্বনিতে অন্তঃপুর মুখরিত করিয়া যতিরাজের সম্মুখে উপনীত হইলেন। যতিরাজ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, উপাস্যদেব সম্মুখে উপস্থিত। তিনি বাৎসল্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রমাপ্রিয় মূর্ত্তির প্রতি নয়নপাত করিলেন। তাঁহার মনে হইল, ভগবান্ যেন তাঁহার অঙ্ক আরোহণের জন্য ব্যাকুল। তৎক্ষণাৎ যতিরাজ ঐ মূর্ত্তিকে অঙ্কে লইয়া গাঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন ‘অদ্য হইতে ইঁহার প্রতি আমার পুত্রপ্রেম উৎপন্ন হইল, অতএব

রমাপ্রিয় মূর্ত্তির নাম হইল "সম্পৎকুমার।" এখন হইতে সকলে রমাপ্রিয় মূর্ত্তিকে সম্পৎকুমার বলিয়া আহ্বান করিবে।

যতিরাজ অবিলম্বে সম্পৎকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে সম্রাট্ কুমারী লক্ষ্মী (লছিমা) জাগরিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্বর শয্যায় নাই। সম্পৎকুমারের অদর্শনে তিনি বিরহতাপে ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মপ্রদেশ দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। কেবল হা নাথ, হা নাথ বলিয়া হৃদয়ের দারুণ সন্তাপ প্রকটিত করিতে লাগিলেন। দাস দাসীরা সম্রাট্ কুমারীর ঐ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও যতিরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "সেই সন্ন্যাসী আমাদের সম্পৎকুমারকে লইয়া গিয়াছে। যখন লইয়া যায়, তখন সম্পৎকুমারকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত নিপীড়িত করিতেছিল।" ইহাতে রাজকুমারীর আরও সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত বৃত্তান্ত সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া কুমারীকে সান্ত্বনাবাক্যে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। রাজকুমারী বলিলেন "যদি সম্পৎকুমারকে না পাই, তাহা হইলে এখনই আমি প্রাণত্যাগ করিব।" কুমারীর ঐ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্রাট্ যতিরাজকে মূর্ত্তি ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যতিরাজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কেন আপনি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছেন, "যদি রমাপ্রিয় আপনার হৃদয়ের দেবতা হন, তাহা হইলে আপনি ডাকুন, তিনি স্বয়ংই আসিবেন।" আমার আহ্বানে

ামার হৃদয়ের দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব আমি
াণ দিতে পারি তথাপি ইঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারি না।”
র্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া সম্রাট্ লজ্জিত হইলেন, মূর্ত্তি ফিরাইয়া
ইতে পারিলেন না। অগত্যা রাজকুমারী সম্পৎকুমারের
নুগামিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। সম্রাট্ও কুমারীর অবস্থা
খিয়া উহাতে বাধা দিলেন না। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত
ম্রাটের আদেশে সম্রাট্কুমার সসৈন্যে অনুগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত
ইলেন। নানা-রত্নখচিত শিবিকায় সম্পৎকুমারকে স্থাপন করিয়া
াহার বামপার্শ্বে সম্রাট্কুমারী লছিমা উপবেশন করিলেন। অগ্রে
বৈষ্ণবগণ যতিরাজকে বেষ্টন করিয়া শঙ্খনাদ করিতে করিতে
লিল। মধ্যে সম্পৎকুমারের সহিত লছিমার শিবিকা ও উভয়
ার্শ্বে ভেরীকাহলী ও মৃদঙ্গের বাদ্য। পশ্চাতে অসংখ্য সৈন্য সহ
ম্রাট্কুমার অশ্বারোহণে চলিলেন। সৈন্যের পদভরে মেদিনী
ম্পিত হইতে লাগিল। শ্রীবৈষ্ণবগণের মধুর কীর্ত্তনে আকাশ
রিব্যাপ্ত হইল। ভগবান্ রাম যেমন লঙ্কা হইতে সীতাকে
ইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ সম্পৎকুমারও
ছিমাকে লইয়া যাদবাচলে প্রতিগমন করিলেন। কয়েক
িবসের পথ গমনের পর একদিন সহসা সেই পদ্মপলাশনয়না
াপূর্ব্ব লাবণ্যবতী সম্রাট্কুমারী লছিমা সম্পৎকুমারের অঙ্গে
বলীন হইয়া গেলেন। বাহিরের সামান্য ব্যবধানও বিলুপ্ত হইল।
শিবিকার আবরণ মুক্ত করিলে দেখা গেল, রাজকুমারী
ম্পৎকুমারের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে চমৎকৃত
ইল, সম্রাট্কুমারও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহার দুঃখের
ীমা রহিল না।

এদিকে যতিরাজ সম্পৎকুমারকে লইয়া মহাসমারোহে যাদব গিরিতে উপস্থিত হইলেন। যাদবাচলনাথের সহিত সম্পৎকুমারের ঐক্য বিধান করিয়া তাঁহার অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে সম্পৎকুমারকে যথাশাস্ত্র সংস্কার করিয়া যাদবাচলে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পাদপদ্ম-সমীপে ভাগ্যবতী সম্রাট্‌কুমারী লছিমার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পৎকুমারের সহিত তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইল। যতিরাজের যত্নে যাদবাচলে কোন উৎসবেরই ন্যূনতা রহিল না। মাসে মাসে যথাবিধি সমস্ত উৎসব হইতে লাগিল। সম্রাট্‌কুমার ভগিনীর সৌভাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। কুমারের দিল্লীনগর প্রত্যাগমনের পর সমস্ত সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। দিল্লীশ্বর প্রথমে দুঃখিত হইলেন, শেষে স্বয়ং যাদবাচলে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। তিনি কুমারীর সৌভাগ্যে আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সম্রাট্‌ প্রত্যাগমন কালে যতিরাজকে বহু ধন রত্ন উপহার প্রদান করিলেন। (১)

---

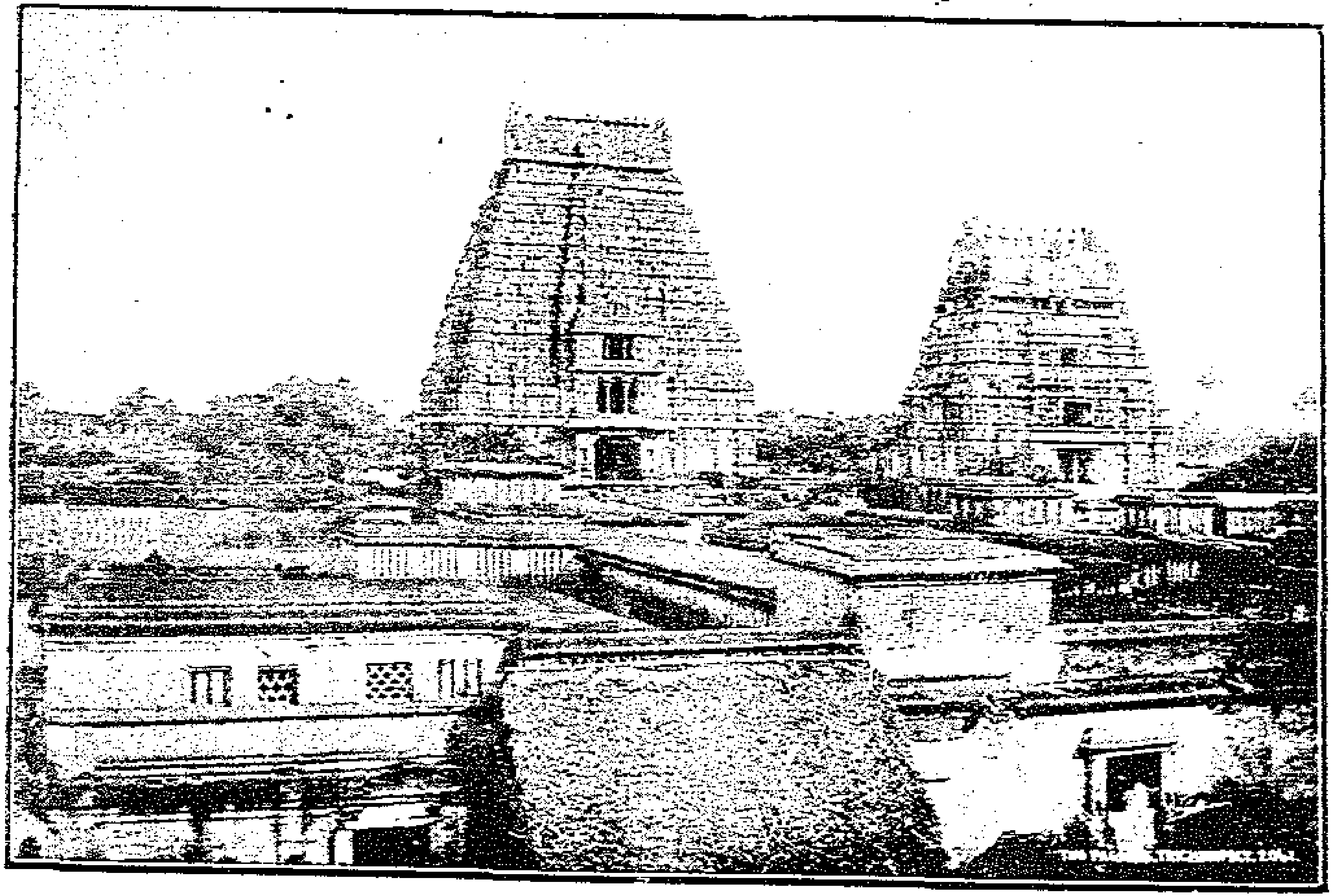
(১) দিল্লীর বাদসাহের অন্তঃপুর হইতে রামপ্রিয় মূর্ত্তির উদ্ধার সাধন যতিরাজ রামানুজের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। কিন্তু নব্য ঐতিহাসিকেরা বলেন,—"যতিরাজ রামানুজ ১০১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। তাহার পর, ১২৩০ খৃষ্টাব্দে কুতুপ উদ্দীন কর্ত্তৃক দিল্লীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। আলাউদ্দীন ১২৯৬ খৃষ্টাব্দের পর দক্ষিণাপথ আক্রমণ, নগরলুণ্ঠন ও দেবমূর্ত্তি হরণ প্রভৃতি করিয়াছিল। অতএব দক্ষিণাপথ আক্রমণের সময় হইতে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রামানুজ আবির্ভূত হন। যদিও তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন, তথাপি বহু দিনের ইতর বিশেষ হয়। সুতরাং রামানুজের সংস্কৃতজীবন চরিত লেখকদের উল্লিখিত দিল্লী সংক্রান্ত ঘটনা কল্পনামাত্র।" কিন্তু আমি

সম্পৎকুমারের আনয়ন কালে বর্ণ-বহিষ্কৃত যে সকল ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছিল, যতিরাজ তাহাদেরও মর্য্যাদা বিধান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অন্ত্যজ-জাতিরাও তাঁহার কৃপায় কল্যাণ-সরোবরে স্নান, শিখা ও উর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ এবং মহোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইল। যতিরাজ স্বীয় নামে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক শিষ্যগণের নিকট ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবা-বিরহে তাঁহার হৃদয়ে যে দারুণ তাপ উপস্থিত হইয়াছিল, সম্পৎকুমারের পরিচর্য্যা দ্বারা তাহা বিদূরিত হইল। যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে মধুর ভাবে (অর্থাৎ আত্মাতে পত্নীভাব কল্পনা করিয়া রঙ্গনাথে পতিত্ব আরোপ পূর্ব্বক) সেবা করিতেন, এখানে বাৎসল্য-ভাবে (অর্থাৎ সম্পৎকুমারে সন্তানভাব আরোপ পূর্ব্বক) পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহার ভাবের গভীরতা অধিক হইল। পতিপ্রেম অপেক্ষা সন্তান-স্নেহ যে সমধিক প্রবল, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? যতিরাজের দীর্ঘকাল অবস্থানে নারায়ণাচলের (যাদবাদ্রির) ভীষণ অরণ্যানী জনপূর্ণ নগরী হইল, আর ব্যাঘ্রাদি-হিংস্রজন্তু এবং চোরদস্যু-বিরহিত রঙ্গেশের সেই প্রাসাদমালা-পরিশোভিত প্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গ মনগরী অরণ্যে পরিণত হইল। (১)

---

দক্ষিণাপথ ও উৎকলের বহু বিদ্বান্ শ্রীবৈষ্ণবের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন "ইতিহাসে ভারত আক্রমণের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার পূর্ব্বেই যবনেরা আগমন করে এবং সে সকল যবনেশ্বরের নাম ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। অতএব রামানুজ কর্তৃক রমাপ্রিয় মূর্ত্তির উদ্ধার ধ্রুব সত্য।

(১) নারায়ণাচলবনং নগরী বভূব, রামানুজার্য্য-কৃপয়া জনসম্প্রকীর্ণা। শার্দ্দূল-চৌররহিতা তদভাবদোষাদ্রঙ্গেশরঙ্গনগরীত্যটবীবভূব॥



চোল রাজধানী ত্রিশিরা পল্লী ( বর্ত্তমান, ত্রিচিনা পল্লি । )

কূরেশ ও পূর্ণাচার্য্যের চক্ষু উৎপাটন।

যতিরাজ যাদবাদ্রিতে পরম সুখে বাস করিতেছেন। সহসা এক দিবস কোন শ্রীবৈষ্ণব সেখানে উপস্থিত। যতিরাজ অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকট পূর্ণাচার্য্য ও কূরেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ শ্রীবৈষ্ণব বলিতে লাগিল,—"প্রভো! শ্রীরঙ্গম্ হইতে আপনার অন্তর্দ্ধানের পর চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের দূতগণ মহাপূর্ণ এবং কূরেশকে লইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে (১) চোলরাজের সভায় উপস্থিত হইল। তখন কৃমিকণ্ঠের সভা। অসংখ্য শৈব উপবিষ্ট। চোলরাজ উভয়কে দেখিয়া এক রোল (প্রতিজ্ঞা-পত্র) উপস্থিত করিল এবং বলিল "ওহে বৈষ্ণবগণ! ইহাতে লিখ, শিব অপেক্ষা বড় কেহ নাই।" (২) কূরেশ সেই বিশাল শৈবমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্ শুন, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস পঞ্চরাত্রক শাস্ত্রেই বিষ্ণু সর্ব্বোত্তমরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা রুদ্রপ্রভৃতি দেবতা বিষ্ণুর বিভূতি মাত্র। বিষ্ণুই জগতের কারণ। বিষ্ণুই সকলের ধ্যেয়। একমাত্র বিষ্ণুই মোক্ষ প্রদানে সমর্থ। রুদ্র নরকপাল ও শবদেহের সংস্পর্শে নিতান্ত অশুচি হইয়াছিলেন, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা তাঁহার মস্তকে আপতিত হইয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়াছেন। তজ্জন্যই তিনি এখন শিবসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে চোলরাজ কর্কশ-স্বরে বলিল "তোমার বুঝি কিছু পাণ্ডিত্যের অভিমান আছে, তজ্জন্য অত বাচালতা করিতেছ? দাঁড়াও, এখনই তোমার বাচালতার

(১) ত্রিশিরাপল্লী— এখন 'ত্রিচিনাপল্লী' নামে পরিচিত।

(২) 'শিবাৎ পরতরং নাস্তি।'

চিকিৎসা হইতেছে।" তাহার পর, সে সেই পূর্ব্বোক্ত লেখ্য (প্রতিজ্ঞাপত্র) সম্মুখে রাখিয়া বলিল "ইহাতে লেখ— "শিব অপেক্ষা বড় কেহ নাই।" (১) কুরেশ প্রথমে কিছুই লিখিতে চাহিলেন না, অত্যন্ত পীড়াপীড়ি উপস্থিত হইলে লিখিলেন—"দ্রোণ তদপেক্ষা বড়।" (২) চোলরাজ প্রতিজ্ঞাপত্রে ঐরূপ পরিহাস বাক্য (৩) লিখিত দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং দূতগণকে ডাকিয়া বলিল "ওরে কে আছিস্? এই বৈষ্ণব দুইটাকে লইয়া গিয়া ইহাদের চক্ষু উৎপাটন কর।" আজ্ঞামাত্র যমদূতের ন্যায় রাজভৃত্যেরা আসিয়া তৎক্ষণাৎ কুরেশ ও পূর্ণাচার্য্যের চক্ষু উৎপাটন করিয়া রাজপথে ফেলিয়া গেল। পূর্ণাচার্য্য ও কুরেশকে রাজদূতেরা যখন বন্দী করিয়া লইয়া যায়, সেই সময়েই পতিপরায়ণা পূর্ণাচার্য্য-পত্নী কয়েকটি শ্রীবৈষ্ণবের সহিত স্বামীর অনুসরণ করিয়া চোলরাজধানী ত্রিশিরাপল্লীতে আগমন করেন। অতিপ্রাচীন এবং নিতান্ত সরলস্বভাব স্বামীকে ক্রুদ্ধরাজার রাজধানীতে একাকী প্রেরণ করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। ঐ অসময়ে সেই সাধ্বী পতিপরায়ণা মহিলাই ঐ সকল বৈষ্ণবের সহিত স্বামীকে লইয়া শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ণাচার্য্য একে অত্যন্ত বর্ষীয়ান্, তাহাতে উপবাসক্লিষ্ট; সুতরাং এই নিদারুণ চক্ষু উৎপাটনের

(১) শিবাৎ পরতরং নাস্তি।

(২) দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্।

(৩) এখানে কুরেশ শিব শব্দ রুদ্র অর্থে গ্রহণ না করিয়া পরিমাণবাচক ভাণ্ড অর্থে গ্রহণ করিলেন, এবং শিব নামক পরিমাণবাচক ভাণ্ড অপেক্ষা দ্রোণ-নামক পরিমাণ বাচক ভাণ্ড যে বড়, উপহাসচ্ছলে তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন।

যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন হইলেন। তিনি কুরেশের অঙ্কে মস্তক এবং স্বীয় ভার্য্যার উৎসঙ্গে পদদ্বয় রাখিয়া শয়ন করিলেন। কুরেশ তখন মহাপূর্ণকে বলিলেন "আর্য্য! আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নহে, আপনার আপদ্দশা উপস্থিত, চলুন আমরা শীঘ্র রঙ্গক্ষেত্রে গমন করি।" উত্তরে মহাপূর্ণ বলিলেন— "বৎস কুরেশ! দেহত্যাগ করিবার জন্য আর রঙ্গক্ষেত্রে গমন করিবার আবশ্যক নাই। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, এখানেই আমি দেহ বিসর্জ্জন করিব। যদি আমি শ্রীরঙ্গমে গিয়া দেহ ত্যাগ করি, তাহা হইলে বৈষ্ণবেরা বলিবেন—"অন্তকালেও মহাপূর্ণের বাসনা বিদূরিত হয় নাই। চিরকাল রঙ্গধামে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন।" এই মহাপূর্ণের শেষ কথা। তাহার পর, তিনি যামুনাচার্য্যের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে তনু ত্যাগ করিলেন। দেহ ত্যাগ কালে পূর্ণাচার্য্যের এক শত পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রেরা অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণবের সহিত অচিরে পিতার সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর, শোকার্ত্তা জননীকে লইয়া কুরেশের সহিত শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।"

যতিরাজ ঐ বৈষ্ণবের মুখে নিজ গুরুর দেহ-ত্যাগ ও কুরেশের নেত্র উৎপাটনের সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণবেরা নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার মানসিক ক্লেশ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বীয়গুরু পূর্ণাচার্য্যের সদ্গতি কামনায় যাদবাচলের হরি-মন্দিরে বেদপারগ শ্রীবৈষ্ণবগণ দ্বারা সাঙ্গবেদ, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পারায়ণ

করাইলেন এবং নানারসযুক্ত ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা নিমন্ত্রিত শ্রীবৈষ্ণব ও অন্যান্য জনগণের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া বস্ত্র ও দক্ষিণাদি দান করিলেন। কূরেশ নিতান্ত দুঃস্থ-অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহার সান্ত্বনা করা একান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য যতিরাজ একটী জ্ঞানী শ্রীবৈষ্ণবকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিলেন। এদিকে কূরেশ শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলে প্রাচীর-বেষ্টিত শ্রীরঙ্গম্‌নগরীর দ্বারপালেরা তাঁহার প্রবেশে নিষেধ করিল। কূরেশ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শেষে তাহারা বলিল,—"যতিরাজ রামানুজে ও চোলরাজ কৃমিকণ্ঠে বিরোধ। যতিরাজ হঠাৎ শ্রীরঙ্গম্‌ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কোথায় আছেন, জানা যাইতেছে না। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষগণ বিচার করিয়া বলিয়াছেন;— "তাঁহাদের সহিত চোলরাজের কোন বিরোধ নাই, কেবল মন্দিরে যতিরাজের সম্বন্ধ হেতুই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যতিরাজকে এবং তাঁহার সহিত যাঁহার সম্বন্ধ আছে, এমন কোন ব্যক্তিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।" তবে আপনি সাধু সুজন, বিশেষ এখন রামানুজের সহিত আপনার কোন সম্পর্ক নাই। এজন্য আপনাকে আমরা যাইতে দিতে পারি। আপনি রঙ্গেশের সেবার নিমিত্ত প্রবেশ করিতে পারেন।"

কূরেশের সুন্দরাচলে বাস।

ঐ কথা শুনিয়া কূরেশ বলিলেন "এখন আমার যতিরাজের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, এই কারণে তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহ? ঐরূপ অনুগ্রহে আমার প্রয়োজন নাই।

যতিরাজের সহিত আমার বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। অনন্তকালেও সে সম্বন্ধের বিলোপ হইবে না। রঙ্গনাথের সেবা আমার ভাগ্যে এখন না ঘটুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি আমি যতিরাজের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাসনা করি না।" তাহার পর, তিনি ভার্য্যা পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া বৃষভাচলে প্রস্থান করিলেন। এখানে তিনি কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক সুন্দরভুজের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। কূরেশ বৃষভাচলে অবস্থানকালেই সুন্দরভুজ-স্তোত্র, শ্রীস্তোত্র, অতিমানুষস্তোত্র এবং বৈকুণ্ঠ-স্তোত্র রচনা করেন। স্তব শেষে তিনি সুন্দরভুজের নিকট একটী প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন;—"হে করুণার্ণব বনগিরির অধীশ্বর! কৃপা করিয়া তুমি আমার এই প্রার্থনাটি পূর্ণ করিও, আমি যেন পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীরঙ্গধামে রামানুজার্য্যের পদসেবা করিতে করিতে জীবন কাটাইতে পারি।" (১) এই সময় গোষ্ঠীপুরে মহাত্মা গোষ্ঠীপূর্ণেরও চরমদশা উপস্থিত হয়। তিনি বহু শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে গুরুদেব যামুনাচার্য্যের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে যেখানে শোক কিংবা মোহ নাই, সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণার্য্য ব্রহ্মমেধ বিধান-অনুসারে তাঁহার অন্তিম সংস্কার সম্পন্ন করেন। যতিরাজ ঐ সংবাদেও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

---

(১) বিজ্ঞাপনাং বনগিরীশ্বর সত্যরূপা
মঙ্গীকুরুষ্ব করুণার্ণব মামকীনাম্,
শ্রীরঙ্গধামনি যথা পুরমেব সোঽহম্,
রামানুজার্য্যবশগঃ পরিবর্ত্তিষীয়॥

যতিরাজ কূরেশের সান্ত্বনার জন্য যে শ্রীবৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে শ্রীরঙ্গমে আগমনপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুন্দরাচলে কূরেশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং কূরেশকে জানাইল "যতিরাজ যাদবগিরিতে পরম সুখে আছেন, কিন্তু সংপ্রতি পূর্ণাচার্য্যের বিয়োগে এবং আপনার চক্ষু উৎপাটনের সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন। কূরেশ প্রত্যুত্তরে বলিলেন;—"জগদগুরু যতিরাজ সুখে থাকিলেই আমার পরম সুখ, চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত নহি।" কূরেশ যতিরাজের প্রতি এতই ভক্তিমান্ যে, যতিরাজের প্রেরিত শ্রীবৈষ্ণবকেই যতিরাজ জ্ঞানে পূজা করিলেন।

চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু।

এদিকে চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ কূরেশের লিখিত পরিহাস বাক্য পাঠ করিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পূর্ণাচার্য্য ও কূরেশের চক্ষু উৎপাটন করিয়াই কেবল ক্ষান্ত হইলেন না, চোলরাজ্যে যত বিষ্ণুমন্দির ও বৈষ্ণবধাম ছিল সমুদয় বিনাশ করিলেন। তাঁহার আদেশে প্রত্যহ শত শত বিষ্ণুমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ এবং সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-মঠ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার পর, সেই দুরাশয় বিষ্ণুকণ্টক আদিম বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীরঙ্গম্‌ধাম বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অসংখ্য সৈন্য সহ ত্রিশিরাপল্লী হইতে শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিল। ঐ সংবাদে শ্রীরঙ্গম্ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানবাসীদের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। কিন্তু ভগবান্ রঙ্গনাথের এমনি প্রভাব যে, চোলরাজের শ্রীরঙ্গম পৌঁছিবার শক্তি হইল না। পথে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি কোন গ্রামে শিবির সংস্থাপনের আদেশ করিলেন। রাত্রিমধ্যে সহসা তাঁহার কণ্ঠদেশে এক মহৎ ব্রণ উৎপন্ন হইল।

দেখিতে দেখিতে সেই ব্রণ বৃহৎ আকার ধারণ করায় তাহাতে অসংখ্য কৃমি (কীট) উৎপন্ন হইল। এই ঘটনায় আপাততঃ শ্রীরঙ্গম্ আক্রমণ স্থগিত রহিল। দুর্বৃত্ত চোলরাজের নানাপ্রকার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উদরী রোগ ছিল, ঐ সময়ে উহাও অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কয়েক দিবস সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (১)

যতিরাজের শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন। এদিকে বিদ্যুদ্বেগে এই সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আনন্দের সীমা নাই। বরদার্য্যপ্রভৃতি যতিরাজের শিষ্যগণ অহোরাত্র দ্রুতবেগে গমন করিয়া যতিরাজকে এই প্রিয় সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত যাদবাদ্রিতে উপস্থিত হইলেন। তখন যতিরাজ কল্যাণসরসীর তীরে বেদীতে উপবেশন করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। শ্রীবৈষ্ণবেরা তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—"গুরুদেব! সেই দুষ্টাশয় বিষ্ণুকণ্টক চোলরাজ কণ্ঠব্রণ-রোগে যমালয়ে গমন করিয়াছে।" যতিরাজ এই কর্ণামৃত অপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে দ্রুত উঠিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দাশ্রুবিগলিত-নয়নে বলিতে লাগিলেন;—"প্রিয় বৈষ্ণবগণ! আপনারা অদ্য আমার যে

(১) শৈব চোলরাজের কৃমিকণ্ঠ নামটি বোধ হয়, বিপক্ষপক্ষীয় শ্রীবৈষ্ণবগণের স্বকপোল-কল্পিত। কণ্ঠের ব্রণে কৃমি হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া শ্রীবৈষ্ণবেরা বৈষ্ণববিরোধী রাজার হেয়তা-ব্যঞ্জক ঐ নামকরণ করেন। প্রকৃত পক্ষে উঁহার নাম কেরিকোল। খ্রীষ্টীয় ১১ শতাব্দীতে ইনি ত্রিশিরাপল্লীতে রাজত্ব করিতেন।

আনন্দ প্রদান করিলেন, কোন্ প্রিয় কার্য্য করিয়া আমি আপনাদিগকে উহার প্রতিদান করিব? রজত সুবর্ণ মণি মাণিক্য কিংবা রাজ্য কিছুই উহার তুল্য নহে। জনক-নন্দিনী সীতা হনুমানের মুখে রাবণ-বধের সংবাদে যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, আমি অদ্য আপনাদের মুখে বিষ্ণুদ্বেষী চোলরাজের নিধন-সংবাদে তদপেক্ষাও অধিক প্রীত হইয়াছি। অতএব আপনাদের কৃত উপকারের কোন প্রত্যুপকার নাই।"

তাহার পর, তিনি শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত হরিমন্দিরে গিয়া ভগবানের সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন;—"দেব! আজ পৃথিবীর পাপ-ভার লঘু হইল। আপনি পুরাকালে যেমন প্রহ্লাদদ্রোহী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ অধুনা বৈষ্ণবদ্বেষী চোল ভূপতি কৃমিকণ্ঠকে বিনাশ করিয়া চোলমণ্ডলের ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন।" তখন পূজকেরা তাহার কণ্ঠে বিষ্ণুর নিবেদিত সুরভি পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। তিনিও প্রত্যেক শ্রীবৈষ্ণবকে নিবেদিত পুষ্পমালা ও তীর্থ প্রসাদ অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তাহার পর, তিনি শ্রীরঙ্গম্ গমনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া শিলারূপী নারায়ণ ও উৎসব-বিগ্রহ সম্পৎকুমারের নিকট গিয়া গদ্‌গদশ্রুনয়নে বিদায় চাহিলেন। দেবাদেশ হইলে তিনি তত্রত্য জ্ঞানভক্তিপরায়ণ শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন;—"হে প্রিয় শিষ্যগণ! আমি শ্রীরঙ্গম্ হইতে আগমন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর যাদবাদ্রিতে (১) বাস করিলাম। এখন শ্রীরঙ্গমে আর কোন উপদ্রব নাই।

(১) যাদবাদ্রির যে স্থলে যতিরাজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ স্থান এখন 'তেজনারায়ণপুর' নামে খ্যাত।

সংপ্রতি আমি রঙ্গনাথের সেবার নিমিত্ত সেখানে যাইতেছি। তোমরা অতিসাবধানে নারায়ণকে ও আমার সম্পৎকুমারকে সেবা করিবে এবং মাসে মাসে ইঁহাদের উৎসব সম্পন্ন করিয়া এখানে সুখে বাস করিবে।” তত্রত্য বৈষ্ণবেরা যতিরাজের মুখ-নিঃসৃত ঐরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন ;—“প্রভো। আমরা কখনই আপনার বিয়োগ সহিতে পারিব না, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে নিশ্চয়ই আমরা জীবন বিসর্জ্জন করিব। অতএব আপনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যেখানে গমন করিবেন, এই অধম দাসদিগকেও সেই স্থলে গমনে অনুমতি করুন।” যতিরাজ নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে তাহাদিকে সান্ত্বনা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা উত্তম শিল্পী আনাইয়া নিত্য সেবার্থ যতিরাজের একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যাদবাচলে (১) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যতিরাজ গমনকালে বলিলেন “হে বৈষ্ণবগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবায় কাল যাপন কর।” শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে বিদায় দিয়া যাদবাদ্রিনাথের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

যতিরাজ শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া যখন শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করিলেন, তখন পুরবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। দাশরথি সত্বর আসিয়া তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন এবং গোবিন্দ ব্যজন করিতে করিতে চলিলেন। বেদজ্ঞ শ্রীবৈষ্ণবগণ কর্তৃক উদাত্তস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। শঙ্খ ভেরী

(১) যাদবাচল—বর্ত্তমান ‘টোন্নর’।

মৃদঙ্গ ও দুন্দুভির ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। যতিরাজ অতুল বৈভবের সহিত পুরপ্রবেশ করিয়া প্রথমেই রঙ্গনাথের মন্দিরে গমন করিলেন। ভক্তিভরে রঙ্গনাথকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব আরম্ভ করিলেন। পূজকেরা সত্বর আসিয়া যতিরাজকে সুরভিকুসুমের মালা ও তীর্থ-প্রসাদ অর্পণ করিল। যতিরাজ উক্ত প্রসাদ অঙ্গীকার করিয়া রঙ্গনাথকে প্রণিপাত পূর্ব্বক মঠ অভিমুখে চলিলেন। পথে কূরেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া যেই তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় কূরেশ সপরিবারে সুন্দরাচল হইতে আসিয়া যতিরাজকে প্রণিপাত করিলেন। যতিরাজ কূরেশের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া স্থিরনেত্রে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি বলিলেন "প্রিয় কূরেশ! আমার জন্যই তুমি এই দারুণ দুঃখ ভোগ করিলে।" প্রত্যুত্তরে কূরেশ বলিলেন "গুরুদেব! এরূপ আজ্ঞা করিবেন না, সংসারে আসিয়া প্রাণিগণ আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে, কেহ কাহারও সুখ বা দুঃখের হেতু নহে। আমি শৈশবে বৈষ্ণবদিগের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলাম, সেই পাপের ফলে আমার অন্ধত্ব ঘটিয়াছে। অতএব এ বিষয় ভাবিয়া আপনি হৃদয়ে ক্লেশ অনুভব করিবেন না।" তাহার পর, যতিরাজ কূরেশের হস্ত ধারণ করিয়া মঠে প্রবেশ করিলেন। ভাষ্যকার রঙ্গক্ষেত্রে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীরঙ্গমবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার সন্দর্শনের নিমিত্ত সমাগত হইল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মহাপূর্ণের শরীর ত্যাগ ও কূরেশের অন্ধত্বের জন্য যতিরাজকে শোক করিতে নিষেধ করিলেন এবং ঐ উপলক্ষে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তিল্লাগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠা।

অনন্তর যতিরাজ পূর্ব্বের ন্যায় রঙ্গনাথের সেবা এবং শিষ্যদিগকে বেদান্ত ভাষ্যের অধ্যাপনে নিযুক্ত হইলেন। একদিবস কতিপয় শ্রীবৈষ্ণব শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বলিল;—"যতিরাজ! দুরাত্মা চোলরাজ কর্ত্তৃক চিত্রকূট (১) বিনাশিত হইয়াছে। এখন সে স্থান শৈবসম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ। আমাদের গোবিন্দরাজের উৎসববিগ্রহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া লবণ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে। মূলমূর্ত্তিকেও সেই অবস্থাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তিল্যানাম্নী একটী বিষ্ণুভক্ত-সুন্দরী মহিলা রাজভৃত্যদিগকে ভুলাইয়া গোবিন্দরাজকে রক্ষা করিয়াছে। গোবিন্দরাজকে তখন অতিগোপনে বেঙ্কটাচলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এখন দুর্ম্মতি চোলরাজ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আপনি বেঙ্কটাচলে উপস্থিত হইয়া ঐ মূর্ত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন।" যতিরাজ ঐ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে বেঙ্কটাচলে গমন পূর্ব্বক গোবিন্দরাজকে মহাসমারোহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তিল্যানাম্নী মহিলাকর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া ঐ সময় হইতে গোবিন্দরাজের 'তিল্যাগোবিন্দ' নাম করণ করা হইল। তাহার পর, তিনি আগমনকালে কাঞ্চীক্ষেত্রে বরদরাজকে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইলেন।

---

(১) প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমের সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে যে চিত্রকূট অবস্থিত, ইহা সে চিত্রকূট নহে। এই চিত্রকূট নীলাদ্রির দক্ষিণে সীতানদীর পূর্ব্বতীরে বিদ্যমান।

কুরেশের পুনরায় চক্ষুঃপ্রাপ্তি।

একদা যতিরাজ কুরেশকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—"বৎস কুরেশ! ভগবান্ বরদরাজ ভক্তের সর্ব্ববিধ অভীষ্টপ্রদানে তৎপর। অতএব তুমি নষ্টচক্ষুঃ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বরদরাজের একটি স্তোত্র রচনা কর।" কুরেশ বলিলেন ;—"গুরুদেব! চক্ষুর অভাবে আমার কোন্ কার্য্যের প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে? আমার দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকিলে মনোবৃত্তি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, এখন আমি অনন্যমনে গুরুদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারি।" কিন্তু যতিরাজ ঐ কথা শুনিলেন না, স্তব রচনার জন্য পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরেশ বরদরাজের নিমিত্ত একটি মনোহর স্তব রচনা করিয়া অপ্রাকৃত দিব্যচক্ষু প্রার্থনা করিলেন। বরদরাজও স্বপ্নে কুরেশকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করিলেন। প্রভাতে কুরেশ যতিরাজের নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দিবসই কুরেশের সহিত কাঞ্চী যাত্রা করিলেন। কথিত আছে ;—কুরেশ হস্তিগিরিতে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদ-স্বরে বরদরাজের স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তবশেষে বরদরাজ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে কামনাশূন্য কুরেশ প্রার্থনা করিলেন ;—"ভগবন্ আপনার কৃপায় দেহান্তে আমি যে লোক প্রাপ্ত হইব, চতুর্গ্রামাধিপও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হন।" বরদরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া কুরেশের অভীষ্ট প্রদান করিলেন। যতিরাজ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন এবং অতিবিরক্তভাবে কুরেশকে বলিলেন, "তুমি আমার আগমন পর্য্যন্তও প্রতীক্ষা করিতে পারিলে না, আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অগ্রেই বর যাজ্ঞা

করিয়া বসিয়াছ।" কুরেশ অপ্রতিভ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যতিরাজ বরদরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; "দেবদেব প্রভো! তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তবে তুমি কুরেশকে ঐরূপ বর প্রদান করিলে কেন?" বরদরাজ তখন যতিরাজকে বলিলেন;—"যতিরাজ! তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, আমি কুরেশকে তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিতেছি।" তাহার পর, তিনি কুরেশ যাহাতে নষ্টচক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হন, তদ্রূপ বর প্রদান করিলেন। তাহার পর, যতিরাজ ও কুরেশ কৃতার্থ হইয়া পুনরায় শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীরঙ্গমবাসিগণ যতিরাজ ও কুরেশের অপূর্ব্বশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া মোহিত ও আনন্দিত হইল।

সুন্দরভুজের সহিত গোদার বিবাহ।

কিছুদিন পরে যতিরাজ গোদাতরঙ্গিণীর সহিত বনগিরির অধীশ্বর ভগবান্ সুন্দরভুজের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বনগিরিতে গমন করেন। এই ঘটনায় যতিরাজের নাম হয় "গোদাগ্রজ"। ঐ স্থান হইতে কুরুকানগরী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি তিরুক্কুটী গ্রামের মধ্যবর্ত্তিনী বীথী অথবা প্রশস্ত রাজপথে একটি দশমবর্ষীয়া পরমরূপবতী বালিকাকে দেখিয়া কুরুকানগরী ঐস্থান হইতে কতদূর জিজ্ঞাসা করেন। ঐ বুদ্ধিমতী বালিকা পথিকের পরিধানে কাষায় বসন, হস্তে ত্রিদণ্ড, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখিয়া বলিল;—"কেন মহাশয়! আপনি কি "সহস্রগীতি" পাঠ করেন নাই?" যতিরাজ উত্তর করিলেন "বৎসে! সহস্রগীতি পাঠে কেমন করিয়া জানিব এখান হইতে কুরুকানগরী কতদূরে?" তখন সেই সুন্দরী বালিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "কেন

শঠারির গ্রন্থে ত ঐ বিষয় স্পষ্টই উল্লিখিত আছে।” তাহার পর, ‘সেই বালিকা অতিমধুরস্বরে সহস্রগীতির কিয়দংশ পাঠ করিল। উহার একস্থানে আছে “চিঞ্চাকুটীর কুরুকানগরী হইতে ক্রোশমাত্র দূরে (১)। যতিরাজ ঐ বালিকার বৈষ্ণবশাস্ত্রে অধিকার ও মধুরস্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বালিকারূপিণী পরমদেবতা বলিয়া মনে করিলেন। ঐ বালিকার নাসাগ্রে সূক্ষ্ম তিলক, পরিধানে ক্ষৌমবসন, উজ্জ্বল দেহ-প্রভা ও অতিপ্রশান্ত ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতি যতিরাজের কন্যা-স্নেহ উপস্থিত হইল। তিনি ঐ বালিকাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎসে! তোমাদের গৃহ কোথায় দেখাইয়া দাও।” বালিকা মধুর স্বরে বলিল “আসুন আমাদের বাটীতে যাইবেন।” যতীন্দ্র সশিষ্য বালিকার গৃহে উপনীত হইলে সেই বিষ্ণুভক্ত-সুন্দরী তাঁহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া মাতার নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিল। বালিকা ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহার মাতা পিতা পরম বিষ্ণুভক্ত। তাঁহারা গুণবান্ অতিথিদিগকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের গৃহে সমস্ত পাক সমাপ্ত হইয়াছিল। কন্যার মাতা কৃতাঞ্জলিপুটে সশিষ্য যতিরাজকে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। যতিরাজ পাকের জন্য পূর্ব্বে নবভাণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কুরেশ দাশরথি প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত সেই বৈষ্ণবী বালিকার মাতার

---

(১) “চিঞ্চাকুটীরং কুরুকানগর্য্যাঃ ক্রোশমাত্রকম্” ।

(সহস্রগীতি।)

পরিবেশিত সুরস অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। ভোজনান্তে তিনি সেই ব্রাহ্মণদম্পতি ও অন্যান্য গ্রামবাসীর নিকট বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কুরুকানগরীতে প্রস্থান করিলেন।

কুরুকানগরীর মধ্যভাগে তিন্তিড়ীবৃক্ষমূলে শঠারির মূর্ত্তি অবস্থিত। ঐ সময়ে শঠারির স্মরণার্থ বার্ষিক মহোৎসব হইতেছিল। তদুপলক্ষে ঐ স্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। যতিরাজ শঠারির মূর্ত্তিকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিয়া সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—"এই মহাত্মা জনসঙ্ঘের উদ্ধারের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জন্মজন্মান্তরসিদ্ধ মহাপুরুষ, অলৌকিক প্রতিভাবলে বেদের নিগূঢ় অর্থ দ্রাবিড়-ভাষায় গ্রথিত করিয়া 'দ্রাবিড়বেদ' প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহাই আদি বৈষ্ণবদর্শন। ঐ গ্রন্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই বর্ত্তমান বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণব-মত প্রচারিত হইতেছে। "হে প্রণম্য ভক্তগণ! শুনুন, আপনারা চিরকাল এই মহাত্মার প্রতি ভক্তিমান্ থাকুন। মহাত্মা শঠারি জগতের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন। ধরাতলবাসী তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য ঋণী। অনন্তকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিয়াও আমরা তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব কি না সন্দেহ।" ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া শঠারির বংশধরগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যতিরাজের অভ্যর্থনা করিলেন। যতিরাজ তাঁহাদের প্রদত্ত তীর্থপ্রসাদ অঙ্গীকার করিয়া সে রাত্রি ঐ স্থানেই যাপন করিলেন। পরদিন শিষ্যগণ সহ পুনরায় শ্রীরঙ্গম্ নগরে প্রস্থান করিলেন।

শেষ জীবনে ভক্তগণ কর্ত্তৃক যতিরাজের শুশ্রূষা।

যতিরাজ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধ, দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক (১), ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ববাদী প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ (২), অনীশ্বর মীমাংসক, (৩) নৈমিত্তিক ব্রহ্মবাদী কাপিল প্রভৃতির মত সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া জগতের ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন (৪)। বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃতি অবৈদিক পাষণ্ড সম্প্রদায় ও যতিরাজের আশ্রয় করিয়া বৈদিক নামে বিখ্যাত হইলেন। (৫) সকলেই যতিরাজের কৃপায় উভয়বিধ বেদান্তের মত অবগত হইয়া ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, এবং সর্ব্বাঙ্গে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুমায়া অতিক্রম করিয়া কলিতে মুক্তিপদের অধিকারী হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি স্বীয় প্রভাবে আপামর সাধারণ জনগণকে বিষ্ণুপাদপদ্মের ভৃঙ্গরূপে পরিণত করিয়া গোবিন্দ কূরেশপ্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত শ্রীরঙ্গমে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ভারতভূমির সর্ব্বদেশেই

---

(১) যাহারা দেহকেই আত্মা বলে, দেহাতিরিক্ত অন্য আত্মা স্বীকার করে না।

(২) অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়।

(৩) পূর্ব্বমীমাংসাবাদীরা যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন এবং বলেন কর্ম্মদ্বারাই জীব মুক্তিলাভ করে কিন্তু তাঁহারা কর্ম্ম ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

(৪) "প্রচ্ছন্নবৌদ্ধান্ নির্জ্জিত্য ব্রহ্মাত্মৈকত্ববাদিনঃ। দেহাত্ম-বাদিনো মূঢ়াংশ্চার্ব্বাকান্ শাস্ত্রদূষকান্ বৌদ্ধাংশ্চ সহসা জিত্বা জীবানিত্যত্ববাদিনঃ। মীমাংসকান্ বিজিত্যাপি তাননীশ্বরবাদিনঃ॥ কাপিলান্ আকুলীকৃত্য ব্রহ্মনৈমিত্তবাদিনঃ। স্ববশীকৃত্য তান্ সর্ব্বান্ অবক্ষৎ যতিপুঙ্গবঃ॥"

(৫) "পাষণ্ড-বৌদ্ধ চার্ব্বাকমায়াবাদাদ্যবৈদিকাঃ। সর্ব্বে যতীন্দ্রমাশ্রিত্য বভূবুর্বৈদিকোত্তমাঃ॥

তাঁহার শিষ্য অনুশিষ্য প্রশিষ্যে পরিপূর্ণ। এই সময় তাঁহার শিষ্য সংখ্যা এত অধিক হয় যে, উহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় নাই। ইহার মধ্যে চুয়াত্তর জন শিষ্য প্রধান। ইঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রচার কার্য্যে রত হইয়া চুয়াত্তরটি পীঠের অধীশ্বর হন।

যতিরাজ জীবনে অসংখ্য মহৎ কার্য্য করেন। তাঁহার এই কর্ম্মক্লান্ত জীবনে বিশেষ শুশ্রূষা আবশ্যক। তজ্জন্য তাঁহার কতকগুলি প্রিয়শিষ্য নিয়মিত সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতকাল যতিরাজ প্রত্যহ স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিতেন, এখন হইতে দেবরাজ-মুনি সে ভার গ্রহণ করিলেন। প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্যদের দুই ভ্রাতার উপর পাক কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইল। আন্ধ্রপূর্ণ প্রত্যহ যতিরাজের তৈল মর্দ্দন ও স্নানকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত রহিলেন। মারাগিনামা এক শিষ্য যতিরাজের কমণ্ডলু ও পাদুকা বহন করিয়া বেড়াইতেন। যতিরাজ যখন কাবেরী সলিলে স্নান করিয়া তীরে উত্থিত হইতেন, তখন ধনুর্দাসের হস্ত তাঁহার অবলম্বন হইত। ভক্তিমতী অমঙ্গী নাম্নী কোন শিক্ষিতা মহিলা যতিরাজের জন্য প্রত্যহ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া দিতেন। উৎকলার্য্য প্রত্যহ উচ্ছিষ্টপাত্র গ্রহণ করিতেন। যাহারা যতিরাজের সহিত বিচার করিবার জন্য সমাগত হইত, কালিঙ্গদেশার্য্য যতিরাজের আদেশে তাহাদের সহিত বিচারে নিযুক্ত হইতেন। চণ্ড ও কুণ্ড নামক দুই মল্ল-ভ্রাতা মঠের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল। এই রূপে প্রায় সহস্রশিষ্য কেবল যতিরাজের কিঙ্করত্বে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। এই সময় আন্ধ্রপূর্ণ কর্ত্তৃক একশত আটটি নামবিশিষ্ট যতিরাজের এক স্তব বিরচিত হয়। তিনি যতিরাজকে সাক্ষাৎ পরমদেবতা মনে করিয়া প্রত্যহ তাঁহার পাদুকাদ্বয়ের

আরাধনা করিতেন। একদা যতিরাজ প্রসন্ন হইয়া অন্ধ্রপূর্ণকে স্বীয় ভোজনাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসাদ অর্পণ করেন। অন্ধ্রপূর্ণ উহা গ্রহণ করিয়া উচ্ছিষ্ট হস্ত মস্তকে মুছিবার উপক্রম করিলে যতিরাজ কুপিত হইয়া উহা ধৌত করিতে আদেশ দেন। অন্য এক দিবস যতিরাজ রঙ্গনাথের প্রসাদের অল্পাংশ অন্ধ্রপূর্ণকে প্রদান করিলে তিনি উহা ভোজন করিয়া হস্ত ধৌত করিতে গেলেন। যতিরাজ বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিলেন;—"আপনি যে প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই শিখিয়াছি। আমার দেবতার (আপনার) প্রসাদ ভোজন করিয়া যদি হস্ত ধৌত করিতে হয়, তবে আপনার দেবতার (রঙ্গনাথের) প্রসাদ ভোজন করিয়া কেন হস্ত ধৌত করিব না?" একদা রাত্রিতে অন্ধ্রপূর্ণ নিজগৃহে যতিরাজের জন্য ক্ষীর পাক করিতেছিলেন, এমন সময় যতিরাজ স্বয়ং আসিয়া অন্ধ্রপূর্ণকে বলিলেন, "ওহে অন্ধ্রপূর্ণ! কি করিতেছ, ভগবান্ রঙ্গনাথের মহোৎসব কাল উপস্থিত। দেখিতেছ না, ভগবান্ মহাবৈভবের সহিত বীথিতে (প্রশস্ত রাজপথে) আসিতেছেন, অতএব তুমি রঙ্গনাথের সেবায় যোগদিতেছ না কেন?" অন্ধ্রপূর্ণের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা যতিরাজের পদপঙ্কজের মধুপানে উন্মত্ত, তিনি ঐরূপ আহ্বানে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, অতিধীরে বলিলেন "আমি যদি এখন আপনার দেবতার সেবার জন্য যাই, তাহা হইলে আমার দেবতার সেবার ক্ষীর যে উৎলাইয়া পড়িবে।" যতিরাজ আর কোন কথা না বলিয়া অবিলম্বে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্ধ্রপূর্ণের ন্যায় অনন্তার্য্য ও যতিরাজের পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি সপরিবারে বেঙ্কটাচলে অবস্থিতি করিতেন। অনন্তার্য্য স্বয়ং

যতিরাজের নামে একটী জলাশয় খনন করিতে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে;—তিনি একদিন মৃত্তিকা খনন করিয়া ঝুড়ি পূর্ণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নী উহা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বেঙ্কটেশ্বরের করুণা উপস্থিত হইল। তিনি বালকরূপে তাঁহার পত্নীর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালকের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া অনন্তার্য্যের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ঐ বালকের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া যেই তাহাকে ধরিতে গেলেন, অমনি ঐ বালক বিদ্যুদ্গতিতে ধাবিত হইয়া মন্দিরস্থ বেঙ্কটেশ্বরের মূর্ত্তিতে লীন হইয়া গেল। অন্য এক দিবস অনন্তার্য্য পুষ্পবনে পুষ্প ও তুলসী চয়ন করিতেছেন, এমন সময় একটি সর্প তাঁহার অঙ্গুলিতে দংশন করিল। তিনি নির্বিকার-হৃদয়ে স্নান ও ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক মন্দিরে গিয়া ভগবান্ বেঙ্কটেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তখন আত্মীয় ব্যক্তিরা আসিয়া বলিল "তোমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, বিষ বাহির না করিয়াই ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছ?" অনন্তার্য্য উত্তর করিলেন 'স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে যদি সর্পবিষে দেহান্ত হয়, তাহা হইলে স্বরলোকে গিয়া বৈকুণ্ঠ-নায়ককে আরাধনা করিতে পারিব, অতএব তোমরা ভীত হইতেছ কেন?' বন্ধুবর্গ ঐ কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন।

কুরেশের পরম পদ প্রাপ্তি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যতিরাজের শিষ্য কূরেশ পরমজ্ঞানী। তিনি কোন ব্যাপারে থাকেন না, অনন্যমনে ভগবানের আরাধনা করেন। অনেক দিন অতীত হইয়াছে। দারুণ জরা আসিয়া তাঁহার দেহ অধিকার

করিল। তিনি ভাবিলেন 'আর কেন? এখন পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ'। একদিন তিনি রঙ্গনাথের নিকট গিয়া পরম পদ প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ প্রসন্ন হইয়া পরমপদ লাভ হইবে, বলিয়া বর দিলেন। সহসা যতিরাজ শুনিতে পাইলেন কুরেশের চরমদশা আগত। তিনি শিষ্যগণ সহ সত্বর কুরেশের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কুরেশকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া যতিরাজ সাশ্রুনেত্রে বলিলেন;—"কুরেশ! একি তোমাতে আমাতে যে কোনই ভেদ নাই, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অগ্রে যাইতেছ কেন?" অনন্তর কুরেশও যতিরাজে অনেক কথোপকথন হইল। কুরেশ যতিরাজের পদধূলি মস্তকে পৃষ্ঠে বক্ষে গ্রহণ করিয়া পাদোদক পান করিলেন। তাহার পর, বলিলেন—"গুরুদেব! অনেকক্ষণ মঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, অবিলম্বে মঠে গমন করুন। আপনি অধিকক্ষণ মঠে অনুপস্থিত থাকিলে ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবার ব্যতিক্রম হইবে।" যতিরাজ কুরেশের কথা শুনিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেই তিনি মঠাভিমুখ হইয়াছেন, অমনি কুরেশ গুরুদেবের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। বিষণ্ণবদনা সাধ্বী আন্দোলা পতিকে ধরিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যতিরাজ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ রূপ দুর্ব্বল শরীরে দাঁড়াইতে বহু বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু যতক্ষণ যতিরাজ দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিলেন, ততক্ষণ কুরেশ ঐ অবস্থায়ই রহিলেন। তাহার পর, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"প্রিয়ে! এখন তোমার মনের অবস্থা কি প্রকার?" আন্দোলা অতিকাতর ভাবে উত্তর করিলেন "প্রভো স্বামিন্! দাসীর মনের

তাব আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি সত্যব্রত অমোঘসঙ্কল্প, আপনার মনেও যাহা আমার মনেও তাহাই বিরাজ করিতেছে।" তাহার পর, তিনি পুত্রদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তোমরা স্বয়ং রঙ্গনায়ক ও রঙ্গনায়িকার পুত্র। অতএব সংসারে তোমাদের কোন বস্তুরই অভাব হইবে না। তোমরা তোমাদের জননীর উপদেশ অনুসারে চলিও। সর্ব্বদা শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতি ভক্তিতৎপর থাকিবে এবং সাবধানে রঙ্গনাথের সেবা করিবে। যতিরাজের পাদপদ্ম হইতে কখনও দূরে অবস্থান করিও না।" পুত্রদ্বয় পিতার চরণে পতিত হইয়া রহিল। কূরেশ গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। বাষ্পপূর্ণনয়না আন্দোলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে স্বামীর চরণতলে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে কোন কথা নাই। শিষ্যেরা গুরুদেবের শুশ্রূষায় নিরত। সময় উপস্থিত হইল। কূরেশ এক প্রিয় শিষ্যের অঙ্কে মস্তক এবং পত্নীর উৎসঙ্গে পদদ্বয় রাখিয়া গুরুদেব রামানুজাচার্য্যের চরণপঙ্কজ ধ্যান করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। যতিরাজ ঐ সংবাদ শ্রুত মাত্র আসিয়া শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনা করিলেন। উপযুক্ত পুত্রদ্বয় পরাশর ভট্টার্য্য ও দেবব্যাসভট্টার্য্য ব্রহ্মমেধবিধি অনুসারে পিতার সংস্কার করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে চতুর্ব্বেদ ভগবদ্গীতা ও দ্রাবিড়ী ব্রহ্মসংহিতা পঠিত হইল। অসংখ্য শ্রীবৈষ্ণব ও দীন দরিদ্র অন্নপানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতোষ লাভ করিল?

গোপবালার পরমপদ প্রাপ্তি।

যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে বাস করেন এবং মধ্যে মধ্যে অল্পসংখ্যক শিষ্য সহ ভ্রমণ করিতে যান। একদিন তিনি কয়েকটি শ্রীবৈষ্ণব সহ বৃষাদ্রির নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পাক প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। এমন সময় তুম্বুরুক্রোষ্ট্রীনাম্নী এক গোপবধূ দধি বিক্রয় করিতে আসিল। দাশরথি দধি গ্রহণ করিয়া মূল্যের জন্য গোপবালাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যতিরাজও শ্রীবৈষ্ণবদের ভোজন সমাপ্ত হইল। প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্য গোপবালাকে ক্ষুধিত দেখিয়া পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ প্রদান করিলেন। ঐ প্রসাদ গ্রহণের ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। যখন দাশরথি ভোজন শেষে ঐ গোপবধূকে মূল্য দিতে আগমন করিলেন, তখন সে বলিল, "আমি পয়সা চাহিনা, যতিরাজ আমাকে মোক্ষ প্রদান করুন।" দাশরথি বলিলেন "গোপবধূ! মোক্ষ কি এতই সুলভ বস্তু যে, তুমি এক ভাণ্ড দধি প্রদান করিয়াই তাহার বিনিময়ে মোক্ষ আদায় করিতে চাহ।" গোপবধূ সে কথায় কর্ণপাত করিল না, কেবল বলিতে লাগিল, "আমি দধির মূল্য চাই না, আমায় মোক্ষ দান করুন।" অগত্যা যতিরাজ গোপবধূকে বলিলেন ;—"ভদ্রে! তুমি বেঙ্কটাচলে গমন কর, ভগবান্ বেঙ্কটেশ্বর তোমাকে মোক্ষ প্রদান করিবেন।" সরলা গোপবধূ বলিল "আপনি তবে ভগবান্ বেঙ্কটেশ্বরের নামে একখানা পত্র দিউন। আপনি পত্র না দিলে তিনি আমাকে মোক্ষ প্রদান করিবেন না।" যতিরাজ অগত্যা গোপবধূকে মোক্ষ প্রদানের অনুরোধ করিয়া বেঙ্কটেশ্বরের নামে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে

অর্পণ করিলেন। গোপবন্ধু যতিরাজ ও অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণবকে প্রণিপাত পূর্ব্বক পত্রখানি মস্তকে রাখিয়া দ্রুতবেগে বেঙ্কটাচলে প্রস্থান করিল। সেখানে বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থিত গরুড়স্তম্ভের নিকট পত্রখানি ফেলিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে "ভগবন্ বেঙ্কটেশ্বর! আমাকে মোক্ষ প্রদান কর" এই কথা বলিতে বলিতে শয়ন করিল। বহুক্ষণ অতীত হইল, গোপবধূ উঠিল না। পূজকেরা আসিয়া দেখিল, গোপী নিশ্চলা, তাহার আত্মা পরব্রহ্মে লীন হইয়াছে। এই ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলেই বলিতে লাগিল;—"আহা! যতিরাজের এমনই কৃপা যে, পামর গোপবধূ, একভাণ্ড দধির বিনিময়ে অতি দুর্লভ মোক্ষপদ লাভ করিল।"

একদিন আত্রেয়বংশীয় প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্য কোন কার্য্যানুরোধে বৃষাচলে গমন করেন। সেখানে স্তোত্ররত্নের একটি শ্লোক পাঠ করিয়া ভগবান্ সুন্দরবাহুর স্তব করিলেন। তিনি বলিলেন "প্রভো! আমি সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়াছি, এখন ভীষণ ভব-সমুদ্রে পতিত, আমার আর অন্য গতি নাই, আপনার শরণাগত হইতেছি, কৃপা করিয়া এই অধমকে আপনার অভ্যন্তরে বিলীন করুন।"(১) কথিত আছে;—ভগবান্ সুন্দরবাহু বলিলেন, "ওহে ভক্তশ্রেষ্ঠ! যতিরাজ রামানুজাচার্য্য লোক রক্ষায় ব্রতী থাকিতে তুমি আপনাকে অগতি (উপায়রহিত) মনে করিতেছ কেন? যতিরাজের সংসর্গে আসিয়া কত শত শত অধম পাপিষ্ঠ মুক্তি লাভ করিতেছে, আর তুমি ত পরম ভাগবত। অতএব যাও যতিরাজকে গিয়া আশ্রয় কর।" এই ঘটনার পর হইতে প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্য

(১) অপরাধ-সহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

যতিরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য কোথায় ও গমন করেন নাই।

যতিরাজের চরমদশা।

এইরূপে যতিরাজ পৃথিবীবাসী জনগণের প্রতি কৃপা বিতরণার্থ সুদীর্ঘকাল শ্রীরঙ্গমে বাস করেন। তাঁহার বয়স একশত বিংশতি বর্ষ হইয়াছিল। ঐ দীর্ঘকালের প্রথম ষষ্ঠিবর্ষ ভূতপুরী কাঞ্চী বেঙ্কটগিরি যাদবাচল এবং দিগ্‌বিজয়ার্থ নানাস্থানে যাপন করেন, অপর ষষ্ঠিবর্ষ একমাত্র শ্রীরঙ্গমে অতিবাহিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধ হইতে হিমাচল ও পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে যতিরাজের শিষ্য পরিলক্ষিত হয় নাই (১)। প্রাণিসমূহ যতিরাজের আশ্রয়ে নিখিল বিষ্ণুমায়া অতিক্রমপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে;—একদিন তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রঙ্গনাথের নিকট গিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করেন, ভগবান্ রঙ্গনাথ তাঁহাকে আরও কিছু কাল মর্ত্ত্যধামে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করিলেন,—"প্রভো! তুমিই পুরুষের শতবর্ষ আয়ুঃ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ, আমি তাহা অতিক্রম করিয়াও বিংশতি বর্ষ জীবিত আছি, আর কেন নাথ! এখন বিদায় দাও।" রঙ্গনাথ তখন বলিলেন—"যতিরাজ! তুমি বহুকাল আমার সেবা করিয়াছ, তোমার সেবায় আমি পরম সন্তুষ্ট ছিলাম। এখন আমি তোমায় বর দিতে ইচ্ছা করি,

(১) আসেতু শীতাচল-মধ্যভূমাবাপশ্চিমপ্রাক্ জলরাশিমধ্যে।
অশিষ্যভূতো যতিপুঙ্গবস্য কশ্চিজ্জনঃ কাপি ন লক্ষ্যতে হি॥

তোমার কি অভিলাষ ?" যতিরাজ বলিলেন ;—"প্রভো! আমায় এই একমাত্র বর প্রদান করুন, শৈশব হইতে অন্তিম কাল পর্য্যন্ত আমার শিষ্য ভক্ত অনুগত আশ্রিত শত্রু মিত্র যে কেহ আমার সংস্রবে আসিয়াছে, সকলেই যেন দেহান্তে তোমার কৃপায় বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে পারে।" ভগবান্ রঙ্গনাথ তৎক্ষণাৎ ঐ বর প্রদান করিয়া পুনরায় বর যাচ্ঞা করিতে বলিলেন। তখন যতিরাজ রঙ্গনাথের অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের মোক্ষ প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ রঙ্গনাথ "তথাস্তু" বলিয়া যতিরাজের বাসনা পূর্ণ করিলে তিনি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। পূজকগণ তীর্থপ্রসাদ হস্তে প্রদান করিয়া সুরভিকুসুমের মালায় তাঁহার কণ্ঠদেশ ভূষিত করিয়া দিল।

যতিরাজ মঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য শ্রীবৈষ্ণব তাঁহার জন্য মঠে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি শাস্ত্রবাক্যের সার মন্থন পূর্ব্বক চুয়াত্তরটি মহাবাক্য দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন। ঐ সকল বাক্যের অধিকাংশই উচ্চনীতি ও ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ। তাহার পর, তিনি দীন দরিদ্রদিগকে দান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই ভূরি দান প্রত্যক্ষ করিয়া লোকে মোহিত হইল। দান কার্য্য শেষ হইলে যতিরাজ প্রধান প্রধান কতিপয় শিষ্যকে ডাকিয়া শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই বিশেষ বিশেষ অর্থের ব্যাখ্যায় তিন দিন ও তিন রাত্রি অতীত হইল। তাঁহার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের মনে আশঙ্কা হইল। তাঁহাদের বোধ হইল যেন যতিরাজ জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন।

শিষ্যগণ আর মানসিক ভাব গোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"প্রভো! পূর্ব্বে যে সকল বিষয় আমাদিগকে বলেন নাই, এখন এত ব্যাকুলভাবে তাহা বলিতেছেন কেন, উহার কারণ কি?" যতিরাজ বলিলেন "ওহে শ্রীবৈষ্ণবগণ! অদ্য হইতে চতুর্থ দিবসে আমি পৃথিবী ত্যাগ করিব বাঞ্ছা করিয়াছি। ভগবান্ রঙ্গনাথের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, তিনি উহা অনুমোদন করিয়াছেন।" ঐ ভীষণ সংবাদ শুনিয়া সমস্ত শ্রীবৈষ্ণব-সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল। সকলেই যতিরাজের সহিত দেহত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া রহিল। যতিরাজ তাহাদিগকে ঐ অবস্থাপন্ন দেখিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। শ্রীবৈষ্ণবেরা বলিলেন,—"প্রভো! আপনার সেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব গুরুদেব! বলুন আমাদের এখন উপায় কি?" তখন যতিরাজ মনে মনে চিন্তা করিয়া শিল্পীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। শিল্পীরা তৎক্ষণাৎ একটি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিল। যতিরাজ সেই মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই অবিকল প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। এই সময় দাশরথির পুত্র শ্রীরামানুজদাস কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ;—"প্রভো! আপনার একটি অর্চ্চামূর্ত্তি ভূতপুরীতে (শ্রীপেরম্বধুরে) প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।" যতিরাজ তৎক্ষণাৎ ঐ প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি সুন্দর মূর্ত্তি অত্যন্ত সমারোহে ভূতপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব, যাদবগিরি

শ্রীরঙ্গম্ এবং ভূতপুরী তিন স্থানেই ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত যতিরাজের কৃপায় তাঁহার বিগ্রহ রক্ষিত হইল। তাহার পর, শিষ্যেরা শ্রীবৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলে যতিরাজ অতি উত্তমরূপে উহা বুঝাইয়া দিলেন।

যতিরাজের বৈকুণ্ঠ যাত্রার এক দিবস মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তিনি সমস্ত শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে কূরেশতনয় পরাশরভট্টার্য্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ভগবান্ রঙ্গনাথের দাস্য-সাম্রাজ্যের সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সমুদয় শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার আদেশ অনুসারে চলিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং পরাশর-ভট্টার্য্যকেও নিজের পদোচিত কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। অনন্তর রঘুনাথ-পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—পশ্চিমদিকে বেদান্তিনামা এক মহাপণ্ডিত আছেন। এখনও তিনি আমাদের মত আশ্রয় করেন নাই। অতএব তোমরা অচিরে তাঁহাকে বাদে পরাজিত করিয়া ঐ স্থলে স্বীয় সম্প্রদায়ের মত প্রতিষ্ঠিত করিবে। শিষ্যেরা অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

তাহার পর, বৈকুণ্ঠ-যাত্রার দিন উপস্থিত। প্রভাতে শিষ্যেরা নিত্যস্নান করিয়া প্রত্যাগত হইলেই যতিরাজ তাঁহাদিগকে ভোজন করিতে আদেশ করিলেন। স্বয়ং স্নান করিয়া তন্ময়চিত্তে ভগবৎপূজা শেষ করিলেন। তাহার পর, রঙ্গনাথের সেবকদিগকে আহ্বান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—"ওহে পূজকগণ! তোমরা আমার কৃত অপরাধ ক্ষমা কর।" সেবকেরা উত্তর করিলেন "প্রভো! আপনি আমাদের রক্ষক, আপনার আবার অপরাধ কি? আপনি জগতের হিতৈষী বন্ধু, এত দিন আপনি

আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছেন। আপনার বিয়োগে আমরা কিপ্রকারে জীবন ধারণ করিব, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছি।" যতিরাজ বলিলেন "ইহার পর হইতে তোমরা অতিসাবধানে ভগবান্ রঙ্গনাথের সেবা করিও এবং অভ্যাগত ও আশ্রিত শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিও। সমাগত কোন প্রাণীর প্রতিই অপ্রিয় ব্যবহার করিও না।" সেবকেরা নতমস্তকে উহা অঙ্গীকার করিল। তাহার পর, সমাগত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে বিনেয় শিষ্যবর্গ এবং প্রিয় শ্রীবৈষ্ণবগণ। আপনারা আমার জন্য শোক করিবেন না, জীবনের এই শেষ মুহূর্তে আপনারা প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দিউন্।" সকলে শোকার্ত্ত ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যতিরাজ গোবিন্দের অঙ্কে মস্তক ও আন্ধ্রপূর্ণের উৎসঙ্গে চরণদ্বয় রাখিয়া শয়ন করিলেন। শিষ্যবর্গ উদাত্তস্বরে ভৃগুবল্লী ব্রহ্মবল্লী ও শ্রীপরাঙ্কুশের প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শ্রীবৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক মৃদঙ্গকরতাল সহযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। ঐ সময় যতিরাজ সম্মুখস্থিত পূর্ণাচার্য্যের পাদুকার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হৃদয়ে যামুনাচার্য্যের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইল, শূন্যদেহ পড়িয়া রহিল। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে শনিবার মধ্যাহ্ন-কালে যতিরাজ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন।

গোবিন্দ আন্ধ্রপূর্ণ দাশরথি প্রভৃতি প্রধান প্রধান শ্রীবৈষ্ণবগণ যথাবিধানে যতিরাজের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। যতিরাজের অবিদ্যমানে শ্রীপরাশরভট্ট রামানুজ-সিদ্ধান্তের প্রচার ভার গ্রহণ করিলেন।

সমাপ্ত।



আদর্শ শ্রীবৈষ্ণব।

# পরিশিষ্ট।

## বিশিষ্টাদ্বৈত-মত (১)।

ভগবান্ রামানুজাচার্য্যের জীবনের ঘটনাবলী মূলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিশিষ্টভাগে তাঁহার দার্শনিক মত যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা যাইতেছে। রামানুজের ধর্ম্মমতের নাম 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।' ইহা শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রামানুজ এই মতের আবিষ্কর্ত্তা নহেন কিন্তু তিনি ইহার প্রভূত উন্নতি বিস্তার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন;—বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রাচীন নাম 'পাঞ্চরাত্র' মত। (২) প্রথমতঃ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র-মধ্যে এই পাঞ্চরাত্রমত লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয়তঃ বোধায়ন তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ঐ মত ব্যাখ্যা করেন। তৃতীয়তঃ গুহদেব বোধায়ন হইতে ঐ মত প্রাপ্ত হন। গুহদেব হইতে ভারুচি, ভারুচি হইতে ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ হইতে দ্রমিড়াচার্য্য, দ্রমিড়াচার্য্য হইতে শ্রীপরাঙ্কুশনাথ,

(১) বিশিষ্টশ্চ বিশিষ্টশ্চ তে বিশিষ্টে, তয়োরদ্বৈতং বিশিষ্টাদ্বৈতং মুক্তাবস্থায়াং জীব ব্রহ্মণোরৈক্যপ্রতিপাদকং সুপ্রসিদ্ধং মতম্।

(২) রামানুজ শ্রীভাষ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে পাঞ্চরাত্র মতে দোষ আরোপ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা বোধ হয় তিনি পাঞ্চরাত্র মতও অবিকল গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীপরাঙ্কুশনাথ হইতে যামুনাচার্য্য এবং যামুনাচার্য্য হইতে যতিরাজ রামানুজাচার্য্য এই মত প্রাপ্ত হন।

যদিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবৈষ্ণবগণ—তাহাদের গুরুপরম্পরার ঐরূপ নাম নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, যতিরাজ স্বয়ংই বোধায়নের ভাষ্য হইতে ঐ মত অল্পবাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ কথা তাঁহার জীবনচরিত মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বৈষ্ণবমত পাঞ্চরাত্র-মত নামে উক্ত হইত, তাহাই রামানুজের সময় হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত হইতে থাকে। যতিরাজ রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্য বা ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বেদান্তদীপ বেদার্থসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে জীব, ব্রহ্ম, উপাসনা, কর্ম্মফল, পরলোক, মুক্তি, মুক্তির উপায়, মুক্তাবস্থা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন। জীবনচরিতমধ্যে সেই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। তবে আমি এখানে তাঁহার মতোক্ত ব্রহ্ম, উপাসনা ও মুক্তিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে যেরূপ শঙ্করাচার্য্যের মতে দোষ আরোপপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন, আমরা এখানেও অবিকল ঐ রীতি অবলম্বন করিলাম। যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যের আলোচনা করেন নাই, সেই সকল পাঠক বুঝিতে পারিবেন, শঙ্করের মতের সহিত রামানুজের মতের কি পার্থক্য।

## ব্রহ্ম।

শঙ্কর বলেন;—সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; তদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জনিত জ্ঞান প্রভৃতি ভেদ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত হয়, বাস্তবিক ঐ সকল

মিথ্যা। এতৎ বিষয়ে তিনি নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহের উল্লেখ করেন। যথা ;—

"হে সৌম্য! প্রথমে একমাত্র সৎ (ব্রহ্ম) ছিলেন, তিনি এক অদ্বিতীয়" (১)।

"পরা বিদ্যা তাহাকেই বলা যায়, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) জানা যায়" (২)।

যাঁহাকে দেখা যায় না, যাঁহাকে ধরা যায় না, যাঁহার নাম নাই, যাঁহার বর্ণ নাই, যাঁহার চক্ষু নাই, যাঁহার কর্ণ নাই, যাঁহার হস্ত নাই, যাঁহার পদ নাই, যিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, অবিনাশী, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থান (ব্রহ্ম) বলিয়া জানেন (৩)।

সত্য জ্ঞানস্বরূপ অনন্তই ব্রহ্ম (৪)।

(ব্রহ্ম) অখণ্ড নিষ্ক্রিয় শান্ত (ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ ও জরা-মৃত্যুবিহীন) দোষরহিত এবং কর্ম্মফলজনিত সুখ দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্ট ইত্যাদি (৫)।

---

(১) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।১

(২) অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫

(৩) যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৬

(৪) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।

(৫) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১৯।

তাহার পর, শঙ্কর আরও বলেন ;—প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান হইলে যাহার (যে ধারণার) অবসান হয়, তাহাই মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্পের ধারণা মিথ্যা। দোষবশতই (ভ্রান্তিহেতু) রজ্জুতে সর্পের কল্পনা করা হয়। সেই প্রকার দেব মনুষ্য তির্য্যক্ স্থাবর-প্রভৃতি-ভেদবিশিষ্ট এই সমস্ত জগৎ, দোষবশতঃ (ভ্রান্তিহেতু) জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মে পরিকল্পিত হয়। অতএব এই সমস্ত মিথ্যা। কেননা ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান দ্বারা এই ধারণার (দেব মনুষ্য তির্য্যক্ স্থাবর প্রভৃতি ভেদবিশিষ্ট এই সমস্ত জগতের) অবসান হয়। যাহা এই মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করে, তাহাই অনাদি অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বস্তুর যাথার্থ্যকে অপ্রকাশিত রাখে। ইহা সৎ কিংবা অসৎ তাহা স্থির করা যায় না। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা ;—

অনৃতদ্বারা (অবিদ্যা দ্বারা) তাহারা আচ্ছন্ন। সেই সকলের মধ্যে যাহারা সত্য, অসত্য তাহাদের আবরণ (১)।

এই সকল শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—নির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আপনাতে ভেদ অবলোকন করেন। নির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একত্ব বিজ্ঞানদ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা ;—

সে আর অবিদ্যাদ্বারা পুনরায় আচ্ছন্ন হয় না (২)।

তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলেই অবিদ্যার নাশ হয় (৩) ইত্যাদি।

---

(১) অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৩।২

(২) ন পুনর্ম্রিয়তে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

(৩) তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৮

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্গুণ সগুণ উভয় ভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। সগুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি যথা ;—

যিনি ( ব্রহ্ম ) সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ। (১)।

ইঁহার শক্তি অপ্রতিহত বিবিধ প্রকার এবং স্বাভাবিক ও ইঁহাতে জ্ঞান এবং বলের ক্রিয়া আছে। (২)।

তিনি ( ব্রহ্ম ) সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প (৩) ইত্যাদি।

নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি যথা ;—

( ব্রহ্ম ) স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন (৪)

( ব্রহ্ম ) নিরঞ্জন এবং নির্গুণ ইত্যাদি (৫)।

এই উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যের বিরোধ স্থলে নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যেরই বলবত্তা। কেননা নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যই পরে উক্ত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী বাক্যই অধিক প্রামাণিক। ( এখন জিজ্ঞাস্য ) নির্গুণত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহকে পরবর্ত্তী বলিব কেন? ( উহার উত্তরে বলা যাইতে পারে এই যে ) নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক-শ্রুতি, সগুণত্ব-প্রতিপাদক-শ্রুতিকে নিষেধ করিতেছে অর্থাৎ সগুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি নিষেধ্য এবং নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি নিষেধক। নিষেধ্য বাক্য ( যাহাকে নিষেধ করা হইবে ) না থাকিলে, নিষেধকবাক্যের ( যে বাক্য দ্বারা নিষেধ করা যায় )

(১) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯

(২) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।৮

(৩) যঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১।৫

(৪) অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৮।৮

(৫) নির্গুণং নিরঞ্জনম্।

উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব সগুণত্ব-প্রতিপাদক নিষেধ্য শ্রুতি সকল নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক নিষেধক-শ্রুতির পূর্ব্ববর্ত্তী। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে, শ্রুতির মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

উপরি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে রামানুজ বলেন ;—"এই সমস্ত মত ( শঙ্করের মত ) বিবিধ-কুতর্ক-পরিকল্পিত। যাহারা এই মতের প্রবর্ত্তক তাহারা উপনিষদুক্ত পরম পুরুষের বরণীয়তার হেতুভূত গুণবিশেষ দ্বারা বঞ্চিত এবং তাহাদের বুদ্ধি অনাদি পাপ বাসনা দ্বারা কলুষিত। তাহারা পদ বাক্যের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে এবং তাহারা স্থায়মার্গের সমীচীন ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। অতএব এই মত প্রমাণবৃত্তের যথার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আদরণীয় হইতে পারে না। "প্রথমে একমাত্র সৎ ( ব্রহ্ম ) ছিলেন ; তিনি এক অদ্বিতীয়।" ইহার অর্থ এই যে অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তখন জগৎ এবং জীবাত্মা সকল অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে লীন ছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মের শরীরভূত হইয়াছিল। এই জন্য শ্রুতি বলেন ;—প্রথমে এক মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। ঐ শ্রুতি দ্বারা জগৎ মিথ্যা ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই ; সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, ইহাই প্রতিপাদিত হয়।

শঙ্কর বলিয়াছেন ;—"শ্রুতিতে সগুণ নির্গুণ উভয়বিধ ব্রহ্মের বর্ণনা থাকায় শ্রুতি বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক।" এই কথার উত্তরে রামানুজ বলেন ;—"এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিবাক্যের পরস্পর বিরোধ

নাই। ব্রহ্মকে নির্গুণ বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সমস্ত হেয়গুণ-বিরহিত এবং ব্রহ্মকে সগুণ বলাতে তাঁহাকে নিখিল-কল্যাণ-গুণের আকর বলা হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন 'এইরূপ ব্যাখ্যা রামানুজের স্বকপোলকল্পিত অথবা শ্রুতির অনুমোদিত?' উহার উত্তরে তিনি বলেন;—"এই ব্যাখ্যা যে শ্রুতির অনুমোদিত, উহা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

এই আত্মা (ব্রহ্ম) পাপরহিত জরাবিহীন মৃত্যু-বিহীন শোকশূন্য এবং ইহাঁর ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, ইনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। (১)

উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিতে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে পাপ-জরা-মৃত্যু প্রভৃতি হেয়গুণ-বিরহিত বলা হইয়াছে এবং ঐ শ্রুতিতেই উঁহাকে সত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব-প্রভৃতি কল্যাণ-গুণের আকর বলা হইয়াছে। অতএব নির্গুণ পদের অর্থ যে, হেয়গুণ-বিরহিত এবং সগুণপদের অর্থ যে কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে শ্রুতিবাক্য-সমূহের পরস্পর কোন বিরোধ নাই। সুতরাং শঙ্কর যে, বলেন "কতকগুলি শ্রুতি (অর্থাৎ সগুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি সকল) মিথ্যা," ঐরূপ বলিবার কোন কারণ নাই। এতদ্ভিন্ন স্মৃতি ও পুরাণোক্ত নিম্নলিখিত প্রমাণগুলিও ব্রহ্মের কল্যাণ-গুণগণাকরত্ব এবং হেয়গুণ-বিরহিতত্ব-প্রতিপাদক।

আমি সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি স্থান) আমাতেই

(১) এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১।৫

সমস্ত জগৎ লীন হয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত সেই রূপ আমাতে সমস্ত গ্রথিত। (১)

তিনি সর্ব্বভূত প্রকৃতির মহদাদি বিকারের এবং ত্রিগুণের অতীত, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভূতাত্মা। তাঁহার দ্বারা সমস্ত বিশ্বসংসার পরিব্যাপ্ত, তিনি সমস্ত কল্যাণ-গুণাকর, তিনি সমস্ত সৃষ্টির কার্য্য নিজশক্তির লেশমাত্র দ্বারা সম্পাদন করেন। তিনি ইচ্ছামত নানা দেহ ধারণ করেন এবং তদ্দ্বারা জগতের অশেষ হিত সাধন করেন। তিনি তেজঃ বল জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বীর্য্য শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র আধার। তিনি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাতে কোন রূপ ক্লেশাদি কিছুই নাই। সেই ঈশ্বর অংশরূপে এবং সমষ্টিরূপে বিরাজমান। তাঁহার স্বরূপ অব্যক্ত এবং অপ্রকাশিত। তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। যাহা দ্বারা সেই দোষ-হীন শুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ম্মল একরূপ ব্রহ্মকে জানা যায় বা লাভ করা যায়, তাহাই জ্ঞান, তদ্ভিন্ন সকলই অজ্ঞান (২)।

---

(১) অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ভগবদ্গীতা ৭।৭।

(২) স সর্ব্বভূত-প্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥
সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশোদ্ধৃতভূতসর্গঃ।
ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধসুবীর্য্যশক্ত্যাদি গুণৈকরাশিঃ।
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপোঽব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।

শাস্ত্রে নির্ব্বিশেষ (অভেদ) বস্তু প্রতিপাদিত হয় নাই। জগৎ যে ভ্রমমূলক, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নয়। চিৎ (জীব) অচিৎ (স্থাবরাদি) ঈশ্বর (ব্রহ্ম) ইঁহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন নহেন, ইহাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। আমাদের প্রতিপক্ষের মতে (শঙ্করাচার্য্যের মতে) ঈশ (ব্রহ্ম) ঈশিতব্য (জীব) প্রভৃতি অনন্ত-ভেদ বিশিষ্ট এই সমুদয় জগৎ নির্ব্বিশেষ (ভেদ-বিরহিত) স্বয়ং-প্রকাশ পরব্রহ্মে দোষ-হেতু পরিকল্পিত হয়। সেই দোষ— বস্তুর স্বরূপের তিরোধান প্রভৃতি নানাবিধ আশ্চর্য্য ভ্রমোৎপাদিকা সদসদনির্ব্বাচ্যা (অনাদি অবিদ্যা)। এই অবিদ্যা স্বীকারের কারণ—প্রথমতঃ "অনৃতের (অবিদ্যার) দ্বারা আচ্ছাদিত।" (১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। দ্বিতীয়তঃ উহা (অবিদ্যা) স্বীকার না করিলে "তুমিই ব্রহ্ম" (২) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের ঈপ্সিত জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হয় না। 'অবিদ্যা সদসদনির্ব্বাচ্যা ইহার অর্থ এই যে অবিদ্যা সদ্বস্তও নহে অসদ্বস্তও নহে। কারণ অবিদ্যা যদি সদ্বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান দ্বারা নাশ হয় না। আর ইহা অসদ্বস্তও হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে বলা হইতেছে যে, জগৎরূপ অসদ্বস্তু উৎপাদিকা অবিদ্যা অসদ্বস্তু। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,

---

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ।
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংপশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্॥

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮২—৮৭।

(১) অনৃতেনহি প্রত্যূঢ়াঃ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৩।১

(২) তত্ত্বমসি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১২।৩

অবিদ্যারূপ অসদ্বস্তু কোথা হইতে আগমন করিল? উহার উৎপত্তির জন্য আর একটী অসদ্বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। শেষোক্ত অসদ্বস্তুর উৎপত্তির জন্য আর একটী অসদ্বস্তু স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ অনন্ত অসদ্বস্তু কল্পনা করায় অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএব অবিদ্যা অসদ্বস্তু হইতে পারে না।

রামানুজ বলেন ;—এই অবিদ্যা স্বীকার একেবারেই অযুক্ত। আশ্রয়ানুপপত্তি তিরোধানানুপপত্তি-হেতু অবিদ্যা স্বীকার যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথম, আশ্রয়ানুপপত্তি অর্থাৎ অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর নানারূপ ভ্রম জন্মায়? জীবকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা নানারূপ ভ্রম জন্মাইতে পারে না। কেন না, জীব স্বয়ংই অবিদ্যা-পরিকল্পিত, অবিদ্যা ব্যতিরিক্ত জীবের কোন অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মকেও আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না ব্রহ্ম স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ এবং পূর্ব্বপক্ষবাদীরা নিজেই স্বীকার করেন, জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়। অতএব জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যা থাকিবে কি করিয়া?

দ্বিতীয়তঃ তিরোধানানুপপত্তি অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম তিরোহিত হওয়ায় জগৎরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই তিরোধান ব্যাপার স্বীকার করিলে ব্রহ্মের স্বয়ং-প্রকাশত্ব নষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিত হন, তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া স্বয়ং-প্রকাশিত হইবেন? অতএব প্রতিপক্ষদের স্বীয় মতেই বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। কারণ ব্রহ্মের অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিতত্ব স্বীকার করিলে স্বয়ং-প্রকাশত্ব স্বীকার করা হয় না। আবার স্বয়ং-প্রকাশত্ব স্বীকার করিলে অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিতত্ব স্বীকার করা হয় না।

তৃতীয়তঃ অবিদ্যা সদসদনির্ব্বাচ্যা হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা সৎবস্তুও নহে অসৎবস্তুও নহে বলিলে অবিদ্যা নাই ইহাই প্রমাণিত হয়। কেননা সকল বস্তুই হয় 'সৎ' হইবে, না হয় 'অসৎ' (সৎব্যতিরিক্ত) হইবে। এতদুভয় ব্যতিরিক্ত পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

## উপাসনা

শ্রুতিতে আছে, জ্ঞান (জানার নাম) উপাসনা। সকল উপনিষদেরই এই মত যে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সাধিত হয়, সেই জ্ঞানই উপাসনা নামে অভিহিত। উপাসনা শব্দ হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে—সেই জ্ঞান বারংবার আলোচিত হইয়া মোক্ষসাধনের উপযোগী হইলে তাহাকে উপাসনা বলা যায় (১)।

আরও উপাসনা ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে জ্ঞেয় পদার্থের স্মরণ করা (২)। জ্ঞেয়পদার্থের অবিশ্রান্ত স্মরণের উপায়। যথা ;—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ, অনুদ্ধর্ষ। বিবেক (আহার-শুদ্ধি) বিমোক (বিষয়ে আসক্তির অভাব) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) ক্রিয়া

---

(১) বেদনম্ উপাসনং স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাৎ ইতি সর্ব্বাসু উপনিষৎসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং বেদনম্ উপাসনম্ ইত্যুক্তম্।, সিদ্ধঞ্চ উপাসনশব্দাদিতি বেদনম্ অসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্। শ্রীভাষ্যম্ ১।১।

(২) তস্যৈব বেদনস্য উপাসনরূপস্য অসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বম্ উপবর্ণিতম্। শ্রীভাষ্যম্।

(যথাশক্তি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান) কল্যাণ (সত্য, সরলতা দয়া, দান, অহিংসা) অনবসাদ (দেশকালবৈগুণ্য, শোকজনক বস্তুর অনুস্মরণ প্রভৃতি দ্বারা জাত যে দৈন্য তাহার নাম অবসাদ, উহার বিপর্য্যয় অনবসাদ) অনুদ্ধর্ষ (দেশ কালের অত্যধিক আনুকূল্য এবং সুখজনক বস্তুর অনুস্মরণ জাত যে অতিসন্তোষ তাহার নাম উদ্ধর্ষ, উহার অভাব অনুদ্ধর্ষ)। এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে জ্ঞেয় বস্তুর (ব্রহ্মের) ধ্রুবানুস্মৃতি জন্মে। সেই ধ্রুবানুস্মৃতি হইতে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের নাম উপাসনা।

উপাসনাকালে সগুণব্রহ্মের গুণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ উপাসনা করিবে। উপাসনা কালে উপবেশন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই চিত্তৈকাগ্রতা সম্ভব হয়। ধ্যানেরও অবিশ্রুকতা আছে এবং আসনে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিবে। দেহত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত উপাসনা করিবে।

## মুক্তি

মুক্তি কখন হইবে অর্থাৎ এই দেহেই হইবে কি দেহান্তরে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই মুক্তি লাভ হয়। ব্রহ্ম বিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহা বাক্যার্থ জ্ঞানমাত্র নহে, ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দবাচ্য জ্ঞান লাভ করিয়া (অর্থাৎ বাক্যার্থ জ্ঞানের পর) ভাবনা করিবে (১)। আত্মা দ্রষ্টব্য (আত্মসাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য)। কি উপায়ে এই আত্মসাক্ষাৎকার

(১) বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।২১

করিবে? শ্রুতিবাক্যের শ্রবণ, যুক্তির সাহায্যে তাহার চিন্তন এবং তৎপরে ধ্যান (১)।

এখন দেখা কর্ত্তব্য মুক্তাবস্থা কি? শঙ্করের মতে মুক্তাবস্থায় জীবের অহং জ্ঞান (আমি এই জ্ঞান) থাকে না, কেন না তাহার মতে মুক্তাবস্থায় সমস্ত ভেদ-জ্ঞানের বিলোপ হয় এবং মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। রামানুজ বলেন;—এই মত প্রকারান্তরে বৌদ্ধদিগের ন্যায় আত্মনাশ স্বীকার করে। যদি কেহ জানে "আমি থাকিব না" (অর্থাৎ আত্মার নাশ হইবে) তাহা হইলে যেখানে মুক্তির কথায় প্রস্তাব হইবে, সেখানে সে মুহূর্ত্ত কাল ও থাকিবে না। কিন্তু মুক্তাবস্থায় অহং জ্ঞান (আমি ইত্যাকার জ্ঞান) যে থাকে তাহার প্রমাণ শ্রুতিতেই আছে। ঋষি বামদেব যখন মুক্ত হইয়াছিলেন, তখন 'আমি মনু ছিলাম, আমি সূর্য্য ছিলাম, ইত্যাকার জ্ঞান তাহার ছিল (২)।

মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা যখন সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সমীপস্থ হয়, তখন সেই আত্মা আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত অনুভব করে? অথবা আপনাকে ব্রহ্মের প্রকারভেদ এবং তাহা হইতে অবিভক্ত মনে করে? এই বিষয়ে রামানুজের প্রতিপক্ষগণ বলেন "যে, এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত মতই যথার্থ। কেন না শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য উভয়েরই মত যে মুক্ত জীব পরব্রহ্মের সমপদস্থ সমত্ব এবং সমগুণত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত

(১) আত্মা বা রে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৫।৬

(২) ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৪।১০

হয়। উহার তাৎপর্য্য এই যে মুক্ত জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত মনে করে। এ বিষয়ে প্রমাণ যথা ;—

তিনি (মুক্ত জীব) সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সকল অভিলষিত উপভোগ করেন, অর্থাৎ তাঁহার সমপদত্ব লাভ করেন (১)। যখন দ্রষ্টা জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা প্রভু ব্রহ্মযোনি পুরুষকে অবলোকন করে, যখন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া পুণ্য পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তিশূন্য হইয়া ব্রহ্মের সমত্ব প্রাপ্ত হয় (২) এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সমগুণত্ব লাভ করে। সৃষ্টিকালেও জন্ম গ্রহণ করে না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হয় না (৩)।

রামানুজ বলেন ;—উপরি উদ্ধৃত মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে "মুক্ত জীব আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত মনে করে।" (৪) এবং ব্রহ্মের সমীপস্থ ও অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্বরূপ দর্শন করে। মুক্ত জীবের যথার্থ স্বরূপ এই যে পরব্রহ্ম তাঁহার (মুক্ত জীবের) অন্তরাত্মা এবং তিনি পরব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার (ব্রহ্মের)

---

(১) সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।
তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২।১।১

(২) যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।
মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৩।

(৩) ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। ভগবদ্গীতা ১৪।২।

(৪) অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৪

প্রকারভেদ মাত্র। প্রমাণ যথা ;—তুমিই তিনি (ব্রহ্ম)। (১) এই আত্মা ব্রহ্ম। (২) এই সমস্ত তদাত্মক। (৩) বস্তুতঃ এই সমস্তই ব্রহ্ম। (৪) যিনি আত্মার মধ্যে থাকেন, আত্মা যাঁহাকে জানেনা, আত্মা যাঁহার শরীর। (৫)। যিনি আত্মার মধ্যে থাকেন এবং যিনি অন্তর্য্যামী অমৃত, সেই তোমার আত্মা। যিনি অন্তরে থাকেন এবং জীবগণের পালন করেন, তিনি তোমার আত্মা। (৬)। মুক্তজীবাত্মা আপনাকে এই রূপ অনুভব করে ;—"আমি ব্রহ্মের সহিত অপৃথগ্‌ভূত।"

প্রকৃতপক্ষে মুক্তাত্মার ব্রহ্মের সহিত সমপদত্ব সমত্ব এবং সমগুণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের বিদ্যমানতার সহিত তৎ-শরীরত্ব (অর্থাৎ মুক্ত জীবাত্মার পরব্রহ্মের শরীর-ভূতত্ব) তৎপ্রকারত্ব (ব্রহ্মের প্রকার ভেদ) প্রভৃতির কোন বিরোধ নাই। প্রথমতঃ মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত অভিলষিত উপভোগ করেন। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ মুক্তাত্মা পরব্রহ্মের শরীর এজন্য পরব্রহ্মের সহিত সমস্ত অভিলষিত ভোগে সমর্থ। মুক্তাত্মা পরব্রহ্মের প্রকার ভেদ, অতএব তাঁহার সহিত সমান এবং সমগুণ-বিশিষ্ট।

ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দেহের সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, মুক্তাত্মার সহিত পরব্রহ্মের সেই রূপ সম্বন্ধ। মুক্ত

---

(১) তত্ত্বমসি। (২) অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" (৩) ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং।

(৪) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

(৫) আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৭।২২।

(৬) য আত্মানমন্তরোঽয়ময়তি স ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতো হন্তঃ-প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং স ত আত্মা। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৭

আর বরবরমুনি স্বামী যতীন্দ্রপ্রবণ ( অবতারান্ ) হন, ইহাই ভগবান্ রামানুজের আদেশ।

## গ্রন্থাবলী।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের মতে ভগবান্ রামানুজাচার্য্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। এবং সমুদয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

১। আচার্য্যমুক্তিগুচ্ছ। ২। অর্থপঞ্চক। ৩। অষ্টাক্ষরমন্ত্রনিয়ম। ৪। অষ্টাদশরহস্য। ৫। আদিপ্রমাণ। ৬। ঈশাবাস্যব্যাখ্যা। ৭। আচার্য্যরাজমার্গ। ৮। ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য। ৯। কণ্টকোদ্ধার। ১০। কূটসন্দোহ। ১১। গদ্যত্রয়। ১২। গুণরত্নকোষ। ১৩। চক্রোল্লাস। ১৪। চরমার্থনিয়ম। ১৫। তীর্থযাত্রানিয়ম। ১৬। তত্ত্বত্রয়। ১৭। দিব্যসূরিপ্রভাবদীপিকা। ১৮। দেবতাপারম্য। ১৯। ধর্ম্মনিয়ম। ২০। নবরত্নমালা। ২১। ন্যায়করঞ্জ। ২২। নারায়ণমন্ত্র। ২৩। নিগমপরিমালা। ২৪। নিত্যপদ্ধতি। ২৫। নিত্যারাধনবিধি। ২৬। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন। ২৭। ন্যায়পরিশুদ্ধি। ২৮। পঞ্চপটল। ২৯। পঞ্চরহস্য। ৩০। পঞ্চরাত্ররক্ষা। ৩১। প্রশ্নোপনিষদ্ব্যাখ্যা। ৩২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ( শ্রীভাষ্য ) ৩৩। ভগবদ্গীতাভাষ্য। ৩৪। ভাগবত ?। ৩৫। মতনিয়ম। ৩৬। মতিমানুষ। ৩৭। মীমাংসাদীপিকা। ৩৮। মানদর্পণ। ৩৯। মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য। ৪০। মুমুক্ষুদীপিকা। ৪১। মুমুক্ষুমার্গ। ৪২। যোগসূত্রভাষ্য। ৪৩। রঙ্গরাজস্তোত্র। ৪৪। রত্নপ্রদীপ। ৪৫। রামপটল। ৪৬। রামপদ্ধতি। ৪৭। রামরহস্য। ৪৮। রামার্চ্চাপদ্ধতি। ৪৯। রামায়ণব্যাখ্যা। ৫০। লক্ষ্মীনারায়ণ-

...পাসনানিয়ম। ৫১। বার্ত্তামালা। ৫২। বিশিষ্টাদ্বৈতভাষ্য ? । ৫৩। বিষ্ণুবিগ্রহশংসনস্তোত্র। ৫৪। বিষ্ণুসম্প্রদায়নিয়ম। ৫৫। বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য। ৫৬। বীররাঘবীয়টীকা। ৫৭। বেদান্ততত্ত্বসার। ৫৮। বেদান্তদীপিকা। ৫৯। বেদান্তসার। ৬০। বেদার্থসংগ্রহ। ৬১। বৈকুণ্ঠগদ্য। ৬২। বৈকুণ্ঠমার্গনিয়ম। ৬৩। শতদূষণী। ৬৪। শরণাগতিগদ্য। ৬৫। শ্রীরঙ্গরাজগদ্য। ৬৬। শ্রীবচনভূষণ। ৬৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ব্যাখ্যা। ৬৮। সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়টীকা। ৬৯। সচ্চরিত্ররক্ষা। ৭০। সচ্চরিত্ররক্ষাসারদীপিকা। ৭১। সর্ব্বার্থসিদ্ধি।

## রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ।

রামানুজের তিরোভাবকালে ৭৪ জন প্রধান শিষ্য ও অসংখ্য ক্ষুদ্র শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৈদান্তিকগণ যথাক্রমে তাঁহার মত প্রচার করেন।

(১) রামানুজাচার্য্য। (বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক)
(২) গোবিন্দ ভট্টার।
(৩) পরাশর ভট্টার্য্য।
(৪) নাঞ্জীয়ার বেদান্তী।
(৫) নম্বূর কলিবৈরিদাস।
(৬) বর কিটার বিল্লি পল্লুলাই (নামান্তর কৃষ্ণপাদ)
(৭) পল্লুলাই লোকাচারিয়াই।
(৮) তিরুভাই মুড়িপ্পিলাই।

ক। মনোবারমহামুনি। (জন্ম ১২৯২ শক, তিরোভাব ১৩১২) তেঙ্গলে শাখার প্রবর্ত্তক।

খ। বরবর মহামুনি। বরগলে শাখার প্রবর্ত্তক।

তিরুভাই মুড়িগ্গিলাইর পর হইতে রামানুজসম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত হন। তেঙ্গলে শাখার প্রবর্ত্তক মনোবার মহামুনি ও বরগলে শাখার প্রবর্ত্তক বরবরমহামুনি। এই দুই শাখার লোকেরাই রামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠ ও শিষ্য শাখার পরিচালক। ইঁহাদের মধ্যে অনেক কৌমার ব্রহ্মচারী যতি এবং ধর্ম্মপরায়ণ গৃহী পণ্ডিত আছেন। কিন্তু ইঁহাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অণুমাত্রও সদ্ভাব নাই। ইঁহারা পরস্পর নিয়ত কলহে নিরত। উহা সত্ত্বেও এখন ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে রামানুজ-সম্প্রদায়ের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রামানুজ-সম্প্রদায়ে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। প্রথম গৃহস্থ, দ্বিতীয় যতি। গৃহস্থ থাকিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই রামানুজের উপদেশ। তবে যদি কাহারও সংসারে বিরাগ উপস্থিত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যতিরা বিশেষ সংযমী হইবেন এবং গৈরিক বসনও তিনখানি দণ্ড ধারণ করিবেন। রামানুজ-সম্প্রদায়স্থ যতিগণের দেহাত্যয় ঘটিলে "নারায়ণবলিনামক স্মৃতিগ্রন্থের" মতানুসারে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবে। আর গৃহস্থগণের মৃত্যু হইলে গরুড়পুরাণ অনুসারে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। মৃত ব্যক্তিকে প্রেত ভাবিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিবে না, দেবতা ভাবিয়া ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি সম্পাদন করিবে, ইহাই রামানুজের অনুশাসন।

## রামানুজ-সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান।

নিম্নলিখিত তীর্থগুলি রামানুজসম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষ পূজিত মনে করেন।

## দ্রাবিড়-দেশীয় তীর্থ।

১। শ্রীরঙ্গম্। ২। অনন্তশয়ন। ৩। তেৎতাদ্রি। ৪। দর্ভসেতু।
৫। শ্রীমুষ্ণম্। ৬। যাদবাদ্রি। ৭। কুম্ভকোণম্। ৮। কাঞ্চী। ৯। বেঙ্কটাদ্রি।
১০। ভূতপুরী (শ্রীপেরম্বধূরম্)।

## মধ্যদেশীয় তীর্থ।

১। প্রয়াগ। ২। অবন্তী। ৩। চিত্রকূট। ৪। ব্রহ্মাবর্ত্ত (বিঠুর)।
৫। পুষ্কর। ৬। অযোধ্যা। ৭। নৈমিষারণ্য।

## পশ্চিম দেশীয় তীর্থ।

১। প্রভাস। ২। দ্বারকা। ৩। গির্ণার। ৪। পঞ্চবটী (নাশিক)।

## পূর্ব্বদেশীয় তীর্থ।

১। গয়া। ২। কাশী। ৩। গঙ্গাসাগর। ৪। পুরুষোত্তমক্ষেত্র (পুরী)।
৫। শ্রীকূর্ম্ম। ৬। সিংহাচল। ৭। শ্বেতাদ্রি। ৮। পাণ্ডুরঙ্গ।

## উত্তরদেশীয় তীর্থ।

১। বৃন্দাবন। ২। মথুরা। ৩। কুরুক্ষেত্র ৪। হরিদ্বার। ৫। কাশ্মীর।
৬। বদরিকাশ্রম। ৭। মুক্তনাথ (ভোটদেশে)। ৮। শালগ্রামক্ষেত্র।
৯। কটাক্ষরাজ (কাবুলে)।

এই সকল তীর্থের অধিকাংশ স্থলেই রামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠ আছে। শ্রীরঙ্গম্, অনন্তশয়ন, কুম্ভকোণম্, কাঞ্চী, অযোধ্যা, দ্বারকা, পুরুষোত্তম প্রভৃতি স্থলে যে সকল মঠ আছে, উহার ভূসম্পদ্ ও শিষ্য হইতে বিপুল আয় হয়। ঐ সকল স্থলেই রামানুজ-সম্প্রদায়ের একাঙ্গী, যতি ও গৃহিগণ বাস করেন।

## রামানুজসম্প্রদায়ের শিষ্যগণ।

দক্ষিণাপথেই রামানুজসম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা অধিক। মধ্যভারত, বুন্দেলখণ্ড, উৎকল ও বিহারেও নিতান্ত অল্প নহে। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যগণের মধ্যে মহীশূরের মহারাজ, রেওয়ার মহারাজ ও মথুরার ধনকুবের শ্রেষ্ঠিগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

## মধ্বাচার্য্য।

রামানুজের তিরোভাবের কিছুকাল পরে মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। ইঁহার বৈদান্তিক মতের নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়। দাক্ষিণাপথের তুলবদেশের অন্তর্গত উদীপি নামক একটি প্রসিদ্ধ নগর আছে। ঐ নগর সমুদ্রের দেড়ক্রোশ দূরে পাপনাশিনী নদীর তীরে অবস্থিত। উহার সন্নিহিত পাজিকাক্ষেত্রে মধ্বগেহ নামক একটি দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ১১২১ শকাব্দে (১২০০ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। গৃহে অবস্থান কালে ঐ পুত্রের নাম ছিল বাসুদেব। বাসুদেব নয় বৎসর বয়সে সনককুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রচনামা আচার্য্যের নিকট সংন্যাস গ্রহণ করেন। সংন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর ইঁহার নাম হয় আনন্দতীর্থ। আনন্দতীর্থ অনন্তেশ্বর-মঠে অবস্থান করিয়া বিদ্যা অভ্যাস করেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, উহার নাম মধ্বভাষ্য এবং তাঁহার দর্শনের নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন।

আনন্দতীর্থের জীবৎকালে তাঁহার মত অধিক দূর বিস্তৃত হয় নাই। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য জয়তীর্থকর্ত্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতমত দক্ষিণাপথ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রচারিত হয়। জয়তীর্থ দক্ষিণাপথের পাণ্ডারপুরের নিকটবর্ত্তী মঙ্গলবেড় গ্রামে জন্ম গ্রহণ

করেন। ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথরাও এবং মাতার নাম রুক্মিণীবাই। জয়তীর্থ যে রমণীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তাঁহার নাম ভীমাবাই। ভীমাবাই অত্যন্ত মুখরা ও ব্যাপ্রিকা ছিলেন। পত্নীর উগ্রস্বভাবে বিরক্ত হইয়া জয়তীর্থ ১১৬৭ শকে (১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) সংন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গৃহে অবস্থানকালে ইঁহার অন্য নাম ছিল। সংন্যাস গ্রহণ কালে ইনি জয়তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হন। জয়তীর্থ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বেদান্ত-শাস্ত্রের সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ।

১। তত্ত্বপ্রকাশিকা।২। ন্যায়দীপিকা।৩। তত্ত্বসংখ্যানটীকা। ।৪। উপাধিখণ্ডন ।৫। উপাধিখণ্ডনটীকা ।৬। মায়াবাদখণ্ডন। ।৭। তত্ত্বনির্ণয়টীকা।৮। সুধা (অণুভাষ্যের টীকা)।

জয়তীর্থ ৪২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। দক্ষিণাপথের মালখেদগেট্ ষ্টেসনের নিকট অদ্যাপি তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়।

রামানুজসম্প্রদায়ের ন্যায় মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয় নাই। উহার কারণ ব্রহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু সঙ্কীর্ণমনাঃ। ইঁহারা নিজসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রায়ই অন্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণকে মন্ত্র প্রদান করেন না। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সংন্যাসী ঈশ্বরপুরীর নিকট সংন্যাস গ্রহণ কালে চৈতন্যমহাপ্রভুকে নাকি অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। এক সময় কয়েকটি মাধ্ব-যতি ও গৃহস্থ গয়াতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। গয়ালীরা তাঁহাদের নিকট দীক্ষিত হইতে বাসনা করেন, উহাতে মাধ্বগণ সম্মত হন না। এই ঘটনায় গয়ালীরা অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মাধ্ব-

গণকে গয়াতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। গয়ালীরাই তীর্থগুরু এবং গয়াক্ষেত্রের প্রভু। তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে গয়ায় কাহারও কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই। অগত্যা মাধ্বগণ গয়ালীদের সহিত সন্ধি করেন। মাধ্বেরা গয়ালীদিগকে মন্ত্র প্রদান করেন এবং গয়ালীরা ও মাধ্বগণকে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবার অনুমতি দেন।

মাধ্বসম্প্রদায়ে "বহুকাল-বৈরাগ্য" নাই। বিবাহাদির পর স্ত্রীপুত্রাদির সহিত দীর্ঘকাল পার্থিব সুখ ভোগ করিয়া জীবনের শেষভাগে ইঁহারা সংন্যাস গ্রহণ করেন। কোন মঠাধ্যক্ষ সংন্যাসীর জীবনান্ত হওয়ার দুই চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার পুত্র ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় অথবা অপর কোন সন্নিহিত আত্মীয়, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া মঠের নিকটে মঠস্বামীর দেহান্ত প্রতীক্ষা করিয়া বাস করিতে থাকেন। যেই মঠস্বামীর মোক্ষলাভ হয়, অমনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত সেই আত্মীয় সংন্যাস গ্রহণ করিয়া মঠ অধিকার করেন। চিরকাল ধারাবাহিকক্রমে মাধ্বদের মধ্যে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে মাধ্ব সংন্যাসীদের বেশ বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের কৌশলে মঠ ও মঠের সম্পত্তি অন্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের হস্তগত হয় না।

দক্ষিণাপথে উড়ুপি আর্য্যাবর্ত্তে বৃন্দাবন প্রভৃতি বহুস্থানে মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের মঠ আছে।

## বল্লভাচার্য্য।

বৈষ্ণবগণের তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাম রুদ্রসম্প্রদায় বা বল্লভাচারি-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জন্মভূমি দক্ষিণাপথের তৈলঙ্গদেশের

অন্তর্গত 'কাকুরপারহ' গ্রাম। "নিদাদাভেলু" রেলষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া ঐ স্থানে যাইতে হয়। বল্লভাচার্য্য দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম লক্ষণভট্ট। তিনি অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। যেস্থানে তাঁহার সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখন মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। উহার নাম "খাম্বাম্‌পোঠী"। বল্লভাচার্য্য বালগোপালের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নাম বল্লভভাষ্য। এই ভাষ্য ব্যতীত তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

বল্লভাচার্য্য বহুকাল বৃন্দাবন-সন্নিহিত গোকুলে বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এই সম্প্রদায়ের গুরুদিগকে 'গোকুলিয়া গোঁসাই' বলে। তিনি অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর, কালের প্রভাবে উহার ভিন্ন আকার হইয়াছে। গোকুলিয়া গোঁসাইরা শিষ্যদিগের নিকট আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাহাদিগকে গোপীভাবে সেবা করিতে বলেন। অল্পশিক্ষিত শিষ্য ও অশিক্ষিতা শিষ্যারা নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় তাঁহাদের আদেশ পরিপালন করে। বম্বে প্রদেশে গোকুলিয়া গোঁসাইরা "মহারাজ" নামে আখ্যাত। ইঁহাদের ভোগসুখ প্রত্যক্ষ করিলে প্রকৃত রাজভোগও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। দেবমন্দিরের প্রকোষ্ঠান্তরে অথবা দেবমন্দির-সন্নিহিত প্রাসাদতুল্য ভবনে ইঁহারা বাস করেন। মহারাজেরা সকলেই গৃহী, স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করেন। বহু আড়ম্বরে ইঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। গোকুলিয়া গোঁসাইরা

স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানকে কতকটা বিলাসব্যাপারে পরিণত করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন ;—"ভগবানের উপাসনায় উপবাসের প্রয়োজন নাই, বিষয়সুখ ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর, তাহা হইলেই বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে।" বম্বে প্রদেশের ধনকুবের ভাটিয়া-বণিক্-সম্প্রদায় গোকুলিয়া গোঁসাইদের শিষ্য। উক্ত বণিক্ ও বণিক্-মহিলারা বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপিকাদের অনুকরণে ঐ সকল গোসাইর সেবায় তনু মন অর্পণ করিয়া থাকে। ভাটিয়াদের উপাস্য গুরুগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যতই অর্থ ব্যয় করুন না কেন, সমস্তই ভাটিয়ারা যোগাইয়া থাকে। গুরুগণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই অর্থসংগ্রহের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ উপায়ে আপনা আপনিই অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। শিষ্য শিষ্যার গুরুদর্শনে ৫৲ টাকা। গুরুস্পর্শনে ২০৲। গুরুর চরণপ্রক্ষালনে ৩৫৲। গুরুকে দোলায় বসাইয়া দোল দেওয়ায় ৪০৲। গুরুর চন্দনলেপনে ৪২৲। গুরুর সহিত একাসনে উপবেশনে ৬০৲। মদনমূর্ত্তির সহিত (অর্থাৎ গুরুর সহিত) স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যার একগৃহে অবস্থানে ৫০৲ হইতে ৫০০৲। গুরু অথবা গুরুর কোন সেবকের পদাঘাত গ্রহণের জন্য ১১৲। দণ্ডের আঘাতের জন্য ১৩৲। রাসক্রীড়ার জন্য স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যার ১০০৲ হইতে ২০০৲। গুরুর প্রতিনিধির দ্বারা রাসক্রীড়ার জন্য ৫০৲ হইতে ১০০৲। গুরুর পানের পিকের জন্য ১৭৲। মহারাজের (অর্থাৎ গুরুর) স্নানোদক অথবা যে জলে তাঁহার পরিধেয়বসন ধৌত করা হইয়াছে, উহা পান করিবার জন্য ১৯৲ টাকা প্রদান করিতে হয়।

বম্বে, সুরাট বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে বল্লভাচারি-সম্প্রদায়ের অনেক মঠ মন্দির আছে।

## চৈতন্যমহাপ্রভু।

বৈষ্ণবগণের চতুর্থ সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। চৈতন্যমহাপ্রভু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গের ভাগীরথীতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপধামে জন্ম গ্রহণ করেন (১)। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপের অধিবাসী নহেন। তিনি অনাচার দুর্ভিক্ষ মড়ক এবং চুরি ডাকাতির ভয়ে স্বীয় প্রদেশ শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। (২) শ্রীহট্ট ও ইঁহাদের আদিম বাসস্থান নহে। চৈতন্য-মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা ভ্রমরের (উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্র-দেবের) ভয়ে উড়িষ্যার যাজপুর হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন। (৩) কাহারও কাহারও মতে চৈতন্য মহাপ্রভু

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥

(২) শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ পড়িল।
ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া।
নানা দেশে সর্ব্ব লোক গেল পলাইয়া॥
* * *
গঙ্গাস্নান করিব বসিব নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ নিবাস পাব দিব্য জপ তপে॥
দিব্য দোলা চড়ি মিশ্র জগন্নাথ আসি।
গঙ্গা নবদ্বীপ দেখি প্রেমানন্দে ভাসি॥

(৩) চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ—আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশে পালাঞা গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥
(কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।)

পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ (১)। কাহার মতে বা দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। (২) যাঁহারা উৎকল মিথিলা কামরূপ প্রভৃতি স্থান হইতে বঙ্গদেশে সমাগত, তাহারাই পাশ্চাত্য বৈদিক এবং যাঁহারা মহারাষ্ট্র কর্ণাট প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত, তাঁহারাই দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে আখ্যাত হন। (৩)

এক বন্ধু বলেন;—"মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ছিলেন,

---

(১) শ্রীমন্মধুকর মিশ্র নাম বিপ্রবর।
পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণী গুণের আকর॥
* * *
সামবেদ বৎসগোত্র পঞ্চম প্রবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় স্বধর্ম-তৎপর॥
শ্রীহট্টের পূর্ব্বভাগে ধরিয়া স্ববেশ।
ঢাকা দক্ষিণ নামে আছে এক দেশ॥
কালীশানী নামে গ্রাম বর্ত্তমান তথা।
জগন্নাথমিশ্রের বসতি ছিল তথা॥
(চৈতন্যবিলাস)

(২) আসীচ্ছ্রীহট্ট মধ্যস্থো মিশ্রোমধুকরাভিধঃ।
দাক্ষিণাত্য-বৈদিকশ্চ তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
(চৈতন্যমহাপ্রভুর জ্ঞাতি প্রদ্যুম্নমিশ্র কৃত "কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী")

(৩) দাক্ষিণাত্যবৈদিকগণের কুলপঞ্জিকায় দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ হইতে দাক্ষিণাত্য বৈদিকের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ ও কর্ণাট-ব্রাহ্মণের যে গোত্র দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণেরও সেই গোত্র। দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণের গোত্রের সহিত ইঁহাদের গোত্র কিংবা আচারের মিল নাই। দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের প্রাচীন কোন কুলগ্রন্থ নাই। আধুনিক দুই চারিটী পাতরায় যাহা আছে, উহাও নিজেদের বাসস্থান বিস্মৃত হইবার পর বোধ হয় লিখিত।

পাশ্চাত্যেরা স্বীয় সমাজের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে পাশ্চাত্য-বৈদিক করিয়া লইয়াছেন।" তাঁহার কথার অনুকূলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে—বৌদ্ধবিপ্লবের পর দক্ষিণভারত হইতেই ভক্তি-প্রধান সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত-গুলির প্রথম উৎপত্তি হয়। সেই ভাব লইয়া মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণভারত হইতে উৎকলে এবং তৎপরে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইহা অনেকাংশে সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মহাপ্রভুর শ্রেণী লইয়া যেরূপ মত-ভেদ গোত্র লইয়াও তদ্রূপ। কাহার মতে তিনি বাৎসগোত্র-সম্ভূত, (১) কাহার মতে ভরদ্বাজগোত্র-সম্ভূত। (২) ইঁহার মাতামহবংশ রথীতর-গোত্র।

চৈতন্য-মহাপ্রভুর নামান্তর নিমাই, গৌরাঙ্গ এবং বিশ্বম্ভর। তিনি অলৌকিক প্রতিভাশালী ছিলেন। শুধু প্রতিভা নহে, সৌন্দর্য্য ও তাঁহার অসাধারণ ছিল; যে দেখিত সেই তাঁহার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইত। নিমাই শৈশবে নবদ্বীপের তদানীন্তন প্রধান বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসপণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে কলাপব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পিতা মাতার অনুরোধে কিছু দিন পাঠে বিরত ছিলেন, পরে পুনরায় ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত জীবনচরিত-লেখকগণ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-সংক্রান্ত অসংখ্য গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন;—"তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচারে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ও ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণিকেও নাকি

---

(১) বৎস গোত্রের কথা ৩২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখুন।

(২) তস্য সংজ্ঞসনাদেব ভরদ্বাজো ন বিদ্যতে। (বৈদিক-কুলমঞ্জরী)।

পরাজিত করিয়াছিলেন। নিমাইর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ বাল্যকাল হইতেই সংসারে বীতরাগ ছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সংন্যাস আশ্রয় করেন। সুতরাং জগন্নাথমিশ্রের মৃত্যুর পর অত্যন্ত অর্থ-কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন নিমাই এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া তাহাতে পড়াইতে আরম্ভ করেন। এই সময় নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। প্রথমে নিমাই অত্যন্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। মুকুন্দদত্তনামক চট্টগ্রামবাসী এক বৈদ্যকুমার তখন অধ্যয়ন উপলক্ষে নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার সরল ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এবং সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি প্রথম মুকুন্দের সহিত সংকীর্ত্তনে যোগ দান করেন। কিছু দিন পরে নিমাই একবার শ্রীহট্টে গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন তাঁহার প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে নবদ্বীবাসী সনাতন নামক এক ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী কন্যার সহিত নিমাইর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। কয়েকটি বন্ধুর অর্থ-সাহায্যে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। উহার কিছু দিন পরেই তিনি গয়া যাত্রা করেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপেই মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর পরিচয় হইয়াছিল। গয়াধামে উক্ত পুরীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি পুরীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরপুরী প্রথমে সম্মত হন না, শেষে নিমাইর অলৌকিক ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে দশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করেন। কথিত আছে;—গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম সন্দর্শনেই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ভক্তির উৎস উদ্বেল হইয়া উঠে।

নিমাই গয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন। সকলে দেখিল—তাঁহার চাঞ্চল্য ও পাণ্ডিত্যগর্ব্ব-প্রভৃতি, সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে। এখন তিনি বিনয়ে অবনত, গম্ভীর অটল ধ্যানপরায়ণ। কৃষ্ণনাম শুনিলে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রু বিগলিত হয়। এই সময় মুরারিগুপ্ত সদাশিবপণ্ডিত শুক্লাম্বরব্রহ্মচারী ও ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই একটি সংকীর্ত্তনের দল করেন। প্রত্যহ শ্রীবাসের গৃহে তাঁহারা কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকিতেন। কিছু দিন পরে, পরমবৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎ হয়। অদ্বৈতাচার্য্য তখন নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। নিমাই অদ্বৈতাচার্য্যের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ তাঁহার গৃহে গমন করিতেন। এই সময় রাঢ়-দেশ হইতে অবধূত নিত্যানন্দ আসিয়া গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। প্রত্যহ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কোন কোন দিন তাঁহারা শ্রীবাস ও চন্দ্রশেখরের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উন্মত্তভাবে কীর্ত্তন করিতেন। প্রথম প্রথম নদীয়ার লোকে নানা কথা বলিত, শেষে সকলেই গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের ভক্তি ও বৈরাগ্য দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন বঙ্গদেশ বিশেষতঃ নবদ্বীপে তন্ত্রের অত্যন্ত প্রাধান্য, অনেকেই শাক্ত এবং বামাচার; পঞ্চ"ম"কারের সেবায় আসক্ত। গৌরাঙ্গ আপন দলবল লইয়া নগরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অনেক শাক্ত এবং বামাচার তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে কুক্রিয়াসক্ত ব্রাহ্মণকুমারদ্বয় জগাই মাধাইর উদ্ধার সাধন হইল। ঐ সময় তদানীন্তন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজীর নিকট গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত

হইয়াছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গের অলৌকিক ভক্তি-প্রবণতায় মুগ্ধ হইয়া কাজী তাঁহার কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই।

কিছু দিন পরে নিমাই বালিকা পত্নী ও জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কন্টকনগরীতে (কাটোয়ায়) গিয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে জননী এবং বন্ধু বান্ধবগণের অনেকেই তাঁহার সংন্যাস গ্রহণে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনেন নাই। সংন্যাস গ্রহণের পর দুই তিন দিন উন্মত্তের ন্যায় রাঢ় দেশে ভ্রমণ করিয়া পরে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে কয়েক দিন অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়া নীলাচল যাত্রা করেন। শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শনান্তে বাঙ্গালী অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে কিছুকাল অবস্থানের পর একমাত্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণাপথ পর্য্যটনে গমন করেন। পথে রাজমহেন্দ্রীতে রামানন্দরায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণাপথের অধিকাংশ তীর্থ দর্শনের পর পুনরায় নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রে) আগমন করেন। এই বার রাজ-গুরু কাশীমিশ্রের বাটীতে গৌরাঙ্গের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ সময় পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গৌরপ্রেমের হাট বসিয়া যায়। বঙ্গদেশে ও অন্যান্য দেশের অসংখ্য ভক্ত আসিয়া গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত হন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র ও সপরিবারে গৌরাঙ্গের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া হরিনাম বিতরণের জন্য বঙ্গে কতকগুলি ভক্ত প্রচারক প্রেরণ করেন। কিছু দিন পরে তিনি ভক্তগণের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। চৈতন্য-মহাপ্রভু মথুরা ও বৃন্দাবনের যাবতীয়

তীর্থ-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ঐ স্থানে বালগোপালের উপাসক গোকুলিয়া গোস্বামী বল্লভভট্টের সহিত তাঁহার বেদান্তের বিচার হয়। তাহার পর পুনরায় নীলাচলে আগমন করেন। চৌদ্দশত পঞ্চান্ন শকে আট চল্লিশ বৎসর বয়সে ঐ স্থানেই তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে।

চৈতন্যমহাপ্রভুর মত-সংক্রান্ত তাঁহার নিজের লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তিনি স্বীয় আচরণের দ্বারা লোকের যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,তদ্দ্বারা বুঝা যায়, মহাপ্রভু সাকার-ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ধর্ম-সম্বন্ধে ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ ও উপনিষৎ সমূহকে তিনি প্রমাণ জ্ঞান করিতেন। চৈতন্যমহাপ্রভু শাস্ত্রের গৌণার্থ বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। শাস্ত্রের সহজ অর্থই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত এই যে, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিবে। এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে কান্ত বা মধুরভাবই শ্রেষ্ঠ। কান্তাভাবে উপাসনা করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র লাভ করা যায়।' তজ্জন্য চৈতন্য-মহাপ্রভু সময়ে সময়ে রাধাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য ধাবিত হইতেন। এই মতে দেহান্তে সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি ও সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির অন্যতম মুক্তির অধিকারী হইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাসই ভক্তগণের পরম পুরুষার্থ।

ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তকদের মধ্যে চৈতন্যমহাপ্রভু অতিশয় উদার ছিলেন। তিনি কি উচ্চ কি নীচ সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমভক্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার ধর্ম্মের এতদূর প্রচার। তিনি স্বয়ং যে কাহার ও ভেক

দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচারের মধ্যে ভেকই সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। (১) ভেক যদি সংন্যাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায় উহার অর্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। এখন উহা বিরহিণী বিধবাদের নায়ক লাভের উপায় স্বরূপ হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যেও দেখা যায় অনেকেই কেবল সেবাদাসী সংগ্রহের জন্যই 'ভেক' গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, দিন দিন ভেকপ্রাপ্ত দম্পতিদের বৈরাগ্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি—'ভেকপ্রাপ্তা ধনবতী সেবাদাসীদের মধ্যে সিল্কের শাড়ী, হীরক খচিত স্বর্ণাভরণ, সুরভি কেশতৈল সুগন্ধি সাবান ও গোলাপসার প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।'

চৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সামান্য দুই একটি কথা বলা হইল মাত্র। বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট মহাপ্রভু অত্যন্ত পরিচিত। সকলেই প্রায় তাঁহার বিষয় অবগত আছেন, সুতরাং অধিক লেখা বাহুল্য। যাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকর্ণপুরকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চূড়ামণিদাসকৃত চৈতন্যচরিত, প্রদ্যুম্নমিশ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রোদয়াবলী, লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করুন।

(১) ভেক সংস্কৃত শব্দ নহে, দেশীয় শব্দ। বোধ হয় উহার অর্থ "ভেখান"। সংন্যাসের নিকৃষ্ট অনুকরণ অর্থ কি? শূদ্রের সংন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই বলিয়াই বোধ হয়, সংন্যাসের নামান্তর 'ভেক' রাখা হইয়াছে।

আমরা প্রাচীন বৈষ্ণবগণের জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যকলাপের বিষয় আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয় রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্যের ধর্ম্মমতের ছায়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঐ দুই সম্প্রদায়কেই উপজীব্য করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ আপন আপন সম্প্রদায় গুলির সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা শাস্ত্রমতাবলম্বী চারিটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কথা মাত্র বিবৃত করিলাম, বাহুল্য প্রযুক্ত নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়-প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিতে পারিলাম না।